ভ্লাদিমির তেরেবিলভ

সোভিয়েত আইন ও আদালত

‘সোভিয়েত ইউনিয়নে কেবল আদালতই ন্যায়বিচার বিধানের অধিকারী।
‘সোভিয়েত ইউনিয়নে নিম্নোক্ত আদালতগুলি রয়েছে: সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের সর্বোচ্চ আদালত, স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রসমূহের সর্বোচ্চ আদালত, অঞ্চল, এলাকা ও শহর আদালত, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলসমূহের আদালত, স্বায়ত্তশাসিত এলাকাসমূহের আদালত, জেলা (শহর) গণ-আদালত এবং সামরিক বাহিনীতে সামরিক ট্রাইবুনাল।’ (সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ১৫১ নং ধারা)।

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

ভ্লাদিমির তেরেবিলভ

সোভিয়েত আইন ও আদালত

ভ্লাদিমির তেরেবিলভ

সোভিয়েত আইন ও আদালত

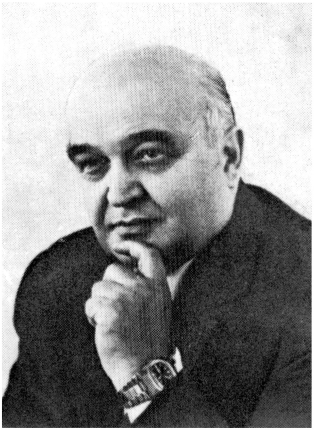

ভ্লাদিমির তেরেবিলভ (জন্ম ১৯১৬) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি। পনেরো বছর বয়সে কর্মজীবন শুরু করেন শিক্ষানবিস টার্নার হিসাবে। পরে লেনিনগ্রাদ আইন ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক হন ও অভিশংসক দপ্তরে অনেক বছর কাজ করেন। অতঃপর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যোগ দেন ও সর্ব-ইউনিয়ন অপরাধতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক-গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি বিভাগের প্রধান হন। তেরেবিলভ কয়েক বছর মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি আইনশাস্ত্রের পি-এইচ. ডি ও সহযোগী অধ্যাপক। আইনসমস্যা সম্পর্কে তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধের সংখ্যা শতাধিক।

অতঃপর সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সহ-সভাপতি (১৯৬২-১৯৭০), সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রী (১৯৭০-১৯৮৪) এবং ১৯৮৪ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি।

সোভিয়েত আইন ও আদালত

ভ্লাদিমির তেরেবিলভ

সোভিয়েত আইন ও আদালত

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: দ্বিজেন শর্মা

В. И. Теребилов

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА В СССР

На языке бенгали

Vladimir Terebilov

THE SOVIET COURT

In Bengali

© English translation • Progress Publishers • 1986

© বাংলা অনুবাদ • প্রগতি প্রকাশন • ১৯৮৭

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

T $\frac{1203150000-576}{014(01)-87}$ 277—87

সূচি

লেখকের কথা ৫
প্রথম অধ্যায়। **সোভিয়েত বিচারবিভাগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস**
১. নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদালত কেন দরকার ১০
২. আদালত সম্পর্কে প্রথম ডিক্রি ১৪
৩. গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক হামলার সময়ের আদালত ১৭
৪. সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত গঠন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বিচারব্যবস্থার বিকাশ ২০
৫. ১৯৪১-১৯৪৫ সালের যুদ্ধকালীন আদালত ২৮
৬. যুদ্ধোত্তর কালের বিচারব্যবস্থা ৩০
৭. প্রখ্যাত সোভিয়েত আইনজীবী ৩৮
দ্বিতীয় অধ্যায়। **সমাজতান্ত্রিক ন্যায়বিচারের নীতিসমূহ**
১. সমাজতান্ত্রিক ন্যায়বিচারনীতির সম্প্রসারণ ৪২
২. কেবল আদালতের মাধ্যমেই ন্যায়বিচার বিধান ৪৪
৩. নির্বাচনভিত্তিক বিচারবিভাগ ৪৬
৪. বিচারে গণনির্ধারকদের শরিকানা। দলগতভাবে মামলাগুলি পরীক্ষা ৫০
৫. বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও তাঁদের এককভাবে আইনের অধীনতা ৫৩
৬. আদালতের মামলার শুনানির প্রকাশ্য ধরন ৫৪
৭. আদালতের বিচারকার্যে জাতীয় ভাষা ৬২
৮. আসামীর আত্মরক্ষার অধিকার ও এই অধিকারের নিশ্চয়তা . ৬২
৯. আইন ও আদালতের কাছে নাগরিকদের সমতা ৬৪
১০. বিদেশী নাগরিকদের আইনগত মর্যাদা ৬৬
তৃতীয় অধ্যায়। **সোভিয়েত বিচারবিভাগ ও অন্যান্য আইনসংস্থা**
১. অপরাধ দমনে আইনসংস্থাগুলির পারস্পরিক বিক্রিয়া . . . ৮৩
২. প্রাথমিক অনুসন্ধায়ী সংস্থাসমূহ ৮৫
৩. প্রাথমিক অনুসন্ধানে ও আদালতে অভিশংসকের ভূমিকা . ৯০
৪. সোভিয়েত উকিলসভা ৯৫

৫. অপরাধ ও যেকোন আইনলঙ্ঘন চাপা দেয়ার চেষ্টা নিরোধে জনগণের শরিকানা ১০১
৬. রাষ্ট্রীয় লেখ্য-প্রমাণক দপ্তর ১১২
৭. সালিসী বোর্ড ১১৬
৮. বিচারমন্ত্রক ১২২
চতুর্থ অধ্যায়। **ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির আদালত**
১. জেলা (শহর) গণ-আদালত ১২৮
২. আঞ্চলিক, এলাকাগত ও সম-মর্যাদার অন্যান্য আদালতসমূহ . ১৪০
৩. ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত ১৪৫
পঞ্চম অধ্যায়। **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত**
১. সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের গঠন ও সংস্থিতি . ১৫১
২. সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের কাঠামো . . . ১৫৩
ষষ্ঠ অধ্যায়। **বিচার**
১. একটি ফৌজদারি মামলা শুনানির প্রারম্ভিক অংশ . . . ১৬২
২. ফৌজদারি মামলায় আদালতের অধিবেশন ১৬৪
৩. দেওয়ানি মামলায় আদালতের অধিবেশন ১৭০
সপ্তম অধ্যায়। **ফৌজদারি শাস্তি**
১. শাস্তির উদ্দেশ্য, কর্মভার ও ধরন ১৭৫
২. আদালত প্রদত্ত দণ্ডভোগের কার্যবিধি ১৮৩
উপসংহার ১৯২
পরিশিষ্ট ১৯৫

লেখকের কথা

বইটি সোভিয়েত ইউনিয়নের আদালতগুলির সংগঠন ও কার্যকলাপের আনুষঙ্গিক কয়েকটি প্রধান প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হিসাবেই শুধু বিবেচ্য।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের ইতিহাসের আগাগোড়া তার বিচারব্যবস্থার ক্রমাগত পরিবর্তন ও উন্নয়ন পাঠকরা লক্ষ্য করবেন। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিবর্তন কেবল ওই মূলনীতিগুলিকে প্রভাবিত করে নি যেগুলি দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

স্বীকার্য, সোভিয়েত আইনজীবীরা মনে করেন না যে বর্তমান সোভিয়েত আদালত ব্যবস্থার আরও উন্নয়ন নিষ্প্রয়োজন। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টো। আমাদের বিচারব্যবস্থা নিখুঁতকরণে, একটি বিকশিত সমাজতন্ত্রের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তার পূর্ণতর সঙ্গতিবিধানের জন্য আজ আমরা অন্যদের, প্রধানত অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্জিত জমাট অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে চাই।

আমাদের মনে হয় এই কর্তব্য সম্পাদন কেবল বিচারব্যবস্থার কাঠামো ও আদালতের কার্যবিধি আধুনিকীকরণের উপর নির্ভরশীল নয়। বিচারকার্যের উন্নতিসাধন অনেকাংশে অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বিশেষত এরূপ দুটি গুরুত্বপূর্ণ হেতুর উপর নির্ভরশীল—যেমন: ক) আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-জীবনের সবগুলি দিক অন্তর্ভুক্তকারী সুগঠিত একটি বিধানিক আইনের প্রণালীর অস্তিত্ব এবং খ) সকল নাগরিকের আইন সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ও সেগুলির কঠোর প্রয়োগ সহ জনগণের আইনগত সংস্কৃতির উচ্চমান।

এজন্যই বিধানিক ক্রিয়াকলাপ ও নাগরিকদের আইনশিক্ষার সমস্যাগুলি এখন সোভিয়েত রাষ্ট্রের একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবিরাম প্রক্রিয়া প্রচলিত

আইনগুলির যথাযোগ্য উন্নতিবিধানও দাবী করে। কিন্তু তা মোটেই বোঝায় না যে সেগুলি তড়িঘড়ি ও যথার্থ যৌক্তিকতা ছাড়াই সংশোধন করা প্রয়োজন। অবশ্য আমরা নীতিগতভাবে আইনগুলির স্থায়িত্ব ও সর্বাধিককাল কার্যকরতা কামনা করব। আইনের ঘন ঘন ও অযৌক্তিক সংশোধন নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর। কিন্তু এইসঙ্গে কৃত্রিমভাবে আইনগুলির বিকাশরোধ ও পুরনো আইনসূত্রসমূহের অন্ধ অনুসরণ মোটেই কম ক্ষতিকর নয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রের জীবনে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলির সঙ্গে সঙ্গে আইনসমূহ নবায়ন খুবই স্বাভাবিক, কেননা রাষ্ট্রের সামাজিক বিকাশের উচ্চতর পর্যায়ের জন্য জীবনের সমকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার অনুষঙ্গী বিধান অত্যাবশ্যকীয়।

আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে পর্যাপ্ত বিধানিক কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে। কেবল নতুন সংবিধানের (১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে গৃহীত) ভিত্তিতে একলহরী গুরুত্বপূর্ণ আইন গ্রহণ করা হয়েছে: সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে নির্বাচন প্রসঙ্গে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ প্রসঙ্গে, দেশে জনগণের নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে, সোভিয়েত নাগরিকত্ব, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত, সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিশংসক দপ্তর প্রসঙ্গে, ইত্যাদি।

জাতীয় অর্থনীতির আইনগত নিয়ন্ত্রণ উন্নতিবিধানের সমস্যাই বর্তমানে আমাদের বিধানিক কার্যকলাপে মুখ্য হয়ে উঠেছে। দেশে কলকারখানা ও কৃষিসংস্থার সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই দেশের অধিকতর ফলপ্রসূ অর্থনৈতিক প্রগতি নিশ্চিতকরণের জন্য শিল্প ও কৃষিতে প্রযুক্ত চলতি আইনগুলির উন্নতিবিধান প্রয়োজন।

এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন সংবিধিগ্রন্থ চালু হয়েছে, যা চলতি বিধান সংহিতাবদ্ধকরণ ও প্রণালীবদ্ধকরণের এক নতুন পদক্ষেপ। রাষ্ট্রের আইনগত বনিয়াদগুলি মজবুতের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগের তাৎপর্য খুবই সহজলক্ষ্য।

সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যান্য দেশের সঙ্গে তার অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারিত করছে এবং এজন্যও নতুন আন্তর্জাতিক আইনগুলি বিশদীকরণ প্রয়োজন।

এই বহুমুখী বিধানিক কর্মকান্ড অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত আদালতগুলির ফলপ্রসূ কার্যকলাপের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য আইনগত বনিয়াদ নির্মাণে জরুরি হয়ে উঠেছে।

আগেই বলা হয়েছে যে চলতি বিধানিক আইনের প্রণালী কেবল এই আইনগুলি সাধারণ নাগরিক ও কর্মকর্তাদের দ্বারা যথাযথ উপলব্ধির নিরিখে, তাদের আচরণের মান হয়ে উঠার নিরিখে ফলপ্রসূ হতে পারে। সেজন্য সোভিয়েত আইনশাস্ত্র এই দুটি উপাদানকে ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্পর্কের নিরিখেই বিচার করে। সোভিয়েত নাগরিকদের আইনগত শিক্ষা-দীক্ষা আইনগত কার্যকলাপের একটি প্রধান অংশ এবং এজন্য তা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিটি আইনবিদের, প্রতিটি আইন বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সরকারী ও বেসরকারী উভয় কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত।

সোভিয়েত বিচারমন্ত্রক এই কাজটির সংগঠক এবং তা নাগরিকদের আইনশিক্ষার সমন্বয় ও পদ্ধতিগত পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেছে। পরিষদটিতে রয়েছেন আইন বিষয়ক প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের প্রতিনিধিরা, প্রজাতন্ত্রের সংস্কৃতি, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষামন্ত্রকের প্রতিনিধিরা, ট্রেড ইউনিয়ন ও যুবসংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা এবং কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র, বেতার, টিভির প্রতিনিধিরাও। পরিষদের মূল কাজ হল নাগরিকদের আইনশিক্ষার উদ্যোগগুলির সমন্বয় এবং এই বিষয়ের যৌথ কর্মভারগুলি বিশদীকরণ ও বাস্তবায়ন। জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন যে ব্যাপারটি মোটেই পেশাদার আইনজীবীদের প্রশিক্ষণ নয়। এটা হল চলতি আইনকানুন সম্পর্কে জনসাধারণকে যথাযথ তথ্য যোগানোর জন্য **সকল নাগরিককে আইন বিষয়ক শিক্ষাদানের ব্যাপার।** বারংবার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে আইন ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের নিয়মকানুন সম্পর্কে সাধারণ সম্মানবোধ জাগান রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তরুণ-তরুণীদের আইনশিক্ষা এই প্রক্রিয়ার মুখ্য বিষয়। এতে প্রধান ভূমিকাসীন হল জনশিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি এবং তরুণ-তরুণীদের মধ্যে কার্যপরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য বিভাগসমূহ। সোভিয়েত আইনজীবীরা এর সক্রিয় শরিক।

সোভিয়েত রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ে একটি বুনিয়াদি শিক্ষাক্রম সকল মাধ্যমিক ও বৃত্তিশিক্ষা স্কুলে প্রবর্তিত হয়েছে। আইনশিক্ষা বহির্ভূত সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আইন বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। শিক্ষাটি এজন্য প্রয়োজন যে, যেমন প্রকৌশল ইনস্টিটিউটের শিক্ষাসমাপ্তকারীদের পক্ষে একটি সংস্থার ব্যবস্থাপক হিসাবে, তেমনি ইঞ্জিনিয়র, কর্মশালার তত্ত্বাবধায়ক, প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে নিজ কর্তব্য সফলভাবে সম্পাদনের জন্য আইন সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান থাকা আবশ্যকীয়।

আইনের পত্রিকা 'মানুষ ও আইন' ব্যাপক পাঠকচক্রের জন্য প্রকাশিত এবং পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যাও ৮০-৯০ লক্ষ। পত্রিকাটিতে থাকে আইন ও নৈতিকতা সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী এবং সরল সহজবোধ্য ভাষায় চলতি আইনকানুনের ব্যাখ্যা।

সোভিয়েত বেতার ও টিভিতে সাবালকদের উদ্দেশ্যে নিয়মিত প্রচারিত হয় 'মানুষ ও আইন' লহরী। সোভিয়েত টিভি ও বেতার ছাত্রছাত্রীদের জন্যও আইন বিষয়ে দুটি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে। সম্প্রচারের এই বিষয়গুলি আইনজীবীদের সক্রিয় সাহায্যেই প্রস্তুতকৃত।

ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক কলকারখানা, রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারে প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাভিত্তিক আইন-সাহায্য ব্যুরোগুলি জনগণকে আইন বিষয়ে ফলপ্রসূ সাহায্য দিয়ে থাকে। আজ দেশে এই ধরনের সক্রিয় ব্যুরোর সংখ্যা ৩০ হাজারের বেশি। প্রত্যেকটি নাগরিক তার প্রয়োজনীয় যেকোন বিষয়ে নিখরচায় আইন-সাহায্য পাওয়ার অধিকারী আর এইসব উপদেশ দেন অভিজ্ঞ আইনজীবীরা।

আইনের বিষয়ে বক্তৃতাদান জনগণের আইনশিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট ধরন। প্রতি বছর সোভিয়েত আইনজীবীরা দশ লক্ষাধিক বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। অনেকগুলি শহরে বিদ্যমান গণ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনবিভাগ রয়েছে। এই বিভাগগুলিতে সান্ধ্য ক্লাসের ব্যবস্থা থাকে। আইন সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা এইসব ক্লাসে যোগ দেয়।

আইন সম্পর্কিত জ্ঞানপ্রচারে সংবাদসংস্থার মুখ্য ভূমিকা সর্বস্বীকৃত। অধিকাংশ সংবাদপত্র ও সাময়িকী আইনের বিষয়গুলিকে অধিকতর গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রকাশিত বিষয়গুলিকে অধিক ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তারা এই বিষয়গুলির প্রকৃতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলির সম্পাদকদের সঙ্গে নিয়মিতভাবে আলোচনা করেন। এইসব কর্মকর্তা ও সম্পাদকরা নির্দিষ্ট আইনগত সমস্যাবলীর বিবরণী প্রকাশ ও পাঠকদের সামনে সেগুলি উপস্থাপনের পথ সম্পর্কে যৌথ সুপারিশ দিয়ে থাকেন।

জনসাধারণের আইনশিক্ষার ধরনগুলি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে এর লক্ষ্য হল: প্রত্যেকটি নাগরিক আইন সম্পর্কে কেবল যথেষ্ট জানবে না, বরং প্রতিটি নাগরিক সহ সকলের স্বার্থরক্ষক হিসাবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার ঔচিত্যে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাসী হবে।

৫০টি সোভিয়েত বিশ্ববিদ্যালয় ও আইন ইনস্টিটিউটে আইনজীবীদের প্রশিক্ষণ বিচারবিভাগের জন্য খুবই গুরুত্ববহ আর সেখানকার পাঠ্যসূচি তৈরি হয় আইনসংস্থাগুলির শরিকানায়।

উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত আইনজীবীদের নিয়মিত পুনর্প্রশিক্ষণের গুরুত্ব মোটেই ন্যূন নয়। এই লক্ষ্য সামনে রেখে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রক আইন বিষয়ে যোগ্যতা উন্নয়নের জন্য দেশে ইনস্টিটিউট ও সম্প্রসারণমূলক শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করেছে। এগুলিতে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর বিচারপতি, উকিল, অভিশংসক, আইন-উপদেষ্টা, লেখ্য-প্রমাণক এবং বিদ্যালয়ের আইন শিক্ষকরাও পুনর্প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তাঁদের পাঠ্যক্রমে থাকে সাম্প্রতিক প্রণীত বিধান, অর্থনীতি, সমাজবিদ্যার সমস্যাবলী, ইত্যাদি।

আইনশাস্ত্রের উপর বিচারব্যবস্থার আরও উন্নতিবিধান, সমাজতান্ত্রিক বৈধতার মজবুতি, আইনজীবীদের প্রশিক্ষণ ও খসড়া আইন-প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকাসীন হওয়ার দায় ন্যস্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নে উল্লেখ্য সংখ্যক আইন সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক-গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে। এগুলির মধ্যে আছে সোভিয়েত আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত সর্ব-ইউনিয়ন বৈজ্ঞানিক-গবেষণা ইনস্টিটিউট, রাষ্ট্র ও আইন ইনস্টিটিউট, অপরাধের কারণ ও অপরাধ প্রতিষেধ সংক্রান্ত সর্ব-ইউনিয়ন ইনস্টিটিউট, বিচার-পরীক্ষা সংক্রান্ত সর্ব-ইউনিয়ন বৈজ্ঞানিক-গবেষণা ইনস্টিটিউট, ইত্যাদি। এগুলি ও অন্যান্য আইনগবেষণা ইনস্টিটিউট বিচারবিভাগকে ন্যায়নির্ণায়ক সমস্যাগুলির নিষ্পত্তিতে যথেষ্ট সহায়তা যোগায়।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সোভিয়েত ও বিদেশী আইনজীবীদের মধ্যে যোগাযোগের আরও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। তাঁদের এই সংযোগ উন্নততর পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও ফলপ্রসূ মতবিনিময়ে অবদান রাখছে এবং আইনের সমস্যাগুলি ও আধুনিক সমাজ-উন্নয়নের সাধারণ সমস্যাবলীর সমাধানে আইনজীবীদের জড়িত করছে। অন্যান্য রাষ্ট্রের চলতি আইনকানুন ও বিচারব্যবস্থার সঙ্গে পারস্পরিক ও নিরপেক্ষ পরিচিতিসাধন খুবই উপযোগী এবং শান্তি ও সামাজিক প্রগতির আদর্শের সহায়ক।

প্রথম অধ্যায়

সোভিয়েত বিচারবিভাগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১. নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদালত কেন দরকার

১৯১৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে রাশিয়ার সোভিয়েত রাজের জারিকৃত প্রথম বিধানিক আইন ছিল শ্রমিক ও কৃষকদের কাছে যাবতীয় ক্ষমতা হস্তান্তরকারী ডিক্রিসমূহ। এগুলির মাধ্যমে জারশাসিত রাশিয়ার খনিজ সম্পদ সহ জমি, বনাঞ্চল, জল ও বড় বড় কারখানা, পরিবহণ ও ব্যাংকগুলি জাতীয়করণের মাধ্যমে সেগুলিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা বা সমগ্র জনগণের মালিকানা কায়েম করা হয়েছিল। এইসঙ্গে সরকার সমস্ত সাম্প্রদায়িকতা রদ ও জাতিসমূহের সমতা, ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথকীকরণ, নারীর সমানাধিকার ঘোষণা, ইত্যাদি আইন জারি করেছিল।

নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল নতুন আইনশৃঙ্খলার। স্বভাবতই এই উদ্দেশ্যে বুর্জোয়া-জমিদারী রাষ্ট্রের পুরনো প্রশাসন-যন্ত্রটি ব্যবহার্য ছিল না। সেজন্য তা ভেঙ্গে ফেলা ও বদলি হিসাবে পুরোপুরি নতুন নীতির ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রযন্ত্র গঠন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

জারশাসিত রাশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জনগণ শাসক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষক পুরনো আদালতও তুলে দিয়েছিল। পুরনো আদালত বাতিল করে দেয়ার ঘটনায় বহু বুর্জোয়া আইনজীবী ও রাজনীতিক নতুন রাশিয়াকে এই বলে অভিযুক্ত করার অজুহাত পেয়েছিলেন যে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের জয়লাভের পর সে একটি 'বৈধ শূন্যতা' সৃষ্টি করেছে। সোভিয়েত আদালতের ইতিহাস এই ধরনের অপলাপ পুরোপুরি খন্ডন করেছে। সন্দেহ নেই, পুরনো বিচারযন্ত্র পুরোপুরি তুলে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কাজটি করা হয়েছিল শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কর্মকান্ড পূরণক্ষম একটি নতুন বিচারযন্ত্র দ্বারা তা বদলানোর জন্যই।

সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিকরা রাষ্ট্রজীবনের সবগুলি দিকের কঠোর ও অবিচল বৈধ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা কখনই অস্বীকার করেন নি। পক্ষান্তরে, তাঁরা

সবিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে নিখুঁত বিধানের অস্তিত্ব সকল কর্মকর্তা ও সাধারণ নাগরিকের, সকল সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের আইনমান্যতার একমাত্র শর্তেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপ সম্ভব।

অন্যান্য প্রশাসনিক ও আইন বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও এই কাজগুলি সরল, গণতান্ত্রিক ও সত্যিকার জনপ্রিয় আদালতের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস ১৮৮৪ সালে একটি চিঠিতে আগস্ট বেবেলকে লিখেছিলেন: 'যেসব পার্টি বা শ্রেণী বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয়েছে সেগুলির সকলেরই স্বভাবসিদ্ধ দাবী হল বিপ্লবসৃষ্ট নতুন বৈধতা শর্তহীন স্বীকৃতি পাবে ও পবিত্র হিসাবে বিবেচিত হবে।'*

সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ভ. ই. লেনিন বৈধতাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের অন্যতম মূলনীতি হিসাবে বিবেচনা করেছেন ও এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: '...সোভিয়েত রাজের আইন ও নির্দেশগুলি বিশ্বস্ততার সঙ্গে অবশ্যপালনীয় এবং সেগুলি যাতে সকলেই মেনে চলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা' অত্যাবশ্যকীয়।**

সর্ববিদিত যে ব্যক্তিমালিকানার দরুন সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হওয়ার পর সমাজবিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল। রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গে শাসক শ্রেণীর স্বার্থানুকূল্যে শৃঙ্খলা মজবুতের জন্য এসেছিল আইন। এই শৃঙ্খলা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে শাসক শ্রেণী আইনসিদ্ধ নিয়মগুলি বলবৎকরণের জন্য প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছিল। এইসব প্রতিষ্ঠানে নিঃসন্দেহে আদালতও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেজন্য লেনিন লিখেছেন, 'আইনের শাসন বলবৎকরণে সমর্থ একটি যন্ত্র ছাড়া আইন কিছুই নয়।'***

বস্তুত, মানবসমাজের ইতিহাসে কখনই আদালতহীন কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। তদুপরি, সবগুলি শোষণমূলক সমাজে আদালত সর্বদাই মেহনতীদের নির্যাতনের উদ্দেশ্য হাসিল করেছে। ওইসব সমাজের পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রের মতো আদালত সমাজের বনিয়াদি খুঁটিগুলিকে ঠেকনো দিয়ে, শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকার ও সুবিধা রক্ষা করে ওই শ্রেণীর স্বার্থ

---

* K. Marx and F. Engels, *Selected Correspondence,* New York, 1936, p. 427.

** V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 29, p. 555 (here and hereafter — Progress Publishers, Moscow).

*** V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 25, p. 476.

হাসিল করেছে: দাসসমাজে আদালত দাসমালিকদের স্বার্থরক্ষা করত, সামন্তসমাজে সামন্তদের স্বার্থ ও পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা করছে।

বুর্জোয়া আইনজীবী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক নেতারা এভাবে জনমত তৈরি করতে চেয়েছেন ও চান যে আদালত 'শ্রেণী-ঊর্ধ্বে' থাকে ও 'সমগ্র জাতির স্বার্থ', প্রতিফলিত করে। তাঁদের মতে বুর্জোয়া সমাজে আদালত রাষ্ট্র থেকে স্বাধীন, ধনী ও দরিদ্রের অভিন্ন স্বার্থরক্ষক। কিন্তু আসলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে সামন্তপ্রভুদের হটিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়া বুর্জোয়া শ্রেণী গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল ও 'সকল মানুষ আইনের চোখে সমান' স্লোগানটি উপস্থিত করেছিল। 'সন্দেহ নেই, বুর্জোয়ার কাছে আইন পবিত্র বটে,' লিখেছেন এঙ্গেলস, 'কেননা ওগুলি তারই তৈরি, তারই সম্মতিতে চালু করা, তারই নিজ স্বার্থ ও নিরাপত্তার বাহক। সে জানে যে এমন কি কোন একটি আইন তার জন্য ক্ষতিকর হলেও পুরো কাঠামোটি তারই স্বার্থরক্ষক...'*

আদালতের কার্যকলাপ, বিশেষত উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে, অনেকের কাছেই অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলে মনে হয় এবং তা এই ধারণা সৃষ্টি করে যে সকল মানুষই যেন আইন ও আদালতের চোখে সত্যিই অভিন্ন। কিন্তু ধারণাটি বাহ্য। একটি পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনদত্ত অধিকারগুলি উকিল নিয়োগে সমর্থ ও মামলার খরচ বহনে সক্ষম ব্যক্তিরাই কেবল, পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারে। জনগণের সহায়সম্বলহীন অংশটি প্রায়ই বৈধ প্রতিরক্ষার সুযোগ পায় না এবং তা এজন্য নয় যে আইন আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে প্রতিরক্ষা থেকে বঞ্চিত করছে, আসলে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থানটিই তাদের জন্য সাংবিধানিক অধিকারগুলির সদ্ব্যবহারের পক্ষে বাধা হয়ে ওঠে।

প্রখ্যাত মার্কিন আইনবিদ সি. জনসন প্রসঙ্গত লিখেছিলেন: 'আমেরিকায় ন্যায়বিচারের সমতা একটি মূলনীতি হিসাবে গৃহীত... কিন্তু সমতার এই নীতি প্রায়ই উধাও হয়ে যায়... আদালতের খরচা ও পাওনা মেটান,

---

* K. Marx and F. Engels, *Collected Works,* Vol. 4, Moscow, 1975, p. 514.

এটর্নির সাহায্যক্রয়ে ব্যর্থতা প্রায়ই ধনী ও দরিদ্রকে সমুদ্রের ফারাকে আলাদা করে রাখে।'*

বর্জোয়ার আইনতত্ত্বগুলি থেকে আলাদা হিসাবে সোভিয়েত আইনশাস্ত্র আদালতের শ্রেণীচরিত্র কখনই অস্বীকার বা সংগোপন করে নি। 'সোভিয়েত রাজের আশু কর্তব্য' প্রবন্ধের মূল সংক্ষিপ্তসারে লেনিন লিখেছিলেন যে প্রলেতারীয় বিপ্লবের উচিত পুরনো আদালতগুলির 'উৎখাত', শোধন নয়। 'অক্টোবর বিপ্লব এই প্রয়োজনীয় কাজটি পুরো করেছে, সাফল্যের সঙ্গে পুরো করেছে। পুরনো আদালতের জায়গায় রাষ্ট্রশাসনে তা মেহনতী ও শোষিত শ্রেণীগুলির এবং কেবল এই শ্রেণীগুলির শরিকানার নীতিভিত্তিক নতুন আদালত, গণ-আদালত, বস্তুত সোভিয়েত আদালত প্রতিষ্ঠা শুরু করেছে।'**

পূর্বোক্ত তথ্যাদি থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে পৌঁছন যায়: ১) জারশাসিত রাশিয়ায় প্রচলিত পুরনো আদালত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তার কার্যকলাপ চালাতে পারত না এবং সেজন্য তা পুরোপুরি তুলে দেয়া প্রয়োজন; ২) স্বভাবতই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন একটি নতুন আদালত এবং এই আদালত গঠিত হয়েছিল মেহনতীদের দ্বারা; ৩) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদালতকে রাষ্ট্রের স্বার্থ এবং আইনের দ্বারা সুরক্ষিত ব্যক্তিগত, সম্পত্তিগত, অন্যান্য নাগরিক অধিকারও রক্ষার দাবী পূরণ করতে হয়; ৪) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতাচ্যুত শ্রেণীগুলির শুধু প্রতিরোধ দমনই নয়, তার অস্তিত্বের প্রথম বছরগুলিতে যা অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, নতুন সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের আদর্শে, সমাজের নতুন নিয়ম সম্পর্কে নাগরিকদের শিক্ষাদানের জন্যও আদালতের প্রয়োজন; ৫) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আদালত সর্বোপরি যুক্তিপরামর্শে বোধোদয় ঘটায়, শিক্ষা দেয় এবং এতে ব্যর্থ হলে আইন মোতাবেক বাধ্যতামূলক যথাবিহিত ব্যবস্থা প্রয়োগ করে।

তাই, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আদালত ও সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের বৈধ নিয়ম টিকিয়ে রাখে। অধিকন্তু, আদালত ও বৈধ নিয়মকানুন সক্রিয়ভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রগতিকে এগিয়ে নেয়।

---

* C. Johnson, *Government in the United States,* New York, 1956, p. 507.

** V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 27, p. 217.

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণাবলীর আনুষঙ্গিক যথেষ্ট সরল ও পুরোপুরি কার্যকর বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলার পূর্বে সমাজতান্ত্রিক আদালতকে একটি দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া অতিক্রম করতে হয়েছে।

২. আদালত সম্পর্কে প্রথম ডিক্রি

১৯১৭ সালের ৫ ডিসেম্বর বা সফল অক্টোবর বিপ্লবের এক মাস পর আদালত সম্পর্কিত একটি সরকারী ডিক্রি (১ নং) জারির ফলে তা জারের বিচারব্যবস্থা বাতিল করে দেয় এবং আইনের নতুন আদালত সংগঠনের আনুষঙ্গিক গণতান্ত্রিক নীতিগুলি বিধানিকভাবে স্থির করে।

ডিক্রির ১ ও ২ বিধি জেলা আদালত, আদালত কক্ষ, বিনির্দেশক সিনেট, সামরিক ও নৌবাহিনীর সবগুলি আদালত ও বাণিজ্যিক আদালত সহ জারশাসিত রাশিয়ার বিদ্যমান বিচারকার্যের যাবতীয় প্রতিষ্ঠান বাতিল এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত নতুন স্থানীয় আদালত দ্বারা ওগুলির প্রতিস্থাপন ঘোষণা করে। এই ডিক্রিতে আদালতের অনুসন্ধানকারী, অভিশংসক দপ্তর, জুরি-ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত উকিলসভার মতো প্রতিষ্ঠানগুলিও বাতিল হয়ে যায়।

ডিক্রিতে প্রত্যক্ষ সার্বিক গণতান্ত্রিক কার্যবিধি মোতাবেক স্থানীয় বিচারপতি নির্বাচন চালু হয়। কিন্তু এই ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে বিচারপতিরা নির্বাচিত হতেন শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের জেলা, শহর ও প্রাদেশিক সোভিয়েতগুলির প্রতিনিধিদের দ্বারা। স্থানীয় আদালতগুলির ব্যাপারে মামলা পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব পালনের জন্য স্থানীয় বিচারপতিদের উয়েজ্‌দ সম্মেলন আহূত হত।

ডিক্রি মোতাবেক বিচারগত কার্যবিধির আমূল সংস্কারের পূর্বাবধি ফৌজদারি মামলার প্রাথমিক অনুসন্ধান স্থানীয় বিচারপতিরা ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদন করতেন। কোন ব্যক্তিকে আটক বা অভিযুক্ত করার জন্য ওই বিচারপতিদের দেয়া ব্যক্তিগত বিনির্দেশ স্থানীয় আদালতের পুরো বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত দ্বারা অনুমোদিত হতে হত।

সুনামখ্যাত ও নাগরিক অধিকারভোগী সকল ব্যক্তি আদালতে ও প্রাথমিক অনুসন্ধানে উভয়তই বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষের উকিল হতে পারত।

বিলুপ্ত আদালতী প্রতিষ্ঠানগুলির সকল কর্মচারীকে নিজেদের পদাসীন থাকতে ও স্থানীয় সোভিয়েতগুলির নিযুক্ত কর্মকর্তাদের

তত্ত্বাবধানে নিয়মিত নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

স্থানীয় আদালতকে রাশিয়া প্রজাতন্ত্রের পক্ষ থেকে তাদের সিদ্ধান্তগুলি জ্ঞাপন করতে হত এবং রায়দানের ক্ষেত্রে ক্ষমতাচ্যুত সরকারের আইন দ্বারা পরিচালিত হতে হত যেগুলি বিপ্লবে ততটা বাতিল হয় নি এবং বৈপ্লবিক চেতনা ও ন্যায়বিচারের বৈপ্লবিক বোধের বিরোধী নয়।

প্রতিবিপ্লব এবং ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও জারের কর্মচারীদের চুরি, অবৈধ আত্মসাৎ, অন্তর্ঘাত ও অন্যান্য অপব্যবহার মোকাবিলার জন্য নিয়মিত আদালতের অতিরিক্ত বৈপ্লবিক ট্রাইবুনাল গঠিত হত।

প্রাথমিক অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলিতে অনুসন্ধান কমিশন গঠিত হয়েছিল।

এই হল ১ নং ডিক্রির সারমর্ম। ডিক্রিটি পুরনো বিচারব্যবস্থা উৎখাতের অতিরিক্ত কিছু করেছিল। ডিক্রি সোভিয়েত আদালতের নতুন গণতান্ত্রিক ভিত গড়েছিল: বিচারপতি নির্বাচন, আদালতের কার্যবিধিতে গণনির্ধারকদের শরিকানা, মামলাগুলির প্রকাশ্য পরীক্ষা ও বৈধ প্রতিরক্ষার অধিকারের নিশ্চয়তা।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ৬৯ বছরে বিচারবিভাগের প্রশাসনে বহু পরিবর্তন প্রবর্তিত হয়েছে এবং এইসব পরিবর্তন কোন কোন নির্দিষ্ট আইন-প্রতিষ্ঠানকেই কেবল নয়, বিচারগত কার্যকলাপের অনেকগুলি সাংগঠনিক ধরনকেও প্রভাবিত করেছিল। তা সত্ত্বেও, ১নং ডিক্রি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত আদালতের মূলনীতিগুলি আজও বৈধ রয়েছে।

উল্লেখ্য যে এই ১ নং ডিক্রি ভ. ই. লেনিনের প্রত্যক্ষ শরিকানায় বিশদীকৃত হয়েছিল। তিনি এতে স্বাক্ষরও দিয়েছিলেন।

ডিক্রিটি বাস্তবায়নের আনুষঙ্গিক অসুবিধা সত্ত্বেও, পুরনো বিচারযন্ত্রের কর্মচারীদের অন্তর্ঘাত ও ক্ষমতা অপব্যবহার সত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়ার বিশাল ভূখণ্ডের সর্বত্র আক্ষরিকভাবে কয়েক মাসের মধ্যেই নতুন সোভিয়েত আদালত প্রতিষ্ঠিত ও চালু হয়েছিল।

১ নং ডিক্রির বিকাশ ও সংযোজন হিসাবে সোভিয়েত সরকার ১৯১৮ সালের ৭ মার্চ ২ নং ডিক্রিটি গ্রহণ করে। শেষোক্তটি গণ-আদালতের কার্যকলাপ আরও নিয়ন্ত্রণ করেছিল। স্থানীয় আদালতগুলির আওতাবহির্ভূত বড় বড় মামলাগুলি মোকাবিলার জন্য জেলা গণ-আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। সবগুলি আদালতেই মামলা পরিচালিত হত স্থানীয় ভাষায়। লেনিনের

জাতি সংক্রান্ত কর্মনীতির অনুগামী এই নীতিটি আজও অটলভাবে পালিত হচ্ছে।

জনসাধারণ বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষের (একটি করে) উকিলদের মতো আদালতের শুনানিতে শরিক হতে পারত।

২ নং ডিক্রির অন্যান্য বিধি, যথা প্রকাশ্য ও মৌখিক শুনানি, বাদী ও প্রতিবাদী দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিবাদীর বৈধ প্রতিরক্ষার অধিকার, রায়ের বিরুদ্ধে আপীল আজও কার্যকর রয়েছে।

১৯১৮ সালের ১৩ জুলাই জারিকৃত ৩ নং ডিক্রিতে স্থানীয় ও জেলা গণ-আদালতগুলির বিচারের আওতাবৃদ্ধি বর্ণিত হয়েছিল। স্থানীয় আদালতগুলির আওতা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফৌজদারি মামলায় এইসব আদালত দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে পাঁচ বছর পর্যন্ত সাজা দিতে পারত এবং দেওয়ানি মামলায় এগুলির আওতা ১০ হাজার রুবল অর্থের অংক অবধি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ডিক্রিতে জেলা আদালতগুলির বিরুদ্ধে আপীল শুনানির জন্য মস্কোয় দেওয়ানি ও ফৌজদারি এই দুই বিভাগ সমন্বিত একটি অস্থায়ী আপীলের আদালত গঠনের শর্ত ছিল।

প্রথম সোভিয়েত সংবিধান গৃহীত হয় ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে এবং অতঃপর অনুসৃত হয়েছিল বিচারপ্রণালী, নাগরিক ও পারিবারিক আইন সম্পর্কে একপ্রস্ত বিধানিক আইন প্রণয়ন।

১৯১৮ সালের ৩০ নভেম্বর গৃহীত রুশ ফেডারেশনের গণ-আদালতের সংবিধিতে স্থানীয় ভাষায় বিচারগত কার্যবিধি পরিচালনার নীতি পুরোপুরি অনুমোদিত হয়। এটি আদালতের উপর এই কর্তব্য অর্সায় যে আদালত কেবল সোভিয়েত রাজের আইনগুলিই মান্য করবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে যথাযোগ্য আইন না থাকলে সমাজতান্ত্রিক বিধিসম্মত চেতনা দ্বারা পরিচালিত হবে (অস্থায়ী হলেও ব্যবস্থাটি অপরিহার্য ছিল)। ক্ষমতাচ্যুত সরকারের আইন প্রয়োগ এতে নিষিদ্ধ হয়েছিল।

প্রাদেশিক এলাকায় কার্যরত গণ-আদালতগুলি গণ-বিচারপতিদের পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হত। এই পরিষদ গণ-আদালতগুলির কার্যকলাপের উপর বৈধ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করত এবং এইসঙ্গে আপীলের আদালত হিসাবেও কাজ করত।

গণ-আদালত সম্পর্কিত সংবিধি বিচারব্যবস্থায় মেহনতীদের সর্বাধিক শরিকানা দাবী করেছিল। সবগুলি মামলার শুনানি চলত গণনির্ধারকদের উপস্থিতিতে। শ্রমিক ও কৃষকের সাধারণ সভা এই ধরনের গণনির্ধারক

পদপ্রার্থীদের মনোনীত করত। ভোটাধিকারহীন ছাড়া যেকোন ব্যক্তিকে এই পদে নির্বাচন করা চলত।

৩. গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক হামলার সময়ের আদালত

গৃহযুদ্ধ ও চৌদ্দটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হামলার মারাত্মক পরিস্থিতিতে সোভিয়েত আদালতগুলির বিকাশ ঘটেছিল। কালবাজারের মুনাফাখোর, অন্তর্ঘাতলিপ্ত দুশমন, পুরনো সমাজের আবর্জনগুলি সোভিয়েত রাজের পরিচিত শত্রুদের সঙ্গে প্রকাশ্যে নতুন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিক্ত লড়াই শুরু করেছিল।

ভ. ই. লেনিন ও অন্যান্য সোভিয়েত নেতাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের ফলে ক্রমেই পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছিল এবং অনেকগুলি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আদালত পুনর্গঠনেরও প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এই অবস্থায় বৈধতা লঙ্ঘন ও প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করার জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল। তাই, সাধারণ আদালতগুলির পরিপূরক হয়েছিল ভেচেকা'র* প্রতিষ্ঠান, বৈপ্লবিক ট্রাইবুনাল। অক্টোবর বিপ্লবের অর্জনগুলি নস্যাতে সচেষ্টদের শাস্তিদান এবং এই প্রথম নাগরিক অধিকার ও মুক্তি অর্জনকারী শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এইসব প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল।

সময়ের সঙ্গে দেশের বৃহত্তর অংশ থেকে হামলাকারীদের বিতাড়ন ও অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবীদের উৎখাতের ফলে সবগুলি প্রধান শিল্প ও কৃষি এলাকায় সোভিয়েত রাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রে প্রধান কাজ ছিল শত্রুদের সামরিক দমন নয়, জাতীয় অর্থনীতি পুনর্গঠন। এই পরিস্থিতির কল্যাণে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের পরিসর হ্রাস ও পরবর্তীতে এই ব্যবস্থাদি বাতিলে সমর্থ হতে পেরেছিল এবং এভাবে সাধারণ আদালতের মাধ্যমে স্বাভাবিক বিচারব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেছিল।

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভেচেকা পুনর্গঠিত হলে প্রতিষ্ঠানটির

---

* ভেচেকা — সর্ব-রাশিয়া বিশেষ কমিশন গঠিত হয় প্রতিবিপ্লবী, অন্তর্ঘাত ও মুনাফাখোরী মোকাবিলার জন্য ১৯১৭ সালের ৭ ডিসেম্বর। — সম্পাঃ

কার্যকলাপ সীমিতকরণ সহ তার কর্মচারীদের আইনমান্যতার উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্ত হয়েছিল। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির দরুন বিচারব্যবস্থার দ্বৈত কাঠামো বাতিল করা গিয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে ১৯২১ সালের ২৫ আগস্ট সর্ব-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত 'বিচার বিষয়ক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকলাপ জোরদার করা সম্পর্কিত' ডিক্রিটি উল্লেখ্য। ডিক্রিতে বলা হয়েছিল যে রুশ ফেডারেশনের সর্বত্র সোভিয়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও শান্তিপূর্ণ নির্মাণে উত্তরণের কল্যাণে সরকারী প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের কার্যকলাপ চলতি আইনকানুনের অনুগ হওয়া অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে এবং সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানগুলি ও সমগ্র জনগণের বোঝা উচিত যে বৈপ্লবিক আইনের আশ্রয় গ্রহণ ছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য একটি প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে ডিক্রি বলেছিল যে বিচারের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অবশ্যই অপরাধী ও আইনভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, ওগুলির কার্যকলাপ অবশ্যই উন্নততর ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে।

গৃহযুদ্ধ তখনো শেষ না হওয়া সত্ত্বেও সরকার আইনমান্যতায় বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিল। শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ষষ্ঠ সর্ব-রাশিয়া বিশেষ কংগ্রেস কঠোরভাবে আইনমান্যতার প্রশ্নটি আলোচনা করেছিল। সকল নাগরিক ও কর্মকর্তারা যাতে কেন্দ্রীয় সোভিয়েত রাজের যাবতীয় আইন, সিদ্ধান্ত ও আদেশ কঠোরভাবে পালন করে, কংগ্রেস একটি প্রস্তাবে সেই দাবী জানিয়েছিল। দাবীটি আদালতগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল।

লেনিন কংগ্রেসের প্রস্তাবটি সম্পাদনায় শরিক হয়েছিলেন এবং বার বার দেখিয়েছিলেন যে আদালতগুলির কঠোরভাবে আইনের কাঠামোর মধ্যেই কাজ করা উচিত এবং বিশেষ জোর দেওয়া হয় যে আইনলঙ্ঘনের মোকাবিলায় শুধু শাস্তিই নয়, শিক্ষামূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ তাদের কর্তব্য।

একক গণ-আদালত প্রতিষ্ঠার কাজটি গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক হামলার দরুন ব্যাহত হয়েছিল। তবু এমন পরিস্থিতিতেও তৎকালীন বিচারব্যবস্থা উন্নয়নের প্রচেষ্টা অবরুদ্ধ হয় নি।

১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে বিচারব্যবস্থার সংস্কার সম্পূর্ণ হয়েছিল। পৃথক ডিক্রি, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশের বদলি হয়েছিল একটিমাত্র আইন — রুশ ফেডারেশনের বিচারপ্রণালীর সংবিধি। এই সংস্কার সমগ্র রুশ ফেডারেশনে বিচারবিভাগীয় যাবতীয় প্রতিষ্ঠানকে একটি একক প্রণালীতে সমন্বিত

করেছিল। সমাজতান্ত্রিক ন্যায়বিচার বিধানের একটি প্রধান শর্ত ছিল আদালতের কাজে মেহনতীদের শরিকানা। লেনিনের ভাষায়, 'আমাদের অবশ্যই নিজেদের বিচারপতি হতে হবে। সকল নাগরিক আদালতের কাজে ও রাষ্ট্রপরিচালনায় অবশ্যই শরিক হবে।'*

গণ-আদালত বিচারব্যবস্থার প্রধান সংযোগ হয়ে উঠেছিল। অধিকাংশ মামলা তা একজন গণ-বিচারপতি ও দু'জন নির্ধারকের শরিকানায় দলগত ভিত্তিতে পরীক্ষা করত। নগণ্য মামলাগুলিতে একজন বিচারপতি থাকতেন।

প্রাদেশিক আদালত ছিল উচ্চতর প্রতিষ্ঠান। বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান ছিল রুশ ফেডারেশনের সুপ্রিম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত।

এই সংবিধি মোতাবেক গণ-বিচারপতিদের এক বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচন করত প্রাদেশিক সোভিয়েতগুলির কার্যনির্বাহী পরিষদ। গণনির্ধারক হতে পারতেন ভোটাধিকারী যেকোন মেহনতী পুরুষ ও নারী এবং তারা নির্বাচিত হতেন কারখানার শ্রমিক ও কর্মচারী, কৃষক ও সৈনিকদের সাধারণ সভায়।

প্রাদেশিক আদালতের সদস্যরা এক বছর মেয়াদের জন্য প্রাদেশিক সোভিয়েতগুলির কার্যনির্বাহী পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত ও রুশ ফেডারেশনের বিচার বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েত কর্তৃক অনুমোদিত হতেন।

রুশ ফেডারেশনের সর্বোচ্চ আদালত প্রজাতন্ত্রে যাবতীয় আদালতের কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান করত, প্রাদেশিক আদালতগুলির রায় ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলগুলি পরীক্ষা করত এবং অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির (খুব কম সংখ্যক) শুনানি শুনত। প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের সদস্যদের নির্বাচন করত সর্ব-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ।

উপরোক্ত আদালতগুলি ছাড়াও প্রজাতন্ত্রে থাকত: ক) সৈন্য ও নৌ বাহিনীর বিরুদ্ধে অপরাধগুলির কাজের শুনানির জন্য সামরিক ট্রাইবুনাল; খ) পরিবহণ সংশ্লিষ্ট অপরাধের মামলাগুলির শুনানির জন্য সামরিক পরিবহণ ট্রাইবুনাল; গ) শ্রম আইনলঙ্ঘনের মামলাগুলির শুনানির জন্য গণ-আদালতের বিশেষ অধিবেশন; ঘ) ভূমি সংক্রান্ত বিরোধগুলির জন্য ভূমি-কমিশন; ঙ) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য সালিসী-কমিশন।

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 27, p. 135.

একই সময়ে সমকালে অন্যান্য আইন-প্রতিষ্ঠানের সংগঠনেও উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ১৯২২ সালের ২৬ মে রুশ ফেডারেশন গ্রহণ করে উকিলসভার সংবিধি এবং দু'দিন পর অভিশংসক দপ্তরের আবেক্ষণমূলক ক্ষমতার সংবিধি।

এভাবে দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠলে রুশ ফেডারেশনে সরকার বিচারব্যবস্থার সংস্কার করেছিল এবং তা ছিল সমাজতান্ত্রিক বৈধতার মজবুতি ও ন্যায়বিচার বিধানের উন্নতির দিকে একটি অগ্রপদক্ষেপ।

অন্যান্য (ট্রান্স-ককেশাস, ইউক্রেন ও বেলোরুশিয়া) সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রেও প্রায় অভিন্ন বিচার ও অন্যান্য সংস্থা চালু হয়েছিল।

৪. সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত গঠন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বিচারব্যবস্থার বিকাশ

১৯২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর চারটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র — রুশ ফেডারেশন, ইউক্রেন, বেলোরুশিয়া ও ট্রান্স-ককেশীয় ফেডারেশন নিয়ে গঠিত হল একটি নতুন যুক্তরাষ্ট্র — সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন গঠনের চুক্তিতে বলা হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ দেশের সামগ্রিক এলাকায় বৈপ্লবিক বৈধতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত গঠন করবে। দেশের এই সর্বোচ্চ বিচারসংস্থার কর্মকান্ড ১৯২৩ সালের ২৩ নভেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সংবিধিতে বিস্তারিত বিধিবদ্ধ হয়েছিল।

সর্বোচ্চ আদালতের নির্ধারিত প্রধান কর্তব্য ছিল তিনটি: বৈধতার সাধারণ আবেক্ষণ, আদালতগুলির উপর বিচারগত আবেক্ষণ, নির্দিষ্ট বর্গের মামলার জন্য অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে কাজ।

সাধারণ আবেক্ষণের কর্তব্যপালনের (বা সেকালের কথায় সাংবিধানিক কর্তব্যপালনের) অধিকারের দরুন তা সর্বোচ্চ আদালতকে যেসব ক্ষমতা দিয়েছিল: ক) প্রজাতান্ত্রিক আদালতগুলিকে সর্ব-ইউনিয়নের বিধানের বর্ণনা ও ব্যাখ্যাদান; খ) সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতিমন্ডলীর দাবীতে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের সরকার ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারের সিদ্ধান্তগুলির

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান অনুযায়ী বৈধতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ; গ) অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থার গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের বরখেলাপ ঘটালে সেগুলি স্থগিত বা বাতিল করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে আবেদন।

বিচারগত আবেক্ষণের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বৈধ এখতিয়ারের পরিসর ছিল: ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের সর্বোচ্চ আদালতগুলির সিদ্ধান্ত ও রায় সর্ব-ইউনিয়নের বিধানের বরখেলাপ ঘটালে বা অন্যান্য ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের স্বার্থবিরোধী হলে সেগুলির বিরুদ্ধে আনীত প্রতিবাদ পরীক্ষা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে পেশ; সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির রায়, সিদ্ধান্ত বা রাইডার এবং আইন বা অনুরূপ বিষয়ে কর্তব্যরত সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠানগুলির (শীর্ষ সালিসী-কমিশন, ইত্যাদি) সিদ্ধান্তগুলিতে সর্ব-ইউনিয়ন বিধানের বরখেলাপ ঘটালে সেগুলি পরীক্ষা ও বাতিল; সোভিয়েত ইউনিয়নের সমন্বিত রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক প্রশাসনের* বেআইনী সিদ্ধান্ত ও আদেশ বাতিলের লক্ষ্যে উত্থাপিত অভিযোগগুলি পরীক্ষা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে ওইসব অভিযোগ পেশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক আদালতগুলির কার্যকলাপের উপরে কর্তৃত্ব।

বিচারকার্যের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের মূল এখতিয়ারের মধ্যে ছিল: শীর্ষস্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট মামলা, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা, দুই বা ততোধিক ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের স্বার্থজড়িত মামলার বিচার এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে উদ্ভূত বিচারগত বিরোধ মীমাংসা।

সংবিধি অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র (সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন) ও চার বিভাগ — দেওয়ানি, ফৌজদারি, সামরিক ও সামরিক-পরিবহণ — হিসাবে কার্যপরিচালনা করত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯২৪ সালের সংবিধান মোতাবেক কেন্দ্রীয়

---

* ১৯২৩ সালে ভেচেকার বদলি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নের প্রজাতন্ত্রের সংস্থা। — সম্পাঃ

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বিচারপ্রণালী ও বিচারগত কার্যবিধির মূলসূত্র সহ দেওয়ানি, ফৌজদারি, শ্রম বিধানের মূলসূত্রগুলি বিশদীকরণ ও গ্রহণের দায়িত্ব বর্তায় এবং এইসঙ্গে প্রজাতান্ত্রিক শাসনসংস্থাগুলি এইসব মূলসূত্রের ভিত্তিতে আনুষঙ্গিক আইনকোষ ও অন্যান্য বিধানিক আইন গ্রহণের দায়িত্ব পায়।

সংবিধানের শর্তানুষঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের অধিবেশন ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে 'সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের বিচারপ্রণালীর মূলসূত্রগুলি' গ্রহণ করে। আত্যন্তিক গুরুত্বপূর্ণ এই সর্ব-রাষ্ট্রীয় আইন গ্রহণের ফলে সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় শুরু হয়।

মূলসূত্রের ১ ধারা মোতাবেক আদালতের নির্ধারিত কর্তব্যগুলি: অক্টোবর বিপ্লবের অর্জন ও নতুন আইনশৃঙ্খলা টিকিয়ে রাখা, মেহনতীদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা, শ্রমশৃঙ্খলা ও মেহনতীদের আইনগত শিক্ষা পাকাপোক্ত করা, নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও মালিকানা সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক বৈধতা বলবৎ করা। মূলসূত্রগুলি সকল ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের এলাকায় অভিন্ন ধরনের তিনস্তরের আদালত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল: গণ-আদালত, প্রাদেশিক আদালত ও সর্বোচ্চ আদালত। সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর কেবল বিশেষ অনুমোদন সাপেক্ষেই এই বিচারবিভাগীয় সংগঠনের ব্যতিক্রম ঘটান চলত।

নিম্নোক্ত নীতিগুলির ভিত্তিতে বিচারসংস্থার সকল পর্যায়ের সংগঠন ও কার্যকলাপ পরিচালিত হত: ১) কেবল মেহনতীরাই ন্যায়বিচার প্রদান করবে; ২) সকল বিচারপতি ও গণনির্ধারক নির্বাচিত হবেন; ৩) বিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র একটি সমন্বিত বিচারনীতি অনুসরণ করবে। মূলসূত্র অনুসারে আদালতে দণ্ডিত নয় এমন যেকোন সোভিয়েত নাগরিক সোভিয়েতের নির্বাচনে শরিকানার ও নিজে নির্বাচিত হওয়ার অধিকারী ছিল এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সেবার নির্দিষ্ট সুখ্যাতির দৌলতে বিচারপতি হিসাবে নির্বাচিত হতে পারত।

প্রতিটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রে সর্বোচ্চ আদালত অন্যান্য আদালতের কৃত কার্যকলাপের উপর চূড়ান্ত আবেক্ষণ চালাত ও সেগুলি পরিচালনা করত।

এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জনসাধারণকে আইনগত সাহায্য ও আদালতে বৈধ প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য উকিলসভা, এবং সব ধরনের কার্য, চুক্তি ও চুক্তিপত্র, ইত্যাদি প্রত্যয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত লেখ্য-প্রমাণক দপ্তর।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিচার বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েতের উপর বিচারকার্যের আবেক্ষণ ও আদালতের বেআইনী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। তদুপরি, কমিসারিয়েত আদালতগুলির কার্যকলাপের উপর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ রাখত, বিচারসংস্থাগুলি পরিদর্শন করত এবং সকল বিচারপতি, অভিশংসক, অনুসন্ধানকারী, লেখ্য-প্রমাণক, বেলিফ ও বিবাদী পক্ষের উকিলের কাছে নির্দেশ পাঠাত। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিচার বিষয়ক গণ-কমিসার ছিলেন প্রজাতান্ত্রিক অভিশংসক দপ্তরেরও প্রধান।

রুশ ফেডারেশনের বিচার বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েত তদুপরি ধর্মসংস্থা ও রাষ্ট্রকে পৃথককারী আইনের প্রয়োগও আবেক্ষণ করত।

বিচার বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েত এইসঙ্গে আইন বিষয়ক কর্মী তৈরি ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করত। দেশে খুব কম সংখ্যক দক্ষ আইনজীবী থাকার প্রেক্ষিতে সেকালে কাজটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অ-রুশ কোন কোন প্রত্যন্ত এলাকার বিশেষ পরিস্থিতি সাপেক্ষে সরকার অক্টোবর বিপ্লবের পর পর ওইসব এলাকায় স্থানীয় প্রথাভিত্তিক কার্যকর স্থানীয় জাতীয় আদালতগুলিকে অনুমোদন দিয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ফরগানা ও সমরখন্দ অঞ্চলে (উজবেকিস্তান) গণ-আদালতগুলির সঙ্গে 'ওয়াদি' আদালতগুলি অনুমোদিত ছিল। বাদী ও বিবাদী পক্ষের পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতেই কেবল এই স্থানীয় আদালতগুলি মামলা পরিচালনা করতে পারত।

সহজবোধ্য যে এগুলি মাত্র কিছুকাল বলবৎ ছিল এবং সাধারণ গণ-আদালতগুলিকে যাবতীয় বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বদানের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বত্র সেগুলি উঠে গিয়েছিল।

১৯২৯ সালের ২৪ জুলাই সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সম্পর্কে একটি নতুন সংবিধি গ্রহণ করেছিল এবং তাতে এই আদালতের কিছু ক্ষমতা আরও যথাযথভাবে সূত্রবদ্ধ হয়েছিল।

বিশেষভাবে, বিচারকার্যে উদ্ভূত প্রশ্ন সাপেক্ষে সর্ব-ইউনিয়ন আইনগুলি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যাখ্যার অধিকার এই আদালত পেয়েছিল। সর্বোচ্চ আদালত নিজ উদ্যোগে ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের অভিশংসকের উত্থাপিত অভিযোগের বলে — উভয়তই এভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত।

এই নতুন সংবিধি মোতাবেক সর্বোচ্চ আদালত আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হওয়ার ক্ষমতা পেয়েছিল।

১৯৩৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত, অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিশংসক দপ্তর প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সরকারী সংস্থাগুলির গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বৈধতা তদারক করত। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহ ও স্থানীয় সরকারী সংস্থাগুলির গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত ও আদেশ কার্যত সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান ও সরকারের সিদ্ধান্তের অনুবর্তী কি না তা দেখার দায়িত্ব অতঃপর সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিশংসক দপ্তরের উপর ন্যস্ত হয়েছিল।

১৯২৭-১৯৩৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বেসরকারী আদালতের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। বিচারকার্যে জনগণের সম্ভাব্য বৃহত্তম অংশকে জড়ান এবং নগণ্যতম মামলাগুলির শুনানি থেকে সাধারণ আদালতগুলিকে রেহাই দেয়া ছিল এইসব আদালতের উদ্দেশ্য। তাই ১৯২৭ সালে কোন কোন গ্রামীণ সোভিয়েত সালিসী আদালত গঠন করেছিল। ১৫ রুবলের কম অর্থ জড়িত এমনসব দেওয়ানি মামলা ও খুব সাধারণ ফৌজদারি মামলাগুলি বিচারের এখতিয়ার এইসব আদালতের ছিল।

বেসরকারী আদালত গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্য থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় সোভিয়েতের উদ্যোগে এগুলি গঠিত এবং জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হত। জনশৃঙ্খলা ভঙ্গ, আঘাত সংক্রান্ত ফৌজদারি মামলা এবং ৫০ রুবলের বেশি অর্থ জড়িত নয় এমনসব দেওয়ানি মামলা ও অন্যান্য কিছু মামলার বিচারের মধ্যেই এই আদালতের এখতিয়ার সীমিত ছিল। ১৯৩১ সালের ১ জানুয়ারিতে রুশ ফেডারেশনে বেসরকারী আদালতের সংখ্যা ছিল ৫০ হাজারের বেশি। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত এই আদালতগুলি বলবৎ ছিল।

১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কারখানাগুলিতে কমরেডদের আদালত প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্তটি বহু কলকারখানায় বেসরকারী আদালত গঠনের অনুপ্রেরণা যোগায়। এগুলির কার্যকলাপ গণ-আদালতগুলি তদারক করত। একই ধরনের আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ছোট ছোট শহর ও আবাসন সমবায়গুলিতে। এগুলি পরিচালনা করত স্থানীয় সোভিয়েতগুলি।

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গৃহীত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের

নতুন সংবিধান। সংবিধান অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত ১৯৩৮ সালের ১৬ আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত একটি আইন গ্রহণ করে।

সংবিধান (৯ম অনুচ্ছেদ) ও বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত আইন একযোগে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য ও আদালতকর্মের মূলনীতিগুলি সূত্রবদ্ধ করেছিল। আদালতগুলির উপর নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ ন্যস্ত হয়েছিল: যেকোন লঙ্ঘন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান এবং ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির সংবিধান প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা রক্ষা; পূর্বোক্ত সংবিধানগুলি দ্বারা নিশ্চয়ীকৃত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক মালিকানা, সোভিয়েত নাগরিকদের রাজনৈতিক, শ্রম, আবাসন, অন্যান্য ব্যক্তিগত এবং মালিকানার অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা; রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, যৌথখামার, সমবায় সমিতি ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলির সংবিধিবদ্ধ অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা।

নাগরিকদের সামাজিক মর্যাদা, বিষয়সম্পদ, পদ, জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে আদালত সোভিয়েত ইউনিয়নে সকলের প্রতি অভিন্ন ন্যায়বিচার প্রয়োগ করেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান ও বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত আইন আদালতগুলির সংগঠন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে অন্যান্য নীতিও সূত্রবদ্ধ করেছিল: বিচারপতিরা পূর্ণ স্বাধীন ও কেবল আইনের অধীন; গণনির্ধারক হিসাবে জন-প্রতিনিধিরা মামলার বিচার করতে পারবেন; বিচারপতি ও গণনির্ধারক উভয়ই নির্বাচিত হবেন; বিচার চলবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বা স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের ভাষায়; যথানিয়মে মামলা চলবে প্রকাশ্যে; প্রতিবাদীর আত্মপক্ষ সমর্থনের বৈধ অধিকার থাকবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত ১৯৩৮ সালের আইন সুসমন্বিত কাঠামোর বিচারবিভাগ গঠন করেছিল এবং সকল পর্যায়ের সোভিয়েত আদালতগুলির কার্যকলাপ কঠোরভাবে নির্ধারণ করেছিল। সোভিয়েত সংবিধানের ১০২ নং ধারা ও বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত আইনের ১ নং ধারা মোতাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে ন্যায়বিচার বিধানের দায়িত্ব বর্তেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালত এবং অঞ্চল,

এলাকা, স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, প্রাদেশিক আদালতগুলির আর গণ-আদালত, রেলপথের ও জলপরিবহণের আদালত ও সামরিক ট্রাইবুনালগুলির উপর।

সোভিয়েত বিচারসংস্থাগুলির বিভাগ নিম্নরূপ: সোভিয়েত ইউনিয়নের আদালত (সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত, সামরিক ট্রাইবুনাল ও পরিবহণ আদালতসমূহ) এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির আদালত (ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলি, স্বায়ত্তশাসিত এলাকা ও জাতীয় অঞ্চলগুলির সর্বোচ্চ আদালত, এলাকা ও গণ-আদালতগুলি)। আদালত প্রণালী ছিল দেশের প্রশাসনিক ও আঞ্চলিক বিভাগভিত্তিক এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ভিত্তি — সোভিয়েত মেহনতী প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি প্রণালীর সঙ্গে আঙ্গিকভাবে বিজড়িত।

অভিশংসক ও তদন্তকারীদের যন্ত্রব্যবস্থা ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিচার বিষয়ক প্রজাতান্ত্রিক গণ-কমিসারিয়েত প্রণালী থেকে তুলে নিয়ে সরাসরি সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিশংসকের অধীনস্থ করা হয়েছিল। এভাবে গড়ে উঠেছিল দুটি পারস্পরিক স্বাধীন প্রণালী: আদালত প্রণালী ও অভিশংসক দপ্তর প্রণালী। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান অনুসারে এই সংস্থাগুলির উপর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের দায়িত্ব পেয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত, যা ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাষ্ট্রের কর্মনীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা করত।

১৯৩৬ সালের ২০ জুলাই সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ ও গণ-কমিসার পরিষদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচার বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েত। পরবর্তীতে কমিসারিয়েতটি মন্ত্রকে রূপান্তরিত হয়েছিল।

সেই ১৯৩৬ সালে গৃহীত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচার বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েত বিষয়ক সংবিধি অনুসারে এই সংস্থার উপর আদালতগুলির সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল, আর সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত পেয়েছিল মূল এখতিয়ার ও বিচারগত আবেক্ষণ। বিচার বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েত বিচারব্যবস্থার রীতির সমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রীতিগুলির ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ করেছিল ও সাধারণ নির্দেশ জারি করত। আদালতগুলি আবেক্ষণ, নির্দিষ্ট ধরনের অপরাধ পরীক্ষা, আইনসংস্থাগুলির শ্রমসংগঠন সম্পর্কে নির্দেশ জারি, ইত্যাদির মাধ্যমে কমিসারিয়েত কাজগুলি সম্পাদন করত।

তদুপরি কমিসারিয়েতকে আইনশিক্ষা প্রণালী পরিচালনা এবং বিচারসংস্থাগুলির কাঠামো, অর্থসংস্থান ও কর্মিসংস্থানের সমস্যাগুলির সমাধান করতে হত।

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনসংস্থা হিসাবে বিচার বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েত এবং বিচারব্যবস্থার আবেক্ষণসংস্থা হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের মধ্যে আদালতগুলি পরিচালনার কার্যাদি বিভাজন ছিল এক জটিল সমস্যা। সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছিল এভাবে। যেহেতু প্রায় অর্ধেক মামলার রায় ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করা হত, তাই কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারগত ভুলত্রুটি থাকার সম্ভাবনা সত্ত্বেও অনেকগুলি মামলা উচ্চতর আদালত পরীক্ষা করত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কিছু কিছু বা সবগুলি মামলার বিচারগত আবেক্ষণের মাধ্যমে এই ভুলত্রুটিগুলি নির্ধারণ সম্ভব ছিল। এইসব আদালত বিচার বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েতের কর্মীরা আবেক্ষণ করত, আদালতের অবৈধ রায় ও সিদ্ধান্তগুলি নির্ধারণ করত এবং মামলাগুলি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের বা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির কাছে তাঁদের বিবেচনার জন্য, যথোপযুক্ত প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য পেশ করত।

সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ ও বিচার বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েতের মধ্যে সম্ভাব্য সংঘাত এড়ানোর জন্য বিচারকার্যে শেষোক্তের দিশারী নির্দেশগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রে বিবেচনার জন্য পেশ এবং আদালতের সিদ্ধান্তের আকারে আদায় করতে হত।

১৯৩৮ সালের আগ পর্যন্ত অঞ্চল ও এলাকাগুলিতে বিচার বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েতের নিজস্ব কোন প্রতিনিধি ছিল না এবং কার্যপরিচালনা আঞ্চলিক ও এলাকাগত আদালতগুলির সভাপতিদের নির্দেশে বাস্তবায়িত হত। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির গণ-কমিসারিয়েত মেহনতী প্রতিনিধিদের আঞ্চলিক ও এলাকাগত সোভিয়েত-গুলিতে বিচারসংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এইসব বিচারসংস্থার উপর বিচার-কার্যের বিভিন্ন দিক-সংশ্লিষ্ট কাঠামো, কর্মিনির্বাহ ও অন্যান্য প্রস্তাব তৈরির দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। ওগুলি আদালতে অভিযোগগুলি পরীক্ষা করত, গণনির্ধারকরা আদালতের কাজকর্মে যথাযথভাবে শরিক হন কি না, ইত্যাদি দেখত।

৫. ১৯৪১-১৯৪৫ সালের যুদ্ধকালীন আদালত

১৯৪১-১৯৪৫ সালের দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ সোভিয়েত জনগণের জীবনযাত্রায় বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। নাৎসি জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের ফলে রণাঙ্গন ও পশ্চাদভূমি উভয়তই সকল শক্তি সংহত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

যুদ্ধচালনার নতুন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী কিছু সংখ্যক আইন জারি করেছিলেন। দেশের প্রতিরক্ষা সামর্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর এই হামলাকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করার লক্ষ্যে এই আইন-প্রণয়ন অপরিহার্য ছিল। ১৯৪১ সালের ২২ জুন, যুদ্ধের প্রথম দিনে জারি-করা গোড়ার দিকের আইনগুলির মধ্যে ছিল: 'সামরিক আইনের অধ্যাদেশ', 'সামরিক অবস্থার আওতাধীন এলাকা ও সামরিক সংঘাতের এলাকাগুলিতে প্রতিষ্ঠিত সামরিক ট্রাইবুনালের সংবিধি'।

আইনগুলি ক) সামরিক ট্রাইবুনালের এখতিয়ার সম্প্রসারিত করেছিল; খ) রেলপথ ও জলপথের আদালতগুলিকে সামরিক ট্রাইবুনালে পুনর্গঠিত করেছিল; গ) সামরিক ট্রাইবুনালে গণনির্ধারকের শরিকানা বাতিল করেছিল এবং; ঘ) সামরিক অবস্থার আওতাধীন এলাকা ও সামরিক সংঘাতের এলাকাগুলিতে ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আদালতে আপীলের অধিকার নাকচ করে দিয়েছিল (আবেক্ষণের উদ্দেশ্যে আবেদনের আকারে ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পদ্ধতি অটুট ছিল)।

যুদ্ধের পরিস্থিতিতে রণাঙ্গন ও পশ্চাদভূমিতে ধ্বংসকারী লুটেরা, পলাতক সৈন্য, গুপ্তচর, মিথ্যা গুজব প্রচারক, অন্তর্ঘাতলিপ্ত ব্যক্তিবাদ, ইত্যাদির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থাগ্রহণ অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

যুদ্ধ তখন রণাঙ্গন ও পশ্চাদভূমি উভয়ত কৃত অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধগুলির বিচারে সামরিক ট্রাইবুনালের বর্ধমান ভূমিকা প্রত্যক্ষ করেছিল। ট্রাইবুনালগুলি অধিকৃত এলাকায় বহু নৃশংসতার জন্য দায়ী নাৎসি অপরাধী এবং তাদের দালালদের অনেকগুলি বিচার করেছিল। এই বিচারগুলি ফাসিবাদের বর্বর বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটনের সহায়ক হয়েছিল।

জটিল ও দ্রুত পরিবর্তমান যুদ্ধপরিস্থিতি বিচারকর্মীদের, বিশেষত

সামরিক বিচারপতিদের জন্য আত্যন্তিক কর্মদক্ষতা, সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শনের আবশ্যিকতা জরুরি করে তুলেছিল।

লেনিন স্বকালে বলতেন: 'যেহেতু যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে সেজন্য সবকিছু যুদ্ধের উদ্যোগে সামিল করা চাই — সামান্যতম গাফিলতি বা উদ্যোগের অভাব যুদ্ধকালীন আইনেই বিচার্য। যুদ্ধ মানেই যুদ্ধ। পশ্চাদভূমিতে বা কোন শান্তিপূর্ণ পেশায় কর্মরত কেউ যেন নিজ কর্তব্য এড়ানোর দুঃসাহস না দেখায়।'*

যুদ্ধ আঞ্চলিক ও এলাকার আদালতগুলির বিচারকার্যের এখতিয়ার বদলে দিয়েছিল। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের, রাষ্ট্রের তহবিল ও সমবায় সম্পত্তি তসরুপের সবগুলি মামলা তাদের এখতিয়ার থেকে তুলে নিয়ে সামরিক ট্রাইবুনালের আওতায় দেয়া হয়েছিল। কালোবাজারী, স্বেচ্ছাকৃত গুণ্ডামি ও অন্যান্য নানা অপরাধ বিচারের জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির প্রয়োজনে সেগুলি সামরিক ট্রাইবুনালে পাঠাতে পারত।

সংশ্লিষ্ট রেলপথ ও জলপথের আদালতগুলি রেলপথ ও জলপথের সামরিক ট্রাইবুনালে পুনর্গঠিত হয়েছিল। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, অন্যান্য কিছু শহর ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে অবরোধের পরিস্থিতি ঘোষিত হয়েছিল।

যুদ্ধ, আনুষঙ্গিক ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতি অনিবার্যভাবে অপরাধের প্রকৃতিও বদলে দিয়েছিল। যুদ্ধের শুরুর দিকের বছরগুলিতে ব্যক্তিগত মালামাল চুরি গৃহস্থালিলগ্ন ও অন্যান্য কিছু অপরাধের সংখ্যা কমে গিয়েছিল আর বদলি হিসাবে দেখা দিয়েছিল যুদ্ধের বিশেষ পরিস্থিতিজাত নতুন, অত্যন্ত মারাত্মক 'corpora delicti': রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এড়ান, স্থানান্তরিত গোবাদি পশু ও মালামাল তসরুপ, ইত্যাদি। যুদ্ধের ভয়ানক অবস্থা সত্ত্বেও আদালতগুলি ন্যায়বিচারের মূলনীতির প্রতি অটল আনুগত্য দেখাত: মৌখিক, প্রকাশ্য শুনানি চলত; প্রত্যেক আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কারণগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হত। আদালত প্রায়ই যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শাস্তিভোগ মুলতুবি রাখত, জেলে আটক রাখার বদলে অন্যান্য ধরনের শাস্তি দিত।

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 31, p. 174.

যুদ্ধকালে অপরাধের বৈশিষ্ট্য সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রধান প্রশ্ন ও যুদ্ধকালীন সর্ব-রাষ্ট্রীয় আইনগুলির প্রয়োগ সম্পর্কে আদালতগুলিকে যথাযথ নির্দেশ দেয়ার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র খুবই তৎপর ছিল। প্রসঙ্গত, বিচাররীতির ক্ষেত্রে এই আদালতের দেয়া ব্যাখ্যাগুলির অপরিসীম গুরুত্ব স্মরণীয়, যেমন: খাদ্য ও ভোগ্যপণ্যের রেশন চুরির শ্রেণীবিভাগ (জুন, ১৯৪২); শিল্প ও নির্মাণে স্থায়ী কাজের যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে শরিকানা এড়ানোর ধরনগুলির শ্রেণীবিভাগ (সেপ্টেম্বর, ১৯৪২); আদালতের প্রাথমিক অধিবেশনে বিচারের রায় ঘোষণার ব্যবস্থা (এপ্রিল, ১৯৪৩), ইত্যাদি।

যুদ্ধের শেষের দিকে দেশ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের মুখোমুখি হয়েছিল: শত্রুমুক্ত এলাকাগুলিতে আদালত ব্যবস্থা পুনর্গঠন। এজন্য প্রয়োজন ছিল নতুন আদালত ভবন নির্মাণ, বিচারকার্যের জন্য নতুন কর্মিপ্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় বিধানিক ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ, সেগুলির কাজের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি। বিচারব্যবস্থা স্বাভাবিক করার কাজটি শুরু হয়েছিল যুদ্ধের শেষে, চলেছিল দখলকৃত এলাকাগুলি মুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে, পুরো হয়েছিল কেবল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর।

৬. যুদ্ধোত্তর কালের বিচারব্যবস্থা

যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে সোভিয়েত জনগণকে যুদ্ধবিধ্বস্ত শিল্প, পরিবহণ, কৃষি পুনর্গঠন ও শান্তিপূর্ণ নির্মাণের পথযাত্রায় চরম ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছিল।

শান্তিকালে সামরিক ট্রাইবুনালের এখতিয়ার ও উপযুক্ততা সম্প্রসারক আইন, গণনির্ধারকের শরিকানা ব্যতিরেকে মামলার শুনানি এবং সামরিক অবস্থার আওতাধীন এলাকা ও যুদ্ধাঞ্চলে আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের অধিকার সংকোচক আইন, ইত্যাদি চালু রাখা আর প্রয়োজন ছিল না। এইসব ও যুদ্ধের প্রয়োজনজাত অন্যান্য আইন বাতিল হয়ে গিয়েছিল। আদালতগুলি আবার সাবেকী ধরনে নিজ নিজ কার্যকলাপ শুরু করেছিল।

পরিবহণ সংক্রান্ত বিশেষ আদালতগুলি পুনর্গঠিত হয়েছিল পর্যায়িকভাবে। প্রথমত রেলপথ ও জলপথের সামরিক ট্রাইবুনালগুলিকে

পরিবহণ আদালত বদলান হয়। কিছুকাল রেলপথ ও জলপথের আদালতগুলি আলাদা ছিল। কিন্তু ১৯৫৩ সালে ওগুলিকে পরিবহণ আদালতের একটি অভিন্ন প্রণালীতে সমন্বিত করা হয়। ১৯৫৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গৃহীত একটি আইনে পরিবহণ আদালতগুলি বাতিল হয়ে যায়। অতঃপর পরিবহণশিল্পে অনুষ্ঠিত যাবতীয় অপরাধের বিচারে গণ-আদালত, আঞ্চলিক বা ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের এখতিয়ার বর্তায়।

যুদ্ধোত্তর কালে প্রণীত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আইন হল সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক ১৯৪৮ সালের ১৫ জুন গৃহীত বিচারপতিদের শাস্তিমূলক দায়িত্বভার সংক্রান্ত অধ্যাদেশ। তাতে বলা হয়েছিল যে বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত কেবল শাস্তিমূলক কলেজিয়ামের উপরই বিচারপতিদের শাস্তিমূলক দায় বর্তাবে।

১৯৫৫ সালের ২৪ মে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী সোভিয়েত ইউনিয়নে অভিশংসকের আবেক্ষণের সংবিধি অনুমোদন করেন। মহা-অভিশংসকের উপর অতঃপর সকল মন্ত্রক, প্রতিষ্ঠান, সরকারী কর্মকর্তা ও একক নাগরিকের আইনমান্যতার সর্বোচ্চ আবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তায়।

যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে আদালত প্রশাসনের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৪৬ সালে বিচার বিষয়ক প্রজাতান্ত্রিক গণ-কমিসারিয়েতগুলি মন্ত্রকে পুনর্গঠিত হয়েছিল।

১৯৫৬ সালের মে মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রক বিলোপের এক সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিচারমন্ত্রকসমূহের উপর বিচারবিভাগ প্রশাসনের দায়িত্ব স্থানান্তরিত হয়। কিছুকাল পর এই মন্ত্রকগুলি বাতিলক্রমে এগুলির কার্যকলাপ অংশত ওইসব প্রজাতন্ত্রের সরকার কর্তৃক গঠিত বিচার-কমিশনের উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রক কর্তৃক ইতিপূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধান সংহিতাবদ্ধকরণ ও প্রণালীবদ্ধকরণ আর অন্যান্য কোন কোন দায়িত্ব পালনের জন্য একটি বিচার-কমিশন গঠন করেছিল।

আত্মসমর্থনে ব্যর্থ হওয়ার দরুন এই সিদ্ধান্তগুলি ১৯৭০ সালে বাতিল হয়ে গিয়েছিল। পুনর্স্থাপিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের

বিচারমন্ত্রক ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সংশ্লিষ্ট বিচারমন্ত্রকসমূহ। নতুন বিধানের নিরিখে ১৯৫৮ সালটি ছিল বছর হিসাবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ওই বছর ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত দেশে আদালতের কার্যবিধি, বিচারপ্রণালী ও আদালতের কার্যকলাপের অন্যান্য দিকসমূহ নিয়ন্ত্রক কয়েকটি প্রধান বিধানিক আইন গ্রহণ করে।

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশনে গৃহীত বিধানিক আইনগুলির মধ্যে উল্লেখ্য: সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির বিচারপ্রণালী বিধানের মূলসূত্র; সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির ফৌজদারি বিচারগত কার্যবিধির মূলসূত্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির ফৌজদারি বিধানের মূলসূত্র এবং সামরিক ট্রাইবুনাল সংবিধি, গণ-আদালত নির্বাচন সংক্রান্ত আইন সংশোধন, সামরিক অপরাধের জন্য ফৌজদারি দায়িত্বের আইন।

ফৌজদারি বিচারগত কার্যবিধির মূলসূত্রগুলিতে ফৌজদারি কার্যবিধির নিম্নোক্ত কর্তব্যগুলি স্পষ্টত বর্ণিত হয়েছিল: দ্রুত ও পুরোপুরি অপরাধ সনাক্তি, দোষী ব্যক্তিদের খোলসা করা, আইনের যথাযথ প্রয়োগ, যার ফলে প্রত্যেকটি অপরাধী ন্যায্য শাস্তিভোগ করবে এবং কোন নিরপরাধীকে আদালতে সোপর্দ করা বা শাস্তি দেয়া হবে না।

ফৌজদারি কার্যবিধির মূলসূত্র মোতাবেক আদালত, অভিশংসক ও অনুসন্ধানকারী সংস্থা নিজ এখতিয়ারের সীমানায় যেখানেই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেখানেই ফৌজদারি কার্যক্রম প্রয়োগ করবে, অপরাধের সত্যতা প্রমাণ ও অপরাধীদের শাস্তির জন্য বৈধ যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

মূলসূত্রে স্পষ্টতই বিবৃত আছে: আদালতের হুকুম বা অভিশংসকের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে না; আইন মোতাবেক কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রেই কেবল ফৌজদারি মামলাগুলিতে নিবর্তক ব্যবস্থা হিসাবে হাজত-বন্দী করা চলবে; প্রাথমিক অনুসন্ধানকালে দুই মাসের বেশি কাউকে হাজতে রাখা যাবে না, কেবল ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে এবং কেবল সংশ্লিষ্ট অভিশংসকের অনুমোদন সাপেক্ষে এই নীতির বরখেলাপ ঘটিয়ে মেয়াদটি তিন বা ছয় মাস পর্যন্ত বাড়ান যাবে।

একমাত্র আদলতই বিচারকার্যের অধিকারী এবং তা মূলসূত্রধৃত নীতিমালাই (বিচারপতিদের স্বাধীনতা, আদালতের কার্যক্রমে গণনির্ধারকের শরিকানা, বিচারের প্রকাশ্য ধরন, ইত্যাদি) কেবল অনুসরণ করবে।

মূলসূত্রে আদালতের কার্যক্রমে অভিশংসকের শরিকানার উদ্দেশ্য ও কার্যবিধি বর্ণিত হয়েছে। আদালতে বক্তৃতাকালে অভিশংসক সরকারী অভিযোগ সমর্থন করেন, সাক্ষ্য পরীক্ষায় শরিক হন, উদ্ভূত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে নিজের মতামত দেন ও ফৌজদারি আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে নিজ বিবেচনাগুলি বিচারকমণ্ডলীকে জানান। তাঁর মতামত আদলতের পক্ষে অবশ্যপালনীয় নয়। বিচারগত পরীক্ষার ফলে যদি অভিশংসক এই সিদ্ধান্তে পেঁৗছন যে ফৌজদারি অনুসন্ধানের তথ্যগুলি প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সপ্রমাণ করে না, তাহলে তিনি অভিযোগ প্রত্যাহারে বাধ্য থাকেন এবং নিজের এই কাজের অভিপ্রায় আদালতকে জানান।

মূলসূত্র অনুসারে প্রতিবাদী তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি জানার, এগুলি সম্পর্কে বিবৃতি দেয়ার, সাক্ষ্য উপস্থাপনের, আর্জি দাখিলের, প্রতিবাদীপক্ষের উকিলের সুবিধালাভের ও আদালত-সদস্যদের চ্যালেঞ্জ করা, ইত্যাদির অধিকারী।

এই আইনে আদালতের কার্যক্রমের শরিক প্রতিবাদীপক্ষের উকিল, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ও অন্যান্যদের সুনির্দিষ্ট অধিকার ও কর্তব্য বর্ণিত হয়েছে। অভিশংসক, প্রতিবাদীপক্ষের উকিল, প্রতিবাদী ও আদালতের কার্যক্রমের অন্যান্য শরিকরা সাক্ষ্য উপস্থাপন, সাক্ষ্যপরীক্ষা ও আর্জি দাখিলের ক্ষেত্রে সমানাধিকারী।

মামলার যাবতীয় অবস্থার পূর্ণাঙ্গ, নিখুঁত, ও বিষয়গত পরীক্ষাভিত্তিক আন্তরিক প্রত্যয় অনুযায়ী আদালত সাক্ষ্যগুলি মূল্যায়ন করে। আদালতের কাছে কোন সাক্ষ্যেরই পূর্বনির্দিষ্ট কোন মূল্য নেই।

আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল ও প্রতিবাদের প্রণালী, সময়সীমা ও সেগুলি পুনরীক্ষণের কার্যবিধিও আইনে বর্ণিত হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির মূলসূত্রে ঘোষিত এগুলি ও অন্যান্য সংবিধি দ্বারা সাংবিধানিক নীতিভিত্তিক ন্যায়বিচারের কার্যবিধিগত নিশ্চয়তার প্রণালীটি গঠিত।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির ফৌজদারি বিধানের মূলসূত্রে অপরাধের প্রত্যয় ও শাস্তির উদ্দেশ্য সূত্রবদ্ধ হয়েছে, আদালতের প্রযোজ্য দণ্ড ও সেগুলি প্রয়োগের মূল পরিস্থিতিও বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত এগুলিতে বলা হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকায় অপরাধমূলক কাজের হোতা সকল ব্যক্তিকে অকুস্থলে ও অপরাধকালে চলতি দণ্ডবিধি অনুসারে দায়ী করা হবে।

যে-আইন শাস্তির দায় দূর করে বা আনুষঙ্গিক শাস্তির মাত্রা কমায়

তা ভূতাপেক্ষভাবে কার্যকর হয়, অর্থাৎ আইনটি জারি হওয়ার আগে কৃত কাজের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। যে-আইন কোন অপরাধের জন্য কঠিনতর শাস্তির বিধান দেয় তা ভূতাপেক্ষ হবে না, যদি-না অন্যতর কোন আইনের ব্যবস্থা থাকে। কোন ব্যক্তি কৃত অপরাধের সময় স্থায়ী মানসিক রোগে আক্রান্ত থাকলে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না। এক্ষেত্রে আদালত লোকটির জন্য বাধ্যতামূলক চিকিৎসার বিধান দিতে পারে। কোন লোক একটি অপরাধ অনুষ্ঠানের কাজ পুরো হওয়ার আগে স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করলে সেক্ষেত্রে অপরাধটি যথার্থ অনুষ্ঠিত হলে ও তাতে কেবল অপরাধের উপাদান থাকলেই তাকে দায়ী করা যাবে।

শাস্তির উদ্দেশ্য বর্ণনায় মূলসূত্রে সবিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে যে কেবল দন্ড হিসাবেই নয়, শ্রমের প্রতি বিবেকী দৃষ্টিভঙ্গি, কঠোর আইনমান্যতা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের আদর্শে দন্ডিতদের সংশোধন ও পুনঃপ্রশিক্ষণের উপায় হিসাবেও তা প্রযুক্ত। অপরাধী ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্ভাব্য নতুন অপরাধ অনুষ্ঠান প্রতিষেধও শাস্তিদানের লক্ষ্য। দৈহিক যন্ত্রণা দেয়া বা অবমাননা শাস্তির উদ্দেশ্য নয়।

অপরাধীদের নিম্নোক্ত শাস্তি দেয়া যেতে পারে: স্বাধীনতা হরণ, নিবর্তিত স্বাধীনতা হরণ, নির্বাসন, কারাবাসহীন শোধনমূলক শ্রম, বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণে বা কোন কোন কাজে অযোগ্য ঘোষণা, জনসমক্ষে নিন্দা, ইত্যাদি। স্বাধীনতা হরণের সর্বোচ্চ মেয়াদ দশ বছরের বেশি হবে না এবং খুব মারাত্মক অপরাধের ক্ষেত্রে পনের বছরের বেশি নয়। স্বাধীনতা হরণের শাস্তির সময় অপরাধীর বয়স আঠার বছরের কম হলে তা দশ বছরের বেশি হবে না। গুলি করে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয় দৈবাৎ, বিশেষ ধরনের গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা হিসাবে। অপরাধ অনুষ্ঠানের সময় বা রায়দানের সময় অপরাধীর বয়স আঠার বছরের কম হলে, নারীর ক্ষেত্রে সে গর্ভবতী থাকলে মৃত্যুদন্ড প্রযোজ্য হবে না।

একমাত্র আদালতই শাস্তি দিতে পারে। শাস্তিদানের সময় আদালতকে কৃত অপরাধের প্রকৃতি, সমাজের পক্ষে তা কতটা মারাত্মক, দোষী ব্যক্তির চরিত্র, আনুষঙ্গিক গুরুত্ব হ্রাসকারী বা বৃদ্ধিকারী পরিবেশ সবই বিবেচনা করতে হবে।

মূলসূত্রে অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করার সময়সীমা এবং দন্ড কার্যকর করার সময়সীমাও সুচিহ্নিত রয়েছে।

১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে গৃহীত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির দেওয়ানি বিধানের মূলসূত্রে বলা হয়েছে যে আইন নাগরিকদের মালিকানার অধিকার ও মালিকানা-নিরপেক্ষ অধিকারগুলি রক্ষা করে। বিশেষত কোন নাগরিক বা প্রতিষ্ঠানের সম্মান ও মর্যাদার পক্ষে মানহানিকর কোন বিবৃতি প্রচারিত হলে এবং ওই বিবৃতিদাতারা নিজেদের অভ্রান্ততা প্রমাণে ব্যর্থ হলে তা প্রত্যাহারের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা চলে।

দেওয়ানি বিধানের মূলসূত্র মালিকানার অধিকারও নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলিতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বিবৃত আছে যে আইনে প্রতিষ্ঠিত চৌহদ্দির সম্পত্তির মালিক তা দখলের, ব্যবহারের ও বিলিবন্দেজের অধিকারী। নিজস্ব সম্পত্তির হিসাবে গণ্য হবে — নাগরিকদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদাপূরণের মতো সামগ্রীগুলি। প্রত্যেক নাগরিকের নিজস্ব মালিকানা বর্তায় নিজ শ্রমার্জিত আয় ও সঞ্চয়ের উপর, একটি বাসগৃহ, অনুপূরক ক্ষেতজমি, গৃহস্থালি সামগ্রী, আসবাবপত্র, একটি মোটরগাড়ি, ইত্যাদির উপর। কিন্তু নিজস্ব সম্পত্তির সাহায্যে অনুপার্জিত আয় নিষিদ্ধ। মূলসূত্রে আরও আছে: ক্রয়-বিক্রয়, সরবরাহ, সম্পত্তি ইজারা ও বহনব্যয় সংক্রান্ত চুক্তির, অর্থপ্রদান ও ঋণ আদায় সংশ্লিষ্ট বিরোধের নিয়ম, কপিরাইট ও উদ্ভাবনের নিয়ম এবং কোন ব্যক্তির অনিষ্ট সাধনের আনুষঙ্গিক দায়িত্বও। মূলসূত্র বিদেশী নাগরিক ও নাগরিকত্বহীন ব্যক্তিকে বৈধ যোগ্যতা দেয়।

নাগরিক অধিকারগুলি আইনে সুরক্ষিত, যদি-না সেগুলি সমাজে তাদের লক্ষ্যের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। সেগুলি সংবিধির ধরনে বিচারালয়ে, সালিসী বা মধ্যস্থতার আদালতে এবং কমরেডদের আদালত, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য গণসংগঠন দ্বারাও রক্ষিত হয়ে থাকে। আইনে সুনির্দিষ্ট বর্ণিত ক্ষেত্রে কোন কোন নাগরিক অধিকার প্রশাসনিকভাবে সুরক্ষিত রয়েছে।

সমাজতন্ত্রে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের নতুন আধেয় অনুসারে সোভিয়েত সমাজে এই সম্পর্কগুলি এখন ফলপ্রসূভাবে প্রযুক্ত এবং খরচের হিসাব*,

---

* সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি নীতির চাহিদা অনুসারে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উদ্যোগের ফল অবশ্যই খরচার যথাপরিমাণ হবে, আয় খরচা থেকে বেশি হবে, উৎপাদন থেকে মুনাফা আসবে। — সম্পাঃ

দাম, উৎপাদন মূল্য, মুনাফা, বাণিজ্য, ঋণ ও অর্থসংস্থানের মতো অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমগুলিও সদ্ব্যবহৃত। এই সম্পর্কগুলির জন্য বৈধ আইনকানুন প্রয়োজন এবং কখনো কখনো মুখ্য বিবাদগুলি মীমাংসার জন্য আদালতের আইনের সাহায্যও অপরিহার্য। এগুলি নিষ্পত্তির নীতিগুলি দেওয়ানি বিধানের মূলসূত্রে বিবৃত হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির দেওয়ানি বিচারগত কার্যবিধির মূলসূত্রগুলি ফৌজদারি বিচারগত কার্যবিধির মূলসূত্রে মীমাংসিত সমস্যার অনুরূপ সমস্যাগুলিই নির্ধারণ করে, কিন্তু দেওয়ানি আইনগত সম্পর্কের মামলাগুলি এবং বিশেষত পরিবার, শ্রম, মালিকানা, যৌথখামার, প্রশাসনিক ও অন্যান্য আইনগত সম্পর্কজাত মামলাগুলিই এতদ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

দেওয়ানি বিচারগত কার্যবিধির করণীয়: অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক মালিকানার নিরাপত্তার, নাগরিকদের রাজনৈতিক, শ্রম, আবাসন ও অন্যান্য নিজস্ব ও মালিকানার অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, উদ্যোগ ও যৌথখামারগুলির অধিকার ও বৈধ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে দেওয়ানি মামলাগুলির শুদ্ধ ও দ্রুত পরীক্ষা ও ন্যায়নির্ণয়ন। এই মূলসূত্রে বিবৃত আছে যে, নির্বাচনী তালিকায় অশুদ্ধ অন্তর্ভুক্তি, প্রশাসনিক সংস্থা কর্তৃক অন্যায় জরিমানা করার বিরুদ্ধে, কোন নাগরিককে অনুপস্থিত, নিখোঁজ বা আইনত অযোগ্য ঘোষণার বিরুদ্ধে আনীত মামলা, ইত্যাদি আদালতের এখতিয়ারভুক্ত। সংশ্লিষ্ট যেকোন ব্যক্তি আইনগত উপায়ে নিজের সংকুচিত বা বিতর্কিত অধিকার বা বৈধ স্বার্থরক্ষার জন্য আদালতের আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে। দেওয়ানি মামলায় ন্যায়নির্ণয়নের শরিক দলগুলি অভিন্ন কার্যবিধিগত সুবিধালাভের অধিকারী। নাগরিক ও বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আদালতে নিজেদের মামলার সওয়াল-জবাব নিজে বা প্রতিনিধির (উকিল বা অন্য ব্যক্তিবর্গ) মাধ্যমে চালাতে পারে।

আলোচ্য বিরোধের ব্যাপারে নিজেদের মতামত প্রকাশে ইচ্ছুক থাকলে আদালত গণসংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের দেওয়ানি মামলায় শরিক হওয়ার আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

মামলা পুনর্বিবেচনার আপীলের সময় উত্তীর্ণ হলে আদালতের রায় চূড়ান্ত হয়ে ওঠে। মামলা পুনর্বিবেচনার আপীল বা অভিশংসকের আপত্তি জ্ঞাপিত হলে মামলা পুনর্বিবেচনার ক্ষমতাসম্পন্ন আপীলের আদালতের

অধিবেশনে পরীক্ষার পর তা চূড়ান্ত হবে। এই আদালত নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল বা আপত্তি খারিজ করার বা বদলানোর অধিকারী।

বিদেশী নাগরিকরাও সোভিয়েত ইউনিয়নের আদালতের আর্জি পেশের অধিকারী এবং সোভিয়েত নাগরিকদের মতোই দেওয়ানি মামলার অভিন্ন সুবিধাভোগী।

সর্ব-ইউনিয়ন বিধানের মূলসূত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান মোতাবেক সকল ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র ফৌজদারি ও ফৌজদারি কার্যবিধির এবং দেওয়ানি ও দেওয়ানি কার্যবিধির আইনকোষ গ্রহণ করেছিল, এবং তদনুযায়ী প্রজাতন্ত্রগুলি স্বকীয় জাতীয় ও অন্যান্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যাদির নিরিখে ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় আইনগত সমস্যা অনুপুঙ্খভাবে সমাধান করেছিল।

১৯৭০ সালের শরতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রক এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রে প্রাসঙ্গিক বিচারমন্ত্রক পুনর্স্থাপিত হয়েছিল। অন্যান্য কার্যাদি সহ মন্ত্রকগুলির উপর সকল আদালতের সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল।

১৯৭০-১৯৮৪ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, সমাজ-জীবন, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও অপরাধ দমনের বৈধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিধানে ব্যাপক উন্নতি ঘটেছিল। তখন পরিবার, শ্রম, ভূমি, বন ও আবাসন আইনের মতো অনেকগুলি মুখ্য সর্ব-ইউনিয়ন বিধানিক আইন নবায়িত হয়েছিল।

১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে গৃহীত সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধানটি হল নতুন নতুন বিধানের একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ উৎস। সর্বসাধারণের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই মৌলিক আইনটি আইনের রক্ষামূলক কাজ ও তা প্রয়োগের পদ্ধতির উপর বিপুল গুরুত্ব দেয়। এটা বিশেষভাবে ন্যায়বিচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং তা 'আদালত ও সালিসী' অধ্যায়ে বর্ণিত। পূর্বোক্ত ন্যায়বিচারের গণতান্ত্রিক নীতিগুলি ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে উল্লিখিত হয়েছে: একমাত্র আদালতের মাধ্যমেই ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা (১৫১ নং ধারা), গণনির্ধারক ও স্থায়ী বিচারপতির সমানাধিকার (১৫৪ নং ধারা), নির্বাচকমণ্ডলী বা নির্বাচকসংস্থার সামনে বিচারপতি ও গণনির্ধারকদের দায়িত্ব ও জবাবদিহি; আইন ও আদালতের সামনে সকল নাগরিকের সমতার নীতিভিত্তিক ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা (১৫৬ নং ধারা), দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারে গণসংগঠন ও শ্রমসঙ্ঘের প্রতিনিধিদের শরিকানা (১৬২ নং ধারা)।

মৌলিক আইনের সর্বাধিক গ্রুত্বপূর্ণ নীতি হল সমাজতান্ত্রিক বৈধতা, অর্থাৎ সকল নাগরিক, সকল সরকারী, বেসরকারী সংগঠন ও কর্মকর্তাদের দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান ও সোভিয়েত আইনগুলির সঠিক ও অটল মান্যতা (৪ নং ধারা)। ন্যায়বিচার বিধানে এই সাংবিধানিক চাহিদা দ্বারা চালিত আদালতগুলি বাস্তব ও কার্যবিধিগত আইনের রীতিতে চালিত হবে, ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে, আইনের যেকোন লঙ্ঘনের মূলোৎপাটনে — তা যে-ব্যক্তিই করুক — কার্যত বাধ্য থাকবে।

৭. প্রখ্যাত সোভিয়েত আইনজীবী

সোভিয়েত বিচারপদ্ধতির অন্যতম সংগঠক ছিলেন দ্মিত্রি কুর্স্কি। তাঁর জন্ম কিয়েভ শহরে, ১৮৭৪ সালে, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ থেকে স্নাতক হন ১৯০০ সালে। তরুণ বয়সে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯০৪ সালে রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন।

১৯১৮ সালের মার্চ মাসে দ. কুর্স্কি বিচার বিষয়ক গণ-কমিসার নিযুক্ত হন। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন।

কুর্স্কির উল্লেখ্য অবদান: আদালত সংক্রান্ত প্রথম ডিক্রিগুলির খসড়া, রুশ ফেডারেশনের সংবিধান এবং ফৌজদারি, দেওয়ানি ও পারিবারিক আইনকোষ প্রণয়নে সক্রিয় শরিকানা। ১৯১৯ সালে ফৌজদারি আইনের মূলনীতি প্রণয়ন ও জারিকরণে তাঁর উল্লেখ্য ভূমিকা ছিল।

সোভিয়েত আইন বিষয়ক কয়েকটি সাময়িকী, সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক রচনা তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। কুর্স্কি কয়েক বছর মস্কোর সোভিয়েত আইন ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ছিলেন।

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার অন্যতর সংগঠক ছিলেন পিওতর স্তুচ্কা। রিগা এলাকার একটি কৃষকপরিবারে তাঁর জন্ম ১৮৬৫ সালে, অতঃপর সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ থেকে স্নাতক হন ১৮৮৮ সালে। ছাত্রজীবনে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন এবং ১৯০৩ সালে রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির সদস্য হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠশেষে স্তুচ্কা রিগা শহরে ফিরে আসেন এবং 'দেনস লাপা' সংবাদপত্রে সম্পাদক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের পর তিনি বিচার বিষয়ক সহকারী গণ-কমিসার হিসাবে প্রথম সোভিয়েত

সরকারে যোগ দেন এবং ১৯২৩ সালে রুশ ফেডারেশনের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি নির্বাচিত হন।

সরকারী দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে স্তুচ্‌কা বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডেরও শরিক ছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি সমাজবিজ্ঞান আকাদমির সদস্য নির্বাচিত হন। অনেক বছর পর্যন্ত তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সোভিয়েত আইন ইনস্টিটিউটের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন।

তাঁর লিখিত মৌলিক মনোগ্রাফগুলির মধ্যে উল্লেখ্য: 'আইন ও রাষ্ট্রের বৈপ্লবিক ভূমিকা', 'রাষ্ট্র ও রুশ ফেডারেশনের সংবিধানের তত্ত্ব' (১৯২১), 'সোভিয়েত দেওয়ানি আইনের পাঠ্যক্রম'। তিনি আইন বিষয়ক দেড়শতাধিক নিবন্ধের লেখক এবং ১৯২৫-১৯২৬ সালে প্রকাশিত 'রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ক বিশ্বকোষ' সংকলনের সম্পাদক।

সোভিয়েত বিচারবিভাগ সংগঠনে নিকোলাই ক্রিলেন্‌কো-র ভূমিকা বিশেষ উল্লেখ্য। তাঁর জন্ম ১৮৮৫ সালে স্মলেন্‌স্ক প্রদেশে। তাঁর পিতা সেখানে 'রাজনৈতিক অবিশ্বস্ততার' জন্য অন্তরীণ ছিলেন। ১৯০৯ সালে তিনি সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব অনুষদ থেকে স্নাতক হন এবং ১৯১৭ সালের বিপ্লবে যোগ দেন।

ক্রিলেন্‌কো ১৯১৮ সাল থেকে রুশ ফেডারেশনের বিচার বিষয়ক সহকারী গণ-কমিসার, ১৯৩১ সাল থেকে রুশ ফেডারেশনের বিচার বিষয়ক গণ-কমিসারের দায়িত্ব পালন করেন, ১৯৩৬ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচার বিষয়ক গণ-কমিসারের দায়িত্ব পালন করেন। রুশ ফেডারেশন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানগুলির খসড়া তৈরিতে এবং অভিশংসক দপ্তর সংক্রান্ত বিল প্রণয়নেও তাঁর অবদান ছিল।

তিনি কলেজে আইনশাস্ত্র পড়াতেন এবং মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফৌজদারি আইন অনুষদের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৩৪ সালে ক্রিলেন্‌কো রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইনশাস্ত্রে ডক্টরেট উপাধি পান। তাঁর লিখিত বইয়ের সংখ্যা আশিটির বেশি।

সমাজতান্ত্রিক বৈধতা ও সোভিয়েত ন্যায়বিচার দৃঢ়তর করার ক্ষেত্রে ভ্লাদিমির আন্তনভ-সারাতভ্‌স্কি উল্লেখ্য অবদান রেখেছিলেন। তাঁর জন্ম ১৮৮৫ সালে সারাতভ শহরে। তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব অনুষদের স্নাতক। ১৯০২ সালে তিনি রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টিতে যোগ দেন এবং ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর

মাসে সারাতভের শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের প্রাদেশিক সোভিয়েতের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯২১ সালের পর থেকে তিনি মস্কোর স্‌ভের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের এবং পরবর্তীতে সোভিয়েত সরকারের বিধানিক কমিশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৩-১৯৩৮ সালের বছরগুলিতে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সদস্য এবং পরবর্তীতে ওই আদালতের ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত বিচারবিভাগের সভাপতি ছিলেন।

আলেক্সান্দর ভিনকুরভের জন্ম ১৮৬৯ সালে দ্‌নেপ্রপেত্রভ্‌স্ক শহরে। তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (১৮৯৪)।

অক্টোবর বিপ্লবের পর পর ১৯১৭ সালের শেষ নাগাদ তিনি পেত্রগ্রাদের প্রথম বলশেভিক দুমার সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগের গণ-কমিসারের দায়িত্ব পান।

১৯২৪-১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ভিনকুরভ ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি।

ভিনকুরভের স্থলবর্তী সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি ছিলেন ইভান গলিয়াকভ (১৯৩৮-১৯৪৮)। তাঁর জন্ম ১৮৮৮ সালে, একটি বড় কৃষকপরিবারে। ১৯১৯ সালের মে মাসে তিনি লালফৌজে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দেন এবং অচিরেই ডিভিসনের বিপ্লবী ট্রাইবুনালের সভাপতি হন। ১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে তিনি সোভয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সদস্য এবং ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে ওই আদালতের সভাপতি নির্বাচিত হন।

মৌলিক গবেষণা সহ গলিয়াকভের লিখিত চল্লিশটির বেশি বইয়ের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য — 'উনিশ শতকের রুশ উপন্যাসে আদালত ও বৈধতা'।

তিনি বক্তৃতা দিতেন এবং বহু বছর পর্যন্ত সর্ব-ইউনিয়ন আইনবিদ্যা ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ছিলেন।

১৯৪৮-১৯৫৭ সালের বছরগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি ছিলেন আনাতলি ভোলিন। ১৯০৩ সালে ক্রাসনোদার অঞ্চলের এক জেলেপরিবারে তাঁর জন্ম। ১৯৩০ সালে তিনি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সোভিয়েত আইন অনুষদ থেকে স্নাতক হন এবং ১৯৩৬ সালের পূর্বাবধি বিভিন্ন কলেজে প্রভাষক হিসাবে কাজ করেন।

১৯৫৭-১৯৭২ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের

সভাপতি ছিলেন আলেক্সান্দর গোর্কিন। তাঁর জন্ম ১৮৯৭ সালে ত্ভের প্রদেশের এক কৃষকপরিবারে। বিপ্লবোত্তর প্রথম বছরগুলিতে তিনি ত্ভেরে শহর সোভিয়েতের সম্পাদক ও পরে ত্ভের প্রাদেশিক সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৭ সালে গোর্কিন সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্পাদক ও ১৯৩৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি নির্বাচিত হন লেভ স্মির্নভ। এই প্রখ্যাত আইনজীবী ১৯৮৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

প্রখ্যাত সোভিয়েত আইনজীবীদের মধ্যে রোমান রুদেনকোও স্মরণীয়। তিনি ১৯৫৩ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। নুরেনবার্গ বিচার ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বিচারে তাঁর বিস্ময়কর কর্মতৎপরতার জন্য তিনি আইনজীবী ও সর্বসাধারণ উভয় মহলেই ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেন। সোভিয়েত অভিশংসক দপ্তরের কার্যকলাপের উন্নতিবিধানে তাঁর অবদানের গুরুত্ব অত্যধিক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজতান্ত্রিক ন্যায়বিচারের নীতিসমূহ

১. সমাজতান্ত্রিক ন্যায়বিচারনীতির সম্প্রসারণ

আমরা দেখেছি যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য আধার ও আধেয়, লক্ষ্য ও কর্তব্য উভয়তই ন্যায়বিচারের একটি নতুন পদ্ধতি অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এই কর্মকাণ্ডের শুরুতেই প্রয়োজন ছিল প্রাসঙ্গিক আইনসমূহ প্রবর্তন। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তা শুরু করা কার্যত অসম্ভব ছিল। এমতাবস্থায় বৈপ্লবিক নীতিবোধ ও বৈপ্লবিক আইনগত চেতনার অবিরোধী পুরনো আইনের কোন-কোনটির আশ্রয় ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না।

কাজটি আরও জটিল হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে প্রজাতন্ত্রের জন্য কেবল নতুন আইনই নয় একেবারে গোড়া থেকে, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম দিনগুলি থেকেই সমাজতান্ত্রিক নীতিভিত্তিক আইনের চাহিদা দেখা দিয়েছিল।

এই নীতিগুলি মূলত সূত্রবদ্ধ হয়েছিল রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির প্রথম কর্মসূচিতে ১৯০৩ সালে এবং বিশদীকৃত হয়েছিল লেনিনের রাষ্ট্র ও বিপ্লব সংক্রান্ত রচনাবলীতে। অর্থাৎ সোভিয়েত রাজ ক্ষমতাসীন হওয়ার সময়ই নতুন, সমাজতান্ত্রিক নীতিভিত্তিক অপরিহার্যতম বিধানিক আইনগুলি বিশদীকরণের বাস্তব সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল।

বিপ্লবের অব্যবহিত পরে সমাজতান্ত্রিক ন্যায়বিচারের এই নীতিগুলি সোভিয়েত সরকারের প্রথম ডিক্রিসমূহে, বিশেষত আদালত বিষয়ক ১ নং ডিক্রিতে বিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক ন্যায়বিচারের অন্তর্লীন নীতিগুলি কী — এই সর্বজনীন প্রশ্নের উত্তর মূলত এই: অন্যান্য বিষয় সহ এগুলি প্রকটিত হয়েছে এতে যে বিচারপতিরা নিজেদের পদে নির্বাচিত হন, তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও একমাত্র আইনেরই অধীন আর আদালতগুলিতে জনগণের অবাধ প্রবেশাধিকার রয়েছে।

অবশ্য পাঠকরা যেন মনে না করেন যে সেই ১৯১৭ সাল থেকেই নবীন

সোভিয়েত রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক ন্যায়বিচারের সবগুলি নীতি চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ ধরনে সূত্রবদ্ধ করতে, তদুপরি, কার্যত সবগুলি বাস্তবায়নে সমর্থ হয়েছিল। অবিলম্বে তা অর্জিত হয় নি। এজন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল সময়, প্রয়োজন ছিল নীতিগুলি আইন ও প্রয়োগে পুরোপুরি প্রকটিত হওয়ার আগে প্রভূত ও অবিরাম কর্মোদ্যোগ। বিপ্লবোত্তর প্রথম বছরগুলি সমাজতান্ত্রিক ন্যায়বিচারের কয়েকটি প্রধান নীতি চিহ্নিত করার প্রথম পদক্ষেপগুলি — যদিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ—এবং এই ভিত্তিসমূহের আরও উন্নতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিল।

১৯২৪ ও ১৯৩৬ সালে গৃহীত সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানগুলিতে এই নীতিসমূহ আরও বিকশিত হয়েছিল। ১৯৪১-১৯৪৫ সালের যুদ্ধ এই প্রক্রিয়ার সাধারণ বিকাশ প্রহত করেছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিধানিক বিষয়গুলির প্রতি রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের নজর পড়েছিল।

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত বিধানের মূলসূত্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির ফৌজদারি বিচারগত কার্যবিধির মূলসূত্র গ্রহণ করে। ঘটনাটি ন্যায়বিচার বিধান উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বিরাট পদক্ষেপ। ইতিমধ্যে সরকারী সংস্থার কোন কোন কাজ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরের এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষার কিছু কিছু দায়িত্ব এই শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানকে দেয়ার পরিস্থিতি পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল। এই সূত্রে ইউনিয়ন ও প্রজাতান্ত্রিক বিধানে কিছু কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন প্রবর্তিত হয়। বিশেষত আইনপ্রণেতা গণ-জামিনের, অর্থাৎ প্রথম বার সামান্য অপরাধের অপরাধীকে আদালত কর্তৃক কোন গণসংগঠন বা শ্রমসঙ্ঘের আর্জি পেশের ভিত্তিতে তাদের হেপাজতে রাখার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তদুপরি আইনে আরও ছিল জনসাধারণের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবী অভিযোক্তা ও প্রতিবাদীর উকিলের শরিকানার ব্যবস্থা। এই আইন কমরেডদের আদালতের এখতিয়ার বাড়িয়েছিল এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবী গণপ্রহরী দল চালু করেছিল।

১৯৬১ সালে গৃহীত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির দেওয়ানি বিধানের মূলসূত্র ও দেওয়ানি বিচারগত কার্যবিধির মূলসূত্র এবং ১৯৬৮ সালে গৃহীত বিবাহ ও পরিবার সংক্রান্ত বিধানের মূলসূত্র নাগরিক

সম্পর্কের পরিমণ্ডলে গণতান্ত্রিক নীতিমালা বিকশিত ও বিস্তৃত করেছিল।

সোভিয়েত ন্যায়বিচারের নীতিমালা রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির পুরো প্রণালীর গণতন্ত্রীকরণ ও বিবর্তনের সঙ্গে একযোগে বিকশিত এবং আরও গণতন্ত্রসম্মত হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচির আনুষঙ্গিক বক্তব্যটি উল্লেখ্য: 'পার্টি জনগণের সমাজতান্ত্রিক আত্মশাসন নীতির অটল প্রয়োগে যত্নবান থাকে, অর্থাৎ যে-ব্যবস্থাপনা কেবল মেহনতীদের স্বার্থেই, নিজেদের সংহতি ছাড়া যাদের উপর আর কোন প্রশাসনের এখতিয়ার নেই।'* সমাজতান্ত্রিক ন্যায়বিচারের বিকাশও এই অভিন্ন লক্ষ্যমুখীন।

১৯৭৭ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে, ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির সংবিধানসমূহে এবং আদালত, অভিশংসক দপ্তর ও অনুসন্ধানকারী সংস্থাগুলি সম্পর্কিত একপ্রস্ত মুখ্য বিধানিক আইনে ন্যায়বিচারের নীতিমালা লিপিবদ্ধ রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে আদালত ও অভিশংসক দপ্তর সম্পর্কে একটি বিশেষ অধ্যায় আছে।

এই নীতিমালা বিচারপ্রণালীর মূলসূত্র এবং ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিধান, ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিচারগত কার্যবিধির মূলসূত্রে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

সোভিয়েত আইনসাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক ন্যায়বিচারের নীতিমালার বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা রয়েছে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ এইসব আলোচনার সেগুলির অভিন্ন উপলব্ধি ফলশ্রুতিই। কিন্তু এই নীতিমালার শ্রেণীবিন্যাস এবং অন্যান্য কিছু প্রাসঙ্গিক তত্ত্বীয় সমস্যা এখনো প্রাণবন্ত আলোচনার বিষয় হয়ে আছে। বিতর্কমূলক বিষয়গুলি সম্পর্কে সোভিয়েত আইনবিদদের বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। তাই, এখানে বিধানিক আইনগুলিতে বিবৃত নীতিমালাই শুধু সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচিত হবে।

২. কেবল আদালতের মাধ্যমেই ন্যায়বিচার বিধান

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে বিবৃত আছে যে ন্যায়বিচার বিধানের দায়িত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির

---

* সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি, মস্কো, পলিতিজদাত্, ১৯৮৬, পৃঃ ৪৬ (রুশ ভাষায়)।

সর্বোচ্চ আদালতসমূহ এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, অঞ্চল, এলাকার ও শহর আদালতগুলির উপর, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও জাতীয় এলাকার আদালতগুলির উপর, জেলার (শহর) গণ-আদালতগুলি ও সামরিক ট্রাইবুনালের উপর ন্যস্ত।

অর্থাৎ, কেবল এককভাবে আদালতই রাষ্ট্রের তরফ থেকে কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে ও তাকে আইনত দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে।

পরিবার, বিবাহ, শ্রম ও অন্যান্য দেওয়ানি সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং কেবল আইনের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়গুলির মামলায় কোন্ পক্ষ আইনভঙ্গ করেছে, কোন্ পক্ষ আইনের আশ্রয় পাওয়ার অধিকারী, সংশ্লিষ্ট কোন নাগরিককে নিজস্ব, মালিকানার, শ্রমের বা অন্যান্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বা সেইসব অধিকার সীমিত করা প্রয়োজন, শাস্তিমূলক অন্যান্য ব্যবস্থার বিধান, ইত্যাকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার কেবল আদালতেরই আছে। অন্যান্য আইন বিষয়ক প্রতিষ্ঠান (অভিশংসক দপ্তর, অনুসন্ধানকারী সংস্থা, উকিলসভা, বিচারমন্ত্রকের সংস্থা, ইত্যাদি) মূল কার্যপরিচালনায় আদালতের সহযোগী মাত্র।

অধিকাংশ ফৌজদারি মামলায় আদালতের শুনানির আগে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের অনুসন্ধানের বিরাট, জটিল ও অতিগুরুত্বপূর্ণ কাজটি পুরো করতে হয়। কাজটি করে তদন্তসংস্থা ও প্রাথমিক অনুসন্ধানকারী সংস্থা। সোভিয়েত পদ্ধতিগত আইনের এই পর্যায়টি হল প্রাথমিক অনুসন্ধান। এক্ষেত্রে ‘প্রাথমিক’ পরিভাষাটি মোটেই আপতিক নয়। তদন্ত বা প্রাথমিক অনুসন্ধানের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ করার পর মামলাটি লিখিত অভিযোগপত্র সহ সংশ্লিষ্ট অভিশংসকের কাছে পাঠান হয়। উপাদানগুলি খুঁটিনাটি পরীক্ষার পর মামলাটি আদালতে পাঠানোর পক্ষে যথেষ্ট হেতুসঙ্গত হলে তিনি সত্যাসত্য বিবেচনার জন্য তা আদালতে পেশ করেন।

যেহেতু অনুসন্ধানকারী ও অভিশংসকের কাজের সঙ্গে আদালতের কাজের সন্নিপাত ঘটে, কেননা তারা সকলেই অপরাধের তথ্যাদি উদ্ঘাটনে, অপরাধীদের সনাক্তকরণে ও তাদের অপরাধের উপস্থাপিত প্রমাণাদি পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেজন্য এমন একটি ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে অপরাধী হিসাবে সন্দেহভাজন নাগরিকদের বুঝি-বা বিচারের আগেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আইনে দ্ব্যর্থহীনভাবে বিবৃত

হয়েছে: ‘সোভিয়েত ইউনিয়নে কেবল আদালতই ন্যায়বিচার বিধান করবে’। আরও বলা প্রয়োজন যে ন্যায়বিচার বিধানের দুটি অবিচ্ছেদ্য পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় — আসামী দোষী কি না তা আদালত নির্ধারণ করে এবং দ্বিতীয় পর্যায় — যেখানে ওই ব্যক্তির ব্যাপারে শাস্তি প্রয়োজন কি না সেই সিদ্ধান্ত আদালত গ্রহণ করে। তদুপরি, আদালত অনুসন্ধানকারী, অভিশংসক বা উকিলের মতামত নিরপেক্ষভাবে এই প্রশ্নগুলির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়।

তাই, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজুর ব্যাপারে অনুসন্ধানকারী ও অভিশাংসকের সিদ্ধান্তগুলি মূলত প্রাথমিক ধরনের এবং আসামী দোষী বা নির্দোষ তা নির্ধারণে আদালতের রায়েরই কেবল বৈধ কার্যকরতা থাকে। কোন অপরাধের জন্য দোষী ব্যক্তির উপর প্রযুক্ত শাস্তির ব্যাপারে কেবল আদালতই সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

ন্যায়বিচার বিধান এককভাবে আদালতের এখতিয়ারভুক্ত করার নীতিটি সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহে যোগদানের মাধ্যমে অনুমোদন করেছে। তাই, ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বজনীন মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রটি স্বাক্ষর ও পরে অনুমোদন করে। এই ঘোষণায় দ্ব্যর্থহীনভাবে বিবৃত হয়েছে: ‘দন্ডনীয় অপরাধে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি প্রকাশ্য বিচারে — যেখানে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় নিশ্চয়তা থাকবে — আইনীভাবে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া অবধি নির্দোষ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার অধিকারী’ (১১ নং ধারা)।

৩. নির্বাচনভিত্তিক বিচারবিভাগ

গণ-আদালত থেকে শুরু করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত বিচারব্যবস্থার যাবতীয় সংযোগের সবগুলিই নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত। সোভিয়েত বিধানে নির্বাচন-ছাড়া অন্যভাবে বিচারপতি নিয়োগ বা তাঁদের বদলান বৈধ নয়।

১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রখ্যাত রাষ্ট্রকর্মী ও সোভিয়েত আদালত ব্যবস্থার অন্যতম সংগঠক পিওতর স্তুচ্‌কা ‘পুরনো ও নতুন আদালত’ প্রবন্ধে লিখেছিলেন: ‘বিপ্লবের প্রথম দিন থেকেই আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে কেবল বুর্জোয়া ন্যায়বিচারের ধ্বংসস্তূপের উপরই সমাজতান্ত্রিক

ন্যায়বিচারের প্রাসাদটি আমরা গড়ব, যা ততটা জাঁকাল না হলেও আধেয়ের দিক থেকে অনেক অনেক বেশি মজবুত হবে... বাতিলকৃত শ্রেণী-আদালতকে আমরা কী দিয়ে বদলাতে চাই প্রশ্নটির শুধু একটি উত্তরই আছে: নির্বাচিত একটি গণ-আদালতের মাধ্যমে।'*

অত্যন্ত সুযোগ্য একজন আইনবিদ ও রাজনীতিকের উচ্চারিত এই মন্তব্যে নির্বাচনভিত্তিক সোভিয়েত আইনের নীতির শ্রেষ্ঠতম মর্মবস্তু ও গুরুত্ব প্রকটিত।

১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর পরই গণ-বিচারপতিরা সরাসর ও সর্বজনীনভাবে নির্বাচিত হন নি। বিদেশী হামলা, গৃহযুদ্ধ ও শোষক শ্রেণীগুলির প্রতিরোধসৃষ্ট পরিস্থিতির দরুন তা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আদালত তখন যথানিয়মে স্থানীয় সোভিয়েতগুলিই নির্বাচন করত।

দেশের পরিস্থিতি সুস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা উন্নততর হওয়ার প্রেক্ষিতে নির্বাচনভিত্তিক বিচারব্যবস্থা যে অন্যতম প্রধান সোভিয়েত নীতি তা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর হয়েছিল। শর্তটি কেবল ঘোষণা হিসাবেই থাকে নি, সোভিয়েতের কার্যকলাপে অটলভাবে বাস্তবায়িতও হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯৭৭ সালের সংবিধান মোতাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত পাঁচ বছর মেয়াদে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত হয়। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রসমূহের সর্বোচ্চ সোভিয়েতগুলি নিজ নিজ সর্বোচ্চ আদালত একইভাবে পাঁচ বছর মেয়াদে নির্বাচন করে। অঞ্চল, এলাকা, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও জেলাগুলির আদালতসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগের সোভিয়েত দ্বারা নির্বাচিত হয় এবং ওই পাঁচ বছরের মেয়াদে। জেলা (শহর) গণ-আদালতের গণ-বিচারপতিদের জেলার (শহরের) জনগণ সর্বজনীন, সমান, প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে গোপন ভোটে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচন করে।

নির্বাচনের সর্বজনীন নীতির অর্থ হল বিচারপতিরা বর্ণ, জাতি, বাসস্থান, শিক্ষা, ধর্ম, সামাজিক উদ্ভব, সম্পদের স্তর ও অতীত কার্যকলাপ নির্বিশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের আঠার বছর বয়ঃপ্রাপ্ত সকল নাগরিক

---

* প. স্তুচ্‌কা, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আইনতত্ত্বের সংগৃহীত রচনাবলী, রিগা, ১৯৬৪, পৃঃ ২২৯, ২৩৫ (রুশ ভাষায়)।

দ্বারা নির্বাচিত হন। পুরুষের সমমর্যাদায় নারীরাও বিচারপতি নির্বাচনে ভোটদানের ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকারী।

নির্বাচনের সমতা বলতে বোঝায় প্রত্যেক নাগরিকের একটি ভোট এবং একজন ভোটদাতা অন্য ভোটদাতা সম্পর্কে সুবিধাভোগী না-হওয়া।

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের অর্থ হল একটি রাজ্যের কোন জেলা বা শহরের জনগণ দ্বারা কোন মাধ্যমিক স্তর ব্যতিরেকে গণ-বিচারপতি নির্বাচন।

পরিশেষে, গণ-বিচারপতিদের নির্বাচন গোপনে নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ ভোটদাতারা তাদের ব্যালটপত্র গোপনে পূরণ করে, যেখানে কেউ উপস্থিত থাকতে পারে না, এমন কি নির্বাচন-কমিশনের সদস্যরাও নয়। ভোটদানের এই কার্যবিধি ভোটদাতাদের প্রার্থীনির্বাচনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়।

প্রসঙ্গত অবশ্যই উল্লেখ্য, নির্বাচনের পুরো খরচা রাষ্ট্র বহন করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান মোতাবেক জেলা (শহর) গণ-আদালতের গণনির্ধারকরা আড়াই বছরের মেয়াদে শিল্পশ্রমিক, অফিসকর্মী ও কৃষকদের দ্বারা নিজ নিজ কর্মস্থল বা আবাসিক এলাকা থেকে এবং সামরিক ইউনিটগুলি থেকে সৈন্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত বিধানের মূলসূত্রাবলী অনুসারে গণ-বিচারপতিরা সংশ্লিষ্ট আদালত ও নিজ নিজ কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁদের ভোটদাতাদের নিয়মিত অবহিত রাখেন আর অঞ্চল, এলাকা ও শহর আদালতের এবং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও স্বায়ত্তশাসিত এলাকার আদালতের বিচারপতিরা তাঁদের কার্যকলাপ সংশ্লিষ্ট জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলিকে জানান। ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতসমূহ তাদের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে ও অধিবেশনগুলির মধ্যবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে দায়ী থাকে।

নির্বাচকমণ্ডলী বা নির্বাচক সংস্থার কাছে বিচারপতিদের কৈফিয়ৎ দেয়ার এই কার্যবিধি যে বিচারকার্যের উন্নতির পক্ষে স্বাভাবিক ও সহায়ক তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এক্ষেত্রে পাঠকরা প্রশ্ন করতে পারেন: বিচারপতিদের এই কৈফিয়ৎ দেয়ার রীতিটি কি বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও এককভাবে আইনের অধীনস্থ থাকার নীতির বিরোধী নয়? সোভিয়েত আদালত সংস্থাগুলির দীর্ঘকালীন রীতি এই আশংকার ভিত্তিহীনতাই

প্রমাণ করে। নির্বাচকদের কাছে তাঁদের প্রতিবেদনে বিচারপতিরা কোন বিশেষ মামলার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণগুলি বিবৃত করেন না, তাঁরা অপরাধ নিবারণের উপায়, অপরাধ নিবারণে আদালতের অনুসৃত ব্যবস্থা ও কাজের সংগঠন উন্নতিবিধান সংক্রান্ত তাঁদের সামনে উপস্থিত আশু কর্তব্য সম্পর্কে বলেন। এই প্রতিবেদনগুলি নির্দিষ্ট দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলার ন্যায়নির্ণয়নে ভোটদাতাদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার হস্তক্ষেপের ইঙ্গিত দেয় না।

কোন বিচারপতি নির্বাচকমণ্ডলীর বিশ্বাস প্রতিপাদনে ব্যর্থ হলে তিনি তাদের দ্বারা পদচ্যুত হতে পারেন। বিষয়টি সোভিয়েত আদালতের গণতান্ত্রিক প্রকৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। লেনিনের ভাষায়: 'নির্বাচনভিত্তিক কোন সংস্থা বা প্রতিনিধিসভাকে সত্যিকার গণতান্ত্রিক বা জনগণের ইচ্ছা সম্পর্কে প্রতিনিধিত্বমূলক বলা যায় না, যদি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রত্যাহারের ব্যাপারে নির্বাচকদের অধিকার স্বীকৃত ও প্রযুক্ত না হয়। এটা হল সত্যিকার গণতান্ত্রিকতার মূলনীতি যা ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক সকল সংস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য...'*

বিচারপতিদের প্রত্যাহার সম্পর্কিত নির্বাচকদের অধিকার যাতে বিচারপতিদের উপর তাদের চাপপ্রয়োগের একটি যন্ত্র হয়ে না ওঠে সেজন্য এই কার্যবিধিটি 'গণ-বিচারপতিদের প্রত্যাহারের কার্যবিধি সংক্রান্ত' আইন দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।** কোন বিচারপতির কার্যকলাপ ও রায় আইনের পুরো চাহিদা পূরণ করলে তা তাঁকে প্রত্যাহারের সম্ভাবনাটি বাতিল করে দেয়।

১৯৫৮ সালের আগে গণ-বিচারপতি ও গণনির্ধারক উভয়ই তিন বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হতেন (সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ১০৯ নং ধারা)। এখন বিচারব্যবস্থার সর্বস্তরের বিচারপতিদের পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচন বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে একজন বিচারপতি নিজ কার্যকলাপের জেলাটি ভালভাবে পরীক্ষার, স্থানীয় পরিবেশ বোঝার ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পান। সেজন্য ১৯৫৮ সালের

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 26, p. 336.

** বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: The Law of the RSFSR on the Procedure of Recalling Judges and People's Assessors of District (Town) People's Courts of the RSFSR, Moscow, 1982.

ডিসেম্বর মাসে বিচারপতিদের কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর করার জন্য সোভিয়েত সংবিধানের ১০৯ নং ধারাটি সংশোধন করা হয়েছে। এই মেয়াদশেষে বিচারপতি দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হতে পারেন। ১৯৫৮ সালের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত সর্বাধিক সংখ্যক সোভিয়েত নাগরিককে ন্যায়বিচার বিধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার আদর্শে গণনির্ধারকদের কার্যকালের মেয়াদ তিন বছর থেকে কমিয়ে আড়াই বছর করেছে।

৪. বিচারে গণনির্ধারকদের শরিকানা। দলগতভাবে মামলাগুলি পরীক্ষা

সোভিয়েত ইউনিয়নে বর্তমান আইনের আওতায় যাবতীয় ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার ন্যায়নির্ণয়নে তিনজন বিচারপতি থাকেন। ব্যতিক্রম ঘটে শুধু ছোটখাটো গুন্ডামি, নগণ্য চুরি, কোন কোন নগণ্য দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে। মামলাগুলি বিচার করেন সভাপতি (একজন স্থায়ী বিচারপতি) ও দু'জন গণনির্ধারক। অগ্রাধিকারী এই কার্যধারাটি গণ-আদালত থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত সর্বত্র প্রযোজ্য। কিন্তু যখন একটি মামলার আপীলের বা আবেক্ষণের শুনানি চলে, অর্থাৎ অগ্রাধিকারী আদালতে মামলাটির শুনানি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে. তখন রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শোনেন তিনজন স্থায়ী বিচারপতি, অর্থাৎ সেখানে কোন গণনির্ধারক থাকেন না।

বলা প্রয়োজন যে সকল পর্যায়েই স্থায়ী বিচারপতি ও গণনির্ধারকরা সমান ক্ষমতার অধিকারী। আদালতের কার্যক্রমে সভাপতি হিসাবে বিচারপতি মামলাটি পরিচালনা করেন। মামলার উপাদান ও কার্যবিধি সম্পর্কিত অন্যান্য যাবতীয় প্রশ্ন বিচারকমন্ডলী যৌথভাবে মীমাংসা করেন।

সোভিয়েত রাজের গোড়ার দিকের বছরগুলিতে গণনির্ধারকরা কিছুটা ব্যতিক্রমী উপায়ে নির্বাচিত হতেন। স্থানীয় সোভিয়েতগুলি ভোটাধিকারসম্পন্ন নাগরিকদের মধ্য থেকে প্রার্থী গণনির্ধারকের নামের তালিকা তৈরি ও অনুমোদন করত। গণ-আদালতের নিয়মিত অধিবেশনের শরিক ব্যক্তিদের বাছাইয়ের জন্য লটারি করা হত। পরবর্তীতে প্রার্থী-গণনির্ধারক বাছাইয়ের এই নীতিটি অনুপুঙ্খভাবে বিশদীকৃত ও উন্নত করা হয়েছিল।

১৯৩৬ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান ও ১৯৩৮ সালের ১৬

আগস্টের সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত আইন দেশে নির্বাচনের নতুন কার্যবিধি প্রবর্তন করে — গণ-আদালতের জন্য গণনির্ধারকদের জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং উচ্চতর আদালতের গণনির্ধারকদের পরোক্ষভাবে, অর্থাৎ নিজ নিজ সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচন। কিন্তু ব্যবস্থাটি কার্যত অপ্রতুল প্রমাণিত হয়। নির্বাচনের সময় প্রতিটি নির্বাচনী জেলায় প্রার্থী-গণনির্ধারকদের তালিকায় ১০০ থেকে ১৫০ পর্যন্ত নাম থাকত এবং সেজন্য, প্রতিটি প্রার্থী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় খুবই অসুবিধা দেখা দিত। ফলে, মনোনীত প্রার্থী সম্পর্কে ভোটদাতারা তেমন অবহিত থাকত না। এভাবেই ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পুনরায় নির্বাচন কার্যবিধি বদলানোর কারণটি ব্যাখ্যেয়। অতঃপর গণ-আদালতের জন্য গণনির্ধারক নির্বাচন করছে কারখানা, অফিসকর্মী ও কৃষকরা নিজ কর্মস্থল বা বাসস্থানে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভা থেকে, ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে, সৈন্যরা সামরিক ইউনিটগুলি থেকে। আগেকার মতো উচ্চতর আদালতের জন্য গণনির্ধারকদের নির্বাচন করত সংশ্লিষ্ট সোভিয়েতগুলি। এই কার্যধারার দৌলতে প্রত্যেকটি প্রার্থী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভবপর হয়।

নির্বাচনের দিনে ২৫ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত এমন যেকোন সোভিয়েত নাগরিক আজ গণনির্ধারক নির্বাচিত হতে পারে। আইনত এতে জাতি, লিঙ্গ, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, ইত্যাকার হেতুগত কোন প্রতিবন্ধকতার অবকাশ নেই।

সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে বিচারব্যবস্থার সবগুলি অংশে সর্বমোট ৭ লক্ষ সাধারণ গণনির্ধারক নির্বাচিত হন। ১৯৮৪ সালের নির্বাচিত গণনির্ধারকদের মধ্যে ছিলেন শতকরা ৪৪ ভাগ শিল্পশ্রমিক, ১০ ভাগ কৃষক। নির্বাচিত মোট গণনির্ধারকদের অর্ধেকের বেশিই ছিলেন মহিলা। কার্যত সোভিয়েত ইউনিয়নের বাসিন্দা সকল জাতিসত্তার মানুষই গণনির্ধারকদের মধ্যে স্থান পেয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, জর্জিয়ায় নির্বাচিত গণনির্ধারকদের জাতিসত্তাগত সংস্থিতিটি উল্লেখ্য: ১০৭২০ জন গণনির্ধারকের মধ্যে জর্জীয় — ৮৩৯০ জন, আর্মেনীয় — ৭০৫ জন, রুশী — ৫৯৫ জন, আজারবাইজানী — ২২৭ জন, আবখাজীয় — ২১৪ জন, ইত্যাদি।

গণনির্ধারকরা পর্যায়িকভাবে বিচারকমণ্ডলীতে যোগদানে আমন্ত্রিত হন: বছরে কেবল দু'সপ্তাহ কাজের জন্য তাঁদের একটি তালিকা তৈরি হয়।

কিন্তু কোন বড় মামলার রায়দানে দীর্ঘকালীন শুনানি অপরিহার্য হলেই কেবল ব্যতিক্রম ঘটে।

শিল্পশ্রমিক ও অফিসকর্মীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত গণনির্ধারকরা আদালতে নিজ দায়িত্বপালনের সময় নিজেদের নিয়মিত মজুরি বা বেতন পান। যেসব গণনির্ধারক শিল্পশ্রমিক বা অফিসকর্মী নন, আদালতে নিজ দায়িত্বপালনের জন্য তাঁদের খরচা পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে। এই খরচার পরিমাণ ও পরিশোধের ধরন প্রতিটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের নির্দিষ্ট বিধান নির্ধারণ করে।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে আদালতে কাজের সময় গণনির্ধারকরা বিচারপতির সমান ক্ষমতার অধিকার ভোগ করেন। তাঁরা আদালতের কার্যক্রম শুরুর আগে মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় উপাদান জানার এবং যে প্রশাসনিক অধিবেশনে গুণাগুণের দিক থেকে মামলার শুনানির সম্ভাব্যতা নির্ধারিত হয় সেখানে থাকার অধিকারী। এই পর্যায়ে তাঁরা আসামী, সাক্ষী, পরীক্ষক, বাদী, প্রতিবাদীকে প্রশ্ন করতে, সংগৃহীত মালামাল ও পেশ-করা দলিলপত্র পরীক্ষা করতে পারেন।

বিচারকালে উত্থিত যাবতীয় সমস্যা বিচারকমণ্ডলী দলগতভাবে মীমাংসা করেন। বিচারকমণ্ডলী যে-অধিবেশন কক্ষে কোন রায় বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন সেখানেও গণনির্ধারকবর্গ ও বিচারপতির ক্ষমতার সমতা পরিলক্ষিত হয়। গণনির্ধারকবর্গ সহ বিচারকমণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্য মামলায় অপরাধ প্রতিপন্ন হয়েছে কি না, আসামী দোষী বা নির্দোষ ও অধিকন্তু প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রদত্ত শাস্তি সম্পর্কে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করেন। শেষে সভাপতি তাঁর মতামত জানান। বিচারকমণ্ডলীর কোন একজন সদস্য অন্য দু'জনের সঙ্গে মতৈক্যে পেঁাছতে না পারলে তিনি রায় বা সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য থাকেন, কিন্তু এইসঙ্গে সংখ্যালঘু হিসাবে তাঁর মতানৈক্য লিখিতভাবে জানাতে পারেন। প্রকাশ্যে ঘোষিত না হলেও তা মামলার নথিতে লিখিত থাকে। মতানৈক্যজড়িত রায়ের মামলাগুলি আপীল বা আবেক্ষণমূলক কার্যধারায় উচ্চতর আদালত পরীক্ষা করে দেখে।

পূর্বোক্ত বিষয়গুলি থেকে তা সহজলক্ষ্য যে মামলার বিচারে গণনির্ধারকদের শরিকানার নীতিটি আরেকটি নীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং তা হল দলগতভাবে রায় বা বিচারগত সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন। মামলার বিচার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে বিচারপতির উপর আর

যাবতীয় কার্যবিধিগত বিষয়, মামলার উপাদান সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্ন মীমাংসার দায়িত্ব পুরো বিচারকমণ্ডলীর।

গণনির্ধারকদের মেয়াদশেষের আগেই প্রত্যাহার করা যায়। কিন্তু কেবল তাঁর নির্বাচকমণ্ডলী বা নির্বাচকসংস্থার পক্ষেই তা সম্ভবপর। প্রত্যাহারের কার্যবিধি সংশ্লিষ্ট বিধানিক আইনের এখতিয়ারভুক্ত।

আদালতের কার্যক্রমে শরিকানার মধ্যেই কেবল গণনির্ধারকদের কার্যকলাপ সীমিত নয়। যথানিয়মে তাঁরা ব্যাপকতর দায়িত্বাদিও পালন করেন: জনগণের মধ্যে ব্যাখ্যামূলক কার্যপরিচালনা, নির্বাচকদের আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলি জ্ঞাপন, রায় ও সিদ্ধান্তগুলির প্রয়োগ সত্যাপনে বিচারপতিকে সহায়তা, ইত্যাদি।

৫. বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও তাঁদের এককভাবে আইনের অধীনতা

বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও এককভাবে আইনের অধীনতার নীতিটি বস্তুত খোদ আদালতের কঠোর আইনমান্যতার দাবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সমাজতান্ত্রিক ন্যায়বিচারের মূলে এই দুটি অন্তর্লীন নীতি রয়েছে।

১৯১৭-১৯১৮ সালের শান্তি, ভূমি ও আদালত সম্পর্কে গৃহীত ডিক্রিগুলি সোভিয়েত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পরবর্তীতে আইন-প্রণয়নের বিকাশ ও উন্নতি ঘটলে আইনব্যবস্থার সরল, গণতান্ত্রিক, সহজবোধ্য বৈধ নিয়মব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কেবল আইনগ্রহণ ও বিধানিক আইনের প্রণালী বিশদীকরণ মোটেই নতুন সামাজিক সম্পর্কগুলির সংহতি ও বিকাশ নিশ্চিত করে না। এজন্য সর্বদা ও অটলভাবে সকল নাগরিক ও কর্মকর্তার জন্য বিধিগ্রন্থের যাবতীয় আইন মেনে চলা প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত লেনিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি আনুষঙ্গিক ঘটনা উল্লেখ্য। একদা গণ-কমিসার পরিষদের জনৈক কর্মচারীর এক আত্মীয়কে সচিবালয়ে চাকুরি দেয়ার জন্য তাঁর সাহায্য চাওয়া হয়। কিন্তু একই সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানে আত্মীয়দের একত্র কাজ নিষিদ্ধকারী ডিক্রি তাতে লঙ্ঘিত হয় বলে লেনিনকে বলা হয়েছিল: 'ডিক্রিটি কি এড়ান যায় না?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন: 'ডিক্রিগুলি **এড়ান** যায় না। এমন প্রস্তাবও দণ্ডনীয়।'*

লেনিন তাঁর রচনাবলীতে আইনের এই শর্ত বার বার উল্লেখ করেছেন

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 44, p. 200.

এবং সোভিয়েত রাজের আইন ও নিয়মকানুন যাতে সকলে কঠোর ও শর্তহীনভাবে পালন করে সে সম্পর্কে দৃঢ়মত পোষণ করেছেন। লেনিন কথিত সমাজতান্ত্রিক বৈধতার মর্মবস্তুটি এখানেই নিহিত।

এই কার্যসম্পাদনে লেনিন সোভিয়েত আদালতের উপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি আদালতকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি প্রধান সংস্থা হিসাবে দেখতেন, যা বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ সহ সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের আইন ও নিয়মগুলি সর্বদা প্রতিপালনের আদর্শে জনগণকে শিক্ষিত করে তুলবে।

লেনিনের মতে আদালত ওই দুটি কর্তব্য ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার ন্যায়নির্ণয়নের মাধ্যমে অবশ্যই পালন করবে। তদুপরি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একমাত্র আদালতই ন্যায়বিচার বিধানের ব্যবস্থা করবে। লেনিন এই ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক বৈধতার সত্যিকার নিশ্চয়তা হিসাবেই দেখেছেন।

আইনের যাবতীয় লঙ্ঘন মোকাবিলা ও সমাজতান্ত্রিক বৈধতার মজবুতি আদালতের কর্তব্য বিধায় খোদ তার পক্ষে নিজ কার্যকলাপে আইনমান্যতা খুবই স্বাভাবিক।

আদালতের কার্যক্রমে বৈধতার নীতির অন্তর্লীন তাৎপর্য হল বিচারকমণ্ডলী যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে কঠোরভাবে আইন দ্বারা পরিচালিত হবেন। এটি সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত বিধানের মূলসূত্রে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিবৃত হয়েছে: 'সোভিয়েত ইউনিয়নে আদালতের বিচারকার্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধানের এবং ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির বিধানের কঠোর অনুবর্তিতা সহকারে পরিচালিত হবে।'

ন্যায়বিচার বিধানে আইনমান্যতা সোভিয়েত রাষ্ট্রে আদালত কখনই বিস্মৃত হয় নি। ব্যক্তিপূজার কালপর্বে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় বস্তুত সমাজতান্ত্রিক আইনের অননুমোদনীয় লঙ্ঘন হিসাবেই বিবেচ্য।

সমস্যাটি আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিশংসক দপ্তরের অন্যতম প্রধান বিচার্য বিষয় হয়ে আছে। ১৯৬৩ সালের ১৮ মার্চ মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রে গৃহীত 'ফৌজদারি মামলার বিচারকার্যে কঠোর আইনমান্যতা সংক্রান্ত' নির্দেশে বলা হয়েছে: 'অপরাধ উৎঘাত জোরদার করার প্রয়োজন দেখিয়ে বৈধতার কোন লঙ্ঘন মোটেই সমর্থনীয় নয়। কৃত অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা, আসামীর

সরকারী পদ বা সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে প্রতিটি ফৌজদারি মামলার ন্যায়নির্ণয়নে ফৌজদারি ও কার্যবিধিগত আইনের কঠোর মান্যতা অপরিহার্য।'*

সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র এই ঘটনার প্রতি সকল বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে আইনলঙ্ঘন 'গুরুতর' ও 'নগণ্য' হিসাবে বিভাজ্য নয়। এক্ষেত্রে নির্দেশে বলা হয়েছে: 'কোন কোন বিচারপতি কার্যবিধিগত আইনের চাহিদা থেকে তথাকথিত 'নগণ্য' আনুষ্ঠানিক লঙ্ঘনকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন এবং ভুলে যান যে একটি মামলার সত্যাসত্য নির্ণয় ও শুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংবিধিবদ্ধ কার্যবিধিগত আইনের অটল আনুগত্য একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য।'**

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে কার্যবিধিগত আইনের সামান্যতম লঙ্ঘনও সম্পূর্ণ অননুমোদনীয়। এই শর্তে কেবল অটল থাকলেই কারও পক্ষে মামলায় যথার্থ সত্যনির্ণয়নের ও আদালতের রায় চলতি আইনানুগ হওয়ার আশাপোষণ সম্ভব হতে পারে।

সোভিয়েত আইনের সঠিক ও অলঙ্ঘনীয় প্রয়োগের আদর্শে নাগরিকদের শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে খোদ বিচারপতিদেরও সমাজতান্ত্রিক বৈধতা পালনের আদর্শ হওয়া উচিত। এই দাবী পূরণ কেবল তাঁদের নৈতিক ও আনুষ্ঠানিক কর্তব্যই নয়, ফলপ্রসূভাবে অপরাধ দমনের একটি অপরিহার্য শর্তও। ন্যায়বিচার বিধানে বৈধতার নীতি বাস্তবায়ন অন্য সবকিছুর সঙ্গে বিচারব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংগঠন ও চলতি আইনের অন্তর্গত নির্ভরযোগ্য কার্যবিধিগত নিশ্চয়তা দ্বারা অবশ্যই নির্বিঘ্ন হবে।

আদালতের কার্যকলাপে বৈধতার নীতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে: সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে আদালত চলতি আইন প্রয়োগ করে, কিন্তু কোন নতুন আইনগত নিয়মাচার সৃষ্টি করে না। পশ্চিমের কোন কোন রাষ্ট্রে, যেমন ব্রিটেনে, আদালত নতুন আইনগত নিয়ম সৃষ্টি করতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই ধরনের রেওয়াজ নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সম্পর্কে আইন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে যে সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র 'বৈধ মামলাসমূহের বিবেচনা-উদ্ভূত বিধান

---

* সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের যৌথ সিদ্ধান্ত, ১৯২৪-১৯৭৭, ২য় ভাগ, মস্কো, ১৯৭৮, পৃঃ ২০ (রুশ ভাষায়)।

** প্রাগুক্ত।

প্রয়োগের বিবিধ দিক সম্পর্কে আদালতগুলিকে অনুসরণীয় নির্দেশ দেবে।'* অতঃপর এই সিদ্ধান্তে পেঁছতে হয় যে পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের নির্দেশগুলি আইনের কোন নতুন নিয়মাচার সৃষ্টি করে না, আদালতের কাছে চলতি আইনের বিদ্যমান নিয়মাচার কেবল ব্যাখ্যা করে। নানা পরিস্থিতি ও অপরাধে কীভাবে কোন না কোন আইনগত নিয়মাচার প্রযোজ্য এগুলি কেবল তারই ব্যাখ্যা যোগায়।

বিচারপতিরা স্বাধীন ও কেবল আইনের কাছেই দায়ী — এই নীতির সত্যিকার প্রয়োগের পক্ষে বৈধতা মেনে চলা অবশ্যই একটি প্রধান শর্ত। এই শর্তটি সোভিয়েত সংবিধানে লিখিত আছে (১৫৫ নং ধারা)।

সোভিয়েত আইনগত মতবাদ মোটেই দাবী করে না যে আদালতের কার্যকলাপ সোভিয়েত রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতির উপর, মেহনতী মানুষের ইচ্ছার উপর, সমাজতন্ত্র নির্মাণের সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু সোভিয়েত জনগণের ইচ্ছা আইনের মধ্যে প্রকটিত, তা দ্বারা আদালতগুলি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য।

বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও তাঁদের এককভাবে আইনের অধীনতা আসলে একই জিনিসের দুটি দিক। প্রথমটি হল আদালত কঠোরভাবে আইন-নিয়ন্ত্রিত, আর দ্বিতীয়টি — মামলার ন্যায়নির্ণয়নে বিচারপতিরা যেকোন রাষ্ট্রীয় সংস্থা, সরকারী কর্মকর্তা বা বেসরকারী নাগরিকের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত। ফৌজদারি বিচারগত কার্যবিধির মূলসূত্রের ১০ নং ধারায় এই সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'বিচারপতি ও গণনির্ধারকরা আইনের ভিত্তিতে, সমাজতান্ত্রিক বৈধ চেতনায় ও বিচারপতিদের উপর কোন বাহ্যিক চাপের পরিস্থিতির অনুপস্থিতিতে ফৌজদারি মামলাগুলি বিচার করবেন।' দেওয়ানি বিচারগত কার্যবিধির মূলসূত্রের ৯ নং ধারা মোতাবেক: 'বিচারপতি ও গণনির্ধারকরা আইনের ভিত্তিতে, সমাজতান্ত্রিক বৈধ চেতনায় ও বিচারপতিদের উপর কোন বাহ্যিক চাপের পরিস্থিতির অনুপস্থিতিতে দেওয়ানি মামলাগুলি বিচার করবেন।'

কার্যত এর অর্থ হল আদালতে বক্তব্য পেশকারী বা তার বিরুদ্ধে আবেদনকারী (অভিশংসক, আসামী পক্ষের উকিল, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ, ইত্যাদি) সকলেই নিজেদের মতামত প্রকাশ ও নিজেদের অবস্থানের ন্যায্যতা সম্পর্কে আদালতকে বোঝানোর অধিকারী। কিন্তু আদালত রায় দেয় এইসব

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২০৮।

মতামত নির্বিশেষে। মামলার ন্যায়নির্ণয়নে পদাধিকারী কর্মকর্তা, সরকার, পার্টি বা অন্য যেকোন সংস্থার হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ অননুমোদনীয়।

বিচারপতিরা যে নিজ কার্যকলাপের ক্ষেত্রে স্বাধীন, সোভিয়েত রাষ্ট্র বিবিধ বৈধ নিশ্চয়তা ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই নীতিটি বাস্তবায়নের প্রয়াস পায়। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়তাগুলির একটি হল গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে বিচারপতি নির্বাচন এবং তা মামলার ন্যায়নির্ণয়নে পদাধিকারী কর্মকর্তা বা অন্যতর কোন হস্তক্ষেপ থেকে বিচারপতিদের স্বাধীন থাকার অবস্থানটি নিশ্চিত করে।

আইনপ্রণেতা ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলাগুলি পরীক্ষায় বিচারপতিদের স্বাধীনতার বিশেষ নিশ্চয়তাও দিয়েছেন। যেমন: আইন মোতাবেক দেওয়ানি মামলার রায় ও সিদ্ধান্ত সহ মামলার অতিগুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি বিশেষ অধিবেশন কক্ষে প্রকাশ করার ব্যবস্থা রয়েছে যেখানে বিচারপতি ও নির্ধারক ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার থাকে না।

তদুপরি, আইনের অবশ্যপালনীয় শর্তে আদালতের সবগুলি সিদ্ধান্তই সরাসর সংখ্যাগুরু ভোটে গৃহীত হয় এবং সংখ্যালঘু হিসাবে বিচারপতি রায়ে তাঁর বিরুদ্ধমত সংযোজন করতে পারেন।

বিচারপতিদের স্বাধীনতার অতিরিক্ত নিশ্চয়তাদানের জন্য আইনপ্রণেতা নিয়ম করেছেন যে বিচারপতিরা সামগ্রিকভাবে মামলার যাবতীয় পরিস্থিতির সর্বতোমুখী, সম্পূর্ণ ও বিষয়গত পরীক্ষার ভিত্তিতে এবং আইন ও সমাজতান্ত্রিক বৈধ চেতনা দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজেদের আন্তরিক প্রত্যয় অনুসারে সাক্ষ্যপ্রমাণ মূল্যায়ন করবেন। আদালতে কোন সাক্ষ্যের কোন পূর্বনির্ধারিত ফলাফল গ্রাহ্য নয়।

উচ্চতর আদালতে আপীল বা আবেক্ষণের কার্যধারায় আদালতের একটি রায় বাতিল হলে অতঃপর অগ্রাধিকারী আদালত কী রায় বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে তাতে তার কোন ইঙ্গিত থাকে না, কিংবা তা অগ্রাধিকারী আদালত কর্তৃক নির্ণীত তথ্য হিসাবে স্বীকৃত নয় এমন তথ্যগুলি স্বীকার করতে পারে না। ফলত, দ্বিতীয় বারের মতো মামলা শুনানিরত অগ্রাধিকারী আদালত অবশ্যই এমনভাবে সাক্ষ্যসাবুদ মূল্যায়ন করে যা উপস্থিত বিচারপতিদের আন্তরিক প্রত্যয়ের অনুরূপ হয়ে থাকে এবং আদালতের অধিবেশনে পরীক্ষিত অবস্থার ভিত্তিতে রায় দেয়।

এই আইনগত নিশ্চয়তাগুলি ছাড়াও এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দিশারী সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গসংস্থাগুলির দেয়া নির্দেশের

গ্রুরত্বও সর্বাধিক। কিন্তু পার্টি-নেতৃত্ব বিচারসংস্থার কার্যকলাপে প্রশাসনিকভাবে হস্তক্ষেপ করে না। পার্টি-সংস্থাগুলি অপরাধের সঙ্গে সংগ্রামের অবস্থার, অপরাধ নিবারণে গৃহীত ব্যবস্থাবলীর, জনগণের মধ্যে আইন সংক্রান্ত প্রচারকার্যের দিকে লক্ষ্য রাখে। পার্টি-সংস্থাগুলি আদালতকে সাংগঠনিক ধরনের সাহায্য দেয়। এগুলি ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার ন্যায়নির্ণয়নে হস্তক্ষেপ করে না। ন্যায়বিচার বিধানে পার্টি-সংস্থা কর্তৃক কোনরূপ হস্তক্ষেপ পার্টি-নির্দেশে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

স্থানীয় সোভিয়েত সংস্থাগুলির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। তারা অপরাধ সম্পর্কে, বৈধতা জোরদার করার ও সোভিয়েত আইনগুলি জনপ্রিয় করার ব্যবস্থা, বিচারকার্যের অন্যান্য সাধারণ সমস্যা সম্পর্কে বিচারপতিদের দেয়া প্রতিবেদনগুলি শোনার অধিকারী। কিন্তু স্থানীয় সোভিয়েতগুলি ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার ন্যায়নির্ণয়নে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

কাজে অবহেলা ও ব্যবহারে মন্দস্বভাবগত দোষে দোষী বিচারপতিদের ক্ষেত্রে আইনে বিশেষ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধি রয়েছে। এককভাবে বিচারপতিদের দ্বারা গঠিত বিশেষ শৃঙ্খলামূলক কলেজিয়ামের কাছে বিচারপতিদের শৃঙ্খলাগত দায়িত্বভার থাকে।

সমবেত আলোচনার পর কেবল নির্বাচকরাই একজন বিচারপতিকে তাঁর পদ থেকে প্রত্যাহার করতে পারে। সার্বিক আলোচনা ও ব্যাপারটির বিষয়গত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার জন্য এই কার্যবিধি আইন দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত।

বিচারপতিরা ফৌজদারি কার্যধারার আওতাভুক্ত এবং সংশ্লিষ্ট প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর অনুমোদন সাপেক্ষেই কেবল তাঁদের পদচ্যুত বা গ্রেপ্তার করা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিদের ক্ষেত্রে এজন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর অনুমোদন প্রয়োজন।

তাই, চলতি সোভিয়েত আইন বিচারপতিদের জন্য স্বাধীন পরিস্থিতিতে নিজ দায়িত্বপালনের ও আইনের কঠোর সঙ্গতি সহকারে ন্যায়নির্ণয়নের প্রয়োজনীয় শর্তাদি সৃষ্টি করে।

৬. আদালতের মামলার শুনানির প্রকাশ্য ধরন

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ১৫৬ নং ধারায় বিবৃত হয়েছে যে দেশের সবগুলি আদালতের মামলার শুনানি আইনসঙ্গত অন্যতর কোন

কারণ না থাকলে, অবশ্যই প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হবে। এই নীতির অর্থ হল বিচারপতিরা সর্বসমক্ষে তাঁদের কার্যপরিচালনা করেন — ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলার শুনানির জন্য আদালতের সবগুলি অধিবেশনেই নাগরিকরা উপস্থিত থাকেন, আদালতে সবগুলি সিদ্ধান্ত ও এইসব সিদ্ধান্তের মূলগত যাবতীয় সাক্ষ্য জনসমক্ষে উপস্থাপিত হয় এবং বিচারের কার্যক্রম নিয়ে সংবাদপত্র, রেডিও ও টিভি ব্যাপক প্রচারকার্য চালায়।

জনগণের উপর বিচারকার্যগত জবানবন্দীর ও আদালতের রায়ের শিক্ষাগত প্রভাব বৃদ্ধির জন্যই মূলত আদালতের কার্যধারার প্রচার প্রয়োজনীয়: যতবেশি লোক আদালতের অধিবেশনে আসে, অধিকতর অপরাধরোধের অনুকূল শিক্ষালাভের সম্ভাবনাও ততই বৃদ্ধি পায়।

পক্ষান্তরে, বিচারপতিদের কার্যকলাপের উপর গণনিয়ন্ত্রণ বস্তুত বিচারের গুণগত মান বৃদ্ধিতে অবদান যোগায়। মামলা চলাকালে উপস্থিত জনগণ মামলা পরিচালনার বিষয়গত ধরন সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং ফলত আদালত সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সৃষ্টিতে সুফল ফলে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির ফৌজদারি বিচারগত কার্যবিধির মূলসূত্রের ১২ নং ধারা মোতাবেক: 'সকল আদালতের মামলার শুনানি হবে প্রকাশ্য, ব্যতিক্রম কেবল যেখানে তা হবে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থবিরোধী।

'অধিকন্তু, আদালতের সদিচ্ছাপ্রণোদিত অনুমোদন সাপেক্ষে ১৬ বছরের কম বয়সী আসামীর মামলা, যৌন অপরাধ ও অন্যান্য মামলায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গোপন জীবনের আনুষঙ্গিক তথ্যাদির প্রচাররোধের লক্ষ্যে মামলা বিচারপতির খাসকামরায় অনুষ্ঠিত হতে পারে। আদালতের রায়গুলি সর্বক্ষেত্রেই প্রকাশ্যে ঘোষিত হবে।'

দেওয়ানি মামলার প্রকাশ্য শুনানির নীতিগুলি একইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির দেওয়ানি বিচারগত কার্যবিধির মূলসূত্রের ১১ নং ধারায় সূত্রবদ্ধ রয়েছে।

এইসব থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে সোভিয়েত আইনে ব্যতিক্রমের খুবই সামান্য অবকাশ আছে এবং যৌন অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গোপন মানুষী সম্পর্কগুলি জড়িত মামলার প্রকাশ্য শুনানির দাবী মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ সীমাবদ্ধতাগুলি রাষ্ট্রের গোপনীয়তা

রক্ষার সঙ্গে যুক্ত। এমন আচরণ একান্ত অপরিহার্য এবং সকল দেশেই অনুসৃত।

প্রকাশ্য শুনানি অনুষ্ঠানের গুরুত্ব প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছিলেন: '...নীতির অবস্থান থেকে বিষয়গুলিকে আমলাতান্ত্রিক সংস্থার চৌহদ্দিতে আটকে না রাখা অত্যাবশ্যকীয়, এগুলিকে নিয়ে আসা উচিত প্রকাশ্য আদালতে — যথাযথ শাস্তিদানের জন্য ততটা না হলেও (সম্ভবত সর্বসমক্ষে কঠোর ভর্ৎসনাই যথেষ্ট), অবশ্যই প্রচারের জন্য, অপরাধীরা শাস্তি পায় না এমন সর্বজনীন বদ্ধমূল ধারণা অপনোদনের জন্য... আদালতকে (আমাদের আদালতগুলি প্রলেতারীয়) বা প্রচারকে আমাদের অবশ্যই ভয় পাওয়া উচিত নয়...'*

প্রকাশ্য বিচারের শিক্ষামূলক প্রভাব মনে রেখে আমাদের অবশ্যই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আসামীদের উপরও বিচারের ব্যাপক শিক্ষামূলক প্রভাব রয়েছে, কেননা কেবল আদালতের কাছে নয়, অনেকাংশে জন-প্রতিনিধিদের কাছে, মামলায় উপস্থিত সহকর্মী, আত্মীয়দের কাছেও তারা জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকছে।

বিচারের শিক্ষামূলক সুফল নিশ্চিত করার জন্য শুনানির সুশৃঙ্খল প্রতিবেশ, কার্যক্রমের সংশ্লিষ্ট শরিকদের যথাযথ ব্যবহার, তাদের প্রতি বিচারপতিদের পক্ষপাতহীনতা, আদালত কর্তৃক প্রশ্নাদি তৈরির বিষয়গত ধরন ও সংগৃহীত দলিলপত্রের উচ্চমান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধান বিচারপতি এখানে বিশেষ ভূমিকাসীন। তাঁর কার্যকলাপ ও আচরণ অবশ্যই হবে মূল লক্ষ্যের — প্রতিটি মামলার পারিপার্শ্বিক অবস্থাব অনুপুঙ্খ, সম্পূর্ণ ও বিষয়গত বিশ্লেষণের — অধীন।

আদালতের ভ্রাম্যমাণ অধিবেশনও বসে। অর্থাৎ, স্থানীয় কলকারখানা, সংস্থা, যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারে শুনানির ব্যবস্থা করা হয়। এগুলি শিক্ষামূলক কাজের খুবই ফলপ্রসূ উপায়, কেননা এইসব শুনানিতে আদালতে বিপুল দর্শক সমাগম ঘটে। যারা কোন কোন মামলা সম্পর্কে উৎসাহী, বিশেষত তারা সেখানে ভিড় জমায়।

যথানিয়মে এই অধিবেশনগুলি বসে সেইসব কলকারখানায় যেখানে অপরাধটি অনুষ্ঠিত হয়েছে বা যেখানে আসামী বা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ কাজ করত। এই ধরনের রীতি উপস্থিত দর্শকদের উপর ব্যাপক শিক্ষামূলক প্রভাব ফেলে।

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 36, p. 555-556.

সংবাদপত্রে বিচারের প্রতিবেদন প্রকাশ সেগুলি জনসমক্ষে উপস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। অপরাধের ঘৃণ্যতম উপাদানগুলি উপভোগের সস্তা সুড়সুড়ির ব্যাপক প্রচারের বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলির প্রযুক্ত পদ্ধতিগুলি যে সমাজতান্ত্রিক বৈধ চেতনার পক্ষে পরকীয় তা খুবই সহজবোধ্য। সংবাদপত্রে বিচারের এই জাতীয় প্রতিবেদন সমাজের অস্থিরমনা সদস্যদের দুর্নীতিগ্রস্ত করতে পারে। কিন্তু সোভিয়েত সংবাদ মাধ্যমের এই পদ্ধতি তার পাঠকদের মধ্যে অপরাধবিরোধী প্রবণতা এবং আইন, আদালত ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের নিয়মের প্রতি সম্মানবোধ লালন সহ মূলত একটি শিক্ষামূলক লক্ষ্যই অনুসরণ করে থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বিচারগত কার্যক্রম মৌখিকভাবে পরিচালিত হয়, খোদ আদালত সবগুলি সাক্ষ্য পরীক্ষা করে দেখে। প্রাথমিক অনুসন্ধানের তথ্যগুলি পরীক্ষা ছাড়াও আদালত প্রাপ্তিসাধ্য যাবতীয় সাক্ষ্যসাবুদ সংগ্রহ করে, প্রতিটি সাক্ষ্যের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা চালায়, নতুন সাক্ষ্য উদ্‌ঘাটন করে ও স্বাধীনভাবে তা মূল্যায়নের প্রয়াস পায়। মামলার বিচারে চলে আদালত কর্তৃক সকল সাক্ষী, আসামী, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ও অন্যান্য শরিকদের ব্যক্তিগত, মৌখিক জিজ্ঞাসাবাদ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ফৌজদারি বিচারগত কার্যবিধির মূলসূত্রের ৩৭ নং ধারা মোতাবেক 'শুনানির সময় অগ্রাধিকারী আদালতের কর্তব্য হল: সবক্ষেত্রে সাক্ষ্যগুলির সরাসর পরীক্ষা: আসামী, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ও সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ, পরীক্ষকদের অনুসন্ধানের ফলাফল শোনা, উপস্থাপিত প্রদর্শসামগ্রী দেখা এবং রেকর্ডপত্র ও অন্যান্য দলিল প্রকাশ্যে পাঠ।' এই শর্তের সঙ্গতি সহকারে মূলসূত্রের ৪৩ নং ধারার নিম্নোক্ত নিয়মটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে: 'বিচারকার্য চলাকালে পরীক্ষিত সাক্ষ্যসাবুদের ভিত্তিতেই কেবল আদালত নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।'

তাই, খোদ প্রকাশ্য আদালতে যেসব সাক্ষ্য পরীক্ষিত হয় নি রায় ঘোষণাকালে আদালত সেগুলিকে বিবেচনার বিষয়ীভূত করবে না। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির ফৌজদারি কার্যবিধি আইনকোষ অনুসারে আদালত কেবল ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই প্রাথমিক অনুসন্ধানকালীন পর্যায়ে সাক্ষী ও আসামীর দেয়া মৌখিক সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্যে নিজেকে সীমিত রাখতে পারে। আবশ্যকীয় সকল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তাদের ব্যক্তিগত মৌখিক ব্যাখ্যা গ্রহণে আদালত দায়বদ্ধ।

৭. আদালতের বিচারকার্যে জাতীয় ভাষা

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান অনুসারে যেখানে বিচার চলছে সেখানকার আদালতে বিচারকার্য চলবে ইউনিয়ন, স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের অথবা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের একটি ভাষায়, কিংবা ইউনিয়ন বা স্বায়ত্ত-শাসিত প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের শর্ত সাপেক্ষে স্বায়ত্তশাসিত এলাকার বা কোন জেলার সংখ্যাগুরুর ভাষায়। আদালতের কার্যক্রম যে-ভাষায় পরিচালিত হচ্ছে সেই ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ অথচ বিচারের শরিক এমন ব্যক্তিবর্গ একজন দোভাষীর মাধ্যমে মামলার যাবতীয় বিষয় বোঝার ও আদালতে মাতৃভাষা ব্যবহারের অধিকারী। তদন্ত ও মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলপত্র আসামীর মাতৃভাষায় বা বোধ্য অন্য কোন ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে তার কাছে হস্তান্তর করাই নিয়ম।

এই সাংবিধানিক শর্ত জাতীয়তা নির্বিশেষে আইন ও আদালতের কাছে সকল নাগরিকের সমতা নিশ্চিত করে, অপরাধের জন্য অভিযুক্ত আসামীদের পূর্ণ স্বার্থরক্ষার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ফলত, বিচারানুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের জন্যই আদালতের কার্যকলাপের মূল্যায়ন ও মামলা থেকে শুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সত্যিকার সম্ভাবনা থাকে।

৮. আসামীর আত্মরক্ষার অধিকার ও এই অধিকারের নিশ্চয়তা

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান মোতাবেক আসামীর আত্মরক্ষার বৈধ অধিকার সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের প্রাসঙ্গিক সবগুলি বৈধরীতি মনে রাখা উচিত, যা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে ব্যবহার করতে পারে।

আসামী তার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ রয়েছে তা জানার, আদালতে পাঠানোর আগে মামলার বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার, বিচার চলাকালে সাক্ষ্যপরীক্ষায় অংশগ্রহণের, বিচারের শরিক বিচারপতি ও অন্যান্যদের অভিযুক্ত করা ও রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা, ইত্যাদির অধিকারী। বিষয়গতভাবে এইসব অধিকার নিয়েই আসামীর আত্মরক্ষার অধিকার গঠিত।

'আত্মরক্ষার অধিকার' বলতে সাধারণ মানুষ অনেক সময় কেবল উকিল (আসামীর উকিল) নিয়োগে আসামীর অধিকারই বোঝে। ধারণাটি ভ্রান্ত।

কেননা, আসামীর অধিকারগুলি অন্যান্য অনেক পদ্ধতিগত নিশ্চয়তা দ্বারা সুরক্ষিত। যেমন, প্রাথমিক অনুসন্ধানশেষে সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানকারী মামলার যাবতীয় বিষয়বস্তু আসামীর কাছে উপস্থাপনে দায়বদ্ধ, যাতে সে ও তার উকিল সেগুলি পরীক্ষা করতে ও প্রয়োজনীয় আর্জি পেশ করতে পারে। আদালতে মামলা শুরুর আগে তিন দিনের মধ্যে আদালত আসামীকে অভিযোগপত্রের একটি নকল দিতে বাধ্য থাকে, যা তাকে আদালতে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের সত্যিকার সম্ভাবনার নিশ্চয়তা দেয়।

আত্মরক্ষার জন্য আসামী যেকোন ব্যক্তির সাহায্য চাইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে একজন উকিল, পেশাদার আইনজীবী নিয়োগ করে।

বিচার চলাকালে সরকারী অভিশংসক, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ও অন্যান্য শরিকের মতো আসামী ও তার উকিল সাক্ষ্যপরীক্ষায় শরিক হওয়ার, নতুন প্রমাণ উপস্থাপনার, আর্জি পেশের, বিচারকমণ্ডলীকে অভিযুক্ত করার এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ও সাক্ষীর দেয়া সাক্ষ্য এবং পরীক্ষকদের অভিমত সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দেয়ার অধিকারী। আদালতে শেষ উত্তরদানের অধিকার আসামীর থাকে।

প্রতিবাদী পক্ষের উকিল নিয়োগের অধিকার আসামীর পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইন যথাযোগ্য বৈধ সাহায্যের শর্তের নিশ্চয়তা দেয়। প্রতিটি জেলা ও শহরে আইন-সাহায্য দেয়ার একটি ব্যুরো ও কর্তব্যরত অ্যাডভকেটদের নিয়ে গঠিত একটি উকিলসভা আছে। জনসাধারণকে আইনগত সাহায্যদানই এগুলির কর্তব্য।

১৯৫৮ সালের আগে আসামী পক্ষ কেবল শুনানির সময় তার উকিলের সাহায্য নিতে পারত, কিন্তু প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর্যায়ে নয়। ফৌজদারি বিচারগত কার্যবিধির মূলসূত্র আসামীর আত্মরক্ষার অধিকার সম্প্রসারিত করেছে। সে এখন অভিযোগপত্র পাওয়ার মুহূর্ত থেকে, প্রাথমিক অনুসন্ধানকালে বা প্রাথমিক অনুসন্ধানশেষে পড়ে দেখার জন্য তার কাছে মামলার যাবতীয় বিষয়বস্তু হস্তান্তরিত হওয়ার পরই উকিলের সাহায্য নিতে পারে।

কোন কোন মামলায় আসামীর উকিলের শরিকানা আইন আজ্ঞাপক করেছে। যেসব মামলায় অভিশংসক থাকেন, উকিল থাকেন সেখানে, নাবালকদের মামলায়, যেখানে শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতার দরুন আসামী আদালতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ সেখানে বিশেষভাবে তাঁর শরিকানা

আজ্ঞাপক। আসামীর উকিলের অনুপস্থিতিতে কোন মামলার বিচার হলে সেই রায় বাতিল হয়ে যায়।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে বৈধ আত্মরক্ষার অধিকার বহু দেশেই প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু সেখানে উকিলের ফী যথেষ্ট হওয়ার দরুন সকলের পক্ষে সেই সাহায্যলাভ সম্ভবপর হয় না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যাপারটি আলাদা। উকিলের ফী যোগানোর মতো বিষয়-আশয় আসামীর না থাকলে এবং আদালত মামলায় আসামী পক্ষের উকিলের উপস্থিতি আজ্ঞাপক বিবেচনা করলে সংশ্লিষ্ট উকিলসভা আদালতের প্রস্তাব অনুযায়ী একজন উকিল নিয়োগে এবং সভার তহবিল থেকে তার যোগ্য ফী দিতে দায়বদ্ধ থাকে।

এইসঙ্গে আসামীর আত্মরক্ষার আরেকটি অধিকারও উল্লেখ্য। সংবিধিগত কার্যবিধি আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে তার আপীলের অধিকার নিশ্চিত করেছে। দণ্ডপ্রাপ্ত প্রতিটি ব্যক্তি ও তার পক্ষের উকিল বিধিবদ্ধ একটি সময়ের মধ্যে নিম্ন আদালতের যেকোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপীল রুজু করার অধিকারী। আসামী বা তার প্রতিনিধির রুজু করা আপীলের দরুন দ্বিতীয় আদালতে কোন মামলা পরীক্ষিত হতে হলে আদালত মামলার শুনানির তারিখটি দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তার প্রতিনিধিকে জানাতে দায়বদ্ধ এবং তারা মামলা চলাকালে উপস্থিত থাকার ও কৈফিয়ৎ দেয়ার অধিকারী।

আসামীর আত্মরক্ষার অধিকার লঙ্ঘন আইনের মারাত্মক বরখেলাপ এবং ফলত আদালতের ঘোষিত শাস্তি শর্তহীনভাবে বাতিলযোগ্য।

৯. আইন ও আদালতের কাছে নাগরিকদের সমতা

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত বিধানের মূলসূত্রের ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে: 'সোভিয়েত ইউনিয়নে সামাজিক, আর্থিক ও সরকারী মর্যাদা, জাতি, বর্ণ ও ধর্ম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিশেষে আইন ও আদালতের কাছে সকল নাগরিকের সমতার নীতির ভিত্তিতে সকলেই ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারী।' সোভিয়েত ইউনিয়নে বিশেষ জাতিসত্তার জন্য আইনগতভাবে অসুবিধা বা সুবিধা সৃষ্টির কোনই অবকাশ নেই। একই অপরাধের জন্য দণ্ডিত একজনের তুলনায় অন্যজন আদালতের কাছে ভিন্নতর ব্যবহার প্রত্যাশা করতে পারে না, যদি অন্যান্য পরিস্থিতি অভিন্ন

থাকে। জাতীয়তা, আর্থিক বা সরকারী পদমর্যাদা নির্বিশেষে আদালত আইন প্রয়োগে দায়বদ্ধ। যাবতীয় জাতীয় শত্রুতা ও অসাম্য দূরীকরণের লক্ষ্যমুখী বিধান ও আদালতের বিচারকার্য উভয়ই তা সহজ করে তোলে।

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য ফৌজদারি দায়িত্ব সম্পর্কে আইন পাশ এবং জাতীয় বা বর্ণগত সমতা লঙ্ঘনকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসাবে শর্তাধীন করেছিল। এই আইনে ফৌজদারি দায় হিসাবে বিবেচ্য: জাতিগত বা বর্ণগত শত্রুতা ও ঘৃণা সম্পর্কে প্রচারণা, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মানবাধিকার সংকোচন, বর্ণগত বা জাতিগত কারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সুবিধাভোগের রেওয়াজ সৃষ্টি।

অবশ্য, জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতিগত সমস্যা সমাধানের মূল সাফল্য নিহিত রয়েছে জাতিগুলির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অসাম্য বিলোপে, সমাজ-জীবনের সর্বস্তরে সত্যিকার সমতা অর্জনে এবং জাতিগত বা বর্ণগত শত্রুতায় প্ররোচনা যোগানোর অপরাধের জন্য কেবল ফৌজদারি দায় প্রবর্তন, ইত্যাদিতে নয়। জাতিসমূহের সমতার ও রাজনৈতিক সমতার সংশ্লিষ্ট আইনগত রীতিনীতি বিশদীকরণের তুলনায় সত্যিকার অসাম্য বিলোপের জন্য অনেক বেশি সময় ও চেষ্টা প্রয়োজন। সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতি সমস্যা সমাধান, বহুজাতিক দেশে জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রী সুদৃঢ়করণ জাতীয় সম্পর্কসমূহের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের অন্যতম প্রধান সাফল্য।

সোভিয়েত আইন শুধু জাতিগত বা বর্ণগত সমতাই নয়, সামাজিক-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমতাও রক্ষা করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান নারীকে সকল অধিকার দিয়েছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে তাদের শরিকানার অধিকার লঙ্ঘন ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে বিবেচ্য।

সোভিয়েত নারী বিচারবিভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নিম্নোক্ত তথ্যগুলিতেই এর যাথার্থ্য লক্ষণীয়। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকমণ্ডলীতে বহু নারী রয়েছেন। সেখানে নারীর অংশভাগ ২৫ শতাংশ। স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালত, অঞ্চল ও এলাকার আদালতগুলিতে নারীর সংখ্যা ৩৩ শতাংশের বেশি। গণ-আদালতের প্রতি তিনজন বিচারপতির মধ্যে একজন নারী।

আইন ও আদালতের কাছে বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী ও নাস্তিক

সমানাধিকারী। মামলার শরিক কোন্ কোন্ ব্যক্তি ধার্মিক বা নাস্তিক আদালত তা নির্ধারণের চেষ্টা করে না। ধর্মাচরণের স্বাধীনতা আইনে সংরক্ষিত।

১০. বিদেশী নাগরিকদের আইনগত মর্যাদা

মূল নীতিমালা। সোভিয়েত দেশে অস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী বা বসবাসকারী বিদেশী নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যগুলির বিষয়ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ন্যায়বিচারের নীতিমালার সঙ্গে পূর্ণসঙ্গতি সহকারে নির্ধারিত হয়ে থাকে। বিদেশী নাগরিক হল তারাই যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক নয় ও কোন বিদেশী রাষ্ট্রের জাতীয়তার প্রমাণধারী।

এক্ষেত্রে সোভিয়েত সংবিধান বা বিধানিক আইনের ধারায় (জাতি বিষয়ক আচরণের নীতি) অন্যতর কোন বিধান না থাকলে তারা সোভিয়েত নাগরিকদের মতোই অধিকার ও সমান স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী এবং অভিন্ন দায়িত্ব পালনে দায়বদ্ধ।

আইন সকল বিদেশী নাগরিককে সাম্প্রদায়িক, পারিবারিক, শ্রমগত, অন্যান্য সম্পর্কের ক্ষেত্র ও ফৌজদারি দায়িত্বের ক্ষেত্র, উভয়তই সোভিয়েত নাগরিকদের সমান মর্যাদা দেয়। আইনগত মর্যাদার ব্যাপারে অব্যাহতির সংখ্যা খুবই কম, সেগুলি অন্যান্য দেশে বিদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর সীমানা অতিক্রম করে না এবং আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতির সঙ্গে পূর্ণসঙ্গতিশীল।

সোভিয়েত আইনের কাছে সকল বিদেশী নাগরিক অভিন্ন, অর্থাৎ সকল বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিক জন্ম, সামাজিক বা বিত্তগত মর্যাদা, বর্ণ বা জাতীয়তা, লিঙ্গ, শিক্ষা, ভাষা, ধর্ম, পেশার ধরন ও প্রকৃতি, ইত্যাদি নির্বিশেষে একই আইনের এখতিয়ারভুক্ত। যেসব দেশে সোভিয়েত নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতার উপর বিশেষ বাধানিষেধ আরোপিত সেইসব দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ ব্যতিহার্য বাধানিষেধ (সমুচিত প্রত্যুত্তর) প্রয়োগ করতে পারে। খুবই কদাচিৎ প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বাসিন্দা বিদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত আরেকটি সাধারণ নীতি: তাদের উপভুক্ত অধিকার ও স্বাধীনতাগুলি

সোভিয়েত সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে, সোভিয়েত নাগরিক ও অন্যান্যদের অধিকার ও বৈধ স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর না-হওয়া। সোভিয়েত নাগরিকের মতো এইসব বিদেশীরাও সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের প্রতি সম্মান দেখাতে, সোভিয়েত আইনকানুন মেনে চলতে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের নিয়মগুলি প্রতিপালনে এবং সোভিয়েত জনগণের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বাধ্য।

মনে রাখা অবশ্যই প্রয়োজন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলি সেইসব বিদেশী নাগরিকদের রাজনৈতিক আশ্রয়লাভের অধিকার অনুমোদন করে যারা মেহনতীদের স্বার্থরক্ষার জন্য, শান্তির আদর্শ সমর্থনের জন্য, বৈপ্লবিক বা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে শরিকানার জন্য এবং প্রগতিশীল সামাজিক-রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক বা অন্যান্য সৃজনশীল কার্যকলাপের জন্য নিপীড়িত।

উপরোক্ত সবগুলি নীতিই আন্তর্জাতিক আইনের নীতিমালার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিশীল।

বিধানিক আইন। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশী নাগরিকদের বৈধ মর্যাদা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধানিক আইনের এখতিয়ারভুক্ত। ব্যবস্থাটি সোভিয়েত দেশের সর্বত্র বসবাসকারী বিদেশী নাগরিকদের অভিন্ন বৈধ মর্যাদা নিশ্চিতকরণের এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি মোতাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক পরিগৃহীত আনুষঙ্গিক দায়িত্বগুলি যথাযথ ও সমভাবে পালনের প্রয়োজনেরও শর্তাধীন। অনুরূপ সমস্যা ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিধানের মাধ্যমে কেবল সেইসব ক্ষেত্রেই মীমাংসিত হয় যেখানে তা সংশ্লিষ্ট প্রজাতন্ত্রগুলির সংবিধানে বা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধানিক আইনে শর্তাবদ্ধ থাকে।

১৯৮১ সালের ২৪ জুন গৃহীত 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বাসিন্দা বিদেশী নাগরিকদের বৈধ মর্যাদার আইনটি' হল এদেশে বিদেশীদের বৈধ মর্যাদার নিয়ামক মূল বিধানিক আইন।

তাদের বৈধ মর্যাদা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির দেওয়ানি বিধানের মূলসূত্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিবাহ ও পরিবার সংক্রান্ত বিধানের মূলসূত্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির দেওয়ানি বিচারগত কার্যবিধির মূলসূত্র, রাষ্ট্রীয় লেখ্য-প্রমাণক দপ্তর সংক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন ও অন্যান্য বিধানিক আইন দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত। প্রসঙ্গত সোভিয়েত ইউনিয়নের

এলাকায় বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের কূটনীতিক ও বাণিজ্যদূত সংক্রন্তে ১৯৬৬ সালের ২৩ মে-র সংবিধি ও নৌবাণিজ্য বিধানিক আইনটিও উল্লেখ্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ বিধান ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশী নাগরিকদের বৈধ মর্যাদা অন্যান্য দেশের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত। এই প্রসঙ্গে, দৃষ্টান্ত হিসাবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের দেওয়ানি বিধানের মূলসূত্রে বলা হয়েছে যে যেসব আন্তর্জাতিক চুক্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন শরিক হয়েছে সেখানে তা সোভিয়েত দেওয়ানি বিধানের অন্তর্ভুক্ত নিয়মগুলির বদলে আন্তর্জাতিক চুক্তির নিয়মগুলির প্রযোজ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই নিয়মগুলি কেবল সেইসব দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যাদের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ওইসব চুক্তি সম্পাদন করেছে।

বিদেশী নাগরিকদের মর্যাদা বিষয়ক চুক্তিগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য হল দেওয়ানি, পারিবারিক ও ফৌজদারি মামলার বৈধ সাহায্য সংক্রান্ত চুক্তি। এই ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, পোল্যান্ড ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ সহ ইরাক, আলজেরিয়া, ফিনল্যান্ড, ইতালি ও গ্রীসের সঙ্গে। অস্ট্রিয়া, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র, জাপান, ফ্রান্স সহ বহু দেশের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বাণিজ্যদূত সংক্রান্ত চুক্তিগুলিও বিদেশীদের আনুষঙ্গিক রীতিনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বেলজিয়াম, সুইডেন, জাপান ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বাণিজ্যচুক্তিতে আইনগত নানা প্রশ্ন নিয়মিত করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন দেওয়ানি কার্যবিধি সংক্রান্ত হেগ সম্মেলন (১৯৫৪, ১ মার্চ), কূটনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক ভিয়েনা সম্মেলন (১৯৬১, ১৮ এপ্রিল), ইত্যাকার অনেকগুলি বহুমুখী কনভেনসনের শরিক।

নাগরিকত্বের প্রশ্ন। ১৯৭৮ সালের ১ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইন মোতাবেক বিদেশী নাগরিক ও নাগরিকত্বহীন ব্যক্তিবর্গ যারা সোভিয়েত ইউনিয়নে বা বিদেশে বসবাস করে তারা জাতীয়তা ও বর্ণ, লিঙ্গ, শিক্ষা, ভাষা বা বাসস্থান নির্বিশেষে সোভিয়েত নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে, তবে কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের বা তারা যে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রে বসবাস করে সেই প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে আনুষ্ঠানিক আর্জি পেশের মাধ্যমে। বিদেশে বসবাসকারীরা তাদের দরখাস্ত সেখানকার সোভিয়েত কূটনৈতিক বা

বাণিজ্যিদ্‌তের মাধ্যমে পাঠায়। বিদেশী নাগরিক বা নাগরিকত্বহীন ব্যক্তির সঙ্গে সোভিয়েত নাগরিকের বিবাহ বা বিবাহবিচ্ছেদের দরুন পতি বা পত্নীর নাগরিকত্বের স্বতঃক্রিয় পরিবর্তন ঘটে না। প্রশ্নটি একটি সাধারণ কার্যবিধি অনুসারেই মীমাংসিত হয়। বিদেশী বা নাগরিকত্বহীন শিশুর নাগরিকত্ব কোন সোভিয়েত নাগরিক কর্তৃক দত্তক গ্রহণের শর্তে বদলায়: সে সোভিয়েত নাগরিক হয়। পতি-পত্নীর একজন সোভিয়েত নাগরিক ও অন্যজন বিদেশী হলে তাদের মধ্যেকার একটি চুক্তির মাধ্যমে গৃহীত দত্তকটি সোভিয়েত নাগরিকত্ব পেতে পারে। বিদেশী নাগরিক কর্তৃক দত্তক গৃহীত কোন শিশু সোভিয়েত নাগরিক হলে নীতিগতভাবে তার সোভিয়েত নাগরিকত্ব অটুট থাকে। দত্তকগ্রহীতাদের আর্জির ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর অনুমোদন সাপেক্ষে সোভিয়েত নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করা যায়। মা-বাবার নাগরিকত্বের পরিবর্তন ঘটলে বা দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুদের লিখিতভাবে তাদের সম্মতি জানাতে হয়। কোন ব্যক্তির কার্যকলাপ সোভিয়েত নাগরিকের মহৎ কর্তব্যের উপর কলঙ্কলেপন করলে বা সোভিয়েত ইউনিয়নের মর্যাদা বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রতি ক্ষতিকর হলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে বিশেষ ক্ষেত্রেই কেবল সোভিয়েত নাগরিকত্ব প্রত্যাহৃত হতে পারে।

বিদেশী নাগরিকদের প্রবেশ ও প্রস্থান। এই প্রশ্নগুলি ১৯৮১ সালের ২৪ জুন গৃহীত সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশী নাগরিকদের বৈধ মর্যাদা সংক্রান্ত আইন, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর অনুমোদিত সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রস্থান নিয়ামক প্রবিধান ও অন্যান্য আইনের নিয়মাধীন।

সোভিয়েত বিধানে অধিকাংশ দেশের প্রতিষ্ঠিত রীতি অনুযায়ী বিদেশীদের যথাযথ অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের সম্মতি সাপেক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবেশ বা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রস্থানের ব্যবস্থা আছে। এতে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, বর্ণ বা জাতীয়তা, ইত্যাদি কারণে প্রবেশের উপর কোন বাধানিষেধ আরোপের অবকাশ নেই।

বিদেশী নাগরিক সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবেশ করতে বা সোভিয়েত ইউনিয়ন ত্যাগ করতে পারে, যদি সোভিয়েত দেশে প্রবেশ বা সেখান থেকে প্রস্থানের ভিসা সহ তার বিশেষ পাসপোর্ট বা অনুরূপ দলিল থাকে, ব্যতিক্রম ঘটে কেবল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে বিদ্যমান

বিশেষ বন্দোবস্ত সম্পর্কিত চুক্তির প্রেক্ষিতে। বিদেশী নাগরিকরা নিম্নোক্ত বিবেচনায় সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবেশের অনুমতি না পেতে পারে: ১) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বা জনশৃঙ্খলা অটুট রাখার স্বার্থে; ২) সোভিয়েত নাগরিক ও অন্যান্যদের অধিকার ও বৈধ স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে; ৩) সোভিয়েত ইউনিয়নে পূর্ববর্তী সফরে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশী নাগরিকদের বৈধ মর্যাদার আইন বা শুল্ক, মুদ্রা সংক্রান্ত বা অন্য সোভিয়েত আইনভঙ্গের ক্ষেত্রে; ৪) সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবেশের অনুমতির জন্য দেয়া দরখাস্তে নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিলে বা প্রয়োজনীয় দলিলপত্র পেশ করতে অপারগ হলে; ৫) সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনে বিধিবদ্ধ অন্যান্য সঙ্গত কারণে।

নিম্নোক্ত ব্যাপারে বিদেশী নাগরিকরা সোভিয়েত ইউনিয়ন ত্যাগের অনুমতি না পেতে পারে: ১) তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মোকদ্দমা রুজুর ভিত্তি থাকলে (মোকদ্দমা শেষ না হওয়া পর্যন্ত); ২) কৃত অপরাধের জন্য দণ্ডিত হলে (মেয়াদ শেষ না হওয়া বা দণ্ড মকুব না হওয়া পর্যন্ত); ৩) তাদের প্রস্থান রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রতিকূল হলে; ৪) প্রস্থান রদের জন্য সোভিয়েত আইনে অনুমোদিত অন্যান্য ভিত্তি থাকলে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে আগত বিদেশী নাগরিকদের জন্য শুল্কবিধির প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি এবং দেশে বিদ্যমান যাবতীয় শুল্ক ও মুদ্রা সংক্রান্ত প্রবিধান অবশ্যপালনীয়। বিশেষত, আগমনস্থলে তাদের মালপত্রগুলি শুল্কবিভাগ পরিদর্শন করে। আগ্নেয়াস্ত্র, মাদকদ্রব্য, অশ্লীল বইপত্র, সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে ক্ষতিকর মুদ্রিত সামগ্রী, ইত্যাদি আনা এদেশে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বিধায় এই ব্যবস্থা প্রযুক্ত। এইসঙ্গে বিদেশীরা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এদেশে আনতে পারে। এই দেশ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, পুরাদ্রব্য (আইকন, ছবি), ইত্যাদি বাইরে নেওয়া তাদের জন্য নিষিদ্ধ।

সোভিয়েত ইউনিয়নে আগত ও প্রস্থানরত সকল বিদেশীকে শুল্ক সংক্রান্ত একটি ঘোষণাপত্র পূরণ করতে হয় এবং তাতে নিজেদের জিনিসপত্র ও মূল্যবান সামগ্রীর একটি তালিকা থাকে। ঘোষণাপত্রে অনুল্লিখিত জিনিসপত্র, মূল্যবান সামগ্রী ও মুদ্রা বাজেয়াপ্তযোগ্য। যেকোন পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ও মূল্যবান সামগ্রী এদেশে আনা বৈধ কিন্তু, ফেরৎ নেওয়ার জন্য প্রবেশকালে সেগুলি শুল্কবিভাগে রেজিস্ট্রিকরণ প্রয়োজন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে দীর্ঘকাল থাকার জন্য বসবাসের বিশেষ

অনুমতিপত্র অত্যাবশ্যকীয়।* এদেশে অস্থায়ী বা স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য আগত ব্যক্তিবর্গ, যাদের বসবাসের অনুমতিপত্র আছে, তারা দেশের সর্বত্র অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারে, ব্যতিক্রম ঘটে শুধু কয়েকটি বিশেষ এলাকার ক্ষেত্রে, যেখানে প্রবেশের জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি লাগে। এই নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং অন্যান্য কারণে — যেমন, জনশৃঙ্খলা, জনগণের স্বাস্থ্য ও নৈতিকতা, নাগরিকদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য — প্রযুক্ত।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে সোভিয়েত বিধান সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত প্রবেশ ও প্রস্থানের আন্তর্জাতিক নিয়মগুলি অনুসরণ করে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রে অপ্রযোজ্য কোন বিশেষ বাধানিষেধ আরোপ করে না।

বিদেশী নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে স্থায়ী বিদেশী বাসিন্দারা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে সোভিয়েত নাগরিকের সমানাধিকারী: শ্রম, বিশ্রাম ও বিনোদন, স্বাস্থ্যরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, আবাসন, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সুবিধাভোগ এবং দেওয়ানি, বৈবাহিক ও পারিবারিক সম্পর্ক। কর্মিসংগ্রহ ও তাদের বরখাস্ত করা, মজুরি, কার্যসময় ও ছুটি সংক্রান্ত শ্রমবিধি সোভিয়েত ইউনিয়নের কলকারখানা ও অফিসে কর্মরত সকল বিদেশীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অসুস্থতা ও অস্থায়ী পঙ্গুত্বের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নে কর্মরত বিদেশীরা সোভিয়েত নাগরিকদের মতোই অভিন্নভিত্তিক ভাতা-লাভের অধিকারী। তারা সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদ্যমান নির্ব্যয় চিকিৎসার সুযোগও পায়। সোভিয়েত বিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বল্পকাল অবস্থানকারী বিদেশী নাগরিকরাও এইসব অধিকারের অধিকাংশই ভোগ করে থাকে। এই ধরনের বিদেশী নাগরিকরা সোভিয়েত ইউনিয়নে কাজ করতে পারে, যদি এদেশে তাদের অবস্থানের লক্ষ্যের সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট থাকে (অর্থাৎ, চুক্তির আওতায় সোভিয়েত ইউনিয়নে কাজের জন্য এলে)।

আইনে সুস্পষ্ট বিবরণ থাকার প্রেক্ষিতে জাতীয় আচরণের নীতির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটান সম্ভব। কিছু কাজ ও পদে বিদেশীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছে। অর্থাৎ, ওইসব পদে নিয়োগের ব্যাপারটি সোভিয়েত নাগরিকত্বের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে যুক্ত। তারা গণ-

---

* পর্যটক ও স্বল্পকালীন সফরে সোভিয়েত ইউনিয়নে আগতদের জন্য এই অনুমতিপত্র নিষ্প্রয়োজন। — সম্পাঃ

আদালতের বিচারপতি নির্বাচিত হতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিমান বিধির ১৯ নং ধারা মোতাবেক বেসামরিক বিমানের চালকদলের সদস্য এবং অভিশংসক বা অনুসন্ধানকারীর (অভিশংসক দপ্তর বিষয়ক সোভিয়েত আইনের ২০ নং ধারা) পদে তাদের নিয়োগ নিষিদ্ধ।

সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিদেশী নাগরিকরা কেবল অধিকারই ভোগ করে না, সোভিয়েত নাগরিকের মতো অভিন্ন দায়িত্বও বহন করে। বাড়িঘরের যত্ন, ভাড়াটে হিসাবে আইনকানুন মেনে চলা এবং ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক সৌধগুলি তথা অন্যান্য সাংস্কৃতিক সম্পদের প্রতি মমত্বলালন তাদের কর্তব্য। সোভিয়েত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠরত বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের উপর সোভিয়েত আইন মোতাবেক নির্ধারিত ছাত্রছাত্রীদের অধিকার ভোগের সঙ্গে কর্তব্যগুলি পালনের দায়িত্বও বর্তায়।

১৯৮১ সালের ২৪ জুনের আইনটি সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা বিদেশী নাগরিকদের ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি এবং বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সমিতিগুলিতে যোগদানের ক্ষেত্রে সোভিয়েত নাগরিকদের সমানাধিকার দিয়েছে, যদি তা ওইসব প্রতিষ্ঠানের নিয়মবিরুদ্ধ (বৈশিষ্ট্যবিরোধী) না হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে অবস্থানকারী সকল বিদেশী নাগরিক সোভিয়েত নাগরিকদের মতোই বিবেকের স্বাধীনতার অধিকারী (পূর্বোক্ত আইনের ১৬ নং ধারা)।

বিদেশী নাগরিকদের দেওয়ানি পরোক্ষ ক্ষমতা, অর্থাৎ একটি বসতবাড়ি বা অন্য সম্পত্তির মালিকনার অধিকার, সাহিত্যস্রষ্টা বা শিল্পের উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক হওয়ার অধিকার, সম্পত্তির মালিকানা বা তা দানের অধিকার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির দেওয়ানি বিধানের মূলসূত্রের এখতিয়ারভুক্ত। এই মূলসূত্র বিদেশী নাগরিকদের সোভিয়েত নাগরিকদের সমান দেওয়ানি পরোক্ষ ক্ষমতা ভোগের অধিকার দিয়েছে। সোভিয়েত আইনে কিছু কিছু রেয়াতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাসকারী বিদেশী নাগরিকরা সোভিয়েত নাগরিকদের মতো একইভাবে নিজস্ব সম্পত্তি, গৃহস্থালি সামগ্রী ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের দেওয়ানি বিধানের মূলসূত্র মোতাবেক প্রতিটি সোভিয়েত নাগরিক একটি নিজস্ব বসতবাড়ি ও অনুপূরক ক্ষেতজমি, গৃহস্থালি সামগ্রী ও আসবাবপত্র, একটি মোটরগাড়ি, সঞ্চিত অর্থ, নিজস্ব ব্যবহার্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মালিকানার অধিকারী। কিন্তু এই নিজস্ব

সম্পত্তিটি অনুপার্জিত আয়সঞ্চয়ে বা অন্যের শ্রমশোষণে ব্যবহার্য নয়। সোভিয়েত আইন সোভিয়েত নাগরিকদের মতোই বিদেশী নাগরিকদের মালিকানার অধিকারগুলি রক্ষা করে। কিন্তু বিদেশী নাগরিকরা সোভিয়েত নাগরিকদের মতোই সম্পত্তি হিসাবে জমিসংগ্রহ, কোন দোকান বা শিল্প কারখানা কিনতে পারে না, কেননা এদেশে এই সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা চিরতরে বিলোপ করা হয়েছে। জমির একক মালিক হল রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের শুধু ব্যবহারের জন্যই তা দেয়া হয়। ব্যক্তিবিশেষ জমিবিক্রয় বা তা কাউকে দান করতে পারে না। সোভিয়েত নাগরিকের মতো বিদেশীরাও দেওয়ানি চুক্তিসম্পাদন করতে পারে: ক্রয় ও বিক্রয়, উপহার দেয়া, নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী বা একটি ফ্ল্যাট কিংবা গ্রামের একটি বাড়ি ইজারা। বিদেশ থেকে আনা সামগ্রী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদেশীদের অধিকার কিছুটা সীমিত। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে বিক্রেয় নয় এই শর্তে তাদের আনীত জিনিসপত্রগুলি এখানে বিক্রয় অবৈধ।

বিদেশী নাগরিকদের পক্ষে সোভিয়েত মুদ্রাবিধি অবশ্যপালনীয়, এবং মুদ্রার উপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া মালিকানা হল ব্যবস্থাটির অন্তর্লীন নীতি। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই এখানে আন্তর্জাতিক লেনদেন চলে। এদেশে নাগরিকদের কাছ থেকে এবং তাদের কাছে বৈদেশিক মুদ্রা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বিক্রয়ের একক অধিকারী সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক। এই ধরনের কার্যকলাপ কেবল এই ব্যাঙ্কের নির্দেশেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সম্পাদন করে থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাসকারী বিদেশী নাগরিকরা সোভিয়েত নাগরিকদের সমশর্তে মালিকানার উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকারী। তারা উত্তরাধিকারক্রমে, উইলের মাধ্যমে সম্পত্তি পেতে বা অন্যদের দান করতে পারে।

বিদেশী নাগরিকরা, যেখানে তাদের সৃষ্টিকর্ম প্রকাশিত হয়েছে সেই নিরিখে সোভিয়েত নাগরিকদের মতোই কপিরাইটের অধিকারভোগী। দেওয়ানি বিধানের মূলসূত্রে বিবৃত হয়েছে: 'সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকায় প্রথম প্রকাশিত সৃষ্টিকর্মের কপিরাইট, কিংবা অপ্রকাশিত কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকায় উপস্থাপনযোগ্য, সেগুলি নাগরিকতা নির্বিশেষে স্রষ্টা ও তার উত্তরাধিকারীর সম্পত্তি হিসাবে, তাদের বৈধ উত্তরাধিকারীদেরও সম্পত্তি হিসাবে গণ্য' (৯৭ নং ধারা)। কোন সাহিত্যকর্ম বিদেশে প্রকাশিত হলে বিদেশী লেখকরা সোভিয়েত ইউনিয়নে কপিরাইটের

সুযোগ ভোগ করে, যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশের বিশেষ চুক্তি থাকে। ১৯৭৩ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৫২ সালের সর্বজনীন কপিরাইট কনভেনসনের শরিক।

যেসব বিদেশী নাগরিক উদ্ভাবন বা উদ্ভাবনী প্রস্তাবের স্রষ্টা তারা ও তাদের বৈধ উত্তরাধিকারীরা সোভিয়েত ইউনিয়নে সোভিয়েত নাগরিকের মতোই এদেশের আইনের সুবিধাভোগের অধিকারী। তাদের ইচ্ছানুসারে তারা উদ্ভাবনের স্রষ্টার শংসাপত্র বা তার পেটেণ্ট পেতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো যেসব দেশ শিল্প সংক্রান্ত সম্পদ রক্ষার প্যারিটি কনভেনসনের শরিক, সেইসব দেশের নাগরিকরা সোভিয়েত ইউনিয়নে উদ্ভাবন পেটেণ্ট করার ক্ষেত্রে অধিকতর, সুবিধাজনক শর্ত লাভ করে।

অন্যান্য অনেক দেশের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশী নাগরিকের দেওয়ানি কার্যকর যোগ্যতা তার দেশের আইনেই নির্ধারিত হয়।

বিদেশী নাগরিকদের বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্ক। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশীরা সোভিয়েত নাগরিক বা অন্যদের বিবাহ করতে পারে। এই ধরনের বিবাহের পাঁতিপত্র সোভিয়েত আইনে অবৈধ নয়। বিবাহ ও পরিবার সংক্রান্ত বিধানের মূলসূত্রের ৩১ নং ধারা অনুসারে বিদেশী নাগরিকদের মধ্যে বিবাহ, সোভিয়েত নাগরিক ও বিদেশী নাগরিক বা নাগরিকত্বহীন ব্যক্তির মধ্যে বিবাহ সোভিয়েত বিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নে নিষ্পন্ন হয়। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিবাহ ও পরিবার সংক্রান্ত বিধি অনুসারে সেইসব ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিবাহ অসিদ্ধ যাদের অন্তত একজন ইতিমধ্যেই বিবাহিত বা মানসিক রোগ কিংবা ঊনমানসের জন্য আইনগতভাবে অযোগ্য ঘোষিত। ভাই ও বোনের মধ্যে, অন্যান্য কোন কোন আত্মীয়ের মধ্যে এবং আঠার বছরের কম বয়সী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে (কোন কোন ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রে বিবাহের বয়স ১৬) বিবাহ অসিদ্ধ। সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি মোতাবেক সোভিয়েত আইনের বহির্ভূত কোন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হলে সেই আইনই কার্যত প্রযুক্ত হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে সোভিয়েত নাগরিক ও বিদেশী নাগরিকের মধ্যে বিবাহ তাদের অবস্থানস্থলের আইন মোতাবেক নিষ্পান্ন হলে এবং সেই বিবাহ ভুয়া না হলে, অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী উভয়ই সাবালক, মানসিক রোগমুক্ত, ইত্যাদি থাকলে তা বৈধ বিবেচিত হবে।

তাই, আইনপ্রণেতা বিবাহের স্বীকৃতিদানে কোন কৃত্রিম প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করেন নি। বিদেশীদের মধ্যেকার বিবাহকে স্বীকৃতিদানের সমস্যাও অভিন্ন

গণতান্ত্রিক আদর্শে মীমাংসিত। বিশেষত, সোভিয়েত দেশে বিদেশী নাগরিকদের কৃত বিবাহের পাঁতিপত্র ও দূতাবাস বা বাণিজ্যদূতাবাসে রেজিস্ট্রিকৃত বিবাহ সোভিয়েত আদালতে স্বীকৃত, যদি তাতে পারস্পরিকতার শর্ত থাকে এবং বিবাহকালে তারা যদি সেই দেশের নাগরিক হয় যে-দেশ তার রাষ্ট্রদূত বা বাণিজ্যদূত সোভিয়েত ইউনিয়নে পঠিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে সংশ্লিষ্ট দেশের আইন মোতাবেক নিষ্পন্ন বিদেশী নাগরিকদের মধ্যেকার বিবাহ সোভিয়েত ইউনিয়নেও বৈধ।

বিদেশী নাগরিকরা বৈবাহিক ও পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সোভিয়েত নাগরিকদের মতোই অভিন্ন অধিকার ভোগ ও দায়িত্ব পালন করে। বিভিন্ন নাগরিকত্বসম্পন্ন দম্পতির মধ্যে ব্যক্তিগত ও মালিকানার সম্পর্কের ক্ষেত্রগুলিও সোভিয়েত ইউনিয়নে সোভিয়েত আইনেই নিয়ন্ত্রিত। পতি-পত্নীর প্রত্যেককে তা পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়: অবাধে বাসস্থান বাছাই (পতি-পত্নীর একজন বাসস্থান বদলালে অন্যের পক্ষে তার অনুসরণ বাধ্যতামূলক নয়), অবাধে পেশা বা চাকুরি বাছাই। গৃহস্থালির ব্যাপারগুলি পারস্পরিক সমঝোতায় নির্ধার্য।

মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের সমস্যাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই প্রশ্নে শিশুটি সোভিয়েত ইউনিয়নে বাসিন্দা হলে সোভিয়েত আদালত এই নীতির ভিত্তিতেই কাজ করে যে এই সম্পর্কগুলি সাধারণ নিয়ম হিসাবে সোভিয়েত আইনের এখতিয়ারভুক্ত। এই আইন মোতাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বাসিন্দা বিদেশী নাগরিকত্বসম্পন্ন শিশুকে কোন সোভিয়েত নাগরিক বা একজন বিদেশীও একটি সোভিয়েত শিশুকে দত্তক গ্রহণ করতে পারে, যদি অন্যান্য দেশের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে আনুষঙ্গিক কোন বিরোধী শর্ত না থাকে। দত্তকগ্রহীতা বা দত্তকের বর্ণ, জাতীয়তা বা ধর্মবিশ্বাস জনিত কারণে দত্তকগ্রহণের অপারগতা সোভিয়েত আইনে স্বীকৃত নয়।

বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে কয়েকটি কথা। সোভিয়েত ইউনিয়নে সোভিয়েত নাগরিকরা বিদেশী নাগরিকদের সঙ্গে এবং বিদেশী নাগরিকরা নিজেদের মধ্যে সোভিয়েত বিধানে বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারে। সোভিয়েত নাগরিক ও বিদেশী নাগরিকের মধ্যে ভিন্ন দেশে সেখানকার আইনে বিবাহবিচ্ছেদ সোভিয়েত আইনেও স্বীকৃত, যদি দম্পতির একজন বিবাহবিচ্ছেদের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে বসবাস করে।

বিদেশী নাগরিকদের অধিকার রক্ষা। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান

(৩৭ নং ধারা) বিদেশী নাগরিকদের নিজস্ব সম্পত্তি, পরিবার ও অন্যান্য অধিকারগুলি রক্ষার জন্য আদালত বা অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়প্রার্থী হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করে। এই অধিকারটি ১৯৮১ সালের জুন মাসের আইনের ২১ ধারায় উল্লিখিত হয়েছে। ফলত, বিদেশী নাগরিকরা নিজ অধিকারগুলি রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় সংস্থা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের কাছে তাদের স্বকীয় পদ্ধতি ও ক্ষমতার আওতা সাপেক্ষে সাহায্যপ্রার্থী হতে পারে। তারা নিজ অধিকার রক্ষার জন্য আদালত, অভিশংসক দপ্তর, মিলিসিয়া, উকিলসভা, লেখ্য-প্রমাণক ও নিবন্ধক দপ্তরে আর্জি পেশের অধিকারী।

বিদেশী নাগরিকদের নিজস্ব ও মালিকানার অধিকারগুলি আদালত দেওয়ানি বিচারগত কার্যবিধির মূলসূত্র মোতাবেক রক্ষা করে, যে-কার্যবিধি তাদের জন্য জাতীয় আচরণ অনুমোদন করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আদালতগুলিতে আর্জি পেশের ও সোভিয়েত নাগরিকদের মতোই দেওয়ানি কার্যবিধিগত সুবিধা ভোগের তারা অধিকারী। বিদেশী সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানগুলিও নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আদালতে আর্জি পেশ করতে, দেওয়ানি কার্যবিধিগত অধিকারগুলি ভোগ করতে পারে।

অনেকগুলি রাষ্ট্রে আদালতে মামলা দায়েরকারী বিদেশী নাগরিকদের বৈধ খরচার নিশ্চয়তার জন্য একটি বিশেষ জামিন দিতে হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে এমন কোন ব্যবস্থা নেই। বিদেশী নাগরিকরা সোভিয়েত নাগরিকদের মতোই অভিন্ন কারণে রাষ্ট্রীয় শুল্ক ও আইন সংক্রান্ত অন্যান্য খরচা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

বিদেশী নাগরিকরা নিজে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে। কোন উকিল বা মামলায় আদালত কর্তৃক গৃহীত অন্য ব্যক্তিবর্গ তার প্রতিনিধি হতে পারে। এই ধরনের প্রতিনিধিদের আমমোক্তারনামা দেয়া অত্যাবশ্যকীয়। আইন-সাহায্যের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক সম্পাদিত কয়েকটি কন্সুলার কনভেনসন ও চুক্তির দৌলতে বিদেশী নাগরিকদের প্রতিনিধি হিসাবে সংশ্লিষ্ট দেশের বাণিজ্যদূতের উপস্থিতির ব্যবস্থা রয়েছে।

বিদেশী নাগরিক সংশ্লিষ্ট যাবতীয় দেওয়ানি, পারিবারিক বা শ্রম সংক্রান্ত মামলায় দেওয়ানি কার্যবিধিগত সোভিয়েত বিধানগুলি প্রযোজ্য। আদালতের বিচারকার্যে সে সোভিয়েত নাগরিকের সমানাধিকারী: সে নিজস্ব কৈফিয়ৎ ও সাক্ষ্য দেয়ার, মাতৃভাষায় আর্জি পেশের, দোভাষীর

সাহায্য পাওয়ার, আদালত সদস্যদের অভিযুক্ত করার, আদালতে আনীত প্রদর্শসামগ্রী তদন্তে শরিক হওয়ার, আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করা, ইত্যাদির সুবিধাভোগী।

বিদেশী নাগরিকরা সোভিয়েত নাগরিকের মতোই অভিন্ন শর্তে লেখ্য-প্রমাণক দপ্তরে আর্জি পেশ করতে পারে। লেখ্য-প্রমাণক দানকৃত সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত শংসাপত্র পাঠান এবং চুক্তিনামা, উইল, আমমোক্তারনামা, দলিলের প্রামাণীকৃত প্রতিলিপি ও ভাষান্তর সত্যায়ন করেন। কোন বিদেশী নাগরিক লেখ্য-প্রমাণককে সোভিয়েত আইনের নয়, বিদেশী আইনের নির্দিষ্ট ফরমে প্রত্যয়িত মন্তব্য লিখতে বললে তা সোভিয়েত ব্যবস্থার নীতিমালার বিরোধী না হলে তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করেন (সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় লেখ্য-প্রমাণক দপ্তরের আইনের ২৭ নং ধারা)।

আইনলঙ্ঘনের দায়। বিদেশী নাগরিকরা অপরাধ করলে, সোভিয়েত দেশের প্রশাসনিক বা অন্যান্য আইনলঙ্ঘন করলে সোভিয়েত নাগরিকদের একই সাধারণ ভিত্তিতে দায়ী থাকে।

ব্যতিক্রম ঘটে সোভিয়েত ইউনিয়নে অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে। তাদের দায়িত্বের প্রশ্নটি কূটনৈতিক প্রণালীতে মীমাংসিত হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের প্রধান ও কূটনীতিকরা ব্যক্তিগতভাবে অদণ্ডনীয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির ফৌজদারি, দেওয়ানি ও প্রশাসনিক এখতিয়ার থেকে বিমুক্ত। কোন কূটনীতিক সোভিয়েত ইউনিয়নে অবস্থিত তাদের বাড়িঘর, উত্তরাধিকার বা আনুষ্ঠানিক দায়িত্ববহিস্থ কার্যকলাপ সংশ্লিষ্ট মামলার ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে দেওয়ানি সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত হলে তার ক্ষেত্রে কূটনৈতিক বিমুক্তি প্রযোজ্য নয়। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সাক্ষ্যদানে বাধ্য নয়, কিন্তু সাক্ষ্যদানে স্বীকৃত হলেও তাদের জন্য আদালত বা অনুসন্ধানকারী সংস্থার সামনে হাজির হওয়ার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বাণিজ্যদূতাবাসের কর্মচারীরাও ব্যক্তিগতভাবে অদণ্ডনীয়। কোন মারাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত হলে বা তাদের সম্পর্কে আদালতের রায় আইনত বলবৎ হলে তাদের আটক বা গ্রেপ্তার করা যায়। যথাযোগ্য আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে আন্তর্জাতিক আন্তঃসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের মিশনে নিযুক্ত কর্মচারীরাও কূটনৈতিক বিমুক্তির সুবিধাভোগী।

প্রশাসনিক অপরাধ বিষয়ক বিধানের মূলসূত্র মোতাবেক সোভিয়েত

এলাকায় অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক অপরাধের জন্য বিদেশী নাগরিকদের উপর সোভিয়েত নাগরিকদের মতোই অভিন্নভিত্তিক দায় বর্তায়। এইসব অপরাধ: জনশৃঙ্খলা এবং শুল্ক, স্বাস্থ্যরক্ষা, আগুন, কারিগরি নিরাপত্তা, রাস্তার যানবাহন ও প্রতিবেশ সংরক্ষণের নিয়মাবলী লঙ্ঘন। সোভিয়েত ইউনিয়নে আবাসনের নিয়ম বা সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে স্থানান্তর যাত্রার নিয়ম লঙ্ঘন (এদেশে থাকার অধিকারবহ দলিলপত্র ছাড়া বসবাস; সাধারণ রেজিস্ট্রেশন বা পাসপোর্ট রেজিস্ট্রেশন, চলাচল, বাসস্থান বাছাই নিয়ামক প্রতিষ্ঠিত কার্যবিধি অনুসরণে ব্যর্থতা, এখানে অবস্থানের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পরও দেশত্যাগে অপারগতা) প্রশাসনিক অপরাধ হিসাবে গণ্য। এই ধরনের লঙ্ঘনের জন্য প্রশাসনিক শাস্তি হিসাবে হুঁশিয়ারি বা জরিমানা হতে পারে।

বিদেশী নাগরিক সোভিয়েত আইনলঙ্ঘন করলে এদেশে তার নির্ধারিত অবস্থানের সময়সীমা কমে যেতে পারে। নিম্নোক্ত সংবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রগুলিতে তাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কার করা চলে: ১) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থের পক্ষে তার কার্যকলাপ ক্ষতিকর হলে; ২) জনগণের স্বাস্থ্য ও নৈতিকতা রক্ষা বা সোভিয়েত নাগরিক ও অন্যান্যদের অধিকার ও বৈধ স্বার্থ রক্ষার জন্য; ৩) সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশীদের আইনগত মর্যাদার, শুল্ক ও মুদ্রা সংক্রান্ত এবং অন্যান্য সোভিয়েত বিধানের মারাত্মক বরখেলাপের ক্ষেত্রে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির ফৌজদারি বিধানের মূলসূত্র অনুসারে সোভিয়েত দেশে কৃত অপরাধে অপরাধী সকল ব্যক্তি অপরাধের অকুস্থলের এলাকায় বিদ্যমান আইন মোতাবেক দায়ী থাকে। তাই, সাধারণ নিয়মানুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকায় কোন বিদেশী নাগরিক অপরাধ করলে সোভিয়েত নাগরিকদের অভিন্ন শর্তে তাকে আদালতে সোপর্দ করা চলে। এই আইনের ব্যতিক্রম ঘটে কেবল কূটনৈতিক মিশনের সদস্যদের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য কিছু বিদেশী নাগরিকদের ব্যাপারে, যাদের উপর কার্যকর আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তির দরুন সোভিয়েত আদালতের এখতিয়ার প্রযুক্ত নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বাসিন্দা বিদেশী নাগরিকরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানার বাইরে কোন অপরাধ করলে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতাধীন ক্ষেত্রগুলিতেই কেবল তাদের ফৌজদারি কার্যক্রমে সোপর্দ করা যায়।

কোন বিদেশী নাগরিককে ফৌজদারি কার্যক্রমে সোপর্দ করা হলে তাকে সোভিয়েত নাগরিকের অভিন্ন কার্যবিধিগত নিশ্চয়তাগুলির সুযোগ দেয়া হয়। সোভিয়েত আইন মোতাবেক আদালতের হুকুমে বা অভিশংসকের অনুমতি সাপেক্ষেই কেবল কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়। কোন বিদেশী নাগরিক অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হলে সে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ জানতে, অভিযোগের সত্যাসত্য সম্পর্কে নিজের মতামত জানাতে, সাক্ষী আনতে, আর্জি পেশ করতে ও অনুসন্ধান শেষ হওয়া মাত্র মামলার যাবতীয় বিষয়বস্তু নিজে পরীক্ষা করতে পারে। যেকোন সোভিয়েত নাগরিকের মতো অপরাধের জন্য অভিযুক্ত একজন বিদেশীরও ইচ্ছামতো আসামীর উকিল নিয়োগ সহ প্রতিরক্ষার যাবতীয় সুযোগের নিশ্চয়তা আছে। আদালতের বিচারকার্যে ব্যবহৃত ভাষা না জানলে আদালত তাকে তার মাতৃভাষায় বা একজন দোভাষীর মাধ্যমে বিবৃতি ও সাক্ষ্য দান এবং আর্জি পেশের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়।

পারস্পরিক আইনগত সাহায্যের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেকগুলি চুক্তি ও ওয়াদা সম্পাদন করেছে। আদালত ও অন্যান্য আইন বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে এই চুক্তিগুলি কার্যকর করার দায়িত্ব সোভিয়েত বিচারমন্ত্রকের উপর ন্যস্ত।

বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, মঙ্গোলিয়া, উত্তর কোরিয়া, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, ভিয়েতনাম, যুগোস্লাভিয়া এবং আলজেরিয়া, ফিনল্যান্ড, গ্রীস, ইরাক, ইতালি ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই ধরনের চুক্তি রয়েছে।

উপরোক্ত চুক্তিগুলিতে স্বাক্ষরদাতা দেশসমূহের মধ্যে আইনগত সহযোগিতার ক্ষেত্রে বহুবিধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেসব দেশের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন-সাহায্য সংক্রান্ত চুক্তি আছে সেইসব দেশের ব্যক্তিবিশেষ ও আইনজ্ঞদের উপস্থাপিত বিবৃতি গ্রহণ ও মামলা পরীক্ষার ক্ষেত্রে সোভিয়েত আদালতগুলি এই ঘটনা বিবেচনা করে যে এইসব চুক্তি মোতাবেক ওই দেশগুলির নাগরিক ও আইনজ্ঞরা সোভিয়েত দেশে ব্যক্তিগত ও মালিকানার অধিকার সম্পর্কে সোভিয়েত নাগরিক ও আইনজ্ঞদের মতোই অভিন্ন বৈধ নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। বিশেষত, তারা সোভিয়েত নাগরিক ও আইনজ্ঞদের মতোই অবাধে ও নির্বিঘ্নে সোভিয়েত আদালতের আর্জি পেশ করতে পারে। চুক্তিভুক্ত পক্ষগুলি দেওয়ানি, পারিবারিক ও ফৌজদারি মামলাগুলিতে পরস্পরকে আইন-সাহায্য প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ।

এইসব উদ্দেশ্যে একটি রাষ্ট্রের আদালতগুলি আরেকটি দেশের আদালতকে কোন একটি মামলা পরিচালনার কার্যক্রম সম্পর্কে রোগাটরিপত্র পাঠায়: দলিলপত্র সংগ্রহ ও প্রেরণ, প্রদর্শসামগ্রী পাঠান বা উপস্থাপন, আসামী ও সাক্ষীর জেরা, বিশেষজ্ঞদের অভিমত শোনা, অকুস্থলে বিচারবিভাগীয় তদন্ত, দলিলপত্র হস্তান্তর, ইত্যাদি। রোগাটরিপত্র পাঠানোর ক্ষেত্রে সোভিয়েত সাধারণত সোভিয়েত কার্যবিধিগত বিধান প্রয়োগ করে থাকে, কিন্তু বিদেশী প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে তা সংশ্লিষ্ট দেশের কার্যবিধিগত বিধানও ব্যবহার করতে পারে, যদি তা সোভিয়েত আইনের নীতিবিরোধী না হয়। লেখ্য-প্রমাণক দপ্তরও রোগাটরিপত্র পাঠায়।

চুক্তির নির্দিষ্ট ধারাগুলি প্রয়োগের কার্যবিধি যথাযোগ্য গ্যারাণ্টি প্রণালী দ্বারা মজবুত করা হয়েছে, যে-গ্যারাণ্টি রোগাটরিপত্র যথাসময়ে ও পুরোপুরি সম্পাদনের প্রয়োজনীয় শর্ত সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, আইন-সাহায্য চুক্তির অধীনে চুক্তির শরিক প্রত্যেকটি পক্ষ এই নিশ্চয়তা দেয় যে একপক্ষের অনুরোধে আদালতে সাক্ষ্যদানে আগত অন্যপক্ষের সাক্ষী ও পরীক্ষকদের নাগরিকত্ব নির্বিশেষে রাষ্ট্রসীমা অতিক্রমের আগে কৃত কোন অপরাধের জন্য তাদের ফৌজদারিতে অভিযুক্ত বা হাজতে আটক করা যাবে না। উপরোক্ত চুক্তিগুলির শর্তানুবন্ধে চুক্তির শরিকরা সাহায্যদানের জন্য কোন খেসারত দাবী করতে পারবে না এবং চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলি রোগাটরিপত্র সম্পাদনের আনুষঙ্গিক যাবতীয় ব্যয় বহন করবে।

দেওয়ানি ও পারিবারিক মামলাগুলিতে আদালতের রায়ের পারস্পরিক স্বীকৃতি ও কার্যকরতা নিয়ামক ওই চুক্তির নিয়মগুলি কার্যত চুক্তিভুক্ত দেশগুলির আদালতের বিচারকার্য সম্পর্কে আস্থা প্রতিপন্ন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে উত্তমর্ণের অনুরোধে সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করা হয়। অধমর্ণদের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য অধিবেশনে সোভিয়েত আদালত অনুরোধগুলি পরীক্ষা করে। আদালত সিদ্ধান্তগুলি সত্যাসত্যের নিরিখে পুনরীক্ষণ করে না, চুক্তি মোতাবেক স্বীকৃতি ও কার্যকর করার শর্তগুলি যথাযথ অনুসৃত হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে। কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধ না থাকলে আদালত সোভিয়েত দেশে বিদেশী আদালতের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করার অনুকূল রাইডার অনুমোদন করে এবং কার্যকর করার রীটের বিজ্ঞপ্তি দেয়। সিদ্ধান্তগুলি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রে বলবৎ দেওয়ানি কার্যবিধিগত বিধানে কার্যকর করা হয়। আইন-সাহায্য চুক্তিতে সেইসব সিদ্ধান্তও স্বীকৃত, যেগুলি বিবাহবিচ্ছেদ, অছিয়ত বা অভিভাবকত্ব,

পিতৃত্বের স্বীকৃতি সংক্রান্ত মামলাগুলিতে শাস্তির দাবী জানায় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলি কোন বিশেষ কার্যক্রম ব্যতিরেকেই স্বীকৃতি পায়।

পিতৃত্ব সম্পর্কিত বিতর্কের বা তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে চুক্তি যথানিয়মে এটাই প্রতিষ্ঠিত করে যে এই বর্গের মামলাগুলি শিশু জন্মসূত্রে যেখানকার বাসিন্দা সেই দেশের আইন মোতাবেকই আদালতে নিষ্পন্ন হবে। অছিয়ত বা অভিভাবকত্বের মামলায় অছিয়ত বা অভিভাবকত্বের অধীন ব্যক্তি যে-দেশের নাগরিক সেই দেশের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সাধারণত আনুষঙ্গিক সবগুলি প্রধান সমস্যা মীমাংসিত হয়ে থাকে।

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে অধিকাংশ চুক্তিই এই নিয়ম অনুসরণ করে: মৃত্যুকালে উইলকারী যে-দেশের নাগরিক ছিল সেই দেশের আইন মোতাবেকই অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধার্য আর স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে যেখানে সেই দানকৃত সম্পত্তি অবস্থিত সেখানকার আইনেই উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি মীমাংসেয়।

চুক্তি ফৌজদারি মামলায়, বিশেষত অপরাধীদের বহিঃসমর্পণ, ফৌজদারি মামলা রুজু, ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইন-সাহায্য দেয়ার কার্যবিধি নির্ধারণ করে। এই প্রসঙ্গে চুক্তিগুলি মোতাবেক অপরাধমূলক পন্থায় সংগৃহীত বা ফৌজদারি মামলায় প্রদর্শনের জন্য আনীত জিনিসপত্রগুলি প্রত্যর্পণের বিষয়টিও মীমাংসিত হয়।

চুক্তির শরিকরা সাম্প্রতিক আইন-প্রণয়ন ও অন্যান্য আইনগত বিষয়গুলি বিনিময়ে দায়বদ্ধ।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আন্তঃরাষ্ট্রিক আইন-সাহায্য চুক্তির ব্যাপক গুরুত্ব সহজলক্ষ্য হয়ে উঠেছে। এগুলি কার্যকর করার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে আইনগত বন্ধন দৃঢ়তর হয়েছে। প্রতি বছর সোভিয়েত আইনসংস্থাগুলি অন্যান্য দেশ থেকে শত শত রোগাটরিপত্র পায়। বিনিময়ে তারও বিদেশে উত্তরাধিকার, বিবাহবিচ্ছেদ, খোরপোশ আদায়ের মামলা নিষ্পত্তি বা আদালতের সিদ্ধান্তগুলি বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর করার জন্য অনুরূপ বহু রোগাটরিপত্র পাঠায়।

উপরোক্ত আইন-সাহায্য চুক্তিগুলি ছাড়াও বলা প্রয়োজন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আইন সংক্রান্ত সহযোগিতার আরও কয়েকটি চুক্তিসম্পাদন করেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৬৭ সালে দেওয়ানি মামলার হেগ কনভেনসনে (মার্চ, ১৯৫৪) যোগ দিয়েছে। এই চুক্তির শর্তানুসারে

যে-দেশে রোগাটরিপত্র পাঠান হয়েছে সেই দেশের আইনসিদ্ধ ধরনে দলিলপত্র সরবরাহ ও আদালতের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করা হয়। কিন্তু প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানের অনুরোধেও দলিলপত্র বিশেষ কার্যধারানুসারে প্রেরিত হতে পারে, যদি তা অনুরুদ্ধ দেশের বিধানিক নীতির বিরোধী না হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কিছু দিন আগে অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের সঙ্গে দলিলপত্র হস্তান্তর ও রোগাটরিপত্র কার্যকর করার একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে (চুক্তিগুলি আইন-সাহায্য চুক্তিগুলির তুলনায় অনেকটা সীমিত ধরনের)।

সোভিয়েত বিচারমন্ত্রক নিজ এখতিয়ার মোতাবেক আইনগত সহযোগিতার আন্তর্জাতিক চুক্তি ও ওয়াদাগুলি বাস্তবায়নে নিজ কার্যকলাপ সংগঠিত করে এবং সকল বিচারসংস্থা দ্বারা সেগুলির নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ নিশ্চিত করার প্রয়াস পায়।

তৃতীয় অধ্যায়

সোভিয়েত বিচারবিভাগ ও অন্যান্য আইনসংস্থা

১. অপরাধ দমনে আইনসংস্থাগুলির পারস্পরিক বিক্রিয়া

অপরাধ দমনে নিষ্পন্ন কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব বিচারযন্ত্রের এমন ধরনের সংগঠন দাবী করে, যাতে একদিকে বিচারগত ভুলত্রুটির সম্ভাবনা না-থাকা, অন্যদিকে তা ঘটলে যথাসময়ে ভুলত্রুটির সনাক্তি ও সংশোধনের ব্যবস্থা। বিচারযন্ত্রের কাছে এই চাহিদার দরুনই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে কয়েক পর্যায়ের আদালত সংগঠন, রায়ের বিরুদ্ধে আপীল রুজুর নির্বিঘ্ন কার্যবিধি, আদালতের সিদ্ধান্ত রদ ও পরিবর্তন, নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তের উপর উচ্চতর আদালতগুলির একটি আবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রণালী প্রবর্তন ও আদালতসমূহের সাংগঠনিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠা।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচারযন্ত্র জনগণের অধিগম্য হওয়া প্রয়োজন। বিচারযন্ত্রের কাঠামো হবে সরল ও কার্যকলাপ হবে সর্বসাধারণের জন্যও সহজবোধ্য। মামলার শুনানি অনেকগুলি আদালতে পুনরীক্ষণ সহ একটি আমলাতান্ত্রিক কার্যবিধিতে পর্যবসিত হবে না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৫টি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র নিয়ে গঠিত: রুশ ফেডারেশন, ইউক্রেন, বেলোরুশিয়া, উজবেকিস্তান, কাজাকস্তান, জর্জিয়া, আজারবাইজান, লিথুয়ানিয়া, মোলদাভিয়া, লাতভিয়া, কির্গিজিয়া, তাজিকিস্তান, আর্মেনিয়া, তুর্কমেনিস্তান, এস্তোনিয়া সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। প্রতিটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের এলাকা গড়পড়তা ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ জনসংখ্যার প্রশাসনিক জেলায় বিভক্ত। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির কয়েকটির (রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, বেলোরুশ, ইউক্রেন, কাজাক, উজবেক প্রজাতন্ত্র) আছে ২০-৬০ জেলা নিয়ে গঠিত অঞ্চল বা এলাকা, যেগুলি সরাসরি প্রজাতন্ত্রগুলির অধীন।

প্রতিটি প্রজাতন্ত্রে বসবাস করে অনেকগুলি জাতিসত্তার মানুষ, যেগুলির কোন কোনটি আবার কয়েকটি জেলার বাসিন্দা। প্রথানুসারে এই ধরনের জেলাগুলি স্বায়ত্তশাসিত এলাকা, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রে সংঘবদ্ধ, যেগুলি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের অধীন।

বিচারসংস্থার প্রণালীটি এই প্রশাসনিক-আঞ্চলিক বিভাগের সঙ্গে অভিযোজিত।

জেলা (শহর) গণ-আদালত হল সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার প্রধান গ্রন্থি। এই ধরনের আদালত রয়েছে প্রতি জেলা বা শহরে (মহল্লায় বিভক্ত নয়) ও মহানগরগুলিতে (এখানে কয়েকটি জেলা গণ-আদালত আছে)। দেশে এই ধরনের আদালত ও সেগুলিতে কর্মরত গণ-বিচারপতির সর্বমোট সংখ্যা যথাক্রমে ৪ হাজার ও ১০ হাজারের বেশি।

যেসব ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র অঞ্চল, এলাকা, স্বায়ত্তশাসিত এলাকা, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত সেখানে রয়েছে বিচারব্যবস্থার মাধ্যমিক গ্রন্থি — সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ইউনিটগুলির আদালত ও প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ আদালত। এই আদালতগুলি সবগুলি জেলা গণ-আদালতের ঊর্ধ্বতন সংস্থা।

যেসব ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র অঞ্চল বা এলাকায় বিভক্ত নয় সেখানে জেলা গণ-আদালতগুলি সরাসরি প্রজাতন্ত্রসমূহের সর্বোচ্চ আদালতের অধীন।

তাই, প্রজাতান্ত্রিক বিচারবিভাগীয় প্রণালীটি খুবই সরল। কোন কোন প্রজাতন্ত্রে তা দুটি গ্রন্থির সমাহার: জেলা গণ-আদালতগুলি ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত। অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে তা তিনটি গ্রন্থিতে গঠিত: জেলা গণ-আদালত, আঞ্চলিক, এলাকাগত ও সমমানের অন্যান্য আদালত, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত।

গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের নিরিখে প্রতিটি ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার প্রাথমিক শুনানি গণ-আদালত বা আঞ্চলিক বা সর্বোচ্চ আদালতে গৃহীত হয়ে থাকে (এগুলির বিচারার্থ গ্রহণ আইনে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত)। গণ-আদালতই সবগুলি মামলার ৯০ শতাংশের ন্যায়নির্ণয়ন করে। যেসব আদালত দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলাগুলি পুরোপুরি সত্যাসত্যের নিরিখে শোনে এবং ফৌজদারি মামলার রায় ও দেওয়ানি মামলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে সেগুলিই **অগ্রাধিকারী আদালত** নামে পরিচিত।

অগ্রাধিকারী আদালতের ঘোষিত রায় বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপীল বা প্রতিবাদ জানান যায়। এক্ষেত্রে উচ্চতর আদালত (এই আদালতকে **রদকরণের আদালতও** বলা হয়) কর্তৃক ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলার আপীল পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রথম আদালতের রায় বা সিদ্ধান্তের প্রয়োগ মুলতুবি থেকে যায়।

বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে রায় ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল রুজু না

হলে সেগুলি বলবৎ হয় ও সেই সময় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করা হয়।

কিন্তু রদকরণের আদালত রায় ঘোষণা করা সত্ত্বেও **আবেক্ষণের মাধ্যমে** মামলাটি পরীক্ষিত হতে পারে। উচ্চতর আদালতের সভাপতি বা সংশ্লিষ্ট অভিশংসক রদকরণের আদালতের রায় বা সিদ্ধান্ত অবৈধ মনে করে সেগুলির বিরুদ্ধে আপীল বা প্রতিবাদ জানালে এই কার্যবিধি প্রযুক্ত হয়। আদালতের সভাপতির বা অভিশংসকের আনীত এই প্রতিবাদ পরীক্ষায় উচ্চতর আদালত দায়বদ্ধ। মামলা পুনরীক্ষণের এই কার্যক্রম অনপেক্ষ। সৈনিকদের ফৌজদারি মামলাগুলি সামরিক ট্রাইবুনালের এখতিয়ারভুক্ত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত হল সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ গ্রন্থি।

বিচারকার্যের শ্রেষ্ঠতম সংগঠন সত্ত্বেও এই যন্ত্রটি মামলাগুলির ন্যায়নির্ণয়নে প্রাথমিক অনুসন্ধায়ী সংস্থা, অভিশংসক দপ্তর ও উকিলসভা সহ অন্যান্য আইনসংস্থা ও আইনবিভাগের সহায়তা ব্যতীত তার কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারে না। ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলাগুলির বিষয়গত ও বৈধ পরীক্ষায় আদালতকে সাহায্যদানই এদের কাজ।

এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকাসীন হল বিচারমন্ত্রকের প্রতিষ্ঠানগুলি, যারা আদালতের সাংগঠনিক কার্যকলাপ পরিচালনা করে থাকে।

ন্যায়বিচারের যথাযথ ব্যবস্থা, অপরাধ ও আইনশৃঙ্খলাভঙ্গ দমনের ক্ষেত্রে জনসাধারণ ও তাদের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির শরিকানার গুরুত্ব সর্মাধক। সোভিয়েত বিধানে নির্দিষ্ট পরিসরে ও নির্দিষ্ট ধরনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় জনগণের শরিকানার অবকাশ আছে।

বিচারকার্যের নির্বিঘ্ন পরিচালনা যে প্রধানত বিচারব্যবস্থার যথাযথ সংগঠন ও ফলপ্রসূ কার্যকলাপের উপর, আদালত ও অন্যান্য আইনসংস্থার কার্যকলাপের দক্ষ সমন্বয় বিধানের উপর এবং নির্ধারিত অভীষ্টসিদ্ধির জন্য গণসংগঠনের সাহায্য আদালত কীভাবে ব্যবহার করে তার ধরনের উপর নির্ভরশীল — তা পূর্বোক্ত আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২. প্রাথমিক অনুসন্ধায়ী সংস্থাসমূহ

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধান মোতাবেক অধিকাংশ ফৌজদারি মামলা আদালতে আসার আগে একটি প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর্যায় অতিক্রম

করে। ব্যতিক্রম ঘটে শুধু বলপ্রয়োগ বা মানহানির মতো লঘু অপরাধের ক্ষেত্রে। এই বর্গের মামলাকে সাধারণত 'ব্যক্তিগত ফৌজদারি মামলা' বলে।

এইসব মামলায় কোন অপরাধমূলক ঘটনায় আহত ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক এজাহার দিয়ে সরাসরি আদালতে আর্জি পেশ করতে পারে। অন্যান্য যাবতীয় মামলায় অপরাধ সম্পর্কিত সংবাদ প্রাথমিক অনুসন্ধায়ী সংস্থার কাছে পেঁছান হয় এবং সংস্থাটির উপর নিম্নোক্ত অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব অর্সায়: যথাসম্ভব দ্রুত আসামীকে গ্রেপ্তার, সংবিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে অপরাধের চিহ্নগুলি নির্ধারণ এবং অপরাধের ঘটনা ও আসামী সম্পর্কে অন্যান্য যাবতীয় তথ্যসংগ্রহ।

অনুসন্ধায়ী সংস্থাগুলির কার্যকলাপ কঠোরভাবে আইন-নিয়ন্ত্রিত। অনুসন্ধায়ী কোন সংস্থা কোন কোন অপরাধ তদন্ত করবে, কী ধরনের কার্যবিধি প্রযুক্ত হবে, এই সংস্থার কী কী অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে, সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ ও অনুসন্ধানে কী ধরনের পদ্ধতি প্রযোজ্য — এই সবই ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের ফৌজদারি কার্যবিধির আইনকোষে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে।

অনুসন্ধায়ী সংস্থাগুলির কাজ হল প্রাথমিক ধরনের। অর্থাৎ, মামলা পরীক্ষাকারী আদালত প্রাথমিক অনুসন্ধান ও পরীক্ষার সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণে প্রতিশ্রুত নয়। আদালত নতুনভাবে সাক্ষ্যসাবুদ মূল্যায়ন করে। প্রাথমিক অনুসন্ধায়ী সংস্থার কর্তব্য: আদালতের শুনানির জন্য মামলা সাজান, আদালতের জন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধানে সহায়তা।

এই কার্যক্রমের দৌলতে আদালত মামলাগুলি বিষয়গত ও পূর্ণাঙ্গ ভাবে পরীক্ষা করতে এবং অল্প সময়ে অপরাধের যাবতীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্ধারণ করতে পারে।

আজকাল প্রাথমিক অনুসন্ধান দুই ধরনে নিষ্পন্ন হয়:

ক) প্রাথমিক অনুসন্ধান চালায় সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিশংসক দপ্তরের অনুসন্ধানকারীরা, সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অনুসন্ধানকারীরা, সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কমিটির অনুসন্ধানকারীরা। আইনবলে অনুসন্ধানকারীদের উপর জটিলতম ঘটনাগুলি ও অতিমারাত্মক সব অপরাধের প্রাথমিক অনুসন্ধানের দায়িত্ব বর্তায়;

খ) তদন্ত, অর্থাৎ কম মারাত্মক অপরাধের প্রাথমিক অনুসন্ধানের দায়িত্বটি পালন করে সাধারণত সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনস্থ মিলিসিয়া সংস্থাগুলি, তাছাড়া সৈন্যদের ক্ষেত্রে সামরিক ইউনিটের

অধিনায়করা, জেল বা হাজতে আটকদের ক্ষেত্রে শোধনমূলক শ্রমসংস্থাগুলির গভর্নররা, অগ্নিকাণ্ডরোধী নিয়মভঙ্গের জন্য দমকলবাহিনীর সংস্থাগুলি, কারিগরি নিরাপত্তার নিয়ম ও শ্রমরক্ষার নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শ্রমরক্ষা পরিদর্শকরা। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া অনুসন্ধানকারীদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত অভিন্ন পদ্ধতিগত নিয়মেই তদন্ত পরিচালিত হয়ে থাকে।

পূর্বোক্ত সবগুলি সংস্থা বিভিন্ন বিভাগের অধীন হওয়া এবং সেগুলির নিজস্ব কাঠামো ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা অভিন্ন লক্ষ্য অনুসরণ করে, সাধারণ কর্তব্য সম্পাদন করে, একই কার্যবিধিগত আইন অনুসরণ ও একই নীতিতে কাজ করে থাকে। তাদের কার্যকলাপের বৈধতা আবেক্ষণ করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক ও তাঁর অধীনস্থ অভিশংসকগণ।

নিম্নোক্ত পর্যায় অনুযায়ী প্রাথমিক অনুসন্ধান নিষ্পন্ন হয়:

— অনুষ্ঠিত অপরাধ বা অনুষ্ঠিতব্য অপরাধের প্রস্তুতি সম্পর্কে নাগরিকদের কোন এজাহার অনুসন্ধায়ী বা তদন্তকারী সংস্থা গ্রহণ ও পরীক্ষা করতে বাধ্য এবং সংবিধিবদ্ধ সময়সীমার মধ্যে এজাহারের সত্যাসত্য সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণে দায়বদ্ধ;

— এভাবে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু বা প্রদত্ত এজাহারে অভিযোগের মূল ঘটনার কোন উপাদান থাকলে অনুসন্ধায়ী বা তদন্তকারী সংস্থা প্রাথমিক অনুসন্ধান চালাতে, যাবতীয় সাক্ষ্যসাবুদ সংগ্রহ ও পরীক্ষা করতে, অপরাধজনিত ক্ষয়ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাগ্রহণে, আসামী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আদালতে হাজির হওয়ার সমন জারি করাতে ও ফৌজদারি-কার্যবিধিগত আইনের এখতিয়ারভুক্ত অন্যান্য কর্তব্যপালনে দায়বদ্ধ;

— একটি ফৌজদারি মামলার প্রাথমিক অনুসন্ধানশেষে অনুসন্ধায়ী বা তদন্তকারী সংস্থা অভিযোগপত্র সহ মামলাটি সংশ্লিষ্ট অভিশংসকের কাছে তাঁর অনুমোদনের জন্য পাঠায়;

— অভিশংসক যথাযথ পরীক্ষার পর অভিযোগপত্রের সঙ্গে অভিন্নমত হলে তা অনুমোদন করেন ও মামলাটি আদালতে পাঠান।

নিজ দায়িত্ব পালনের সময় অনুসন্ধানকারী অপরাধী সন্দেহে কাউকে আটক করতে, নাগরিক ও কর্মকর্তাদের অপরাধের সাক্ষী হিসাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে, প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও তল্লাসী চালাতে, অনুসন্ধান সম্পর্কে পরীক্ষক ডাকতে, অনুসন্ধানকালে আবশ্যকীয় দলিলপত্র ও প্রদর্শসামগ্রী প্রত্যাহার করতে, আসামীদের ব্যাপারে নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা

নির্বাচন (বাসস্থান ত্যাগ না করার মুচলেকা, জামিন, জামিনদার ও গ্রেপ্তার) করতে পারেন।

মামলার সুরতহালের সময় অনুসন্ধানকারী ও তদন্তকারী মামলার যাবতীয় পারিপার্শ্বিক ঘটনার সম্পূর্ণ, নিখুঁত ও বিষয়গত পরীক্ষার জন্য আইনবর্ণিত সকল ব্যবস্থাগ্রহণে বাধ্য। আসামীকে দোষীসাব্যস্ত করার বা অভিযোগ থেকে খালাস দেয়ার যাবতীয় পারিপার্শ্বিক ঘটনা এবং প্রকোপবর্ধক বা প্রশমক যাবতীয় পারিপার্শ্বিক ঘটনাও তাদের খোলসা করতে হয়। আসামীকে জবানবন্দী দিতে বাধ্য করার জন্য হুমকি বা বলপ্রয়োগের আশ্রয়গ্রহণ সম্পূর্ণ অবৈধ।

সংগৃহীত সাক্ষ্যপ্রমাণ অভিযোগপত্র তৈরির জন্য যথেষ্ট হয়েছে সেই উপলব্ধি থেকে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ, বাদী ও আসামীকে মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত করে অনুসন্ধানকারী অবশ্যই আসামী ও তার উকিলকে প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুগুলি আদালতগ্রাহ্য করার, তাদের আর্জির শুনানির এবং প্রয়োজনবোধে বাড়তি আরেকটি তদন্ত চালানোর সামর্থ্য যোগাবেন।

নিজের আওতাধীন মামলাগুলির আনুষঙ্গিক অনুসন্ধানের বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধানকারীর গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট নাগরিকবৃন্দ ও কর্মকর্তাদের পক্ষে অবশ্যপালনীয় হবে। নিজ দায়িত্বপালনে অনুসন্ধানকারীকে কর্মকর্তা ও নাগরিক নির্বিশেষে সকলে সহায়তা দিতে বাধ্য।

তদন্ত বা প্রাথমিক অনুসন্ধানের সময় তদন্তকারী সংস্থা ও অনুসন্ধানকারী অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী হেতু ও পরিস্থিতি নির্ধারণ সহ অবশ্যই সেগুলি দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

অনুসন্ধায়ী ও তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত পরিচালনায় অপরাধ খুঁজে বের করার, বিশেষত অপরাধীদের সন্ধানের সময় জনসাধারণের সহায়তার উপর নির্ভর করে। অপরাধের আনুষঙ্গিক কারণগুলি উদ্‌ঘাটন ও সেগুলি দূরীকরণের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। অপরাধ সনাক্তির কাজে জনগণকে নানাভাবে আকৃষ্ট করা যায়: সংবাদপত্র ও রেডিওতে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনুসন্ধানকারীকে সাহায্যের অনুরোধ জানিয়ে, অনুসন্ধানকারী কর্তৃক প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি সম্পর্কে দেয়া প্রতিবেদন শোনার সভানুষ্ঠানের মাধ্যমে, শৃঙ্খলারক্ষক স্বেচ্ছাসেবী গণপ্রহরী দলের সদস্যদের দ্বারা অনুসন্ধানকারী সংস্থাকে সহায়তা যুগিয়ে, ইত্যাদি। কিন্তু অনুসন্ধানকারী কোন সাধারণ লোককে কার্যবিধিগত কর্তব্য পালনের — জিজ্ঞাসাবাদ,

পরিদর্শন, তল্লাসীর দায়িত্ব দিতে পারেন না। এই ধরনের কাজ কেবল অনুসন্ধানকারী বা তদন্তে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গেরই একক দায়িত্ব।

অনুসন্ধানের ধারা ও ধরনের যাবতীয় সিদ্ধান্ত অনুসন্ধানকারী স্বাধীনভাবে গ্রহণ করেন। ব্যতিক্রম ঘটে কেবল সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে আইনত অভিশংসকের অনুমোদন লাগে। অনুসন্ধানকারীর পক্ষে গ্রেপ্তার, তল্লাসী, চিঠিপত্র আটক, ইত্যাদির জন্য অভিশংসকের লিখিত অনুমতি অপরিহার্য। আবশ্যকীয় যাবতীয় তদন্তকার্যের বৈধতা ও সময়োপযোগিতার পূর্ণ দায়িত্ব অনুসন্ধানকারীর।

অনুসন্ধান আবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিশংসক অনুসন্ধানের ধারা ও ধরন সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে অনুসন্ধানকারীকে নির্দেশ দিতে পারেন। লিখিতভাবে দেয়া তাঁর নির্দেশগুলি অনুসন্ধানকারীর পক্ষে অবশ্যপালনীয়। একই সঙ্গে অপরাধের বৈশিষ্ট্য, অভিযোগের মাত্রা, ন্যায়নির্ণয়নের জন্য আদালতে মামলা পাঠান বা মামলা রদের ব্যাপারে অভিশংসকের সঙ্গে অনুসন্ধানকারীর মতানৈক্য ঘটলে অনুসন্ধানকারী লিখিত আপত্তি সহ তা ঊর্ধ্বতন অভিশংসকের কাছে পেশ করতে পারেন। ঊর্ধ্বতন অভিশংসক এমতাবস্থায় অধস্তন অভিশংসকের নির্দেশ বাতিল করেন বা অন্য অনুসন্ধানকারীর কাছে মামলাটি পাঠান।

মামলার দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুসন্ধানকারী তদন্তকারী সংস্থার (মিলিসিয়া) উপর অনুসন্ধান পরিচালনার দায়িত্ব দিতে এবং সংশ্লিষ্ট মামলার ব্যাপারে তদন্তের বিশেষ বিশেষ কার্যসম্পাদনের জন্য তদন্তকারী সংস্থার সহযোগিতা দাবী করতে পারেন।

অনুসন্ধায়ী বিভাগ ও উপবিভাগগুলির তদন্তকারী ছাড়া পরিচালক হিসাবে সংশ্লিষ্ট প্রধান ও উপপ্রধানগণ অনুসন্ধানকারীদের নিয়মিত কার্যকলাপ আবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করেন। এই কর্মকর্তাদের অধিকার: অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরীক্ষা, অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য লিখিত নির্দেশ জারি, অন্য অনুসন্ধানকারীর কাছে মামলা স্থানান্তর, বড় ও জটিল ঘটনাগুলি অনুসন্ধানের জন্য অনুসন্ধানকারীদের দলগঠন, অনুসন্ধানকারীর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি বিবেচনা।

অনুসন্ধানের ফলাফলের সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বস্তুত অনুসন্ধানকারীর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আনুষঙ্গিক অনুসন্ধায়ী বিভাগের প্রধান ও সংশ্লিষ্ট অভিশংসক উভয়ের কাছেই অভিযোগ জানাতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিশংসক দপ্তর, সোভিয়েত ইউনিয়নের

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কমিটির নিজস্ব অনুসন্ধায়ী বিভাগ রয়েছে। এগুলি আইনগত যোগ্যতার পরিসরের নিরিখে মূলত পরস্পর থেকে ভিন্ন। এগুলির আইনগত যোগ্যতা ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির ফৌজদারি-কার্যবিধিগত আইনে সূত্রবদ্ধ আছে। বিষয়টির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

১) অভিশংসক দপ্তরের অনুসন্ধানকারীরা যেকোন মামলা অনুসন্ধানের অধিকারী হলেও আসলে তারা গুরুতর অপরাধ (খুন, নারীধর্ষণ, ডাকাতি, ইত্যাদি) এবং কর্মকর্তাদের বেআইনী কাজ, নাবালক-অপরাধের ঘটনাগুলিও তদন্ত করেন;

২) সোভিয়েত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অনুসন্ধানকারীরা যেকোন অপরাধে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত কার্যক্রম গ্রহণের অধিকারী হলেও যেগুলি অভিশংসক দপ্তরের অনুসন্ধানকারীদের ক্ষমতার এখতিয়ারভুক্ত কেবল সেক্ষেত্রেই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ও শেষে অভিশংসক দপ্তরের অনুসন্ধানকারীর কাছে পাঠান;

৩) সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কমিটির অনুসন্ধানকারীদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্যান্য সবিশেষ মারাত্মক অপরাধের ঘটনাগুলি অনুসন্ধানের দায়িত্ব ন্যস্ত।

তাই, প্রাথমিক অনুসন্ধানের লক্ষ্য: অপরাধ সনাক্তি, অপরাধী ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও উদ্‌ঘাটিত করা, ঘটনার যাবতীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্ধারণ ও এইসব অপরাধ দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ। রাষ্ট্র ও নাগরিকদের বৈধ স্বার্থ রক্ষার নিশ্চায়ক হিসাবে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি কার্যবিধি মোতাবেক অনুসন্ধানকারীরা এই কর্তব্যগুলি পালন করেন। আদালতে ন্যায়নির্ণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মামলার বিষয়গুলি প্রস্তুত করাই অনুসন্ধানকারীর কাজ। কথান্তরে, বিষয়গত ও পূর্ণাঙ্গ ন্যায়বিচার বিধানে সহায়তাদানের জন্যই প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রয়োজন।

৩. প্রাথমিক অনুসন্ধানে ও আদালতে অভিশংসকের ভূমিকা

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান অনুসারে যাবতীয় মন্ত্রক, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা তথা কর্মকর্তা ও একক নাগরিকের কঠোর আইনমান্যতা নিশ্চিত করার আবেক্ষণমূলক চূড়ান্ত ক্ষমতা সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসকের উপর ন্যস্ত।

পাঁচ বছর মেয়াদে মহা-অভিশংসককে নিযুক্ত করে সোভিয়েত ইউনিয়নের

সর্বোচ্চ সোভিয়েত। কার্যকালশেষে সর্বোচ্চ সোভিয়েত নতুন বৈধ মেয়াদের জন্য তাঁকে পুনরায় নিযুক্ত করতে পারে।

মহা-অভিশংসক সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে দায়ী ও কৈফিয়ৎবাধ্য। প্রতি বছর মহা-অভিশংসক নিজ কাজের প্রতিবেদন সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে পেশ করেন।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র, অঞ্চল, এলাকা, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও স্বায়ত্তশাসিত এলাকা ও জেলায় প্রতিষ্ঠিত অভিশংসক দপ্তরগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক কর্তৃক নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট অভিশংসকরা পরিচালনা করেন।

তাই, অভিশংসক দপ্তরগুলি একটি কেন্দ্রীভূত প্রণালীতে সংগঠিত। এই প্রণালীর শীর্ষে থাকেন মহা-অভিশংসক এবং তাঁর অধীনে যাবতীয় অধস্তন অভিশংসক। ঊর্ধ্বতন অভিশংসক অধস্তন অভিশংসকের যেকোন সিদ্ধান্ত বদলান বা রদের অধিকারী। প্রত্যেক ঊর্ধ্বতন অভিশংসক অধস্তন অভিশংসক দপ্তরগুলির যথাযোগ্য কার্যপরিচালার জন্য দায়ী।

ফৌজদারি মামলার প্রাথমিক অনুসন্ধানে এবং আদালতে ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয় ধরনের মামলা পরীক্ষায় অভিশংসকের অধিকার ও কর্তব্যগুলি সম্পর্কে এবং দণ্ডিতদের জেলে রাখার বৈধতার অভিশংসকীয় আবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

আগেই বলা হয়েছে যে অধিকাংশ ফৌজদারি মামলা আদালতে শুনানির আগেই সেগুলির প্রাথমিক অনুসন্ধান ও তদন্ত চলে। অনুসন্ধানকারী ও তদন্তকারী সংস্থাগুলির কঠোর আইনমান্যতা আবেক্ষণের দায়িত্ব অভিশংসকের উপর ন্যস্ত। অপরাধ অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত যেকোন ব্যক্তিকে তিনি আদালতে সোপর্দ করতে এবং সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী সংস্থাকে ঘটনাটি তদন্তের দায়িত্ব দিতে পারেন। কোন নাগরিককে যাতে অবৈধ ও ভিত্তিহীন ভাবে ফৌজদারিতে সোপর্দ করা বা তার অধিকারের উপর কোন অবৈধ বাধানিষেধ আরোপিত না হয় সেটা দেখা তাঁর দায়িত্ব। তদন্তকারী বা প্রাথমিক অনুসন্ধায়ী সংস্থাগুলি যাতে অপরাধ অনুসন্ধানে আইনগত কার্যবিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করে তা পর্যবেক্ষণে তিনি দায়বদ্ধ। তদুপরি, সংস্থা নির্বিশেষে সকল অনুসন্ধানকারীর কঠোর আইনমান্যতার আবেক্ষণও তাঁরই দায়িত্ব, হোক তা সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিশংসক দপ্তর, সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বা সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কমিটি।

আইন মোতাবেক আদালতের পরওয়ানা বা অভিশংসকের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না। গ্রেপ্তারের পরওয়ানা জারির প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অভিশংসক বিচার্য মামলার যাবতীয় বিষয়বস্তু অনুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতে এবং যার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারির দাবী রয়েছে প্রয়োজনবোধে তাকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বাধ্য রয়েছেন।

মামলার আগে কাউকে অভিশংসকের অনুমোদন সাপেক্ষে খুব সীমিত সময়ের জন্যই শুধু গ্রেপ্তার করা চলে। আদালতে মামলাটি উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে হাজতে আরও রাখার প্রশ্নটি এককভাবে আদালতই নির্ধারণ করে।

আবেক্ষণের এই কর্তব্যগুলি সম্পাদনে অভিশংসক তদন্তকারী ও প্রাথমিক অনুসন্ধায়ী সংস্থাগুলিকে অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও আত্মগোপনকারী আসামীদের সন্ধানের নির্দেশ দেয়ার, আসামীর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা নির্বাচন, ইত্যাদি ক্ষমতার অধিকারী।

তদন্তকারী বা প্রাথমিক অনুসন্ধায়ী সংস্থাকে অভিশংসক লিখিত নির্দেশ দেন এবং সেগুলি পালন তাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

অনুসন্ধায়ী সংস্থাগুলি কেবল অভিশংসকের অনুমোদন সাপেক্ষেই কয়েকটি কার্যবিধিগত দায়িত্ব পালন (তল্লাসী বা গ্রেপ্তার) করে থাকে।

আগেই বলা হয়েছে যে পুরো অনুসন্ধান শেষ হওয়ার পর প্রত্যেকটি ফৌজদারি মামলা অভিশংসকের কাছে একটি অভিযোগপত্র অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়।

অভিযোগপত্রের সঙ্গে অভিন্নমত হলে তিনি তা অনুমোদন করেন। অতঃপর অভিশংসক আসামীকে সোপর্দ করার অনুরোধ সহ তা আদালতে পাঠান।

ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালন সত্ত্বেও মামলার ন্যায়নির্ণয়নের ব্যাপারে আদালতকে কোন নির্দেশ পাঠানোর ক্ষমতা অভিশংসকের নেই। আদালতের কার্যক্রমের অংশগ্রাহী হিসাবে অভিশংসক সহ মামলার সকল শরিকই বিচারকমণ্ডলীর সভাপতির কার্যবিধিগত নির্দেশনের অধীন। আদালতের কার্যধারার পরিচালক বিচারপতি মামলার বিচারগত পরীক্ষা পরিচালনা করেন এবং আদালতে মামলার যাবতীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার ব্যাপক ও বিষয়গত তদন্তের জন্য আইনত দায়ী থাকেন। তিনি অভিশংসকের উত্থাপিত অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলি প্রত্যাখ্যান

করতে, অভিশংসক সহ মামলার সকল শরিককে তাদের কৃত পদ্ধতিগত ভুলত্রুটিগুলি দেখিয়ে দিতে, অভিশংসকের কৃত কার্যবিধিগত লংঘনগুলি রাইডারে উল্লেখ করতে ও তা ঊর্ধ্বতন অভিশংসকের কাছে পাঠিয়ে অধস্তন অভিশংসকের পক্ষে অবশ্যপালনীয় যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাতে পারেন।

সেইসঙ্গে, অভিশংসক সাক্ষ্যপ্রমাণে সক্রিয় অংশগ্রহণের অধিকারী। মামলার অন্যান্য শরিকদের মতো (আসামী পক্ষের উকিল, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ও অন্যান্যেরা) অভিশংসক আদালতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শী ও অন্যান্যদের জেরা করতে, সাক্ষ্যপরীক্ষায় অংশ নিতে, আদালতে নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে, বিচারকমণ্ডলীর সদস্য ও মামলার শরিক অন্যান্যদের অভিযুক্ত করতে, বিচারকালে উদ্ভূত প্রশ্নগুলির ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত করাতে পারেন। আদালতের অনুসন্ধান শেষ হওয়ার পর পর তিনি একটি অভিযোগ ভাষণ দাখিল করেন। আদালতের রায়, সিদ্ধান্ত বা রাইডারের সঙ্গে মতানৈক্যের ক্ষেত্রে অভিশংসক উচ্চতর আদালতে আপীল করতে পারেন এবং সেখানেই তাঁর প্রতিবাদ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের অধিবেশনে মহা-অভিশংসকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক (প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ আদালতগুলির পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের অধিবেশনে প্রজাতন্ত্রের অভিশংসকদের যোগদানের ক্ষেত্রেও নিয়মটি প্রযোজ্য)। সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক বিচার্য প্রশ্নগুলির সারাংশের ব্যাপারে তাঁর প্রস্তাবগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সামনে হাজির করতে পারেন, কিন্তু আদালতে ভোটদানে শরিক হতে পারেন না।

জেলখানাগুলিতে বৈধতা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে অভিশংসক ব্যাপক আবেক্ষণমূলক ক্ষমতার অধিকারী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিশংসক দপ্তর বিষয়ক আইন মোতাবেক তাঁদের উপর এইসব দেখাশোনার দায়িত্ব রয়েছে: জেল বা হাজতে কাউকে রাখার হেতু ও বৈধতা পরীক্ষা, জেলে আটক ব্যক্তিদের যথাসময়ে মুক্তিলাভ আবেক্ষণ, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে জেল থেকে মুক্তিদানের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তের বৈধতা প্রতিপালন, কয়েদিদের সংবিধিবদ্ধ সরকারী নিয়ম ও শ্রমের নিয়মগুলি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ, তাদের মধ্যে শিক্ষামূলক কার্যকলাপের অবস্থা আবেক্ষণ, তাদের মজুরি থেকে যে-পরিমাণ অর্থ

কেটে নেওয়া হচ্ছে তার আইনসঙ্গতি পরীক্ষা, জেলখানার প্রশাসনের হুকুম ও নির্দেশগুলি আইনসঙ্গত কি না এবং কয়েদিদের অভিযোগগুলি প্রশাসন দ্বারা আইনসম্মতভাবে ও যথাসময়ে বিবেচিত হয় কি না সেগুলি পরীক্ষা।

আইন প্রতিপালনের বিষয়টি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অভিশংসককে অবশ্যই নিয়মিত জেলখানা পরিদর্শন করতে এবং কয়েদিদের সেখানে রাখার ধরণ ও বৈধতা সরজমিনে তদন্ত করতে হয়।

জেলখানা প্রশাসনের কোন আদেশ অবৈধ হলে তার প্রয়োগ রদে তিনি দায়বদ্ধ। বেআইনীভাবে কাউকে গ্রেপ্তার বা হাজতে পাঠান হলে তাঁকে অবশ্যই ওই ব্যক্তির আশু মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রদত্ত রায়গুলি বেআইনী বা সম্পূর্ণ ন্যায্য নয় — এমনটি মনে হলে অভিশংসক উচ্চতর আদালতে সংবিধিবদ্ধভাবে অবশ্যই আপীলের আবেদন জানাবেন।

এই কর্তব্যপালনের জন্য অভিশংসকের রয়েছে যেকোন সময় জেলখানা পরিদর্শনের, সেখানকার যেকোন এলাকায় অবাধে প্রবেশের, যেসব দলিলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট আসামীদের আটক করা হয়েছে সেগুলি পরীক্ষার, কয়েদিদের নিজে জিজ্ঞাসাবাদের ও প্রশাসনের কাছে ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ চাওয়ার অধিকার।

অবৈধভাবে আটক ব্যক্তিকে মুক্তিদানের ব্যাপারে অভিশংসকের সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাৎ কার্যকর করা হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিশংসক দপ্তর

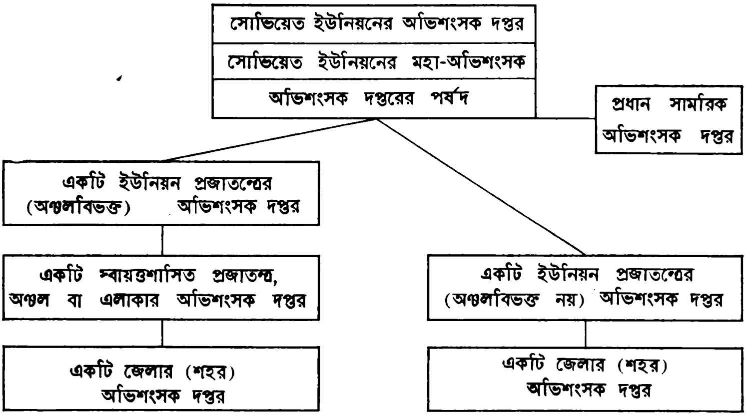

৪. সোভিয়েত উকিলসভা

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান আসামীর প্রতিরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করেছে। উকিল সমিতি, আইনব্যবসায় পেশাগতভাবে কর্মরতদের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি যোগ্য আইন-সাহায্য দিয়ে থাকে। আদালতে প্রতিরক্ষায় সাহায্যদান এবং নাগরিক, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলিকে অন্যান্য আইন-সাহায্য দেয়াই এই সমিতির কাজ।

সোভিয়েত ইউনিয়নে উকিল সমিতির সংগঠন ও কার্যকলাপ সোভিয়েত ইউনিয়নের উকিলসভা বিষয়ক আইনে নিয়ন্ত্রিত। এই আইন মোতাবেক (১ নং ধারা) উকিলসভার কাজ: নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকার ও বৈধ স্বার্থ রক্ষা, ন্যায়বিচার বিধান, সমাজতান্ত্রিক বৈধতার প্রতিপালন ও মজবুতি, সঠিক ও কঠোর আইনমান্যতার আদর্শে জনগণকে শিক্ষাদান, জাতীয় সম্পদ সম্পর্কে আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন, শ্রমশৃঙ্খলা প্রতিপালন, এবং অন্যান্যদের অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের নিয়মাবলী সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ লালন।

উকিলদের কার্যকলাপ বহুবিধ।

আইন মোতাবেক উকিলরা আদালতে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলায় নাগরিক বা বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী। অধিকন্তু, কেবল আসামীর নয়, তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ, বাদী ও প্রতিবাদীর স্বার্থ এবং প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার স্বার্থের প্রতিনিধিত্বও করে থাকেন।

নাগরিকদের অনুরোধে উকিলরা আইনগত বিবিধ দলিলপত্র সংগ্রহ করেন, আইনের ব্যাপারে পরামর্শ দেন, বিবিধ প্রতিষ্ঠানে নাগরিকদের স্বার্থের প্রতিনিধি হন এবং সংস্থা, প্রতিষ্ঠানকে আইনগত সাহায্য যোগান, সালিসী বোর্ডে সওয়াল-জবাব করেন, ইত্যাদি।

উকিলের প্রধান কাজ ও কর্তব্য: আইনের এখতিয়ারভুক্ত যাবতীয় পথ ও পদ্ধতি সদ্ব্যবহারক্রমে নাগরিক ও বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় আইন-সাহায্যদান এবং সংবিধিবদ্ধ সকল উপায় ব্যবহারক্রমে ফৌজদারি দায়ে অভিযুক্তদের অভিযোগ থেকে আত্মরক্ষায় সহায়তা যোগান।

অসংখ্য ও জটিল কর্তব্য সম্পাদনকালে উকিল কঠোর আইনসঙ্গতি সহকারে ন্যায়বিচার বিধানে সাহায্য করেন। তাই মোক্কেলের স্বার্থরক্ষার জন্য সকল 'পথ ও পদ্ধতির' বিবেকবর্জিত ব্যবহারের সঙ্গে সোভিয়েত

উকিলের কার্যকলাপের কোন মিল নেই। সোভিয়েত আইনতত্ত্বে উকিল কর্তৃক আইন ও নৈতিকতার বিরোধী প্রতিরক্ষার কোন বেআইনী উপায় ও ধরন ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সোভিয়েত উকিল আইন এড়িয়ে বা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে প্রতিরক্ষা দাঁড় করাতে পারেন না। এই নীতিটি সোভিয়েত প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের (উকিলসভা) কার্যবিধিগত ও নৈতিক মর্মবস্তুতে নিহিত। এই কর্তব্য সম্পাদন কেবল একজন আইনজীবীর পক্ষেই সম্ভবপর, যিনি বিপুল পেশাগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে উচ্চ নৈতিক গুণাবলীর সমাবন্ধ ঘটান।

উকিল যদি এই সিদ্ধান্তে পেঁাছন যে তিনি তাঁর মোক্কেলকে রক্ষা করতে পারবেন না এবং এই ধরনের প্রতিরক্ষা আইনগত প্রত্যয় ও তাঁর নৈতিকতার বিরোধী, তাহলে নিজ সিদ্ধান্ত তিনি অবশ্যই মোক্কেলকে জানাবেন। এক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতায় পেঁাছন না গেলে এবং উকিলের এই পদক্ষেপ সত্ত্বেও আসামী বা প্রতিবাদী অন্য কোন উকিলের সাহায্য গ্রহণে অনিচ্ছুক হলে, উকিল নিজে তাঁর গৃহীত প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ত্যাগ করতে পারেন না। বিচারানুষ্ঠানের সময় প্রতিবাদীকে খালাস করার জন্য মামলার যাবতীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্ধারণে উকিল অবশ্যই তাঁর সাধ্যায়ত্ত সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং প্রতিবাদীর বক্তব্য সমর্থনকারী বা তার অপরাধ লঘুকারী সবকিছু আদালতকে জানাবেন।

এর অর্থ মোটেই এমন নয় যে আসামী বা প্রতিবাদীর সঙ্গে তাদের কার্যকলাপের আইনগত মূল্যায়নে (যদি আসামী তার উপর আরোপিত দোষ স্বীকার করে) বা অন্যান্য প্রশ্নে উকিল ভিন্নমত হতে পারেন না। কিন্তু উকিলের পক্ষে কখনই অভিযোক্তার ভূমিকাসীন হওয়া চলে না।

সোভিয়েত আইনশাস্ত্রে উপস্থাপিত এই মূলনীতিটি প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে কৃত আইনের দাবীকে বহুবার যথার্থই প্রতিফলিত করেছে এবং তার মর্মার্থ এই যে আসামী পক্ষের উকিল প্রতিবাদীকে অভিযোগ থেকে মুক্তিদানের বা তার অপরাধের মাত্রা কমানোর পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্ধারণের জন্য যাবতীয় সংবিধিবদ্ধ পথ ও পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন এবং প্রতিবাদীকে প্রয়োজনীয় আইন-সাহায্য দেবেন।

প্রত্যেক সোভিয়েত নাগরিক বাসস্থান বা কর্মস্থল নির্বিশেষে নিজ ইচ্ছানুযায়ী যেকোন উকিল নির্বাচনের অধিকারী। মোক্কেল সরাসরি তার পরিচিত বা তার জন্য অনুমোদিত যেকোন উকিলের সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে। সে কোন বিশেষ উকিলের কথা না বললে আইন-সাহায্য

ব্যুরোর প্রধান তার উকিল নির্বাচনে তাকে সাহায্য করবেন। আহূত উকিল অন্যতর মামলায় কর্মব্যস্ত থাকলে অনুসন্ধানকারী ও আদালত আইনত আহূত উকিলের যে-অধিবেশনে সওয়াল-জবাব করার কথা তা মুলতুবি রাখবে।

আদালতের শুনানিতে আসামীর উকিলই শুধু নয়, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ, বাদী, প্রতিবাদীর উকিল ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী উকিলরাও শরিক হন।

আদালতে উকিলের সওয়াল-জবাব ও কার্যকলাপ মামলায় উপস্থিত জনতার উপর ব্যাপক শিক্ষামূলক প্রভাব বিস্তার করে এবং তা অপরাধীদের আচরণ ও কৃতকর্মের শুদ্ধ, আইনগত ও নৈতিক মূল্যায়নের জন্য তাঁর উপর ন্যায়ত দায়িত্ব ন্যস্ত করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের উকিলসভা বিষয়ক আইন সোভিয়েত ইউনিয়নে উকিলদের সমিতির সংগঠন ও কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই ধারানুসারে ১৫ ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র স্বীয় সংশ্লিষ্ট উকিলসভা সংবিধি গ্রহণ করেছে।

সোভিয়েত আইনের সাধারণ নীতিমালার ভিত্তিতে সবগুলি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র উকিলসভার অভিন্ন সাংগঠনিক নীতি ও কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে, রুশ ফেডারেশনের সর্বোচ্চ সোভিয়েত কর্তৃক ১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের (বৃহত্তম ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র) উকিলসভা সংবিধি অনুমোদন উল্লেখ্য। সংবিধিতে বলা হয়েছে যে মামলার প্রাথমিক অনুসন্ধানে ও আদালতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিধানের জন্য, আদালত ও সালিসী বোর্ডে ন্যায়নির্ণয়নের দেওয়ানি মামলায় মোক্কেলের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এবং নাগরিক, সংস্থা, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্যান্য ধরনের আইন-সাহায্য দেওয়ার জন্য স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, অঞ্চল, এলাকা ও বড় বড় শহরগুলি সেখানকার নগর, অঞ্চল ও এলাকায় কর্মরত সকল উকিলদের ঐক্যবদ্ধ করে উকিল সমিতি গঠন করে।

রুশ ফেডারেশনের প্রতিটি অঞ্চল, এলাকা ও বড় বড় শহরে উকিল সমিতি রয়েছে। কিন্তু যেসব প্রজাতন্ত্র বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত নয় (যেমন, লাতভিয়া, মোলদাভিয়া, আর্মেনিয়া প্রজাতন্ত্রগুলি) সেখানে আছে একটিমাত্র প্রজাতান্ত্রিক উকিল সমিতি। প্রতিটি প্রজাতান্ত্রিক, আঞ্চলিক, এলাকাগত ও নগর উকিল সমিতির কয়েকটি আইন-সাহায্য ব্যুরো থাকে এবং এগুলিতে সাধারণত একটি জেলার এলাকায় কর্মরত উকিলদের দলগুলিকে সংঘবদ্ধ

করা হয়। জেলা বড় হলে কয়েকটি এবং ছোট হলে কয়েকটি জেলার জন্য একটি সাধারণ আইন-সাহায্য ব্যুরো থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সংশ্লিষ্ট উকিল সমিতির সদস্যরাই কেবল উকিলের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। উকিল সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য আইনশাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা ও আইনজ্ঞ হিসাবে অন্যূন দু' বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। যাঁদের আইনশাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা থাকলেও উকিল হিসাবে দু'বছর কাজের অভিজ্ঞতা নেই তাঁরা একটা নির্ধারিত সময় শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজ করার পরই কেবল উকিল সমিতির সদস্য হতে পারেন।

নিজের মহৎ কর্তব্যগুলি মোকাবিলার জন্য একজন উকিল ন্যায়বিচার বিধানের কাজে অবশ্যই নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করবেন এবং অত্যুচ্চ নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী হবেন। তিনি কঠোর ও অটল ভাবে সোভিয়েত আইন প্রতিপালনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। তিনি নিরন্তর তাঁর জ্ঞান ও যোগ্যতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখবেন, জনগণের মধ্যে আইন বিষয়ক জ্ঞানপ্রচারে সক্রিয়ভাবে শরিক হবেন। সোভিয়েত আইনজীবীর অত্যুচ্চ নৈতিক ও পেশাগত গুণের অধিকারী নয় এমন ব্যক্তির পক্ষে এদেশে উকিল হিসাবে কাজ করা অসম্ভব।

একজন উকিলের জন্য যেসব মামলা গ্রহণ অবৈধ: কোন আত্মীয় সংশ্লিষ্ট মামলাটি অনুসন্ধান করলে ও সেইসঙ্গে জড়িত থাকলে, বর্তমান সাহায্যপ্রার্থী মোক্কেলের স্বার্থের সঙ্গে প্রাক্তন কোন মোক্কেলের স্বার্থের বিরোধ থাকলে, এবং সেইসব মামলার বিচারেও, সেখানে তিনি বিচারপতি, অনুসন্ধানকারী, অভিশংসক, তদন্তকারী, প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, পরীক্ষক ও দোভাষীর ক্ষমতাবলে বা তল্লাসী দেখার জন্য আমন্ত্রিত ব্যক্তি হিসাবে শরিক ছিলেন। উকিলরা কয়েকজন আসামীর পক্ষে কাজ করতে পারেন না, যাদের মধ্যে স্বার্থগত বিরোধ রয়েছে।

উকিলের পক্ষে আইন-সাহায্য দেয়ার সময় মোক্কেলের কাছ থেকে পাওয়া কোন তথ্য ফাঁস করা আইনত নিষিদ্ধ। উকিল যাতে এই চাহিদাপূরণে সমর্থ হন সেজন্য আসামীর উকিল হিসাবে কর্তব্য সম্পাদনের সময় তাঁর জ্ঞাত পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষী হিসাবে তাঁকে জেরা করা অবৈধ (রুশ ফেডারেশনের ফৌজদারি কার্যবিধির আইনকোষ ৭২ নং ধারা)।

উকিলরা যাতে নিরপেক্ষ ও পেশাগত ভাবে নিজ কর্তব্য সম্পাদনে অটল থাকেন, উপরোক্ত চাহিদাপূরণ হল তারই সুদৃঢ় গ্যারাণ্টি।

আসামী নাবালক অথবা মানসিক বা শারীরিক বৈকল্যের দরুন নিজ স্বার্থরক্ষায় অসমর্থ হলে অভিযোগ পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে উকিল একেবারে প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর্যায়েই মামলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মামলার কার্যভার গ্রহণের মুহূর্ত থেকে তিনি কার্যবিবরণীতে লিপিভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে মন্তব্য লিখে রাখতে পারেন, যাতে উল্লিখিত থাকবে অনুসন্ধান কার্যের পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বিবরণী। তাঁরা উপস্থিত থাকেন আসামীর জিজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধানের অন্যান্য পর্যায়গুলিতে।

প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ হওয়া মাত্র উকিল ও আসামী একত্রে বা পৃথকভাবে মামলার যাবতীয় বিষয়বস্তু জানতে ও প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। উকিল জিজ্ঞাসাবাদ অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ সহ আর্জি পেশের এবং নথিপত্র থেকে তার প্রয়োজনীয় যাবতীয় উদ্ধৃতি গ্রহণ, ইত্যাদির অধিকারী। অসামী বা প্রতিবাদী হাজতে থাকলে উকিল তার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। অনুসন্ধানকারীর অনুমতিক্রমে উকিলের অনুরোধে পরিচালিত অনুসন্ধানের সবগুলি পর্যায়ে উপস্থিত থাকার অধিকার তাঁর থাকে।

কোন মামলায় একবার একজনের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলে এবং এজন্য স্থানীয় উকিল সমিতির প্রেরিত এটর্নির আজ্ঞালেখ পেলে, উকিলের উপরে সেসব ক্ষমতা বর্তায়: গোপনীয়তা সহকারে মোক্কেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ, মামলার যাবতীয় বিষয়বস্তু জানা, আদালতে বিবিধ আর্জি পেশ, বিচার-পতির কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন।

বিচারের সময় আদালতের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে উকিল একজন সক্রিয় শরিক: আসামী, সাক্ষী এবং পরীক্ষকদের তিনি জেরা করেন, সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করেন, মামলার শুনানি শেষ হলে প্রতিরক্ষার জন্য নিজ বক্তব্য পেশ করেন।

তিনি আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপীলের, ব্যক্তিগতভাবে সেই শুনানিতে হাজির হওয়ার এবং বিচারগত আবেক্ষণের মাধ্যমে মামলা পরিচালনার জন্য আর্জি পেশেরও অধিকারী।

ঠিকা-কাজের ভিত্তিতে উকিলের প্রাপ্য পরিশোধ করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত আইন-সাহায্যের জন্য প্রাপ্যশোধ নির্দেশ মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত হারে এই ফী নির্ধারিত।

পরিমিত ফী'র জন্য প্রায় সকলেই উকিলের সাহায্য নিতে পারে। মোক্কেল যাবতীয় প্রাপ্য জমা দেয় স্থানীয় আইন-সাহায্য ব্যুরোতে, খোদ

উকিলের কাছে নয়। যে-কাজের জন্য প্রাপ্য শোধ করা হয়েছে উকিল তার একটা নির্দিষ্ট অংশ (প্রায় ৭০ শতাংশ) পান। কিন্তু উকিলের প্রাপ্য সংশ্লিষ্ট বিচারপতির বেতনের চেয়ে অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রয়োজনীয় ফী দিতে অসমর্থ আসামীকে প্রতিরক্ষার জন্য নিযুক্ত উকিলদের প্রাপ্য মেটান সহ সমিতির বিবিধ ব্যয়নির্বাহে বাকী অর্থ ব্যয়িত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে নাগরিকদের নির্ব্যয় আইন-সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ফলত, সোভিয়েত ইউনিয়নের উকিলসভা বিষয়ক আইন নির্ব্যয় আইন-সাহায্যযোগ্য অনেকগুলি ক্ষেত্রকে শর্তাধীন করেছে। উকিল সমিতি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে নির্ব্যয় আইন-সাহায্য দেয়: অগ্রাধিকারী আদালতের শ্রম সংক্রান্ত মামলা, খোরপোশের মামলা, পেনসন বা ভাতা আদায়ের জন্য আর্জি পেশ, ইত্যাদি। তদুপরি, উকিল সমিতির সভাপতিমণ্ডলী যেকোন নাগরিকের বৈষয়িক অবস্থা বিচারক্রমে যেকোন মামলায় দেয় ফী থেকে তাকে অব্যাহতি দিতে পারে। প্রাথমিক অনুসন্ধায়ী সংস্থা, অভিশংসক বা আদালত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে উকিলের ফী রাষ্ট্রই পরিশোধ করে।

সদস্যদের সাধারণ সভা (সম্মেলন) হল উকিল সমিতির সর্বোচ্চ প্রশাসন সংস্থা। গোপন ভোটে সাধারণ সভায় সমিতির একটি সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচিত হওয়ার পর এই মণ্ডলী অতঃপর নিজেদের মধ্য থেকে একজন করে সভাপতি ও সহসভাপতিদের নির্বাচন করে।

বছরে একবার সাধারণ সদস্যদের এই সভা আহ্বান প্রচলিত রীতি হয়ে উঠেছে। এই সভা সমিতির সভাপতিমণ্ডলীর উদ্যোগে বা সমিতির অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুরোধে আহূত হয়ে থাকে। অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতেই কেবল এই সভা আলোচ্য সমস্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। 'সাধারণ সভা সভাপতিমণ্ডলীর ও হিসাব-নিরীক্ষা কমিটির কার্যকলাপের প্রতিবেদন শোনে এবং সেগুলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সভা অনুরূপভাবে সমিতির কর্মকর্তাদের সংস্থিতি, আয়-ব্যয়ের হিসাব, সমিতির কার্যকলাপ নিয়ন্তা আইনকানুন অনুমোদন করে ও এখতিয়ারভুক্ত অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনা করে দেখে।

সাধারণ সভার অন্তর্বর্তীকালে সমিতির যাবতীয় প্রায়োগিক কার্যকলাপ সভাপতিমণ্ডলীই পরিচালনা করে। এর সদস্যসংখ্যা সাধারণ সভার অধিবেশনে নির্ধারিত হয়। সভাপতিমণ্ডলীর কাজ: উকিলদের যোগ্যতা উন্নয়ন ও তাদের শিক্ষাদান, সমিতিতে উকিলদের ভর্তির ব্যবস্থা, আইন-

সাহায্য ব্যুরোতে উকিলদের স্থাননির্দেশ, ব্যুরোর ম্যানেজার নিয়োগ বা বরখাস্ত, ফী শোধের কার্যবিধি পরীক্ষা, সমিতির সদস্যদের দুর্ব্যবহার মোকাবিলা ও শৃঙ্খলামূলক শাস্তিবিধান (তিরস্কার, জনসমক্ষে সাধারণ ব। তীব্র ভর্ৎসনা, চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসাবে উকিল সমিতি থেকে বহিষ্কার)। সোভিয়েত ইউনিয়নের উকিলসভা বিষয়ক আইন মোতাবেক কোন উকিলকে বহিষ্কার করলে উকিল সমিতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে আপীল করা চলে। আইনটি উকিল সমিতি থেকে বহিষ্কারের সমস্যাটির বিষয়গত পরীক্ষার নিশ্চয়তা দেয়।

বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলা প্রয়োজন যে অন্যান্য যাবতীয় কার্যকলাপ ছাড়াও সভাপতিমণ্ডলী অপরাধ অনুষ্ঠান ও অন্যান্য আইনভঙ্গের সহযোগী পরিস্থিতি নির্ধারণের লক্ষ্যে হস্তগত উপাদানগুলি পরীক্ষা ও সাধারণীকরণের ব্যবস্থা করে, যাতে এগুলির ভিত্তিতে এইসব হেতু দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে যথাযোগ্য প্রস্তাব পেশ করা যায়।

প্রত্যেক উকিলই সমিতির নির্বাচনে শরিক ও নির্বাচিত হওয়ার ও যেকোন সময় উকিল সমিতি থেকে পদত্যাগ করার অধিকারী।

সোভিয়েত উকিলসভা হল আইনের কঠোর আওতায় ন্যায়বিচার বিধানে সাহায্যদাতা আইনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ।

সাংগঠনিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রক ও সংশ্লিষ্ট প্রজাতান্ত্রিক বিচারমন্ত্রকগুলি দ্বারাই উকিলসভার কার্যকলাপ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।

৫. অপরাধ ও যেকোন আইনলঙ্ঘন চাপা দেয়ার চেষ্টা নিরোধে জনগণের শরিকানা

অধিকাংশ সোভিয়েত নাগরিক কাজ ও জাতীয় সম্পত্তি সম্পর্কে সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। তারা অটলভাবে সোভিয়েত আইন মেনে চলে, নিঃস্বার্থভাবে উৎপাদনে কাজ করে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের নিয়মের প্রতি সম্মান দেখায়। কিন্তু এখনো এমন কিছু লোক আছে যারা নানা ধরনের অপরাধ ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়। ওগুলির মোকাবিলা একাধারে রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও সোভিয়েত জনগণ উভয়েরই প্রধান কর্তব্য।

তদুপরি সমাজের সকল সদস্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষা নিজেদের কর্তব্য

বিবেচনা না করলে অপরাধ উৎখাতের অতিগুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। এজন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে আইনভঙ্গ ও অপরাধ নিরোধে জনগণের শরিকানার নানা ধরন উদ্ভাবন ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। প্রথমত, প্রতিষেধমূলক কাজের প্রশ্ন। কাজটি হল যথাসময়ে দুষ্কর্ম ধরা ও থামান, মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত করা।

সামাজিক শরিকানার ফলপ্রসূতা প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত লোকসংখ্যা থেকেই কেবল নয়, তাদের কাজের সুযোগ থেকেই কেবল নয়, প্রধানত অপরাধ ও আইনলঙ্ঘন রোধে তাদের সাফল্যের সংখ্যা থেকেই পরিমাপ্য।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নাগরিকদের সক্রিয় শরিকানা কোন অবস্থাতেই যে অপরাধ দমনে মিলিসিয়া, অভিশংসক দপ্তর ও আদালতের কার্যকলাপ তরলীকরণ নয় তা সহজবোধ্য। কেননা, এক্ষেত্রে সাফল্যের নিশ্চয়তা যুক্তি সহকারে বোঝানোর ও এইসঙ্গে বাধ্যবাধকতার, অর্থাৎ সর্বসাধারণের প্রভাব ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির গৃহীত ব্যবস্থার যুক্তিসঙ্গত সমন্বয়ের উপরই নির্ভরশীল।

সমাজতন্ত্রের অধীনে বাধ্যবাধকতার ব্যবস্থা প্রয়োগ কোনক্রমেই আইন-শৃঙ্খলা মজবুতের মুখ্য হাতিয়ার হতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষামূলক কাজকে, আইনভঙ্গ নিরোধকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

অপরাধ ও অন্যান্য আইনলঙ্ঘন নিরোধে জনগণের শরিকানা কোন সংক্ষিপ্ত অভিযান নয়। এটা হল সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও ন্যায়বিচারের বিকাশ ও উন্নয়নে একটি সুদৃঢ় কর্মসূচিভিত্তিক উদ্যোগ।

দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্যে সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবী গণসংগঠনগুলির ইতিহাস আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা এক্ষেত্রের মূল দিকগুলিই শুধু তুলে ধরব: সোভিয়েত সমাজের গণতান্ত্রিক ভিত্তির ক্রমবিকাশের ফলে উদ্ভূত একটি পরিস্থিতিতে ইতিপূর্বে বিচারালয় বা প্রশাসনিক সংস্থার উপর ন্যস্ত জনশৃঙ্খলা রক্ষার কিছু কার্যকলাপ এখন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের (কমরেডদের আদালত, স্বেচ্ছাসেবী গণপ্রহরী দল, ইত্যাদি) এখতিয়ারভুক্ত হয়েছে, এই নতুন ব্যবস্থা বিধানিক রূপলাভ করছে।

অপরাধ ও আইনভঙ্গ নিরোধে জনগণের শরিকানার ধরন বিবিধ:

— সমাজের সদস্যরা অপরাধ উদ্ঘাটন ও তদন্তে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, আসামীদের সনাক্তি ও আটকে, অপহৃত দ্রব্যাদি ও অপরাধমূলক হাতিয়ারের

জন্য তল্লাসীতে অনুসন্ধানকারীদের সাহায্য দেয়, অপরাধ সংঘটনের অনুকূল হেতু ও পরিস্থিতি দূরীকরণে সহায়তা যোগায়;

— আদালত ও অনুসন্ধান এড়ান বন্ধের ব্যবস্থা হিসাবে জনগণের প্রদত্ত নির্ভরপত্রের ভিত্তিতে কোন কোন ব্যক্তিকে আদালতে সোপর্দ করার জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে আইনগত ক্ষমতাদান; এসব ক্ষেত্রে শ্রমসংঘ স্বেচ্ছায় আসামীকে অনুসন্ধানকারী কর্মচারীর সামনে বা আদালতে হাজির করার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তার সদাচরণের জন্য জামিনদার হিসাবেও দাঁড়ায়;

— কোন কোন পরিস্থিতিতে আদালত মামলা খারিজ করে কমরেডদের আদালতে পাঠাতে পারে;

— আঠারো বছরের কম বয়সী কোন ব্যক্তির কৃত অপরাধ সমাজের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর না হলে আদালত তার বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারি কার্যক্রম খাজির করতে এবং অতঃপর তা নাবালক কমিশনে পাঠাতে পারে;

— কোন গণদরখাস্তের জবাবে আদালত ফৌজদারি মামলা খারিজ করতে ও শ্রমসংঘের জামিনে আসামীকে মুক্তি দিতে পারে, যদি এটা তার প্রথম অপরাধ হয় ও তাতে মারাত্মক সামাজিক বিপদের আশংকা না থাকে ও দোষী আন্তরিক অনুশোচনা প্রকাশ করে;

— জনগণের অনুরোধে আদালত তার কার্যক্রমে গণসংগঠনের নিযুক্ত একজন স্বেচ্ছাসেবী উকিল ও আসামীর উকিল অনুমোদন করতে পারে;

— গণসংগঠন শর্তাধীন শাস্তি ও যে ধরনের দন্ডে স্বাধীনতাহরণ প্রযুক্ত নয়—উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার শর্তে সংশোধনের লক্ষ্যে শর্তাধীন শাস্তি ও আসামীকে তাদের জামিনে রাখার উদ্দেশ্যে আর্জি পেশ করতে পারে;

— গণসংগঠন মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে দণ্ডিতকে শর্তাধীনে মুক্তিদানের জন্য, তার শাস্তি হ্রাসের জন্য, যথাসময়ের পূর্বে তার দন্ড রদের জন্য ও আবেক্ষণকালের সময় হ্রাসের জন্য আদালতে আর্জি পেশ করতে পারে।

অপরাধ নিরোধের ক্ষেত্রে কমরেডদের আদালত, নাবালক ও প্রহরা কমিশন এবং গণপ্রহরী দলের কার্যকলাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি আদালতের সঙ্গে সমন্বয় সহকারে কাজ করে এবং প্রত্যেক বিচারপতি সেগুলির সাহায্যের সদ্ব্যবহার করবেন ও এইসঙ্গে সম্ভাব্য সফলভাবে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা যোগাবেন।

কমরেডদের আদালত। সেই ১৯১৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম

কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচিতে কমরেডদের আদালতের প্রযুক্ত ব্যবস্থা সহ শিক্ষামূলক ব্যবস্থাবলী দ্বারা ধীরে ধীরে ফৌজদারি দন্ডদান বদলানোর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লিখিত হয়েছিল। শ্রমিকদের শৃঙ্খলামূলক আদালত নামে পরিচিত এই ধরনের প্রথম আদালত প্রথম দেখা দিয়েছিল ১৯১৯ সালে এবং ১৯২৩ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।

ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে কমরেডদের আদালতের কার্যকলাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল যখন ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলি কলকারখানা, অফিস, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে উৎপাদন-কমরেডদের আদালত প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এইসব সিদ্ধান্তে গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছিল যে এই আদালতগুলি মূলত শ্রমশৃঙ্খলাভঙ্গ, পুরনো জীবনপদ্ধতির জের, সুরাসক্তিজনিত মাতলামি, ইত্যাদি মোকাবিলা করবে। ১৯৩১ সালের জুন মাসে সারা-ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও রুশ ফেডারেশনের গণ-কমিসারিয়েত কর্তৃক গৃহীত এক সিদ্ধান্তে আবাসিক সমবায়গুলিতেও কমরেডদের আদালত এবং এই ব্যবস্থার একটু আগে গ্রামাঞ্চলে গণ-আদালত গঠনের কথা ঘোষিত হয়। অন্যান্য প্রজাতন্ত্রগুলিও এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেছিল।

স্বেচ্ছাভিত্তিক নীতিতে পরিচালিত আদালত ব্যবস্থা আইনশৃঙ্খলা মজবুতের ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের নিয়মকানুন ও রীতিনীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদর্শে নাগরিকদের শিক্ষাদানের কাজ সুসম্পন্ন করেছিল।

দেশের সমাজ-জীবনে বিপুল পরিবর্তন মনে রেখে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সবগুলি প্রজাতন্ত্র কমরেডদের আদালত সম্পর্কে নতুন সংবিধি গ্রহণ করেছে। রুশ ফেডারেশনে এই ধরনের একটি সংবিধি ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমন্ডলীর অধ্যাদেশ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে সংবিধিটি সংশোধিত ও সম্পূরিত হয়েছিল। আধেয়ের দিক থেকে রুশ ফেডারেশনের কমরেডদের আদালতের এই সংবিধিটি ছিল অন্যান্য ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলিতে গৃহীত কমরেডদের আদালত বিষয়ক সংবিধি থেকে অভিন্ন।

শ্রমের প্রতি কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের নিয়মগুলি পালনে নাগরিকদের শিক্ষাদান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে, যৌথবাদের মনোভাব ও নাগরিকদের মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ বিকাশের

উদ্দেশ্যে বেসরকারী নির্বাচনভিত্তিক সংস্থা হিসাবে কমরেডদের আদালতগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

যেসব প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অর্ধশত কর্মী রয়েছে সেগুলিতে, যৌথখামার ও গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই ধরনের আদালত গঠিত হয়ে থাকে।

এগুলি দু'বছর মেয়াদে নির্বাচিত হয় হাত-তোলা ভোটে। আদালতের সদস্যদের সংখ্যা সাধারণ সভাই নির্ধারণ করে। বছরে অন্তত একবার এই আদালতগুলি নির্বাচকমণ্ডলীর সাধারণ সভায় নিজেদের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করে।

কমরেডদের আদালতগুলির ক্ষমতা কী? এগুলি তদন্ত করে: উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কাজে হাজিরা দানে ব্যর্থতা সহ শ্রমশৃঙ্খলাভঙ্গ, কাজে বিলম্বে হাজিরা, যোগ্যতার অভাব, নিরাপত্তাবিধি ও অন্যান্য শ্রমরক্ষার নিয়ম পালনে ব্যর্থতা; ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সংস্থা, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও যৌথখামারের মালিকানাধীন পরিবহণযান, মেশিন টুল্‌স, কাঁচামাল ও সামাজিক সম্পদ ব্যবহার; রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সম্পদের ছোটখাটো তসরুফ; সাধারণ গুণ্ডামি ও সামান্য কালবাজারী, নিজ শ্রমসঙ্ঘের সদস্যদের স্বল্পমূল্যের গৃহস্থালি ও নিজস্ব জিনিসপত্র প্রথম বার চুরি; স্ত্রীলোক ও পিতা-মাতার প্রতি দুর্ব্যবহার, সন্তানদের লালনপালনের দায়িত্বপূরণে ব্যর্থতা, দুর্ব্যবহারের ঘটনা; মাতলামি, অপমান, অন্যদের সুনামহানির উদ্দেশ্যে ভিত্তিহীন গুজব প্রচার; সামান্য শারীরিক আঘাত ও গাছপালা, ক্ষেতখামার, বসতবাড়ি, অন্যান্য চত্বরের ক্ষতিসাধন; ৫০ রুবলের কম দামের সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, যেখানে উভয়পক্ষ কমরেডদের আদালতের আশ্রয়প্রার্থী; সমাজের পক্ষে মারাত্মক আশঙ্কাজনক নয় এমন অপরাধ এবং যেসব ক্ষেত্রে মিলিসিয়া সংস্থা, অভিশংসক দপ্তর ও আদালতের বিবেচনায় মামলাগুলি সাধারণ বিচারালয়ের বদলে কমরেডদের আদালতে বিচার্য।

আদালতের অন্তত তিনজন সদস্যের উপস্থিতিতে কমরেডদের আদালত প্রকাশ্যে সবগুলি মামলা পরীক্ষা করে। সাধারণত মামলার শুনানি চলে আসামীর কর্মস্থল বা স্থায়ী আবাসস্থলে। আদালত প্রয়োজনমতো কমরেডদের আদালতে মামলার শুনানি শুরুর আগে প্রাপ্তিসাধ্য যাবতীয় উপকরণ অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখবে।

মামলা পরীক্ষায় কিছু কিছু বাধ্যতামূলক নিয়ম পালনীয়। যেমন, আদালতে উপস্থিত বাদী ও প্রতিবাদী কমরেডদের আদালতের সভাপতি

ও অন্যান্য সদস্যদের অভিযুক্ত করতে পারে। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপস্থিত সকলেই জিজ্ঞাসাবাদ ও আলোচ্য মামলার বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট আলোচনার অধিকারী। আলোচনার ফলাফল কার্যবিবরণীতে লিখিত হয়। মামলা পরীক্ষার শরিক আদালত-সদস্যদের সংখ্যাগুরুরাই মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কমরেডদের আদালত দোষী সম্পর্কে নিম্নোক্ত শোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারী: আদালতে আনীত ব্যক্তিকে বাদীর কাছে বা যে-সমবায়ে সে কাজ করে সেখানে প্রকাশ্যে দোষস্বীকারের হুকুম দান; সহকর্মীসুলভ হুঁশিয়ারি, প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা বা কঠোর নিন্দা; ১০ রুবল পর্যন্ত জরিমানা ও সাধারণ সম্পত্তি তসরুফের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০ রুবল; আসামীকে কম বেতনের চাকুরিতে বদলি বা তার চাকুরির অবনতি ঘটানোর জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব; সর্বসাধারণের পক্ষে কোন ক্ষতিকর কাজে নিজে লিপ্ত হলে আসামীকে তার দখলাধীন ঘর থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব; সর্বোচ্চ ৫০ রুবল পর্যন্ত ক্ষতির জন্য তাকে ক্ষতিপূরণে বাধ্যকরণ।

আসামীকে ফৌজদারি আইনে সোপর্দযোগ্য মনে করলে কমরেডদের আদালত মামলার যাবতীয় উপকরণ ও তার উপযুক্ত সিদ্ধান্ত মিলিসিয়া, অভিশংসক দপ্তর বা বিচারালয়ে পাঠায়।

কমরেডদের আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচ্য, কিন্তু এইসব সিদ্ধান্ত মামলার আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর বা বিদ্যমান আইনের বিরোধী হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি বা স্থানীয় সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী পরিষদ মামলাটি পুনর্বিচারের জন্য কমরেডদের আদালতকে অনুরোধ জানাতে পারে।

সম্পত্তি সংক্রান্ত শাস্তির সিদ্ধান্তগুলি (জরিমানা, ক্ষতিপূরণ, ইত্যাদি) একজন গণ-বিচারপতির কাছে পাঠান হয় এবং তিনি পেশকৃত উপকরণাদি পরীক্ষা ও গৃহীত সিদ্ধান্তের বৈধতা যাচাইয়ের পর সংশ্লিষ্ট বেলিফ দ্বারা এই সিদ্ধান্ত বলবৎ করার জন্য কার্যকর রীট জারি করতে পারেন।

কমরেডদের আদালতের সাধারণ কার্যকলাপ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আলোচ্য প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও সংস্থার নির্বাচিত স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি বা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সোভিয়েতের উপর ন্যস্ত থাকে। কমরেডদের আদালতগুলিকে আইনগত বা পদ্ধতিগত সাহায্য দেয় গণ-আদালতগুলি।

নাবালক কমিশনগুলি হল কিশোর-অপরাধ মোকাবিলায় জনগণের শরিকানার একটি উল্লেখযোগ্য ধরন। এই কমিশন জেলা বা আঞ্চলিক

সোভিয়েতের অধীনে এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির মন্ত্রিপরিষদের অধীনে ও কয়েকটি ক্ষেত্রে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির মন্ত্রিপরিষদের অধীনে গঠিত হয়।

নাবালক কমিশনের কার্যকলাপ ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত বিশেষ সংবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, রুশ ফেডারেশনের নাবালক কমিশনের সংবিধি গৃহীত হয় ১৯৬৭ সালের জুন মাসে, সংশোধিত ও পরিপূরিত হয় পরবর্তীতে।

কমিশনের মূল কাজ: শিশুদের প্রতি অবহেলা ও কিশোর-অপরাধ নিরোধের ব্যবস্থা, শিশুদের যত্ন (তাদের জন্য শিক্ষার সুবিধা) ও যুবকদের সহায়তা (চাকুরি সংগ্রহে সাহায্য) দানের উদ্যোগ ও তাদের অন্যান্য অধিকারগুলি রক্ষা।

এই কর্তব্য পালনের জন্য কমিশন গণসংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবীদের সাহায্য ব্যবহার করে। কমিশন কার্যপরিচালনায় জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির স্থায়ী কমিটি, ট্রেড ইউনিয়ন, যুবসংগঠন, অভিভাবক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

এই কমিশনের সদস্যবর্গ ও স্বেচ্ছাসেবী সাহায্যকারীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবী পরিদর্শকদের কর্তব্য: যেসব শিশু ও যুবকদের রাষ্ট্রীয় ও সাধারণের সাহায্য প্রয়োজন এবং যারা স্কুল ছেড়েছে ও যারা কাজ করছে না তাদের খোঁজা, নথিভুক্ত করা, কাজ সংগ্রহে যুবক-যুবতীদের সাহায্য, বৃত্তিমুখী বা সাধারণ স্কুলে তাদের ভর্তি, শিশুদের লালনপালনে মাতা-পিতাকে সাহায্য ও অন্যান্য ব্যবস্থা।

যেসব যুবক-যুবতী কয়েদের মেয়াদ শেষ করেছে বা যারা জেল-খাটা ছাড়া অন্য ধরনের শাস্তিভোগ করেছে কমিশন তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা সংগঠন করে। প্রয়োজনমতো কমিশন তাদের জন্য চাকুরি সংগ্রহ বা স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে সহায়তা দেয়।

কিশোর-অপরাধ নিরোধ ছাড়াও প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় খামারের প্রশাসন যাতে কর্মরত যুবক-যুবতীদের কাজের পরিস্থিতি নিয়ামক নিয়মকানুন মেনে চলে কমিশন তাও নিশ্চিত করে। উল্লেখ্য যে আইনসিদ্ধ নির্ধারিত ধরনে ও স্থানীয় নাবালক কমিশনের সম্মতি সাপেক্ষেই কেবল, প্রশাসন ১৮ বছরের কম বয়সীদের চাকুরি থেকে বরখাস্ত করতে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পড়ুয়াদের বহিষ্কার করতে পারে।

যেখানে কমিশনগুলির নিয়ন্ত্রণের এখতিয়ার বর্তায়: কিশোর-অপরাধীদের জন্য নির্দিষ্ট কিশোর শ্রম-কলোনিগুলিতে, মিলিসিয়ার কিশোর-ব্যুরোর উপরে, অবহেলিত শিশুদের অভ্যর্থনাকেন্দ্রে এবং শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট অনুরূপ শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। কমিশন-সদস্যরা এইসব প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার, প্রশাসনের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চাওয়ার, সেখানে অবস্থানকারী নাবালকদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণের এবং তাদের অনুযোগ ও দরখাস্তগুলি পরীক্ষার অধিকারী।

কমিশন বিচারালয়ের সামনে আবেদন দাখিলের অধিকারী, যাতে দোষী-সাব্যস্ত কিশোরকে দেয় সর্বোত্তম শাস্তির ব্যাখ্যাদান সহ শাস্তি লঘুকরণ বা মেয়াদশেষের আগে মুক্তিদানের সুপারিশ করা যায়।

কমিশন যাথার্থ্যের নিরিখে মামলাগুলি স্বাধীনভাবে পরীক্ষার ব্যাপক ক্ষমতারও অধিকারী: ক) আইন মোতাবেক ফৌজদারি দণ্ডবিধি প্রযোজ্য নয় এমন বয়সী কিশোরদের কৃত সমাজের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর কাজ (অপরাধ) সংক্রান্ত মামলা; খ) অপরাধের সামান্যতা ও অপরাধীর অল্পবয়স সাপেক্ষে আদালত বা অভিশংসক যেসব ফৌজদারি কার্যক্রম খারিজ বা প্রত্যাখান করেছে, কিন্তু সেগুলির বিষয়বস্তু নাবালক কমিশনের কাছে পাঠান প্রয়োজন মনে করেছে।

এইসব মামলায় প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুগুলির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পর কমিশন কিশোর-অপরাধীর উপর নিম্নোক্ত বাধ্যবাধকতাগুলি প্রয়োগ করতে পারে: ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমাপ্রার্থনা, কঠোর ভর্ৎসনা, পিতা-মাতার কর্মস্থলকে তাদের সন্তানের দুষ্কর্ম সম্পর্কে অবহিত করা, নাবালককে শ্রমসঙ্ঘের হেপাজতে রাখা, তাকে শিশু ও কিশোরদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রেরণ, ইত্যাদি।

শিশুদের লালনপালনে পিতা-মাতার দায়িত্বপালনে বিদ্বেষপ্রসূত অপারগতার ক্ষেত্রে কমিশন তাদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে পারে: নিন্দাজ্ঞাপন, কমরেডদের আদালতে ব্যাপারটি স্থানান্তর, কিশোর কর্তৃক ২০ রুবল পর্যন্ত মূল্যের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়, অনূর্ধ্ব ২০ রুবল জরিমানা, এই দুষ্কর্ম সম্পর্কে তাদের কর্মস্থলের প্রশাসনকে অবহিত করা, অধিকার অপব্যবহার প্রমাণিত হলে পিতা-মাতার অধিকার হরণের জন্য আদালতের আশ্রয়প্রার্থনা।

কমিশন বিবেচনাধীন মামলাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও দলিলপত্র

দাবী করার এবং সাক্ষ্যদানের জন্য কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গকে ডেকে পাঠানোর অধিকারী। কিশোর-অপরাধীর মামলা বিবেচনাকালে সেখানে তার উপস্থিতি এবং পিতা-মাতা বা পিতা-মাতার স্থলবর্তীর উপস্থিতিও বাধ্যতামূলক। কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্থানীয় জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী পরিষদের কাছে আপীল করা চলে।

প্রহরা কমিশনগুলি গঠিত হয় জেলা ও শহর জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের কার্যনির্বাহী পরিষদের অধীনে। এই কমিশনের সংবিধিটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ সোভিয়েতগুলির সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত। সোভিয়েত, ট্রেড ইউনিয়ন, যুবসংগঠন সহ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবর্গ এবং বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রতিনিধিদের সমবায়ে এই কমিশনগুলি গঠিত হয়ে থাকে। কমিশনে ১২-১৫ জন সদস্য থাকাই সাধারণ রীতি।

প্রহরা কমিশনের সভ্যরা গণসংগঠন বা শ্রমসঙ্ঘের সুনামখ্যাত সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়। স্থানীয় জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েত এই সদস্যদের চূড়ান্তভাবে মনোনীত করে।

প্রহরা কমিশন সাধারণত মিলিসিয়া, অভিশংসক দপ্তর, আদালতের কর্মচারী, উকিলসভার সদস্যদের, অর্থাৎ কোন-না-কোন ভাবে শোধনমূলক ও শোধনমূলক শ্রমসংস্থার নিয়মিত কর্তব্যপালনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নিজ কাজে সংশ্লিষ্ট করে না।

প্রহরা কমিশনের মূল কর্তব্য: শোধনমূলক শ্রমসংস্থা ও আদালতের দণ্ডাদেশ বলবৎকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের উপর অবিরাম গণনিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ। এই নিয়ন্ত্রণের এখতিয়ার: দণ্ডিতদের রাখার ব্যবস্থা ও আবাসনের পরিস্থিতি তদারক, তাদের শ্রম, সাধারণ ও বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষামূলক কার্যকলাপ সংগঠন, ইত্যাদি।

কমিশন শ্রমসঙ্ঘের জামিনে মুক্ত বা জেল-খাটা ছাড়া অন্যভাবে আদালতের দণ্ডাদেশভোগী লোকদের কর্মস্থলের শিক্ষাগত সুবিধাগুলির ব্যবহার পরীক্ষা করে, অসুবিধাগুলি দূর করে। বিচারালয়ে একাধিকবার দণ্ডিতদের দৈনন্দিন জীবনে ও প্রকাশ্য স্থানে তাদের আচরণ লক্ষ্য করা এবং জেল-ফেরতাদের চাকুরি ও বাসস্থানের সুবিধালাভে সহায়তা করাও কমিশনের কর্তব্য।

কমিশন সদস্যদের অধিকারের এখতিয়ার: শোধনমূলক শ্রমসংস্থাগুলি পরিদর্শন, দণ্ডিতদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও তাদের অভিযোগ পরীক্ষা,

তাদের ব্যক্তিগত নথিপত্র দেখান, প্রশাসনের কাছ থেকে কমিশনের প্রয়োজনীয় দলিলপত্র, নির্দেশপত্র আদায়, জেলখানা ও আদালতের দণ্ডাদেশ বলবৎকারী অন্যান্য সংস্থার বৈঠকে কয়েদিদের সংশোধন ও ত্রুটিমুক্তকরণের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রশাসনের প্রতিবেদন শোনা।

কমিশন কোন জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী পরিষদের কাছে শোধনমূলক শ্রমসংস্থাগুলির কার্যকলাপ উন্নয়নের প্রস্তাব পেশ করতে পারে। কমিশন দণ্ডিত ব্যক্তিদের ক্ষমাপ্রদর্শনের জন্য দরখাস্ত পেশ করতে এবং শোধনমূলক শ্রমসংস্থার প্রশাসনের সঙ্গে একযোগে কোন কয়েদির দণ্ডাদেশ হ্রাস বা মেয়াদশেষের আগেই তার মুক্তিদানের জন্য আদালতে আর্জি পেশ করতে পারে।

জেল-ফেরতাকে কাজে নিয়োগে অস্বীকৃতি জানানোর কারণগুলি পরীক্ষা এবং তাকে কোন চাকুরিতে গ্রহণের জন্য দাবী জানানোর অধিকার কমিশনের রয়েছে।

প্রয়োজনবোধে কমিশন তার বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য অভিশংসক, শোধনমূলক শ্রমসংস্থার গভর্নরবর্গ, গণসংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের আমন্ত্রণপত্র পাঠায়। পরিস্থিতির চাহিদা সাপেক্ষে কমিশন কয়েদিকে ডেকে পাঠাতে পারে।

বিচার্য বিষয়ে কমিশনের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বলবৎকরণ বাধ্যতামূলক এবং এই বিষয়ে কমিশনের কাছে দু'সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ অপরিহার্য। কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জেলা জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী পরিষদের কাছে আপীল করা চলে।

স্বেচ্ছাসেবী গণপ্রহরী দল জনশৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রথম সংগঠিত হয় ১৯৫৯ সালে লেনিনগ্রাদ ও স্ভের্দলভ্স্ক শহরের কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে।

এই প্রহরী দলের পদমর্যাদা বর্ণনা, সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় বৈধ নিশ্চয়তা সৃষ্টি ও আইনের কঠোর আওতায় তাদের কার্যকলাপ সংগঠনের জন্য ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলি জনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রহরী দল নিয়ামক প্রবিধানগুলি অনুমোদন করে।

ব্যবস্থাটি কোন বিশেষ পরিস্থিতির ফলশ্রুতি ছিল না। রাষ্ট্রের বিষয়গুলি পরিচালনায় নাগরিকদের ব্যাপক শরিকানা সম্পর্কিত লেনিনীয় প্রত্যয়ের একটি স্বাভাবিক বিকাশ হিসাবেই এই প্রহরীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রবিধানে বলা হয়েছে যে ব্যাপক সংখ্যক নাগরিক সচেতনভাবে কাজ করে,

সততার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নাগরিক কর্তব্য ও কঠোর আইনমান্যতা সম্পাদন করে, কিন্তু এমন কিছু লোক আছে যারা নাগরিক আচরণের রীতি পালন করে না। এই ধরনের লোকদের প্রভাবিত করার সর্বোত্তম পন্থা স্বভাবত মিলিসিয়ার হস্তক্ষেপ নয়, জনশৃঙ্খলা মজবুতে অত্যন্ত উৎসাহী খোদ নাগরিকদের মাধ্যমেই আইনলঙ্ঘনগুলির সক্রিয় ও সময়োচিত প্রতিষেধ।

স্বেচ্ছাসেবী গণপ্রহরী দলগুলি সংগঠন, সংস্থা, যৌথখামারে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেখানকার অগ্রগণ্য শিল্প ও অফিসকর্মী, যৌথখামারী ও ছাত্রদের সমবায়ে গঠিত হয়। প্রহরীরা নিজেই তাদের দলপতি নির্বাচন করে।

তাদের প্রধান কর্তব্য: রাস্তাঘাটে, পার্কে ও জনাধ্যুষিত স্থানগুলিতে জনশৃঙ্খলা রক্ষা; শিশুদের প্রতি অবহেলা মোকাবিলা; অপরাধীদের আটকান; আইনলঙ্ঘন ও অপরাধ অনুষ্ঠান প্রতিরোধ; জনগণের কাছে কার্যকর আইনগুলির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা।

এই লক্ষ্য সামনে রেখে প্রহরী যেকোন ব্যক্তিকে তার অসদাচরণ থামাতে বলতে পারে, প্রত্যক্ষদর্শীদের উপস্থিতিতে আইনলঙ্ঘনের ঘটনার একটি বিবৃতি আদায় করে তাকে প্রহরীদের সদরদপ্তরে বা মিলিসিয়া স্টেশনে পাঠাতে পারে। আসামী বাধা দিলে তাকে মিলিসিয়া স্টেশনে নেওয়া চলে এবং সেখানেই তার দায় নির্ধারিত হয়ে থাকে।

প্রহরীর জীবন ও স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি বা অবৈধ বাধা সৃষ্টি আইনত দণ্ডনীয়।

প্রহরীদের কৃত কার্যকলাপের বৈধতার দৈনন্দিন নিয়ন্ত্রণ সেইসব প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি প্রয়োগ করে থাকে, যেখানে প্রহরী দলটি গঠিত হয়েছিল। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় এই ধরনের গণশরিকানা খুবই ফলপ্রসূ।

গণপ্রহরী দল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিধায় বিচারপতিরা সেগুলির কার্যকলাপ পরিচালনা করতে পারেন না। কিন্তু তাঁরা বৈধ নিয়মগুলির ব্যাখ্যাদান ও সোভিয়েত আইন সম্পর্কিত জ্ঞানবিস্তারের মাধ্যমে ওগুলিকে সর্বদা সহায়তা দিয়ে থাকেন।

আইনভঙ্গ মোকাবিলায় জনগণের এই শরিকানা বস্তুত রাষ্ট্রীয় (আদালতের) হস্তক্ষেপের কোন ব্যবস্থার অংশ নয়। ব্যাপারটি পুরোপুরি স্বেচ্ছামূলক। আদালতের উদ্দেশ্য থেকে এর সুস্পষ্ট পৃথকীকরণ প্রয়োজন। আইনগত উদ্দেশ্য থেকে পৃথক এই গণপ্রভাব খাটানোর ব্যবস্থাবলীতে

শাস্তির কোন উপাদান নিহিত নেই, আছে শুধু বিশুদ্ধ শিক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য (সামান্য জরিমানা আদায় ব্যতিরেকে)। জনগণের প্রভাব খাটানোর ব্যাপারটিতে কোন আইনগত পরিণতি জড়িত নয়। অর্থাৎ এতে নেই কোন দণ্ডদান বা আইনগত বাধানিষেধের ব্যবস্থা।

সোভিয়েত ইউনিয়নে দুষ্কর্ম দমনে গণশরিকানার ইতিবাচক ফলাফলগুলি সকলের কাছে খুবই সহজলক্ষ্য।

৬. রাষ্ট্রীয় লেখ্য-প্রমাণক দপ্তর

রাষ্ট্রীয় লেখ্য-প্রমাণক দপ্তরটি আইনবিভাগীয় প্রণালীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী, কেননা, কোন কোন প্রশ্নে এই দপ্তরের কার্যকলাপ আদালতের কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সবগুলি লেখ্য-প্রমাণক দপ্তরই সংশ্লিষ্ট বিচারমন্ত্রকের অধীনে একটি প্রণালীতে সমন্বিত। সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন বেসরকারী লেখ্য-প্রমাণক নেই।

লেখ্য-প্রমাণক দপ্তরের কার্যাবলী: নাগরিক, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থরক্ষা, সমাজতান্ত্রিক বৈধতা ও আইনশৃঙখলা মজবুত করা, চুক্তি, আমমোক্তারনামা ও অন্যান্য লেনদেনের শুদ্ধ ও সময়োচিত সত্যায়ন এবং উত্তরাধিকার ও অন্যান্য প্রমাণক দলিলপত্র আইনসঙ্গত কাঠামো অনুযায়ী লেখার মাধ্যমে আইনভঙ্গরোধ।

নাগরিকদের বৈধ স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্র এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে যে লেখ্য-প্রমাণক কর্তৃক সত্যায়িত হওয়ার পরই কেবল নাগরিকদের মধ্যেকার কতকগুলি চুক্তি ও সমঝোতা, নাগরিকদের ও সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যেকার কয়েকটি আইনগত সম্পর্ক বৈধ হিসাবে বলবৎ হবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির দেওয়ানি আইনকোষে বসতবাড়ি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি এবং কোন নাগরিকের সঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কৃত ১০০০ রুবলের অধিক অর্থের কোন চুক্তির ক্ষেত্রে লেখ্য-প্রমাণকের সত্যায়ন বাধ্যতামূলক। এই চাহিদাপূরণের ব্যর্থতা লেনদেন অসিদ্ধ হওয়ার সামিল।

কোন নাগরিক বা বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে লেখ্য-প্রমাণক দপ্তরকে কোন লেনদেন বা দলিলপত্র সত্যায়নের জন্য অনুরোধ জানাতে

পারে, যদি তারা মনে করে যে কাজটি কোন মামলায় তাদের অধিকার সপ্রমাণের সহায়ক হবে।

লেখ্য-প্রমাণকের সম্পাদ্য প্রত্যয়নযোগ্য দলিলপত্রের একটি তালিকা ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির মন্ত্রিপরিষদ অনুমোদন করে।* এই ধরনের প্রত্যয়নকৃত দলিল বিচারালয় কর্তৃক জারি করা কার্যকর আজ্ঞালেখের সমতুল্য ও আজ্ঞাপকভাবে বলবৎযোগ্য।

আইনের অধীনে লেখ্যপ্রমাণক দপ্তরগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তিগুলি রক্ষা, উত্তরাধিকারের সত্যায়নপত্র দেয়া, ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

তাদের কার্যকলাপ অকাট্য তথ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কোন মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে মামলা-মোকদ্দমা রুজু সাপেক্ষে তা আদালতেই মীমাংসেয়। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে কোন লেখ্য-প্রমাণক দপ্তরের দেয়া সত্যায়নপত্রের মান্যতা আদালতের কাছে বাধ্যতামূলক নয়। আদালত বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। অধমর্ণ কর্তৃক লেখ্য-প্রমাণক দপ্তরের মাধ্যমে উত্তমর্ণের কাছে হস্তান্তরের জন্য প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ নিয়ে কোন বিরোধ ঘটলে তাও বিচারালয়েই মীমাংসেয়।

লেখ্য-প্রমাণক দপ্তরগুলির কাঠামো ও কার্যকলাপ নিয়ামক মূল উৎসগুলিতে রয়েছে: ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত কর্তৃক গৃহীত 'রাষ্ট্রীয় লেখ্য-প্রমাণক দপ্তর বিষয়ক' সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন, সর্ব-ইউনিয়ন আইন বিশদীকরণে গৃহীত লেখ্য-প্রমাণক দপ্তর বিষয়ক প্রজাতান্ত্রিক আইনগুলি এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের দেওয়ানি ও দেওয়ানি-কার্যবিধির আইনকোষগুলি।

সকল ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রে দলিল সম্পাদনের কাজের জন্য সর্বত্র লেখ্য-প্রমাণকের অসংখ্য দপ্তর রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই দপ্তরের বর্তমান

---

* যে-দলিলে লেখ্য-প্রমাণক অকাট্যভাবে ব্যক্তিবিশেষের কোন অধিকার সত্যাপন করেন। সম্পাদ্য প্রত্যয়নের ক্ষেত্রগুলি আইনে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত: অনাদায়ী কর, পারস্পরিক সহায়তা তহবিল থেকে নেওয়া মেয়াদ-অতিক্রান্ত ঋণ, কিশ্তি হিসাবে পরিশোধ্য জিনিসের দাম বিলম্বে পরিশোধ আদায়। দলিলটি একজন বেলিফের কাছে পাঠান হয় ও তিনি প্রাপ্য আদায় করেন। — সম্পাঃ

সংখ্যা ৩৫০০-র বেশি। বার্ষিক এগুলিতে সত্যায়িত দলিলপত্রের সংখ্যাও প্রায় ২ কোটি।

কোন কোন জনাধ্যুষিত এলাকায় এই ধরনের দপ্তরের অনুপস্থিতির প্রেক্ষিতে স্থানীয় সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তারাই এই দায়িত্ব পালন করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে সোভিয়েত নাগরিক ও বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সুবিধার্থে সেখানে অবস্থিত সোভিয়েত ইউনিয়নের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি এই কার্যসম্পাদন করে।

সাধারণ নিয়মে লেখ্য-প্রমাণকের যে-দপ্তরে দরখাস্ত পেশ করা হয় সেই দপ্তরই কাজটি সম্পাদন করে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে (বসতবাড়ি ক্রয়-বিক্রয়, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি রক্ষা, ইত্যাদি) এই কাজগুলি স্থানীয় লেখ্য-প্রমাণক দপ্তরই করে, যেখানে বসতবাড়ি বা অন্যান্য সম্পত্তি অবস্থিত।

রাষ্ট্রীয় লেখ্য-প্রমাণক দপ্তরের কার্যাবলী: লেনদেন প্রত্যয়ন (চুক্তি, ইচ্ছাপত্র, আমমোক্তারনামা, ইত্যাদি); উত্তরাধিকারের সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা; উত্তরাধিকারের প্রত্যয়নপত্র দেয়া; দলিলে দেয়া স্বাক্ষরের সত্যতা প্রত্যয়ন: দলিলের অনুলিপি ও তথাকার উদ্ধৃতিগুলির সত্যতা প্রত্যয়ন; এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় দলিলপত্র অনুবাদের শুদ্ধতা প্রত্যয়ন; নাগরিকদের ঠিকানা প্রত্যয়ন; আলোকচিত্রস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাগরিকের অভিন্নতা সত্যায়ন; দলিলপত্রে উল্লিখিত সময় সত্যায়ন; জমা দেয়ার জন্য অর্থ ও জামানত গ্রহণ; জারীকরণ প্রত্যয়ন; জমা দেয়ার জন্য দলিলপত্র গ্রহণ; জাহাজের প্রতিবাদগুলি লিখন, ইত্যাদি।

মেরু ও অন্যান্য অনুরূপ অভিযানের শরিক, সৈন্যবাহিনীতে, সমুদ্রযাত্রী জাহাজে কর্মরত, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যনিবাসে চিকিৎসাধীন নাগরিকদের অধিকার ও স্বার্থগুলির যোগ্যতর সংরক্ষণের জন্য আইন যেসব কর্মকর্তার উপর ইচ্ছাপত্র ও আমমোক্তারনামা সত্যায়নের অধিকার ন্যস্ত করেছে: অভিযানের অধিনায়ক, সামরিক ইউনিটের সেনাপতি, জাহাজের ক্যাপ্টেন, হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক প্রমুখ।

দলিলপত্র সম্পাদনকালে লেখ্য-প্রমাণক ওই কার্যসম্পাদনের জন্য দরখাস্তকারী নাগরিকদের সনাক্তকরণ সহ জমাদেয়া আনুষঙ্গিক যাবতীয় দলিলপত্র পরীক্ষা করেন। আইনের চাহিদানুগ নয় এমন দলিল এবং নাগরিকদের সম্মান ও মর্যাদা হানিকর তথ্যসম্বলিত কোন কাগজপত্র তাঁরা গ্রহণ করেন না। প্রতিষ্ঠান ও কারখানা থেকে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র

গ্রহণের অধিকার তাঁদের আছে। দলিলপত্র সম্পাদনের গোপনীয়তা রক্ষায় তাঁরা দায়বদ্ধ। দলিলপত্র সম্পাদনের সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য নাগরিকদের কাছ থেকে তাঁরা রাষ্ট্রীয় শুল্ক আদায় করেন।

একটি ইউনিয়ন বা স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রে, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বা এলাকায় যে-ভাষায় বিদ্যমান আইনের আওতায় আইনগত কার্যক্রম পরিচালিত হয় সেই ভাষায়ই দলিলপত্র সম্পাদনের কারণিক কাজগুলি নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। দলিলপত্র সম্পাদন সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য দরখাস্তকারী ব্যক্তি কারণিক কার্যের ভাষা না জানলে সম্পাদ্য দলিলের পাঠ সেই ব্যক্তির জন্য লেখ্য-প্রমাণক নিজে বা তাঁর পরিচিত কোন অনুবাদকের মাধ্যমে অবশ্যই অনুবাদ করাবেন।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন দলিল সম্পাদনের কাজ অশুদ্ধ বিবেচনা করলে বা তাকে অস্বীকৃতি জানালে সে লেখ্য-প্রমাণক দপ্তর এলাকায় অবস্থিত গণ-আদালতে অভিযোগ পেশ করতে পারে।

সোভিয়েত নাগরিকদের মতো বিদেশী নাগরিক ও নাগরিকত্বহীন ব্যক্তিবর্গও সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় লেখ্য-প্রমাণক দপ্তর ও দলিল সম্পাদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে দরখাস্ত পেশের অধিকারী।

রাষ্ট্রীয় লেখ্য-প্রমাণক সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন বা সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী বিদেশী আইনের নিয়ম প্রয়োগ করতে পারেন।

সোভিয়েত লেখ্য-প্রমাণক বিদেশী আইনের চাহিদানুগভাবে সম্পাদিত দলিলপত্র গ্রহণ করেন, বিদেশী বিধান মোতাবেকই সেগুলির প্রত্যয়নমূলক সত্যায়ন নিষ্পন্ন করেন, যদি তা সোভিয়েত ব্যবস্থার মূলনীতির বিরোধী না হয়।

রাষ্ট্রীয় লেখ্য-প্রমাণক সোভিয়েত বিধান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিদেশী বিচারসংস্থার সংবিধিবদ্ধভাবে দেয়া নির্দিষ্ট দলিল সম্পাদন সংশ্লিষ্ট পররাষ্ট্রের আইন সংক্রান্ত অনুরোধপত্রগুলি কার্যকর করেন।

বিদেশী কর্তৃপক্ষের শরিকানায় সম্পাদিত বা তাদের প্রদত্ত দলিলপত্র সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রকের যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইনসিদ্ধ হওয়ার শর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের লেখ্য-প্রমাণক দপ্তরে গৃহীত হতে পারে। এই ধরনের আইনসিদ্ধতা ব্যতিরেকে কেবল সেইসব দলিলপত্রই লেখ্য-প্রমাণক দপ্তরে গৃহীত হয়ে থাকে যেসব ক্ষেত্রে তা সোভিয়েত ইউনিয়নের

বিধান বা সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা শর্তবদ্ধ রয়েছে।

কোন বিদেশী নাগরিকের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বা সোভিয়েত নাগরিকের মৃত্যুর পর উইল অনুসারে বিদেশীর প্রাপ্য সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব এবং এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রত্যয়নপত্র দেয়াও লেখ্য-প্রমাণকেরই দায়িত্ব। এইসব কর্তব্য লেখ্য-প্রমাণক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারেই সম্পাদন করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাক্ষরিত কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা যদি দলিল সম্পাদন সংক্রান্ত কার্যকলাপের এমন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে যা সোভিয়েত বিধান থেকে আলাদা, সেক্ষেত্রে ওই চুক্তি বা সমঝোতার নিয়মগুলিই দলিল সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

রাষ্ট্রীয় লেখ্য-প্রমাণক দপ্তরগুলি সাধারণ দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ও বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা — এই দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান দ্বারাই পরিচালিত হয়। প্রথমটিতে রয়েছে: সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ, ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির মন্ত্রিপরিষদ এবং অঞ্চল, এলাকা, জেলা ও শহরের জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির কার্যনির্বাহী পরিষদ, আর দ্বিতীয়টিতে: ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির বিচারমন্ত্রক, এইসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির আইনসঙ্গত অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি।

৭. সালিসী বোর্ড

সবগুলি সোভিয়েত কারখানা ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান একটি অর্থনৈতিক চুক্তিপ্রণালী দ্বারা যুক্ত, যেগুলির বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক এবং চুক্তিমূলক শৃঙখলা বস্তুত আইনের আওতায় পালনীয় ও সংরক্ষিত। শিলপ, কৃষি, নির্মাণ ও পরিবহণের সফল কৃতিতে কারখানা, সংস্থা ও নির্মাণস্থলের জন্য সাজসরঞ্জাম, কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রীর যথাযথ সরবরাহ সংগঠনের গুরুত্ব সর্বাধিক। কিন্তু এগুলির পারস্পরিক ব্যবসায়িক সম্পর্কসমূহের আইনগত নিয়ন্ত্রণও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অন্যান্য দেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি পৃথক বৈশিষ্ট্য হল এখানে কোন 'অর্থনৈতিক আদালত' নেই। সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির

মধ্যেকার যাবতীয় অর্থনৈতিক ও আইনগত বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব সোভিয়েত সালিসী বোর্ডগুলির উপর ন্যস্ত।

সোভিয়েত রাষ্ট্রে গোড়ার দিকের বছরগুলিতে তখনই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ মীমাংসার জন্য গঠিত সালিসী কমিশনের কার্যকরতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলির এখতিয়ার ছিল খুবই সীমিত। এই ধরনের বিরোধের অধিকাংশই মীমাংসিত হত সাধারণ আদালতে।

১৯৩১ সালের মে মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ ও গণ-কমিসারদের পরিষদ বিভিন্ন বিভাগের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলির মধ্যে উদ্ভূত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিরোধ মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রীয় সালিসী বোর্ড সৃষ্টির এবং এক ও অভিন্ন বিভাগের অধীনস্থ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেকার বিরোধ মীমাংসার জন্য বিভাগীয় সালিসী বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

রাষ্ট্রীয় সালিসী বোর্ডের উপর ন্যস্ত মূল কর্তব্যগুলি: প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও সংস্থাসমূহের বৈধ স্বার্থরক্ষা; সোভিয়েত সরকারের গৃহীত অর্থনীতি বিষয়ক আইন ও সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রতিপালনের উপর সক্রিয় প্রভাব বিস্তার; প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলি কর্তৃক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ পূরণ এবং তাদের গৃহীত মালসরবরাহের পরিকল্পিত দায়িত্ব ও অন্যান্য বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনে সহায়তা।

পরিকল্পনা ও মালসরবরাহের পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থতা, নিম্নমানের জিনিসপত্র ও অপূর্ণ প্রস্তু সরবরাহ এবং রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও চুক্তিমূলক বাধ্যবাধকতা ভঙ্গের অন্যান্য ক্ষেত্রে সালিসী বোর্ড অর্থনৈতিক সংগঠনগুলির প্রতি সম্পত্তিমূলক ও অন্যান্য শাস্তিবিধানের মাধ্যমে এই কর্তব্যগুলি সম্পাদন করে।

রাষ্ট্রীয় সালিসী বোর্ডের এই মামলাগুলি পরীক্ষা সাধারণ বিচারালয়ে অনুষ্ঠিত মামলার বিচার থেকে আলাদা।* মূল পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ: ক) সালিসী বোর্ডের মীমাংসিত বিরোধগুলি দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানের

---

* উল্লেখ্য যে রাষ্ট্রীয় সালিসী বোর্ডগুলি নির্বাচিত নয়, প্রশাসনিকভাবে নিযুক্ত। — সম্পাঃ

মধ্যেকার সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (বিরোধের এক পক্ষ নাগরিক হলে তা আদলতে মীমাংসেয়); খ) বিরোধ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির উপস্থিতিতে ও একজন রাষ্ট্রীয় সালিসের পরিচালনায় বোর্ড মামলাগুলি পরীক্ষা করে, অর্থাৎ গণনির্ধারকদের শরিকানা ব্যতিরেকে, যেমনটি সাধারণ বিচারালয়ে হয়ে থাকে, যেখানে সমগ্র বিচারকমণ্ডলী অধিবেশন কক্ষে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সেজন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির জন্য গ্রহণযোগ্য একটি চুক্তিতে পেঁাছনোই সালিসীর উদ্দেশ্য। পক্ষগুলির মধ্যে মতৈক্য অসম্ভব হলে খোদ সালিসই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সালিসী কার্যকলাপ নিয়ন্তা প্রধান প্রধান বিধানিক আইনগুলি: ১৯৭৯ সালে গৃহীত 'সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় সালিসী বোর্ড' আইন ও ১৯৮০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত রাষ্ট্রীয় সালিসী বোর্ড কর্তৃক অর্থনৈতিক বিরোধ পরীক্ষার নিয়মাবলী, এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহ কর্তৃক গৃহীত প্রাসঙ্গিক প্রবিধান ও নির্দেশাবলী।

কোন কোন স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় সালিসী বোর্ডের কাজের অনেকগুলি নীতিই বিচারালয়ের কর্মনীতিরই অনুরূপ:

সালিসী বোর্ডের পক্ষে পুরোপুরিভাবে সমাজতান্ত্রিক বৈধতা অবশ্যপালনীয়, অর্থাৎ তারা নিজ এখতিয়ারভুক্ত বিরোধগুলি আইন ও অন্যান্য আদর্শ বিধির কঠোর মান্যতার সঙ্গে পরীক্ষা ও মীমাংসা করবে;

বিষয়গত সত্যতা নির্ধারণের নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে সালিসী বোর্ড অবশ্যই খোদ সালিস কর্তৃক বিবেচিত, তদন্তকৃত ও মূল্যায়িত সাক্ষ্যের সঙ্গে পূর্ণসঙ্গতি সহকারে মামলার যথার্থ পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি প্রতিষ্ঠিত করবে;

বিচারালয় ও সালিসী বোর্ড উভয়ত বাদীরাই মূলত অভিযোগ আনে, যারা মামলার বিষয়বস্তু ও কারণগুলি, দাবীর পরিমাণ ও নিজেদের দাবী পুরোপুরি বা আংশিক প্রত্যাহার, ইত্যাদির অধিকারী;

কোন সালিসী বোর্ডে বিবদমান পক্ষগুলি নিজেদের দাবীগুল পেশ করতে, সাক্ষ্যসাবুদ আনতে, অন্য পক্ষের উত্থাপিত যুক্তিগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে, পরস্পরকে জেরা করতে পারে; যথানিয়মে সবগুলি দাবীই মৌখিকভাবে বর্ণিত হয়, যদিও লিখিত দলিলপত্র ও পরীক্ষকদের তথ্যগুলি প্রকাশ করা শুধু অনুমোদনীয়ই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকও;

সালিসী বোর্ডের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সালিস ও মামলার অন্যান্য শরিকদের দ্বারা সালিসী কার্যধারায় পরীক্ষিত সম্পূর্ণ প্রমাণভিত্তিক হওয়া একান্ত অপরিহার্য।

বর্তমান রাষ্ট্রীয় সালিসী বোর্ডের ব্যবস্থা নিম্নোক্তভাবে সংগঠিত:

সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের অধীনে রাষ্ট্রীয় সালিসী বোর্ড দেশের রাজধানীতে অবস্থিত। এই বোর্ড সমবায় সমিতিগুলি সহ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উদ্ভূত প্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিরোধগুলি মীমাংসা করে, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির রাষ্ট্রীয় সালিসী বোর্ডসমূহ কর্তৃক বিরোধ মীমাংসার কার্যবিধি সম্পর্কিত নিয়ম জারি করে। অন্যান্য সালিসী সংস্থার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণও এই বোর্ডের এখতিয়ারভুক্ত;

প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্রের রয়েছে আনুষঙ্গিক প্রজাতান্ত্রিক মন্ত্রিপরিষদের অধীনস্থ নিজস্ব সালিসী বোর্ড। নিম্নতর পর্যায়ের সালিসী বোর্ডগুলি আঞ্চলিক ও এলাকার সোভিয়েতগুলির কার্যনির্বাহী পরিষদের ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির মন্ত্রিপরিষদের অধীনে গঠিত। মস্কো ও লেনিনগ্রাদের মতো বড় শহরেও রাষ্ট্রীয় সালিসী বোর্ড আছে।

মন্ত্রকসমূহ, বিভাগ, সরবরাহ ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিভাগীয় সালিসী বোর্ডসমূহ রাষ্ট্রীয় সালিসী বোর্ডের মতোই অভিন্ন নীতির ভিত্তিতে কার্যপরিচালনা করে। কিন্তু সেইসব অর্থনৈতিক বিরোধ এগুলির এখতিয়ারভুক্ত যেগুলি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকমসূহ ও বভাগগুলির অংশ হিসাবে গঠিত প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও সংস্থার মধ্যে উদ্ভূত হয়।

রাষ্ট্রীয় সালিসী বোর্ড একজন মুখ্য সালিস (আম্পায়ার) ও নিয়মিত সালিসবর্গ নিয়ে গঠিত এবং বোর্ডসমূহের যাবতীয় কর্মকান্ড পূর্বোক্ত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। অভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন সঙ্কলন, সালিসদের মধ্যে মামলাগুলি বণ্টন, মামলাগুলি পর্যালোচনার কার্যবিধি ও মেয়াদ তদারক এবং অন্যান্য সালিসের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির বৈধতাও যাচাই তাঁর কর্তব্যভুক্ত। ৩০ দিনের মধ্যে তিনি গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সাময়িকভাবে বাতিলের ও অন্যান্য সালিসের প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলি বদলান বা রদের হুকুম দিতে পারেন।

রাষ্ট্রীয় সালিসী বোর্ডের ব্যবস্থার প্রতিটি গ্রন্থির মামলা গ্রহণের ক্ষমতা কঠোরভাবে চিহ্নিত।

এই ক্ষমতা নিম্নোক্ত হেতুগুলি অনুযায়ী বর্ণিত: ক) মামলাকারীর

বশ্যতা; খ) সম্পত্তি সম্পর্কিত বিরোধে দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ অথবা চুক্তির শর্তাধীন অর্থের পরিমাণ (চুক্তি স্বাক্ষরের আগের বিরোধগুলির ক্ষেত্রে); গ) মামলাকারীর স্থান।

সালিসী বোর্ড মামলাগুলি পরীক্ষা করে প্রায়শ প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও সংস্থাগুলির আর্জির ভিত্তিতে, কখনো-বা সালিসী বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন সংস্থার প্রস্তাবে কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন কর্তৃক বৈধ রীতিনীতির মারাত্মক লঙ্ঘন সম্পর্কে অবহিত কোন সালিসের গৃহীত উদ্যোগে।

সালিসের কার্যক্রম প্রস্তুতের সময় সালিসের উপর যেসব অধিকার বর্তায়: প্রয়োজনীয় দলিলপত্র ও নির্দেশপত্র দাবী, প্রয়োজনমতো পরীক্ষক কমিশন নিয়োগ, প্রাথমিক কৈফিয়ৎ দেয়ার জন্য কর্মকর্তাদের তলব, ইত্যাদি। সবিশেষ উল্লেখ্য যে প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও সংস্থাগুলির দায়িত্বশীল প্রতিনিধিবর্গ একাধারে বিরোধের সংশ্লিষ্ট পক্ষ এবং সালিসী কার্যক্রমের শরিক।

সালিসের ক্ষেত্রে লিখিত সাক্ষ্য, প্রদর্শসামগ্রী, পরীক্ষকদের মতামত ও উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের দাখিলকৃত ব্যক্তিগত কৈফিয়তের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশিত হয়ে থাকে। সালিসী কার্যক্রমে সাক্ষীর সাক্ষ্য সাধারণত গৃহীত হয় না।

যথানিয়মে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে একটি মীমাংসায় পৌঁছতেই হয় ও আইনের চাহিদানুগ হলে তা বৈধতা লাভ করে।

পক্ষগুলির মধ্যে মতবৈষম্যের ক্ষেত্রে সালিস কর্তৃক একটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব। তিনি মামলার শুনানি বাতিল করতে (কেবল ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে) বা মুলতুবি রাখতে (বিচারালয়, সালিসী বোর্ড বা প্রশাসন সংস্থার বিচারাধীন কোন মামলার মীমাংসার উপর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ নির্ভরশীল হলে) পারেন; উভয় পক্ষের অনুরোধে বা সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে বা প্রতিবাদী স্বেচ্ছায় ঋণশোধ করলে বা অন্যান্য কারণে মামলা খারিজ করার অধিকারও সালিসের থাকে। স্বভাবতই সালিস মামলার গুণাগুণের নিরিখেই তা মীমাংসা করেন।

সালিসের কার্যধারায় তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত হয়।

সালিসী আদালত। প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলির মধ্যেকার নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক বিরোধ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে সালিসী আদালতের দায়িত্ব

পালনের ব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নের দেওয়ানি বিধানের মূলসূত্রে রয়েছে।

সালিসী সংস্থার ক্ষমতার এখতিয়ারভুক্ত হলে উভয় পক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে এইসব আদালত বিবেচনার জন্য মামলাগুলি গ্রহণ করে।

বিরোধ সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির পরিচালকরা বিরোধ মীমাংসায় সমর্থ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সালিস নির্বাচন করেন। সালিসী আদালতের রায় যথাযথ ও যথাযথভাবে নিষ্পন্ন কি না তা একটি রাষ্ট্রীয় সালিসী বোর্ড পরীক্ষা করে দেখে, যদি-না তা স্বেচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত হয়। সালিসী বোর্ড থেকে সালিসী আদালতের পার্থক্য এই যে এই আদলত আনীত অর্থনৈতিক বিরোধগুলি মীমাংসায় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির কাছ থেকে কোন রাষ্ট্রীয় শুল্ক আদায় করে না।

সামুদ্রিক সালিসী কমিশন সোভিয়েত ইউনিয়নের বাণিজ্য ও শিল্প সঙ্ঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কমিশনের এখতিয়ার: সামুদ্রিক ও নদীর জাহাজগুলির দেয়া সাহায্যের জন্য রোয়েদাদ নিয়ে বিরোধ; সামুদ্রিক ও নদীর জাহাজের মধ্যে সংঘর্ষজনিত বিরোধ এবং জাহাজ প্রক্রয়, জাহাজের প্রতিনিধির কাজকর্ম, মালপরিবহণ, জাহাজ টেনে নেওয়া ও ভাসানোর কাজকর্ম সম্পর্কিত বিরোধ ও সামুদ্রিক বীমা সংক্রান্ত বিরোধ; মাছশিকারের জাহাজ, জাল ও অনুরূপ সামগ্রী ক্ষতিজনিত বিরোধ ও সমুদ্রে মাছশিকারের সময় সঙ্ঘটিত অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি সংশ্লিষ্ট বিরোধগুলি।

আন্তর্জাতিক নদীগুলিতে সামুদ্রিক ও নদীর জাহাজগুলির চলাচল সংক্রান্ত অনুরূপ বিরোধগুলিও এই কমিশনের বিবেচনাধীন।

কমিশনের সদস্যবর্গকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাণিজ্য ও শিল্প সঙ্ঘের সভাপতিমণ্ডলী সামুদ্রিক আইন ও সামুদ্রিক বীমা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নির্বাচন করে।

কমিশনের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসায় পারস্পরিকভাবে সম্মত পক্ষগুলির লিখিত আবেদনপত্রের ভিত্তিতে, অথবা সমুদ্রে মালবহনের সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তিতে তা সুচিহ্নিত থাকলে, কমিশন বিচারার্থ মামলা গ্রহণ করে থাকে।

সামুদ্রিক সালিসী কমিশনে কোন বিরোধ মীমাংসার জন্য আনা হলে কমিশনের সদস্যদের মধ্য থেকে পছন্দসই সালিস নির্বাচনের অধিকার সংশ্লিষ্ট যেকোন পক্ষের থাকে। তারা একজন সালিস নির্বাচনে ব্যর্থ হলে কমিশনের সভাপতিই সালিস নির্বাচন করেন।

সালিস কার্যক্রমের ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য ফী গ্রহণ করা হয়।

কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতে আপীল করা যায়। কমিশনের অসঙ্গত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মহা-অভিশংসকও প্রতিবাদ জানাতে পারেন। কোন আপীল রুজু না হলে ত্রিশ দিন পর কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি বলবৎ হয় এবং বিবদমান পক্ষগুলি স্বেচ্ছায় রায়টি মেনে নেয়।

কমিশনের সিদ্ধান্ত কোন একটি পক্ষ স্বেচ্ছায় পূরণ না করলে তা বৈধভাবে বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় কার্যকর করা হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্য সালিসী কমিশন সোভিয়েত ইউনিয়নের বাণিজ্য ও শিল্প সঙ্ঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সালিসীর মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যচুক্তি থেকে উদ্ভূত, বিশেষত বিদেশী সংস্থা ও সোভিয়েত বাণিজ্য সংগঠনগুলির মধ্যেকার বিরোধগুলি মীমাংসার দায়িত্বপ্রাপ্ত। বাণিজ্য, শিল্প ও পরিবহণ সংগঠনগুলির প্রতিনিধি এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাণিজ্য ও শিল্প সংঘ এই কমিশনের সদস্যদের নির্বাচন করে।

বিরোধ মীমাংসার জন্য এই কমিশনের কাছে দরখাস্তকারীরা কমিশনে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজেদের ইচ্ছামতো বিদেশী নাগরিক সহ যেকোন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। কমিশনের সালিসী কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয়সংকুলানের জন্য ফী গ্রহণ করা হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্য সালিসী কমিশনের রায়গুলি চূড়ান্ত এবং আপীলযোগ্য নয়। যে-পক্ষের বিরুদ্ধে রায় দেয়া হয়েছে তার জন্য কমিশনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রায়টি কার্যকর করা বাধ্যতামূলক।

নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রায় কার্যকর করা না হলে তা আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি নির্ধারিত ধরনে বলবৎ করা হয়।

৮. বিচারমন্ত্রক

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রক ছাড়া আরও ৩৫টি প্রজাতান্ত্রিক বিচারমন্ত্রক রয়েছে: ১৫টি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের, ২০টি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের। সবগুলি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতান্ত্রিক মন্ত্রকের ‘দ্বৈত’ বশ্যতা আছে। একদিকে এগুলি ইউনিয়ন বা স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির সরকারের অংশ, অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রকের অধীনস্থ।

আঞ্চলিক ও এলাকাগত জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির কার্যনির্বাহী পরিষদে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিচারমন্ত্রকের অধীনস্থ বিচারবিভাগ থাকে, অর্থাৎ সেগুলিরও 'দ্বৈত' বশ্যতা রয়েছে।

বিচারমন্ত্রকগুলির উপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ— আদালতগুলিকে সাংগঠনিক নেতৃত্বদান।

সাংগঠনিক ব্যাপারে আদালতগুলি (সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত ছাড়া) পরিচালনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রক, ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির বিচারমন্ত্রক নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করে:

ক) আদালত সংগঠনের বিষয়ে প্রস্তাব তৈরি; বিচারপতি ও গণনির্ধারকদের নির্বাচন পরিচালনায় শরিকানা;

খ) বিচারকর্মীদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ;

গ) আদালতগুলির কার্যকলাপের দিকে নজর রাখা;

ঘ) আদালতের বিচারকার্য পরীক্ষা ও সাধারণীকরণ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সঙ্গে এই কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন;

ঙ) বিচার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান রাখা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রী দেশের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের অধিবেশনে শেষোক্ত কর্তৃক বিধানের প্রয়োগ সম্পর্কে আদালতগুলিকে দিশারী নির্দেশদানের প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের অধিবেশনে বিচারমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন, সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা চালান, কিন্তু সত্যাসত্যের ভিত্তিতে কোন ব্যাপার সম্পর্কে বিচারপতিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ভোট দেন না, নির্দিষ্ট ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার ন্যায়নির্ণয়নে শরিক হন না।

বিচারমন্ত্রী ও জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির কার্যনির্বাহী পরিষদের বিচারবিভাগের প্রধানরা শৃঙ্খলাভঙ্গকারী বিচারপতিদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারী।

মামলাগুলির ন্যায়নির্ণয়নে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে এবং ন্যায়বিচার বিধানে বিচারপতিদের স্বাধীনতার নীতির প্রতি কঠোর মান্যতা সহকারে বিচারমন্ত্রকের সংস্থাগুলি তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সর্বতোভাবে ন্যায়বিচার বিধান উন্নয়নে সহায়তা যোগায়।

আদালতগুলির সাংগঠনিক পরিচালনায় বিচার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান রক্ষার কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আদালতের পক্ষে কাজকর্ম চালনার

ও সমাজতান্ত্রিক ন্যায়বিচার বিধানের ধরনগুলির ব্যবহার এইসব পরিসংখ্যানের কল্যাণেই সম্ভবপর হয়। আদালতগুলির কার্যকলাপের উন্নতিসাধনে এবং আইন-প্রণয়নের উন্নতিবিধানে সুপারিশ প্রস্তুতিতে এগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বিধানগুলি সংহিতাবদ্ধকরণ ও প্রণালীবদ্ধকরণ এবং নতুন আইনের খসড়া তৈরিও আদালতগুলির কার্যকলাপ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড। এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রক যাবতীয় নতুন আইন, আইন ও অন্যান্য আদর্শ আইনের যাবতীয় সংশোধন ও পরিবর্তনের রাষ্ট্রীয় হিসাব রাখে; সর্বোচ্চ সোভিয়েত ও সোভিয়েত সরকারের বিবেচনার জন্য পেশকৃত সবগুলি আইনের খসড়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও স্বাধীনভাবে প্রাসঙ্গিক আইনের খসড়া তৈরি করে।

বিধানিক কার্যকলাপ সংক্রান্ত তত্ত্বীয় গবেষণা ও আইনের তুলনামূলক নিরীক্ষায় নিবিষ্ট সোভিয়েত আইন-প্রণয়নের সর্ব-ইউনিয়ন বৈজ্ঞানিক-গবেষণা ইনস্টিটিউটের দায়িত্বও এই মন্ত্রকের উপর ন্যস্ত। এই ইনস্টিটিউট আইন-প্রণয়নের জন্য স্বয়ংক্রিয় তথ্যসন্ধানী প্রণালী সম্বলিত একটি বৈজ্ঞানিক-তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এই কেন্দ্রের কল্যাণে সরকারের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির আদর্শ আইনগুলির তালিকার হিসাব ও প্রয়োজনমতো এইসব আইন সম্পর্কে কেন্দ্রীভূত প্রসেসীকৃত তথ্যাদি উদ্ধার সম্ভব হয়।

কেবল আদালতগুলিকে নয়, বিচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাগুলিকেও এই মন্ত্রক সাংগঠনিক নেতৃত্ব দেয়। বিশেষত তা উকিলসভার কার্যকলাপের উপর নজর রাখে, সোভিয়েত ইউনিয়নের উকিলসভা বিষয়ক আইনের কাঠামোর আওতায় যাতে সংস্থাটি তার কার্যকলাপ চালায় সেদিকে লক্ষ্য রাখে এবং নিবন্ধক দপ্তরের কাজকর্ম তদারক করে।

বিচারমন্ত্রক উকিলদের দ্বারা জনগণ, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার সহ অন্যান্য সংগঠনগুলিকে আইন-সাহায্য দানের ব্যাপারটি পরিচালনা করে এবং (সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঐকমত্যে) আইন-সাহায্য দানের ফী প্রদান সহ উকিলের কাজের পাওনা মিটানোর শর্তগুলিও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

বিচারমন্ত্রকের অন্যান্য কর্তব্য: লেখ্য-প্রমাণক দপ্তরের কার্যকলাপ সংগঠন, সেগুলির ক্রিয়াকর্ম পরীক্ষা ও সেই কার্যাদি উন্নয়নের উপায় সম্পর্কে সুপারিশ। নিবন্ধক দপ্তরের কাজকর্ম ও লেখ্য-প্রমাণক দপ্তরে দলিল

সম্পাদনের উন্নতিবিধানের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত নির্দেশগুলি প্রতিপালন মন্ত্রক, বিভাগ ও স্থানীয় জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও সংস্থাগুলির জন্য বাধ্যতামূলক।

অনুরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির বিচারমন্ত্রকসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রজাতন্ত্রের সীমানার মধ্যে তাদের এই ক্ষমতাটি প্রয়োগ করে।

অঞ্চলের কার্যনির্বাহী কমিটি বা এলাকার জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের বিচারবিভাগের উপর অঞ্চলে, এলাকায় জেলা (শহর) গণ-আদালতগুলির কার্যকলাপ সংগঠনের এবং আইনশৃঙ্খলা ও সমাজতান্ত্রিক বৈধতা মজবুতের ক্ষেত্রে বিচারবিভাগের অধীনস্থ বিচার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকলাপের দায়িত্ব ন্যস্ত।

বিচারমন্ত্রকের অধীনে রয়েছে বিচার সংক্রান্ত পরীক্ষা নিয়ে বৈজ্ঞানিক-গবেষণারত ন'টি ইনস্টিটিউট ও পঞ্চাশটির মতো ল্যাবরেটরি। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রকের ব্যবস্থায় রয়েছে বিচার-পরীক্ষা সংক্রান্ত সর্ব-ইউনিয়ন বৈজ্ঞানিক-গবেষণা ইনস্টিটিউট — এই জাতীয় কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে একটি প্রামাণ্যতম সংস্থা। আদালতে পরীক্ষিত জটিলতম মামলাগুলি সম্পর্কে এই ইনস্টিটিউট নিজ সিদ্ধান্ত জানায়।

মন্ত্রকের অধীনস্থ বিচারগত শিক্ষাক্রম ও আলোচনাসভার এক ব্যাপক প্রণালী থেকে আইনজীবীরা নিজেদের যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়তা পান। এইসব শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে বিচারপতি, উকিল, আইন-উপদেষ্টা, সালিস ও অন্যান্য আইনজীবীরা পর্যায়িকভাবে পুনপ্রর্শিক্ষণ পেয়ে থাকেন। এই মন্ত্রক বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকর্মীদের জন্য পুনপ্রর্শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থা করে।

বিচারমন্ত্রক জাতীয় অর্থনীতির আইন-সাহায্য সংস্থাগুলিকে কার্যবিধিগত নেতৃত্ব দেয় যেখানে কর্মরত আইনজীবীর সংখ্যা প্রায় ৭৫ হাজার। অর্থাৎ, সে অর্থনীতি-মন্ত্রক, উদ্যোগ ও সংস্থাগুলিতে প্রতিষ্ঠিত আইনবিভাগ ও আইন-পরামর্শদাতার কার্যালয়গুলির কার্যপরিচালনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অধিকারী। নিজের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই মন্ত্রক ওই সংস্থাগুলির কার্যকলাপ উন্নয়নের জন্য সুপারিশ তৈরি ও সেগুলির সম্পাদনা নিরীক্ষণ করে। আইন-উপদেষ্টাদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সে

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রক

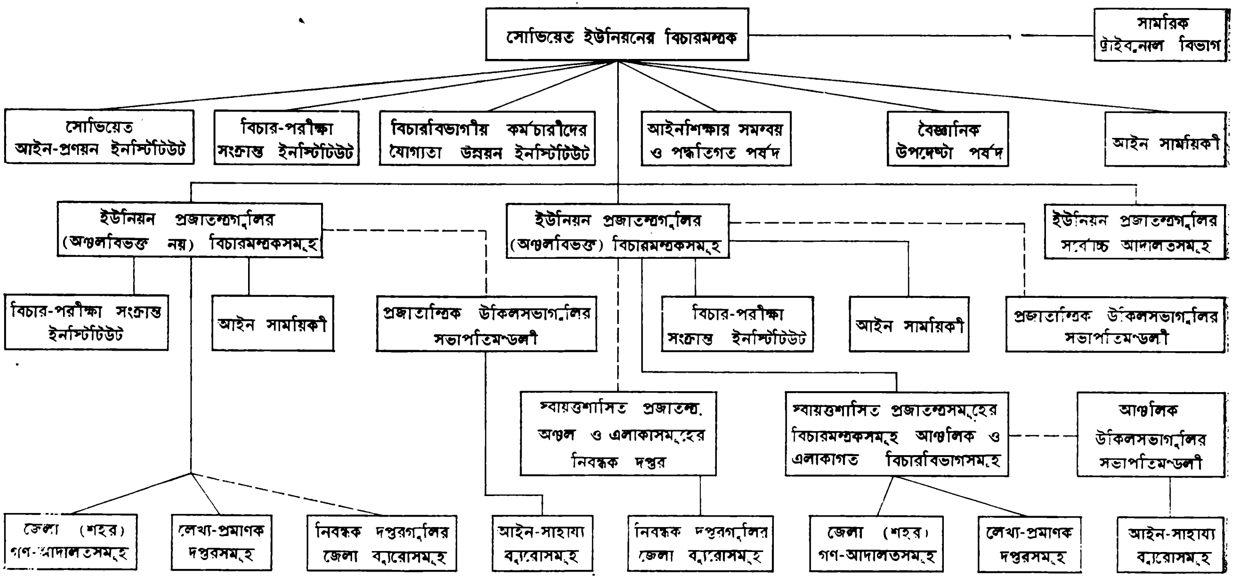

আলোচনাসভার আয়োজন করে এবং নতুন আইন-প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি অন্যান্য মন্ত্রক ও উদ্যোগগুলিকে জানায়।

জনগণের আইনশিক্ষার প্রতি সোভিয়েত রাষ্ট্র খুবই মনোযোগী। ব্যাপারটি সহজবোধ্য। নাগরিকরা চলতি আইনগুলি জানলে, বোঝলে ও সেগুলির প্রতি সম্মান দেখালে আইনলঙ্ঘন ন্যূনতম মাত্রায় পেঁছবে। বিচারমন্ত্রকগুলির সংস্থাসমূহ চলতি আইনগুলি ব্যাখ্যার জন্য ব্যাপক কার্যকলাপ চালায় এবং জনগণকে নতুন আইন সম্পর্কে জানান ও জনপ্রিয় ধরনে সেগুলি ব্যাখ্যার জন্য যাবতীয় গণমাধ্যম ব্যবহার করে। বিচারমন্ত্রক থেকে একটি জনপ্রিয় সাময়িকী প্রকাশিত হয় — 'মানুষ ও আইন', উদ্দেশ্য: আইন ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের নিয়মগুলির প্রতি সম্মান দেখানোর আদর্শে জনগণকে শিক্ষাদান।

শিক্ষামন্ত্রক, উচ্চশিক্ষামন্ত্রক, যুবসংগঠনগুলির সঙ্গে একযোগে বিচারমন্ত্রক যুবসমাজকে আইন সম্পর্কে সচেতন করার বিবিধ প্রচেষ্টা চালায়।

এভাবেই, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রক, ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির বিচারমন্ত্রকসমূহ এবং অঞ্চল, এলাকা ও শহর জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির কার্যনির্বাহী পরিষদের বিচারবিভাগসমূহ, লেখ্য-প্রমাণক দপ্তর, বৈজ্ঞানিক-গবেষণা সংস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সেগুলির অধীনস্থ অন্যান্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রকের একটি সমন্বিত প্রণালী গঠন করে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির আদালত

১. জেলা (শহর) গণ-আদালত

জেলা (শহর) গণ-আদালত হল সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার মূল গ্রন্থি। এই আদালতই নানা ধরনের প্রশ্নজড়িত এবং রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মৌল স্বার্থবিধৃত যাবতীয় ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার অধিকাংশ বিচার করে। বিচারব্যবস্থার অন্যান্য গ্রন্থিগুলির তুলনায় জেলা গণ-আদালত জনগণের নির্বাচিত বিধায় তা জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

১৯৫৮ সালের আগে দেশে গণ-আদালতের এলাকাভিত্তিক একটি প্রণালী বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ, অধিকাংশ জেলা বিভিন্ন এলাকায় বিভক্ত ছিল ও প্রতিটি এলাকায় একজন গণ-বিচারপতির অধীনে এলাকায় নিজস্ব আদালত থাকত। এভাবে একই জেলায় স্বাধীনভাবে কার্যরত কয়েকটি গণ-আদালত থাকত। কিন্তু এই প্রণালীর দরুন কিছু কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েছিল: একই জেলায় আদালতগুলির কার্যকলাপে সঙ্গতির অভাব, স্থানীয় আদালতগুলির মধ্যেকার সংযোগে শৈথিল্য, বিচারপতিদের কর্মদক্ষতা অর্জনে বাধা, নাগরিকদের জন্য ঝামেলা এবং আদালতগুলির ক্রিয়াকর্মের একই কার্যবিধি সমন্বয়ে ও সেগুলির যৌথ উদ্যোগ বাস্তবায়নে জটিলতা।

প্রতিটি জেলায় ও মহল্লায় বিভক্ত নয় এমন শহরগুলিতে প্রাক্তন এলাকাধীন গণ-আদালতগুলির স্থলবর্তী হয়েছিল কয়েকজন বিচারপতি সহ একটিমাত্র জেলা (শহর) গণ-আদালত। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে গৃহীত সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রসমূহের বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত বিধানের মূলসূত্র অনুসারে ব্যবস্থাটি বলবৎ করা হয়। এক্ষেত্রে দুটি ব্যতিক্রম অনুমোদিত হয়েছে: রুশ ফেডারেশনের বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত আইনে একটি গণ-আদালতের এখতিয়ার শহর ও সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে এবং আর্মেনীয় প্রজাতন্ত্রের বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত আইনে দুই বা ততোধিক জেলার উপর একটি গণ-আদালতের এখতিয়ার বর্তাতে পারে।

জেলা (শহর) গণ-আদালতগুলির কার্যকলাপে এই পুনর্গঠনের সুফল

অতঃপর সহজলক্ষ্য হয়ে ওঠে। আদালতগুলি একত্রীকরণের ফল দাঁড়ায়: একটি জেলা (শহর) আদালতে ৩-৫ গণ-বিচারপতির একত্র সমাবেশ, তাঁদের দায়িত্ব পুনর্বণ্টন ও যাবতীয় সাংগঠনিক কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন আদালতের সভাপতি নিয়োগ। গণ-বিচারপতিরা নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের, বিচারকার্য পরীক্ষা ও সাধারণীকরণের, কোন জেলায় (শহরে) দোষপ্রমাণের ঘটনাবলী বিশ্লেষণের এবং প্রাপ্ত উপকরণের ভিত্তিতে আইনভঙ্গের অনুকূল হেতু ও পরিস্থিতি দূরীকরণের প্রস্তাব পেশের সুযোগ পেয়েছিল। এই ব্যবস্থার ফলে আদালতের সিদ্ধান্তগুলি বলবৎ করার উপর নিয়ন্ত্রণ মজবুত করা গিয়েছিল।

জেলা (শহর) গণ-আদালতের নির্বাচন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের আওতায় জেলার (শহরের) নাগরিকরা সর্বজনীন, সমান, প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটে ৫ বছরের মেয়াদে গণ-বিচারপতিদের নির্বাচন করে আর এইসব আদালতের গণনির্ধারকরা নির্বাচিত হন আড়াই বছর মেয়াদে কারখানা বা অফিস কর্মী ও কৃষকদের কর্মস্থল বা বাসস্থানে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় এবং সেনা-ইউনিটে সৈনিকদের সভায় হাত-তোলা ভোটে। এই কার্যধারা সোভিয়েত নির্বাচন প্রণালীর গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যকে পুরোপুরি প্রতিফলিত করে, প্রার্থীদের সঙ্গে জনগণের পরিচিত হওয়ার সুযোগ দেয়, আদালত ও নির্বাচকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নিশ্চিত করে এবং রাষ্ট্রের কার্যপরিচালনায় মেহনতীর সম্ভাব্য ব্যাপক শরিকানার ব্যাপারে লেনিনের দাবী বাস্তবায়নে সহায়তা যোগায়।

জেলা (শহর) গণ-আদালতের নির্বাচনের কার্যবিধি ১৯৮১ সালে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ সোভিয়েতসমূহ অনুমোদিত জেলা (শহর) গণ-আদালতের নির্বাচন বিষয়ক আইনে উপস্থাপিত হয়েছে।

জেলা (শহর) গণ-আদালতের বিচারপীঠের পরিসর (বিচারপতি ও গণনির্ধারকদের সংখ্যা) যথানিয়মে অধিকাংশ ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী নির্ধারণ করে থাকে।

নির্দিষ্ট গণ-আদালতে উদ্যোগ ও সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিতব্য গণনির্ধারকের সংখ্যাটি জেলা জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী পরিষদ স্থির করে।

সারা ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রে একই দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের দিনটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী নির্ধারণ

করে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্যূন ৩০ দিন আগে তারিখটি ঘোষণা করতে হয়।

আইন মোতাবেক ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলিতে সেখানকার সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী এবং অঞ্চল, এলাকা, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও এলাকাগুলিতে স্ব স্ব জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী পরিষদগুলি গণ-বিচারপতিদের নির্বাচন পরিচালনা করে।

আঞ্চলিক ও সমতুল্য জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি গণ-আদালতের নির্বাচন বিষয়ক আইনটির প্রয়োগ তদারক করে, জেলা ও শহর জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী পরিষদগুলির গৃহীত ভুল নির্দেশগুলি পরীক্ষা করে ও সেগুলি সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দেয়। নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ সাংগঠনিক কাজকর্ম চালায় জেলা (শহর) জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি।

জেলা (শহর) জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী পরিষদ যথাসময়ে নির্বাচকদের নামের তালিকা তৈরি করে সেগুলি সংশ্লিষ্ট জেলার নাগরিকদের জানাতে বাধ্য থাকে। প্রত্যেক নাগরিক সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী পরিষদের কাছে নির্বাচক হিসাবে দরখাস্ত পেশ করতে এবং প্রস্তুতকৃত তালিকায় ভুল হয়েছে মনে করলে বা তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি বলে তা বিবেচনার জন্য সেখানে অভিযোগ জানাতে পারে।

তদুপরি, জেলা (শহর) জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনী মহল্লা ও এলাকা গঠন করে, গণ-বিচারপতি হিসাবে নির্বাচিতব্য প্রার্থীদের নাম নথিভুক্ত করে ও এলাকায় নির্বাচনী কমিশনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি পরীক্ষা করে দেখে। বিচারমন্ত্রকের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ — তার আঞ্চলিক বিভাগগুলিও নির্বাচন পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে শরিক হয়ে থাকে।

প্রার্থী-মনোনয়নের অধিকার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি, পার্টি-শাখা, ট্রেড ইউনিয়ন, যুবসংগঠন, সাংস্কৃতিক সমিতিগুলির উপর এবং কারখানা ও অফিসকর্মীদের, কৃষক ও সৈন্যদের সাধারণ সভার উপর ন্যস্ত রয়েছে।

গণ-বিচারপতি হিসাবে নির্বাচনপ্রার্থীদের পক্ষে দুটিমাত্র চাহিদা অবশ্যপূরণীয়: ভোটাধিকার থাকা ও নির্বাচনের দিনে অন্যূন ২৫ বছর বয়সী হওয়া।

কোন প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত না করার বিরুদ্ধে অঞ্চল, এলাকা বা অন্যান্য সমতুল্য জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কাছে আপীল করা যায়।

সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী জেলায় গোপন ব্যালটে সংখ্যাগুরু ভোটপ্রাপ্তদেরই শুধু যথাযথ নির্বাচিত হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী গণনির্ধারক নির্বাচনেরও ব্যবস্থা করে এবং তা বিদায়ী নির্ধারকদের কার্যকাল শেষ হওয়ার অন্যূন ৩০ দিন আগে।

১৮ বছর বয়সী সকল নাগরিকই নির্বাচনে শরিক হতে পারে, শুধু অপ্রকৃতিস্থ হিসাবে প্রত্যয়িতরাই বাদ পড়ে।

গণনির্ধারকদের নির্বাচনের জন্য সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় উদ্যোগ, সংস্থা বা যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারে, সেনা-ইউনিটে এবং অন্যূন ১০০ ভোট রয়েছে এমন জনবসতিতে। কোন উদ্যোগে ভোটাধিকারসম্পন্ন কর্মিসংখ্যা ১০০-র কম হলে তা অন্যান্য উদ্যোগের সঙ্গে যৌথভাবে নির্বাচন সমাধা করে।

সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পেলে ও তা সাধারণ সভায় উপস্থিত ভোটারদের সংখ্যার ৫০ শতাংশের কম না হলে প্রার্থীকে জেলা (শহর) গণ-আদালতের বিচারকমণ্ডলীতে নির্বাচিত বলে গণ্য করা হয়।

নির্বাচনে শরিকানার বা নির্বাচিত হওয়ার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে গণ্য। আইনের ভাষায়: বলপ্রয়োগ, হুমকি, প্রবঞ্চনা বা দুর্নীতির মাধ্যমে বিচারপতি বা গণনির্ধারক নির্বাচনে কারও শরিকানার বা নির্বাচিত হওয়ার অধিকারের উপর কারও হস্তক্ষেপ এবং নির্বাচনী কমিশনের কর্মচারী বা সদস্য কর্তৃক ভোটপত্র জাল বা প্রদত্ত ভোট অশুদ্ধভাবে গণনা ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের ফৌজদারি আইনকোষ মোতাবেক ফৌজদারি দায় হিসাবে দণ্ডনীয়।

গণ-আদালতের আইনগত যোগ্যতা। অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে গণ-আদালত যাবতীয় ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার বিচার করে, ব্যতিক্রম ঘটে অতি সামান্য সংখ্যক মামলার ক্ষেত্রে যেগুলি অন্যান্য আদালতের (আঞ্চলিক ও এলাকার, সামরিক ট্রাইবুনাল, ইত্যাদি) এখতিয়ারভুক্ত।

এই আদালতগুলি বস্তুত যাবতীয় দেওয়ানি মামলার বিচার করে, ব্যতিক্রম ঘটে শুধু অতি সামান্য সংখ্যক মামলার ক্ষেত্রে, যেগুলি জটিল

বিধায় উচ্চতর আদালতে বিচার্য। অর্থাৎ, গণ-আদালত যাবতীয় সম্পত্তিগত বিরোধ, সম্পত্তিবিভাগ ও বেআইনী বরখাস্ত সংক্রান্ত মোকদ্দমা, আবাসনগত বিরোধ, খোরপোশ আদায় সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা, ইত্যাদি বিচারার্থ গ্রহণ করে।

গণ-আদালত কোন কোন প্রশাসনিক মামলারও বিচার করে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, গণ-বিচারপতি ছোটখাটো গুন্ডামি, নগণ্য কালোবাজারী, ইত্যাদির প্রশাসনিক মামলাগুলি নিজে পরিচালনা করেন। এইসব মামলায় গণ-বিচারপতি নিজে মিলিসিয়া কর্তৃক যথাসময়ে সংগৃহীত জনশৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনার বিবরণী পরীক্ষা করেন, লঙ্ঘনকারীকে (প্রয়োজনবোধে অন্যান্যদেরও) জেরা করেন ও একটি সিদ্ধান্ত জানান যেখানে তিনি প্রমাণ করেন যে জনশৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা প্রমাণিত হয় নি কিংবা লঙ্ঘনকারীকে সাজা দেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচারপতি জরিমানা করেন ও যথোচিত ক্ষেত্রে আসামীকে ১৫ দিনের জন্য গ্রেপ্তারের হুকুম দেন। বহু ক্ষেত্রে তিনি ব্যাপারটি কেবল লঙ্ঘনকারীর কর্মস্থলে বা বিদ্যায়তনে জানিয়ে দেন, যাতে সংশ্লিষ্ট গণসংগঠন তার উপর সর্বসাধারণের প্রভাব প্রয়োগ করতে পারে।

প্রশাসনিক অধিবেশনে একজন বিচারপতি কর্তৃক মামলাগুলি পরীক্ষার সঙ্গে এমন কোন দন্ডদান বা অন্যতর আইনগত পরিণতি সংশ্লিষ্ট নয় মামলাগুলি বিচারালয়ে অনুষ্ঠিত হলে যা ভিন্নতর হত।

শোধনমূলক শ্রমসংস্থা বা প্রহরা কমিশনের প্রশাসন কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলির ভিত্তিতে গণ-আদালত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে দন্ডভোগ থেকে অপরাধীদের শর্তাধীন মুক্তিদানের ও যেসব দণ্ডিত অনিন্দনীয় আচরণের মাধ্যমে নিজেদের সংশোধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে প্রমাণ করেছে জেলখানায় তাদের আটক রাখার বিধিব্যবস্থা পরিবর্তনের আনুষঙ্গিক তথ্যগুলি পরীক্ষা করে দেখে।

স্থানীয় জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা তৈরির সময় নাগরিকদের অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে তাদের আনীত অভিযোগগুলি পরীক্ষায় এই আদালত কর্মব্যস্ত থাকে।

এইসব কর্তব্য পালন ছাড়াও গণ-বিচারপতি আইনলঙ্ঘন নিরোধের লক্ষ্যে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সংগৃহীত তথ্যাবলী পরীক্ষার পর বিচারপতিরা সরকারী, বেসরকারী ও পার্টি সংগঠনগুলির কাছে অপরাধ অনুষ্ঠান ও আইনের অন্যান্য লঙ্ঘনের আনুষঙ্গিক কারণগুলি দূরীকরণে

তাঁদের প্রস্তাব পেশ করতে পারেন, করতে বাধ্য থাকেন। এই ধরনের বিবৃতিপ্রাপ্ত সকল সংগঠনের পক্ষেই অপরাধের কারণগুলি দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট আদালতকে তাদের কার্যকলাপের ফলাফল জ্ঞাপন বাধ্যতামূলক।

গণ-আদালতের গঠন। একটি জেলা (শহর) গণ-আদালতে সংবিধিবদ্ধ ধরনে নির্বাচিত গণ-বিচারপতি ও গণনির্ধারকদের নিয়েই গণ-আদালত গঠিত। বিচারপতিদের সংখ্যা কাজের পরিমাণের পূর্বাভাসের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েত নির্ধারণ করে থাকে। সাধারণত প্রতি ২৫,০০০-৩৫,০০০ জনসংখ্যার জন্য একজন বিচারপতি এবং এই নির্বাচনের পরিপূরক হিসাবে প্রত্যেক বিচারপতির জন্য ৭০-৮০ জন গণনির্ধারক নির্বাচিত হন। ফলত প্রত্যেক গণনির্ধারক পালাক্রমে দু'সপ্তাহের জন্য আদালতের কার্যধারায় শরিক হয়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলায় তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন।

গণ-আদালতের দক্ষ কার্যসম্পাদন নিশ্চিত করার জন্য ওই আদালতের কর্মিদলে থাকেন একজন বেলিফ, কার্যালয়ের সভাপতি, পরামর্শদাতা, মামলার সচিব, গণ-আদালতের সচিব, দলিলপত্র রক্ষক, প্রধান কারণিক, টাইপিস্ট ও অর্থনৈতিক সার্ভিসের কৃত্যকবর্গ।

যে-জেলায় (শহরে) কয়েক জন গণ-বিচারপতি নির্বাচিত হয়েছেন সেখানে স্থানীয় জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েত নির্বাচিত বিচারপতিদের মধ্য থেকে জেলা (শহর) গণ-আদালতের একজন সভাপতি নির্বাচন অনুমোদন করে।

গণ-আদালতের সভাপতির আইন-নির্ধারিত মূল অধিকার ও কর্তব্যগুলি: অধস্তন বিচারপতিদের মধ্যে বিচার্য মামলাগুলি বণ্টন, বিচারকার্য সম্পর্কে অধ্যয়ন সংগঠন, আদালত কার্যালয়ের কাজকর্ম পরীক্ষা, আদালতের সাংগঠনিক কার্যকলাপ তদারকি। তিনি ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলাগুলি দেখাশোনা করলেও অন্যান্য বিচারপতিদের বিচারকার্যে হস্তক্ষেপ করেন না।

সাংগঠনিক কার্যকলাপ। গণ-আদালতের কার্যকলাপের পরিকল্পনা অন্যান্য সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের পুরোভাগে থাকে। প্রতি তিন মাসে গণ-আদালত নিজ পরিকল্পনা গ্রহণ করে ও তাতে তার কার্যকলাপের যাবতীয় প্রধান দিক অন্তর্ভুক্ত থাকে: বিচারকার্যের ফলাফল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত, বিচারকার্য সংশ্লিষ্ট কর্মীদের যোগ্যতা বৃদ্ধির আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা,

বিচারকার্যের সাধারণীকরণ বাস্তবায়ন; নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে প্রতিবেদন পেশ, আইন সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা; গণনির্ধারকদের শরিকানা সহ আলোচনাসভা অনুষ্ঠান, আদালতের বেলিফ ও কর্মচারীদের কৃত কাজকর্ম তদারকি। জেলা (শহর) গণ-আদালতের সভাপতির প্রযুক্ত নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে পরিকল্পনায় গৃহীত ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করার নির্ঘণ্ট সুচিহ্নিত করা হয়।

জেলা গণ-আদালতের কর্মীদের মধ্যে, প্রধানত গণ-বিচারপতিদের মধ্যে কার্যবণ্টন আদালতের স্বচ্ছন্দ কার্যপরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। গণ-আদালত যথানিয়মে বিচারপতিদের মধ্যে আঞ্চলিক ও দায়িত্বের নিরিখেই কার্যবণ্টনের প্রয়াস পায়। প্রথমত, জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেক বিচারপতি সবগুলি ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা ও তাঁর জেলার যাবতীয় আইনলঙ্ঘন সম্পর্কিত সবগুলি তথ্য পরীক্ষা করেন। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক বিচারপতি শুধু ফৌজদারি বা শুধু দেওয়ানি মামলা পুঙখানুপুঙখভাবে পরীক্ষা করেন, অন্যান্য ক্ষেত্রে একক বিচারপতি নির্দিষ্ট বর্গের মামলা — কিশোর অপরাধ, শ্রমবিরোধ, আবাসনের মামলা, ইত্যাদি — পরীক্ষা করে থাকেন। আদালতের বিচারপতিদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনের নীতির ব্যাপারে আইনে কোন পথনির্দেশের ব্যবস্থা নেই। তাই প্রত্যেকটি গণ-আদালত যথার্থ স্থানীয় পরিস্থিতি এবং বিচারপতিদের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার নিরিখে কার্যপরিচালনার বিভিন্ন প্রণালী গ্রহণ করে।

নাগরিকদের অধিকার ও বৈধ স্বার্থের নিরাপত্তা বিধানে গণ-আদালতের কার্যকলাপের ফলপ্রসূতা প্রধানত দর্শকদের অভ্যর্থনার এবং তাদের অভিযোগ ও দরখাস্তগুলি পরীক্ষার যথাযথ ব্যবস্থার উপরই নির্ভরশীল। নাগরিকদের অভ্যর্থনা ও সর্বসাধারণকে বিদিত করার জন্য গণ-আদালত নির্দিষ্ট দিন ও সময় (সকালে ও বিকালে) নির্দিষ্ট করে। অনেক বিচারপতি পূর্বনির্ধারিত দিন ও সময়সূচি অনুযায়ী উদ্যোগ, সংস্থা ও যৌথখামারে জনগণকে স্বাগত জানান। ব্যবস্থাটি জনসেবা উন্নয়নে সহায়তা যোগায়, বিচারপতি ও জনগণের মধ্যেকার বন্ধন মজবুত করে।

বিধান ও বিচারকার্যের ক্ষেত্রে তথ্যনির্দেশক রচনাবলীর সংগ্রহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সবগুলি গণ-আদালতেরই আছে আইনসাহিত্য সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, প্রয়োজনীয় বিধানিক বিষয়বস্তু, বিধান ও বিচারকার্য বিষয়ক পত্রসূচি। যথানিয়মে দায়িত্বটি পালন করেন গণ-আদালতের কোন গণ-বিচারপতি বা তাঁর সহকারী।

গণ-আদালতের কার্যকলাপের যথাযথ সংগঠন বস্তুত অনুষ্ঠিত অপরাধ ও গণ-আদালতে আনীত মামলার পরিসংখ্যানগত লিপিভুক্তির উপরও নির্ভরশীল।

এই কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছে বিচারকার্য অধ্যয়ন ও সাধারণীকরণ। কাজটি একজন বিচারপতিকে নিজ কার্যকলাপ কীভাবে সমাজতান্ত্রিক বৈধতা মজবুত করে ও কোন এলাকায় কোন ধরন আইনলঙ্ঘন ব্যাপকতম সেগুলি জানার এবং অপরাধ সংঘটনের কারণগুলি নির্ধারণ ও এভাবে যথাসময়ে সেগুলি দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণে সামর্থ্য দেয়।

ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার শুনানি। আইন মোতাবেক গণ-আদালতে যাবতীয় ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার বিচার যৌথভাবে, একজন বিচারপতি ও দু'জন গণনির্ধারক দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

শেষোক্তরা আদালতে বিচারপতির সমান ক্ষমতার অধিকারী। ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার শুনানির সংবিধিবদ্ধ কার্যবিধি হল গণনির্ধারক ও স্থায়ী বিচারপতির সমানাধিকারের একটি সত্যিকার গ্যারাণ্টি। এই সমতা নিম্নোক্ত নিয়মাবলীতে লক্ষণীয়: কোন মামলায় গণনির্ধারকরা প্রধান বিচারপতির (সভাপতির) সমান অবস্থান থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সভাপতি গণনির্ধারকের উত্থাপিত কোন প্রশ্ন নাকচ করার অধিকারী নন; সভাপতির অধিকার যাতে গণনির্ধারকদের মতামতকে প্রভাবিত না করে সেজন্য তিনি রায় দেয়ার সময় সবশেষে ভোট দেন; গণনির্ধারকরা ও বিচারপতি উভয়ই ব্যক্তিগতভাবে আলাদা মতামত জ্ঞাপনের ও কার্যবিবরণীতে তা লিপিবদ্ধ করানোর অধিকারী।

সবগুলি গণ-আদালত গণনির্ধারকদের আইন বিষয়ক যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য আলোচনাসভার আয়োজন করে এবং এজন্য অভিজ্ঞতম বিচারপতি, পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানায়। এইসব আলোচনায় গণনির্ধারকরা বিধানের মূল প্রশ্নাবলী, সোভিয়েত আদালত সংগঠনের নীতিমালা, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা পরীক্ষার নিয়মাবলী, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতগুলির পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ও বিচারকার্যের ফলাফল পর্যালোচনার সঙ্গে পরিচিত হন।

গণনির্ধারকদের সর্বক্ষণ সহায়তাদানে গণ-বিচারপতিরা দায়বদ্ধ। বিশেষত গণনির্ধারকদের আলোচ্য মামলার যাবতীয় বিষয়বস্তু পুঙখানুপুঙখ পরীক্ষার সুযোগ দেয়া ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আইনের বা সোভিয়েত

ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রে গৃহীত দিশারী নির্দেশগুলির মর্মবস্তু তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করা প্রধান বিচারপতির (সভাপতির) কর্তব্য। স্বীকার্য যে এই সহায়তা ও পরামর্শ কোন অবস্থাতেই বিচারাধীন একটি মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিচারের আগে গণনির্ধারকদের মতামতকে প্রভাবিত করে না।

বিচারপতির কাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হল আদালতের অধিবেশন। এই এখানে, আদালত কক্ষে, জনসমক্ষে বিচারপতি অবশ্যই আলোচ্য মামলার সাক্ষ্যসাবুদ অবশ্যই পুঙখানুপুঙ্খ বিষয়গতভাবে পরীক্ষা করবেন, কঠোর আইনমান্যতা সহকারে সিদ্ধান্ত বা রায় ঘোষণা করবেন, এবং তা অবশ্যই হবে আসামীর পক্ষে ন্যায্য, উপস্থিত সকলের কাছে সুস্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য।

বেলিফ। ফৌজদারি মামলার যেসব রায়ে জেল, শোধনমূলক শ্রম ও অন্যান্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা থাকে সেগুলি বলবৎ করার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সংস্থাগুলির উপর, আর বিষয়-আশয় পুনরুদ্ধার সহ দেওয়ানি মামলার সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করেন গণ-আদালতের কর্মিদলভুক্ত বেলিফরা। বেলিফ মামলার ন্যায়নির্ণয়নের কিছুটা শরিকও: মামলার কোন পক্ষের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা বা মামলার ফলাফলের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থ জড়িত থাকলে তিনি আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারেন না। তাঁর সম্পর্কে আপত্তি জানান যায় এবং সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গণ-আদালত প্রশ্নটি পরীক্ষা করে দেখে।

নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করা বেলিফদের কর্তব্য:

ক) দেওয়ানি মামলার সিদ্ধান্ত, আদেশ ও রাইডার;

খ) বিষয়-আশয় পুনরুদ্ধার সংশ্লিষ্ট ফৌজদারি মামলার রায়, আদেশ ও রাইডার;

গ) প্রশাসনিক অসদাচরণের জন্য দোষীর উপর প্রদত্ত জরিমানা সম্পর্কিত হুকুম;

ঘ) আইনের বিধান মোতাবেক সালিসী বোর্ডের গৃহীত সিদ্ধান্ত;

ঙ) নাবালক কমিশনের গৃহীত সিদ্ধান্ত;

চ) বকেয়া, প্রদেয়, ইত্যাদির অকাট্য পুনরুদ্ধার সম্পর্কে লেখ্য-প্রমাণের বিজ্ঞাপিত ক্রোক সম্পাদন।

গণ-আদালতের সচিবের মাধ্যমে বলবৎ করার পরোয়ানাগুলি একজন বেলিফের কাছে হস্তান্তর করা হয়। দলিলগুলি পেয়ে ও সেগুলির জন্য

স্বাক্ষর দিয়ে এই আদালতকর্মী সিদ্ধান্তটি দ্রুত ও ফলপ্রসূভাবে কার্যকর করার জন্য অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য থাকেন। তিনি যথারীতি অধমর্ণকে স্বেচ্ছায় সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তটি পালনের জন্য পাঁচ দিন সময় দেবেন এবং তা বলবৎ করার সম্ভাব্য ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে তাকে হুঁশিয়ার করবেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে বেলিফ বাধ্যবাধকতার আশ্রয় নিতে পারেন ও নিতে বাধ্য থাকেন। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি সম্পত্তি ক্রোক বা দেউলিয়া ঘোষণা করতে পারেন ও শেষপন্থা হিসাবে নিলামে বা কমিশনের ভিত্তিতে পুরনো জিনিস বিক্রয়কারী দোকানের মাধ্যমে তা বিক্রি করতে পারেন (এমন কিছু জিনিসপত্র আছে যা ক্রোকযোগ্য নয়)। তিনি প্রতিবাদীর মজুরি থেকে ঋণ আদায় করতে ও আদালতের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে অধমর্ণের কাছ থেকে কোন কোন জিনিস পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

ব্যাংক বা ঋণদান সংস্থার কাছে কার্যসম্পাদনের পরোয়ানা পাঠিয়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও উদ্যোগের কাছ থেকে ঋণ আদায় করা হয় এবং ওই ব্যাংক বা ঋণদান সংস্থা সংশ্লিষ্ট বাদীর কাছে অর্থ হস্তান্তরিত করে।

আদালত কর্তৃক আইনলঙ্ঘন নিরোধ। যুক্তিপরামর্শে প্রত্যয়োৎপাদনের ব্যবস্থা ও সর্বসাধারণের প্রভাব প্রয়োগের সঙ্গে দণ্ডমূলক ও দেওয়ানি ব্যবস্থার সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রথমে অপরাধের সংখ্যা কমান ও শেষে তার বিলোপ সাধনই আইনলঙ্ঘন নিরোধের সর্বোত্তম পন্থা। আইন সেজন্যই মামলা চলাকালে আদালতের উপর অপরাধের আনুষঙ্গিক কারণ ও পরিস্থিতি নির্ধারণ এবং সেগুলি দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব অর্পিয়েছে।

অপরাধ নিরোধে আদালতের কার্যকলাপ বিবিধ ধরনের। মামলা চলাকালে আদালত সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমার বিষয়বস্তুলগ্ন প্রশ্নগুলি পরীক্ষা করে দেখে, কৃত ফৌজদারি অপরাধ বা আইনের দেওয়ানি লঙ্ঘনের অনুকূল পরিস্থিতি ও শর্তগুলি নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। বিচারগত তদন্তশেষে আদালত রায় বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা ছাড়াও রাইডার যোগ করতে পারে, যাতে চিহ্নিত থাকে অপরাধ অনুষ্ঠানের অনুকূল পরিস্থিতি ও হেতুগুলি এবং উক্ত কারণগুলি দূরীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির অনুসৃতব্য সুপারিশ।

উদ্যোগ, সংস্থা বা যৌথখামারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অধিবেশন অপরাধ নিরোধের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইসব অধিবেশনের কল্যাণে জনগণের পক্ষে মামলার বিষয়বস্তু, সেগুলির বিচারগত পরীক্ষার ফলাফলের পরিচয়

লাভ সম্ভবপর হয় এবং ফলত এই ধরনের বিচারের শিক্ষাগত প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

এই উদ্দেশ্যে অনেক বিচারপতি জনসভায় আইনগত বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করেন, বক্তৃতা দেন বা আলোচনা চালান, যেখানে তাঁরা আদালতে পরীক্ষিত মামলাগুলির কথা, এই ধরনের অপরাধ নিরোধে ব্যবহার্য ব্যবস্থার কথা বলেন।

অপরাধ নিরোধের জন্য এই কাজে গণনির্ধারকদের শরিকানারও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। গণ-বিচারপতিদের সঙ্গে তাঁরা জনগণের কাছে সোভিয়েত বিধানের সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করেন, আদালতের রায় ও সিদ্ধান্তগুলির প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ করেন।

অনেকগুলি আদালতে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রতিষ্ঠিত গণনির্ধারক পরিষদ কাজটি তদারক করছে। ওগুলির উপর গণনির্ধারকদের কার্যপরিচালনা ও সংগঠনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। অধিকাংশ পরিষদ নিম্নোক্ত বিভাগ অনুযায়ী নিজ কার্যপরিচালনা করে:

— **শর্তাধীনে দণ্ডিত ও শর্তাধীনে মুক্ত ব্যক্তিদের আচরণ পর্যবেক্ষণের বিভাগ** (এই বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত গণনির্ধারক অবসরকালে শর্তাধীনে দণ্ডিত ও শর্তাধীনে মুক্ত ব্যক্তিদের দেখতে যান, গৃহ ও কর্মস্থলে তাদের আচরণের ধরন যাচাই করেন, তাদের সঙ্গে কথা বলেন, যাতে তারা স্থায়ী চাকুরি পায় তা দেখেন, স্কুলে ভর্তি হতে ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে তাদের সাহায্য দেন);

— **কিশোর-অপরাধ নিরোধের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ** (কিশোর-অপরাধের কারণগুলি দূরীকরণই এই বিভাগের লক্ষ্য);

— **আদালতের রাইডার বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ** (আদালতের রাইডার যেসব কর্মকর্তাদের উপর প্রযুক্ত তারা যাতে যথাসময়ে নিষেধাজ্ঞাগুলি কার্যকর করে ও সংশ্লিষ্ট ব্যাপারটির অগ্রগতি সম্পর্কে গণ-আদালতে প্রতিবেদন পেশ করে তা গণনির্ধারকরা, এই বিভাগের কর্মচারীরা, সহকারী বিচারপতিরা দেখবেন);

— **আদালতে সিদ্ধান্তগুলির বাস্তবায়ন প্রতিপাদনকারী বিভাগ** (পূর্ণভাবে ও যথাসময়ে দেওয়ানি মামলার সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়নে বেলিফকে সাহায্যকারী বিভাগ);

— **কমরেডদের আদালতগুলির সাহায্যদাতা বিভাগ** (এই বিভাগ

আদালতকে কার্যপরিচালনায় ও কমরেডদের আদালতগুলির সদস্যদের শরিকানা সহ আইন বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠানে সাহায্য করে)।

গণসংযোগের ধরন। গণ-আদালতের পুরো কার্যক্রম অবশ্যই জনগণের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ সহকারের পরিচালিত হবে। এই সংযোগের কয়েকটি আইনসিদ্ধ ধরন উল্লিখিত হল।

আমরা বিচারানুষ্ঠানে জন-প্রতিনিধিদের, অর্থাৎ গণসংগঠনের নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী অভিশংসক ও আসামীর উকিলের শরিকানার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। উক্ত ব্যক্তিবর্গ এই উদ্দেশ্যে শ্রমসংঘ (উদ্যোগ, কারখানা, সংস্থা বা যৌথখামারে আহূত সাধারণ সভা) কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে বিচারালয় তাঁদের মামলা পরীক্ষায় শরিক হওয়ার অনুমতি দিতে পারে।

জন-প্রতিনিধিরা আইন মোতাবেক মামলায় উপস্থিত থাকার, সাক্ষ্যসাবুদ পরীক্ষায় শরিকানার ও আলোচ্য মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের মতামত জানানোর অধিকারী। তাদের যুক্তিগুলি নথিভুক্ত উপকরণভিত্তিক হলে রায় বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আদালত সেগুলি বিবেচনা করতে পারে।

শোধনের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিদের গণসংগঠন বা শ্রমসংঘের হেপাজতে রাখার প্রক্রিয়াটির শিক্ষাগত গুরুত্ব সমধিক। আইনের বিধান মোতাবেক প্রথম, নগণ্য অপরাধের ঘটনায় ও আন্তরিক অনুশোচনার ক্ষেত্রে আদালত কিছু শর্ত সাপেক্ষে এই ধরনের ব্যক্তিদের শ্রমসংঘের হেপাজতে দিতে পারে, যদি কোন উদ্যোগ বা সংস্থার একটি সাধারণ সভা এই জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও আদালতের কাছে অনুরোধ জানায়।

গণ-আদালত, নাবালক বা প্রহরা কমিশনের মধ্যেকার সংযোগের কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে-কমিশনগুলি জেলখানায় মেয়াদ-খাটার কার্যবিধির উপর জনগণের তদারকি প্রয়োগ করে। প্রায়শই এইসব কমিশনের প্রদত্ত হুঁশিয়ারি ও তথ্যাদির দরুন আইনলঙ্ঘন দূরীকরণের জন্য বিচারপতির হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এইসঙ্গে ব্যাখ্যামূলক কার্যপরিচালনায় এবং অপরাধ ও অন্যান্য আইনলঙ্ঘন নিরোধের ব্যবস্থাদি বাস্তবায়নের জন্য গণ-বিচারপতি এইসব কমিশনের সহায়তা কাজে লাগাতে পারেন।

* * *

পরিশেষে গণ-আদালতগুলির কার্যকলাপের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাংগঠনিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

সাময়িকভাবে অনুপস্থিত (ছুটি, অসুস্থতা, ইত্যাদির জন্য) কোন গণ-বিচারপতির প্রতিস্থাপন কি সম্ভব ও কিভাবে সম্ভব?

আইনে প্রশ্নটির ইতিবাচক উত্তর রয়েছে। গণ-আদালতের সভাপতি সাময়িকভাবে অনুপস্থিত থাকলে সংশ্লিষ্ট আদালতের একজন গণ-বিচারপতি (তাঁর নিয়োগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয় জেলা (শহর) জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী পরিষদ) বা অন্য জেলার একজন গণ-বিচারপতি (সংশিষ্ট সিদ্ধান্তটি নেন বিচারবিভাগের প্রধান) এই দায়িত্ব পালন করেন।

নিজ আনুষ্ঠানিক কর্তব্য সম্পাদনে অবহেলা ও ন্যায়বিচারের পক্ষে ক্ষতিকর কুকর্মের জন্য গণ-বিচারপতিরা শাস্তিমূলক জবাবদিহিতে বাধ্য থাকেন। এই ধরনের বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ সোভিয়েতগুলির সভাপতিমণ্ডলী অনুমোদিত বিশেষ প্রবিধান রয়েছে। বিচারপতিদের শাস্তিমূলক জবাবদিহি নিয়ন্ত্রক প্রবিধানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে জনগণের নির্বাচিত সোভিয়েত বিচারপতি অবশ্যই জনগণের আস্থার প্রতি সম্মান দেখাবেন, দৃষ্টান্তমূলক সততা, কঠোরভাবে সোভিয়েত আইন ও নীতি মান্যতা সহকারের দেশসেবা করবেন, নিজ আচরণে অনিন্দ্য থাকবেন এবং এভাবে অন্যদের বিচার ও শিক্ষাদানের অধিকার অর্জন করবেন।

বিচারপতিদের শাস্তিমূলক দুষ্কর্মের মামলাগুলি বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত একটি বিশেষ মণ্ডলী পরীক্ষা করে থাকে।

২. আঞ্চলিক, এলাকাগত ও সম-মর্যাদার অন্যান্য আদালতসমূহ

প্রশাসনিক বিভাগসমূহ — অঞ্চল, এলাকা, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও এলাকা, স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির নিজ নিজ আদালত রয়েছে। সুবিধার্থে আমরা এগুলিকে 'মধ্যম পর্যায়ের আদালত' বা 'আঞ্চলিক ও সম-মর্যাদার অন্যান্য আদালত' বলব। অবস্থানের দিক থেকে এগুলি জেলা (শহর) গণ-আদালত ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতগুলির মধ্যবর্তী।

আদালতের নির্বাচন। এইসব আদালতের নির্বাচনী কার্যবিধি নির্ধারণ করে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সংবিধান, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত বিধানের মূলসূত্র ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত

আইনসমূহ। এই আদালতগুলি নির্বাচন করে অনুষঙ্গী অঞ্চল, এলাকা, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, এলাকার জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির অধিবেশন এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের ক্ষেত্রে সেখানকার সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশন।

জেলা (শহর) গণ-আদালতের নির্বাচনের বিপরীতে মধ্যম পর্যায়ের আদালতগুলি নির্বাচিত হয় গোপন ভোটের বদলে আঞ্চলিক, এলাকাগত ও অন্যান্য অনুষঙ্গী জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের অধিবেশনে হাত-তোলা ভোটে। অধিবেশন আদালতের সদস্যবৃন্দ ও গণনির্ধারকবর্গ ছাড়াও আদালতের একজন সভাপতি ও সহ-সভাপতিবর্গের নির্বাচন করে। স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি ও সহ-সভাপতিবর্গ ও তাঁর আদালতের সদস্যরা সংশ্লিষ্ট প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশনে নির্বাচিত হন।

আঞ্চলিক, এলাকাগত ও সম-মর্যাদার অন্যান্য আদালতগুলি পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়। প্রতিটি আদালতের বিচারপীঠে বিচারপতিদের সংখ্যা অনুষঙ্গী জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েত বা স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতই নির্ধারণ করে।

আদালতগুলির এখতিয়ার। উপরোক্ত আদালতগুলি কিছু কিছু অত্যন্ত জটিল দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা বিচারার্থ গ্রহণক্রমে অগ্রাধিকারী আদালতের দায়িত্ব পালন করে। জেলা (শহর) গণ-আদালতে বিচার্য এবং কোন অঞ্চল বা এলাকায় সংঘটিত যেকোন মামলার ন্যায়নির্ণয়নও এগুলির এখতিয়ারভুক্ত।

আঞ্চলিক, এলাকাগত ও সম-মর্যাদার অন্যান্য আদালতে বিচার্য অপরাধের একটি তালিকা প্রত্যেক ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র প্রস্তুত করে। কিন্তু যথারীতি এগুলিতে থাকে অত্যন্ত মারাত্মক সব অপরাধ: পূর্বপরিকল্পিত খুন, নারীধর্ষণ, গুরুতর ধরনের চুরি, অনুরূপ অন্যান্য ফৌজদারি মামলা ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ানি মামলা।

একটি প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের প্রস্তাব মোতাবেক আঞ্চলিক, এলাকাগত বা সম-মর্যাদার অন্যান্য আদালতে যেকোন দেওয়ানি মামলাই বিচারার্থ গৃহীত হয়, যেগুলি উচ্চতর আদালত তাদের এখতিয়ারে রাখা সমীচীন বিবেচনা করে।

পুনর্বিবেচনার জন্য জেলা (শহর) গণ-আদালতের রায়, সিদ্ধান্ত ও রাইডারের বিরুদ্ধে আপীল বা প্রতিবাদ বিবেচনা আঞ্চলিক, এলাকাগত ও

সম-মর্যাদার অন্যান্য আদালতের অধিকার ও কর্তব্য। কার্যবিধিগত আইনে প্রতিষ্ঠিত আছে যে জেলা (শহর) গণ-আদালতের প্রদত্ত রায় ও সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাৎ আইনত বলবৎ হয় না, তাতে কিছুটা সময় লাগে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, রুশ ফেডারেশনের বিধান মোতাবেক ফৌজদারি মামলার দণ্ডাদেশ সাত দিন পর ও দেওয়ানি মামলার সিদ্ধান্ত দশ দিন পর আইনত কার্যকর হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এই মেয়াদের মধ্যে পুনর্বিবেচনার জন্য উচ্চতর আদালতে আপীল রুজু করতে পারে এবং অভিশংসকেরও এই সময়ের মধ্যে পুনর্বিবেচনার প্রতিবাদ জ্ঞাপনের অধিকার থাকে। পুনর্বিচারের জন্য আপীল বা প্রতিবাদ দাখিল করলে উচ্চতর আদালতে আপীল বা প্রতিবাদ বিবেচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দণ্ডাজ্ঞা বা সিদ্ধান্ত বলবৎ হয় না। কিন্তু নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে আপীল বা প্রতিবাদ দাখিল করা না হলে আদালতের রায় বা সিদ্ধান্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইনত বলবৎ হয় ও উক্ত মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর কার্যকর করা হয়।

দণ্ডিত ব্যক্তি, উকিল, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ, বাদী, প্রতিবাদী ও তাদের বৈধ প্রতিনিধি পুনর্বিবেচনার জন্য রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের অধিকারী। দেওয়ানি মামলার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের অধিকার থাকে বাদী, প্রতিবাদী ও তাদের বৈধ প্রতিনিধির।

আঞ্চলিক, এলাকাগত ও সম-মর্যাদার অন্যান্য আদালতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল আবেক্ষণমূলক ক্ষমতাবলে মামলাগুলি পরীক্ষা। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে জেলা (শহর) গণ-আদালতে প্রদত্ত রায় বা সিদ্ধান্তের ভুল পুনর্বিবেচনায় উদ্ঘাটিত নাও হতে পারে। তদুপরি, আপীলের আদালতের বিচারপতিরও ভুল হওয়া সম্ভব। প্রতিটি ফৌজদারি মামলা ও দেওয়ানি বিরোধ আইনের কঠোর মান্যতার সঙ্গে নির্ধারিত হওয়া সোভিয়েত আইনের চাহিদা বিধায় আইনপ্রণেতা আপীলের মাধ্যমে পরীক্ষা ছাড়াও মামলাগুলির আবেক্ষণমূলক পরীক্ষার ব্যবস্থাও করেছেন।

কার্যত আপীল রুজুর কার্যবিধি ও পুনর্বিবেচনার জন্য মামলাগুলি পুনরীক্ষণের অর্থ হল এই যে অনুষঙ্গী অভিশংসক বা উচ্চতর আদালতের সভাপতি গণ-আদালতের প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট রায়, সিদ্ধান্ত বা রাইডার ভুল বা অবৈধ বিবেচনায় আঞ্চলিক, এলাকাগত বা সম-মর্যাদার অন্যান্য আদালতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে প্রতিবাদ পেশের অধিকারী। কিন্তু কার্যবিধিটি ব্যতিক্রমী ধরনের এবং খুব অল্প সংখ্যক মামলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আদালতের সংস্থিতি। আঞ্চলিক, এলাকাগত ও সম-মর্যাদার অন্যান্য

আদালতগুলি সভাপতি, সহ-সভাপতিবর্গ ও আদালতের সদস্যবর্গ ও গণনির্ধারকদের নিয়ে গঠিত।

সভাপতি কার্যবিভাগ অনুযায়ী আদালতের সকল সদস্যকে বিভক্ত করেন। উপরোক্ত আদালতগুলি দু'ভাগে বিভক্ত: ফৌজদারি মামলার বিভাগ, দেওয়ানি মামলার বিভাগ। তদুপরি আদালতের একটি সভাপতিমণ্ডলীও রয়েছে।

আদালতের সভাপতিমণ্ডলীতে থাকেন সভাপতি, সহ-সভাপতিবর্গ ও কয়েক জন সদস্য। তাঁদের সংখ্যা নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী পরিষদ। স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করে সেই প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী। প্রতিটি আদালতের ব্যক্তি-সংস্থিতিও অনুমোদন করে সংশ্লিষ্ট জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী পরিষদ বা স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের নামের প্রস্তাব পেশ করেন সংশ্লিষ্ট আদালতের সভাপতি।

আদালতের বিভাগসমূহ। সাংগঠনিক দিক থেকে আদালতের বিভাগের কাজ সংশ্লিষ্ট বিভাগের সভাপতিই পরিচালনা করেন। আঞ্চলিক, এলাকাগত বা সম-মর্যাদার অন্যান্য আদালতের সভাপতি সহ-সভাপতিবর্গ বা আদালতের সদস্যদের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী পরিষদ বা স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর অনুমোদন সাপেক্ষে বিভাগের সভাপতি পদের প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করেন।

ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার বিভাগগুলি দায়িত্বে রয়েছে প্রথমত ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলাগুলির শুনানি, যেগুলি আইনত অগ্রাধিকারী আদালতের এখতিয়ারভুক্ত। জেলা (শহর) গণ-আদালতের গৃহীত রায়, সিদ্ধান্ত ও রাইডারের বিরুদ্ধে পুনর্বিবেচনার লক্ষ্যে সংবিধিবদ্ধ মেয়াদের মধ্যে আপীল বা প্রতিবাদের শুনানি গ্রহণও এইসব আদালতের কম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য নয়।

অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে উপরোক্ত বিভাগগুলি একজন প্রধান বিচারপতি (সভাপতি) ও দু'জন গণনির্ধারকের উপস্থিতিতে মামলার বিচার করে থাকে। আবার পুনর্বিবেচনার আদালত হিসাবে সেগুলি তিনজন

স্থায়ী বিচারপতির উপস্থিতিতে জেলা (শহর) গণ-আদালতগুলির সিদ্ধান্ত ও রায়ের বিরুদ্ধে আপীল বা প্রতিবাদ শোনে।

অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে এই বিভাগগুলির প্রদত্ত সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডারের বিরুদ্ধে সংবিধিবদ্ধ মেয়াদের মধ্যে মামলা অনুযায়ী ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলার বিভাগে আপীল বা প্রতিবাদ রুজু করা চলে।

আদালতের সভাপতিমণ্ডলী। গণ-আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল করলে, পুনর্বিবেচনার কার্যধারায় আহূত আদালতে সেগুলি সংশোধিত না হলে বা মামলাটি পুনর্বিবেচনাযোগ্য বিবেচিত না হলে, কিংবা পুনর্বিবেচনার আদালত কোন ভুল করলে আঞ্চলিক, এলাকাগত বা সম-মর্যাদার অন্যান্য আদালতের সভাপতি বা অঞ্চল, এলাকা, ইত্যাদির সংশ্লিষ্ট অভিশংসক আবেক্ষণের মাধ্যমে আঞ্চলিক বা সম-মর্যাদার অন্য আদালতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে প্রতিবাদ জানাতে পারেন।

আঞ্চলিক বা সম-মর্যাদার অন্যান্য আদালতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে আবেক্ষণের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের অভিশংসক, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, তাঁদের সহ-সভাপতিবর্গও প্রতিবাদ পেশের অধিকারী।

আঞ্চলিক আদালতের সভাপতিমণ্ডলীর অধিবেশনে সংশ্লিষ্ট অভিশংসকের (অঞ্চল, এলাকা, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, ইত্যাদির) উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। অধিবেশনে উপস্থিত সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের সাদাসিধা সংখ্যাধিক ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অভিশংসক সভাপতিমণ্ডলীকে নিজ অভিমত জানান, কিন্তু ভোটদানে শরিক হন না। অর্ধেকের বেশি সদস্য ও অন্যূন তিনজন বিচারপতি উপস্থিত থাকলে সভাপতিমণ্ডলীর অধিবেশন যোগ্যতাসম্পন্ন বিবেচিত হয়।

আঞ্চলিক আদালতের প্রধান বিচারপতি (সভাপতি)। আদালতের বিভাগগুলির অধিবেশনে তিনি সভাপতি হওয়ার অধিকারী। আইনবলে তিনিও জেলা (শহর) গণ-আদালতের প্রদত্ত রায়, সিদ্ধান্ত ও রাইডারের বিরুদ্ধে, আদালতের সামনে কৈফিয়ৎ দেয়ার জন্য একক বিচারপতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ও পুনর্বিচারের জন্য আদালতের বিভাগের প্রদত্ত রাইডারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারেন।

৩. ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সংবিধান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত বিধানের মূলসূত্র (২৬ নং ধারা) অনুসারে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত হল একটি প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ বিচারবিভাগীয় সংস্থা।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত প্রজাতন্ত্রের এলাকার উপর তার এখতিয়ার প্রয়োগ করে। সর্বোচ্চ আদালতের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত, রায়, রাইডার ও বিনির্দেশ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার জন্য আপীল বা প্রতিবাদ করা চলে না, প্রতিবাদ জানান যায় শুধু আবেক্ষণের পথে। কোন কোন শর্তে এই আদালত প্রজাতন্ত্রের অন্য কোন আদালতের গৃহীত রায়, সিদ্ধান্ত, রাইডার ও বিনির্দেশ নাকচ করার বা সেগুলিতে পরিবর্তন যোজনের অধিকারী। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধানের প্রয়োগ সম্পর্কে দিশারী নির্দেশ প্রদানের অধিকারও তার আছে।

আদালতের নির্বাচন। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত ওই প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতই নির্বাচন করে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য। সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশনের সময় হাত-তোলা ভোটে কাজটি নিষ্পন্ন হয়। প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ বিধানিক সংস্থা কর্তৃক সর্বোচ্চ আদালতের নির্বাচন বস্তুত বিচারপতিদের স্বাধীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্যারাণ্টি।

সর্বোচ্চ সোভিয়েত সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত নির্বাচনের সময়ই ওই আদালতের বিচারপতিদের সংখ্যাও স্থির করে।

আদালতের যোগ্যতা। নিজ যোগ্যতার আওতায় ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত নিম্নোক্ত কাজগুলি সম্পাদন করে:

ক) অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে তা নিজের আইনগত এখতিয়ারভুক্ত দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার করে; অধস্তন আদালত দ্বারা বিচারার্থ গৃহীত যেকোন মামলার উপর তার এখতিয়ার রয়েছে যদি সে নিঃসন্দেহ হয় যে মামলাটি তার মনোযোগযোগ্য;

খ) ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের এলাকায় কর্মরত সকল আদালতের প্রদত্ত রায়, সিদ্ধান্ত ও রাইডার আইনত বলবৎ হওয়ার আগে সেগুলির বিরুদ্ধে রুজু করা আপীল ও প্রতিবাদ পুনর্বিবেচনার পথে তা শুনে থাকে;

গ) প্রজাতন্ত্রের সকল আদালতের গৃহীত রায়, সিদ্ধান্ত ও রাইডারের বিরুদ্ধে আবেক্ষণের মাধ্যমে তা প্রতিবাদ বিবেচনা করে, যদি-না

পুনর্বিবেচনার জন্য সেগুলির বিরুদ্ধে আপীল করা হয় ও সেগুলি আইনত বলবৎ হয়ে থাকে;

ঘ) প্রজাতান্ত্রিক আইনগুলির প্রয়োগ সম্পর্কে তা আদালতগুলিকে পথনির্দেশ করে।

আদালতের সংস্থিতি। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত একজন সভাপতি, সহ-সভাপতিবর্গ, সদস্যগণ ও গণনির্ধারকদের নিয়ে গঠিত। এই ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকেই তা গঠন করে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার একটি করে বিভাগ, সর্বোচ্চ আদালতের একটি পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র ও একটি সভাপতিমণ্ডলী। অধিকন্তু, আদালতের থাকে একটি কর্মিবিভাগ যেখানে বিচারপতি নয় এমন ব্যক্তিরা কাজ করে। এই বিভাগের কাঠামোটির নির্ধারক হল সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী।

আদালতের বিভাগসমূহ। আদালত-সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার বিভাগগুলি। প্রতিটি বিভাগে থাকেন একজন সভাপতি এবং এই পদের জন্য আদালতে সহ-সভাপতিবর্গ বা সদস্যদের মধ্য থেকে তাঁকে মনোনীত করে প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী এবং তা সর্বোচ্চ সোভিয়েত কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এই পদের জন্য প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করেন সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি।

সভাপতির কর্তব্য: নিজ বিভাগের সাধারণ সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ, সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রে বিভাগের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ ও বিভাগের অভ্যন্তরে মামলার শুনানির জন্য বিচারপতিদের নামসূচি প্রস্তুত (প্রতিটি নামসূচিতে আদালতের তিনজন সদস্য থাকেন)। মামলার শুনানির জন্য বিভাগের যেকোন অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্বের অধিকারী।

দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলায় মূল এখতিয়ার প্রয়োগ সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির পক্ষে অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে প্রতিপালিত অন্যতম প্রধান কর্তব্য। কোন্ কোন্ মামলা সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলিতে পরীক্ষিত হবে তা প্রত্যেক ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের চলতি বিধানে বিবৃত থাকে।

অঞ্চল, এলাকা ও সম-মর্যাদার অন্যান্য আদালতে বিভক্ত প্রজাতন্ত্রগুলিতে সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলি বিশেষ ধরনের জটিল মামলা ও বিশেষ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলাগুলির শুনানি গ্রহণ করে। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত নিজে আদালতের সভাপতির বিবেচনা সাপেক্ষে বা কোন

উপযুক্ত অভিশংসকের সুপারিশে একটি মামলা হস্তান্তর করতে পারে।

প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ আদালতগুলি যেকোন দেওয়ানি মামলা জেলা (শহর) গণ-আদালত থেকে এবং আঞ্চলিক, এলাকাগত বা সম-মর্যাদার অন্য আদালত থেকেও তুলে নিতে, হস্তান্তর করতে পারে, যদি ওই মামলার বিচার জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট হয় বা তাতে বিশেষ জটিলতা দেখা দেয়। অধিকন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত কোন প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ আদালতকে অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে নিজে কোন দেওয়ানি মামলা গ্রহণের প্রস্তাব দিতে পারে।

সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির আরেকটি প্রধান কর্তব্য: পুনর্বিচারের মাধ্যমে আঞ্চলিক, এলাকাগত ও সম-মর্যাদার অন্যান্য আদালতের এবং যেসব ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র অঞ্চলবিভক্ত নয় সেগুলির গণ-আদালতে গৃহীত রায়, সিদ্ধান্ত ও রাইডারের বিরুদ্ধে আপীল ও প্রতিবাদ শোনা।

পরিশেষে, যেসব রায়, সিদ্ধান্ত ও রাইডারের বিরুদ্ধে পুনর্বিবেচনার মেয়াদের মধ্যে আপীল করা হয় নি ও যেগুলি আইনত বলবৎ হয়েছে, সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলি আবেক্ষণের পথে এইসব মামলার শুনানি গ্রহণ করে। এই ধরনের রায়, সিদ্ধান্ত ও রাইডারগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগে প্রতিবাদ জানাতে পারেন প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, প্রজাতান্ত্রিক অভিশংসক বা তাঁদের সংশ্লিষ্ট সহকারীবর্গ।

আদালতের সভাপতিমণ্ডলী। সভাপতিমণ্ডলীসমূহ ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতসমূহে অবস্থিত। সভাপতিমণ্ডলীতে থাকেন আদালতের সভাপতি, সহ-সভাপতিবর্গ ও কিছু সংখ্যক আদালত-সদস্য যাদের সংখ্যাটি প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী নির্ধারণ করে। সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের নাম একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে উত্থাপন করেন সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি ও তা অনুমোদন করে প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী।

বিচারসংস্থা হিসাবে প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতিমণ্ডলী প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির প্রদত্ত সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডারের বিরুদ্ধে আবেক্ষণের মাধ্যমে রুজু করা প্রতিবাদগুলিই কেবল শোনে এবং অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে কর্মরত আদালতের বিভাগের প্রদত্ত রায়ের ব্যাপারে নতুন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আবিষ্কৃত হলে সেইসব মামলা পুনর্বিচারের প্রশ্নগুলিও মীমাংসা করে।

আদালতের বিভাগগুলির প্রদত্ত রায়, সিদ্ধান্ত ও রাইডারের বিরুদ্ধে আবেক্ষণের মাধ্যমে প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে প্রতিবাদ জানাতে পারেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, মহা-অভিশংসক ও তাঁদের সংশ্লিষ্ট সহকারীবর্গ, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের অভিশংসক ও তাঁদের সহকারীবর্গ।

সভাপতিমণ্ডলী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সাদাসিধা সংখ্যাধিক ভোটে। সভাপতিমণ্ডলীতে প্রতিবাদের শুনানির সময় সেখানে প্রজাতান্ত্রিক অভিশংসকের উপস্থিতি অপরিহার্য এবং তিনি আলোচ্য প্রতিবাদের গুণাগুণ সম্পর্কে নিজের অভিমত জ্ঞাপন করেন।

সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র। প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ আদালতের এই উচ্চতম সংস্থাটি আদালতের সভাপতি, সহ-সভাপতিবর্গ ও সকল আদালত-সদস্য সমবায়ে গঠিত।

প্রতি ২-৩ মাসের মধ্যে অন্যূন একবার এই সংস্থার অধিবেশন আহূত হয়। অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র সিদ্ধ বিবেচিত হয়। এখানে প্রজাতান্ত্রিক অভিশংসকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক এবং তিনি আলোচনায় শরিক হন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে নিজ অভিমত জানান। পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের সিদ্ধান্ত উপস্থিত সদস্যদের সাদাসিধা সংখ্যাধিক ভোটে গৃহীত হয়।

ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের প্রধান কাজ: ফৌজদারি ও দেওয়ানি কার্যধারায় প্রজাতান্ত্রিক বিধানের প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলি সম্পর্কে দিশারী নির্দেশ প্রদান।

প্রজাতান্ত্রিক বিচারমন্ত্রীর বা অভিশংসকের উপস্থাপিত প্রস্তাবের ক্ষেত্রেও পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র দিশারী নির্দেশ দিতে পারে। এক্ষেত্রে মন্ত্রী বা অভিশংসক হেতু ও সঙ্গত কারণ সহ তাঁদের প্রস্তাবগুলি সর্বোচ্চ আদালতে পাঠান ও পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রকে আদালতগুলিকে নির্দেশ বা ব্যাখ্যা দানের জন্য অনুরোধ করেন। উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের পর পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র ভোটে যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র বিধানিকভাবে মীমাংসেয় প্রশ্নগুলি সম্পর্কে এবং চলতি আইনগুলি ব্যাখ্যার আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে বিবৃতি পাঠানোর অধিকারী।

অধিকাংশ ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রে পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা আবেক্ষণের মাধ্যমে উত্থাপিত প্রতিবাদগুলিও বিবেচনা করে দেখে।

আদালতের সভাপতি। সভাপতিই প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান। পুরো মণ্ডলী সহ তাঁকে নির্বাচন করে প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ সোভিয়েত। তাঁর বিচার্য বিষয় বহুবিধ: আদলতের বিভাগের অধিবেশনে সভাপতিত্ব (বা এই দায়িত্ব পালনের জন্য কোন আদালত-সদস্যকে বাছাই করা), প্রজাতন্ত্রের যাবতীয় আদালত ও বিচারপতির গৃহীত রায়, সিদ্ধান্ত, রাইডার ও বিনির্দেশের বিরুদ্ধে সংবিধিবদ্ধ ধরনে প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং যেসব রায়, সিদ্ধান্ত বা রাইডারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছে প্রয়োজনবোধে সেগুলির প্রয়োগ স্থগিত রাখা।

তিনি সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র আহ্বান করেন, সেই বিচারসত্রে সভাপতিত্ব করেন, সামগ্রিকভাবে আদালতকে সাংগঠনিক নেতৃত্ব দেন।

তাঁর অনুপস্থিতিতে সভাপতির অধিকার ও দায়িত্ব পালন করেন সহ-সভাপতি।

প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ আদালতের আইন প্রণালীবদ্ধকরণ ও সংহিতাবদ্ধকরণ বিভাগগুলি চলতি বিধানের তালিকা তৈরি ও বিচারকার্যকে রীতিবদ্ধ করে। আদালতের যাবতীয় প্রধান সিদ্ধান্ত বিশেষ পত্র-সূচিতে লিপিবদ্ধ থাকে এবং এভাবে প্রত্যেক বিচারপতির পক্ষে যেকোন সময় নজির সংগ্রহ এবং এক্ষেত্রে উচ্চতর আদালতগুলির গৃহীত রায়, সিদ্ধান্ত ও বিনির্দেশগুলি দেখা সম্ভবপর হয়।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের অভ্যর্থনা কক্ষের যথাযথ পরিচালনার গুরুত্ব সমধিক। বিচারালয়ে দরখাস্ত পেশের মাধ্যমে যেকোন সোভিয়েত নাগরিক তার জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন সম্পর্কে নিবিড় মনোযোগ ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা লাভের অধিকারী। অভ্যর্থনা কক্ষের কার্যভার এমনভাবে সংগঠিত যাতে আদালতের বিচারপতিদের একজন অন্য শহরের কোন একটি লোক আদালতে আসা মাত্র তাকে অভ্যর্থনা জানানো ও প্রয়োজনবোধে ২-৩ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি বা সহ-সভাপতিদের পক্ষে তাকে সাক্ষাৎদান সম্ভবপর হয়।

নাগরিকদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতিমণ্ডলী অভ্যর্থনা কক্ষের কার্যকলাপ এবং

আদালতের দপ্তর ও বিভাগগুলিতে আপীল ও অভিযোগ পরিচালনা সংক্রান্ত মেয়াদী তথ্য ও প্রতিবেদনগুলি গ্রহণ করে।

প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের রয়েছে নিজস্ব বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা পর্ষদ। আদালত ও আইন সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থাগুলির মধ্যে যোগাযোগ মজবুত এবং বিচারকার্যে উদ্ভূত সমস্যাগুলি আলোচনায় বিজ্ঞানীদের শরিকানা বৃদ্ধির জন্য তা প্রতিষ্ঠিত। পর্ষদে আছেন বহু প্রখ্যাত আইনবিশারদ ও অভিজ্ঞ আইনজীবী। এটির সদস্যপদ প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র অনুমোদন করে থাকে।

বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা পর্ষদ প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের দিশারী নির্দেশগুলির খসড়া, আইনগত প্রশ্নাবলী ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা চালায়।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের আদালতগুলি

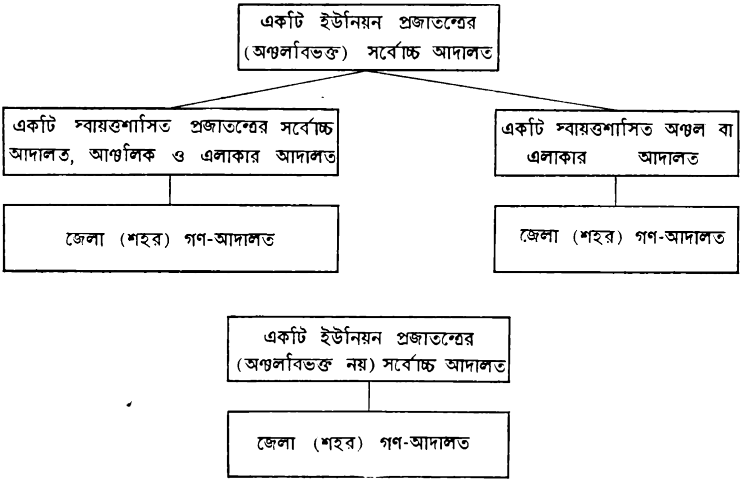

পঞ্চম অধ্যায়

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত

১. সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের গঠন ও সংস্থিতি

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সংগঠন ও কার্যকলাপ ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে গৃহীত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য আদালতের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতও নির্বাচন সাপেক্ষ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ১৫২ নং ধারার অধীনে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত ৫ বছর মেয়াদে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত দ্বারা নির্বাচিত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত যাদের নিয়ে গঠিত: সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, সহ-সভাপতিবর্গ, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সদস্যবর্গ ও গণনির্ধারকগণ এবং এইসঙ্গে পদাধিকারবলে এই আদালতের সদস্য হিসাবে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতসমূহের সভাপতিরা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত নির্বাচনের সময়ই ওই আদালতের সদস্যদের সংখ্যাটি স্থির করে। ১৯৮৪ সালে নির্বাচিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতে ছিলেন সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, ২ জন সহ-সভাপতি, ১৭ জন সদস্য ও ৪৫ জন গণনির্ধারক। তদুপরি, আছেন ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতসমূহের ১৫ জন সভাপতি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত বিধানের মূলসূত্র অনুসারে ভোটাধিকারী ও নির্বাচনের দিনে অন্যূন ২৫ বছর বয়সী যেকোন সোভিয়েত নাগরিক বিচারপতি বা গণনির্ধারক নির্বাচিত হতে পারে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত দেশের

বিচারগত সর্বোচ্চ সংস্থা বিধায় আইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ও আইনসংস্থায় কাজের যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সাধারণত আদালতের প্রার্থীসদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৮৪ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের নির্বাচনে সর্বোচ্চ সোভিয়েত আইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত ও আদালতে দীর্ঘকাল কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নানা জাতিসত্তার মানুষকে সর্বোচ্চ আদালতের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছিল। ১৯৮৪ সালে নির্বাচিত গণনির্ধারকদের মধ্যে ছিলেন ১৩ শিল্পশ্রমিক, ৫ যৌথখামারী ও ১৭ বুদ্ধিজীবী। সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশই নারী। সকল সদস্য ১৫টি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।

পদাধিকারবলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সদস্য হিসাবে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতসমূহের সভাপতিরা বস্তুত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত কর্তৃক সরাসর নির্বাচিত অন্যান্য আদালত-সদস্যদের সমানাধিকারী। আদালতের কর্মকান্ডে তাঁদের শরিকানা সোভিয়েত ইউনিয়নের ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতসমূহের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তাঁরা সংক্ষিপ্ত মেয়াদের মধ্যে আদালতের রীতি অনুসারে সূচিত ও নির্ধারিত বিধান প্রয়োগ সম্পর্কে দিশারী নির্দেশগুলি প্রস্তুতে সাহায্য করেন; তাঁরা ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের আদালতগুলি দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তগুলির যথাযথ ও সময়োচিত বলবৎকরণের উপযোগী পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন এবং ফলত সকল ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রে সমাজতান্ত্রিক ন্যায়বিচারের অভিন্ন নীতিসমূহের কার্যকর বাস্তবায়নের উন্নতি ঘটান। এইসঙ্গে প্রতিটি প্রজাতন্ত্রের আদালতের নিজস্ব প্রতিনিধি রয়েছে যাঁরা নানা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ আদালতগুলির মতামত উপস্থাপন ও সত্যাপন করতে পারেন।

প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতিরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রে বছরে অন্তত চারবার যোগ দেন এবং প্রতিটি অধিবেশন দু'সপ্তাহ স্থায়ী হয়। আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের নির্দেশগুলির খসড়া তৈরিতে তাঁরা সাহায্য দেন, সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির সভাপতিদের প্রদত্ত প্রতিবেদন আলোচনা করেন; আবেক্ষণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি বা সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসকের প্রতিবাদের দরুন আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রে পরীক্ষিত

ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলাগুলির ন্যায়নির্ণয়নে শরিক হন।

১৯৭৯ সালের আইন মোতাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে ও অধিবেশনগুলির অন্তর্বর্তী মেয়াদে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে দায়ী থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি পদাসীন থাকার মেয়াদের মধ্যে অন্তত একবার সর্বোচ্চ আদালতের কার্যকলাপের সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে সর্বোচ্চ সোভিয়েতের বিবেচনার জন্য একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত আইন মোতাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, সহ-সভাপতিবর্গ, সদস্যবৃন্দ ও গণনির্ধারকদের কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই তাঁদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারে আর সর্বোচ্চ সোভিয়েত অধিবেশনের অন্তর্বর্তী মেয়াদে তা পারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অনুমোদন সাপেক্ষে সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে দায়ী ও তাদ্বারা নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারটি ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার ন্যায়বিচার বিধানে আদালতের সভাপতি, সহ-সভাপতিবর্গ, সদস্য ও গণনির্ধারকদের সর্বোচ্চ সোভিয়েত বা তার সভাপতিমণ্ডলীর উপর নির্ভরশীল করে তোলে না। আইনের ৮ নং ধারায় বিবৃত আছে যে ন্যায়বিচার বিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সদস্যবর্গ ও গণনির্ধারকগণ স্বাধীন ও কেবল আইনেরই আওতাধীন। কোন মামলার ন্যায়নির্ণয়নে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত হস্তক্ষেপ করে না।

২. সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের কাঠামো

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত কার্যপরিচালনা করে: ক) সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র হিসাবে; খ) দেওয়ানি মামলার একটি বিভাগ হিসাবে; গ) ফৌজদারি মামলার একটি বিভাগ হিসাবে; ঘ) একটি সামরিক বিভাগ হিসাবে।

সামরিক বিভাগের সংযুক্তির মধ্যে সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার পূর্ণতা প্রতিফলিত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সম্পর্কে আইন অনুযায়ী সভাপতি, সহ-সভাপতিবর্গ ও সদস্যদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র গঠিত হয়। আদালতের বিভাগগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র সর্বোচ্চ আদালতের সদস্যদের নিয়ে গঠন করে। প্রয়োজনমতো সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভাগগুলির সংস্থিতি পুনর্বিন্যস্ত করতে পারেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ১৫৩ নং ধারায় সর্বোচ্চ আদালতের কার্যকলাপের মূল আধেয় এভাবে বর্ণিত: 'সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত হল সর্বোচ্চ বিচারসংস্থা এবং আইন-নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারসংস্থা ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিচারসংস্থার কার্যকলাপ তত্ত্বাবধানকারী।'

ওই আইনে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের ও প্রত্যেক বিভাগের এখতিয়ার বর্ণিত আছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের এখতিয়ার:

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগসমূহের সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডারের বিরুদ্ধে, সর্ব-ইউনিয়ন বিধানের বিরোধী হলে বা অন্য ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির স্বার্থহানি ঘটালে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতিমণ্ডলীর ও পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসকের প্রতিবাদগুলি পরীক্ষা;

বিচারগত কার্যকলাপ ও পরিসংখ্যান সামান্যকরণকারী বিষয়বস্তু পরীক্ষা এবং আইনগত কার্যধারায় বিধানের প্রয়োগ সম্পর্কে আদালতকে দিশারী নির্দেশ প্রদান;

বিধানিকভাবে মীমাংসেয় সমস্যাবলী তথা সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন ব্যাখ্যার সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলী সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে প্রস্তাব পেশ;

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিচারসংস্থাসমূহের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ মীমাংসা;

সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগসমূহের কার্যকলাপ সম্পর্কে ওগুলির সভাপতিদের প্রদত্ত প্রতিবেদন শোনা।

সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের অধিবেশন চার মাসে অন্তত একবার আহূত হয়। মোট সদস্যের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে অধিবেশন বৈধ বিবেচিত হয়।

পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের অধিবেশনে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসকের উপস্থিতি অপরিহার্য। তিনি আলোচ্য যাবতীয় প্রশ্ন আলোচনায় শরিক হন, অধিবেশনের আলোচনা ও প্রতিবাদ পরীক্ষা উভয়ের ফলাফল সম্পর্কে নিজ সিদ্ধান্ত জানান। পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যদের সাদাসিধা সংখ্যাধিক ভোটেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; মহা-অভিশংসক ভোট দেন না। অধিবেশনগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রীও উপস্থিত থাকেন।

অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে বিভাগগুলি আইনত তাদের এখতিয়ারভুক্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলাগুলির বিচার করে। বিভাগগুলি কার্যত সামগ্রিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কিংবা দুই বা ততোধিক ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের স্বার্থজড়িত গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলি পরীক্ষা করে থাকে। বিভাগগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির উদ্যোগে বা সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসকের অনুমোদন সাপেক্ষে নিজেই এইসব মামলা হস্তান্তর করে।

অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলি সভাপতি, সর্বোচ্চ আদালতের সদস্য ও দু'জন গণনির্ধারকের উপস্থিতিতে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলাগুলির বিচারের জন্য অধিবেশনে বসে।

দেওয়ানি মামলার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং ফৌজদারি মামলার বিভাগ বা সামরিক বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়নের নামে এবং প্রজাতান্ত্রিক আদালতগুলির সিদ্ধান্ত ও রায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের নামে ঘোষিত হয়।

দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিভাগগুলি অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে ছাড়াও আবেক্ষণমূলক যোগ্যতায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক বা তাঁদের সহকারীবর্গ কর্তৃক ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির সিদ্ধান্ত ও রায়ের বিরুদ্ধে আনীত প্রতিবাদগুলি পরীক্ষা

করে, যদি ওইসব সিদ্ধান্ত ও রায় সর্ব-ইউনিয়ন বিধানের বিরোধী হয় বা অন্যান্য ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের স্বার্থহানি ঘটায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সামরিক বিভাগ অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে সৈনিকদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলি শোনে ও আবেক্ষণমূলক যোগ্যতাবলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, মহা-অভিশংসক, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সামরিক বিভাগের সভাপতি ও প্রধান সামরিক অভিশংসক কর্তৃক সৈন্যবাহিনীর সামরিক ট্রাইবুনালের রায়, সিদ্ধান্ত ও রাইডারের বিরুদ্ধে আনীত প্রতিবাদগুলি শোনে। তদুপরি, তা সামরিক ট্রাইবুনালের ব্যাপারে আপীলের আদালতেরও কাজ করে।

বিভাগগুলি সর্বোচ্চ আদালতের তিনজন সদস্যের উপস্থিতিতে পুনর্বিবেচনার পথে আপীল ও প্রতিবাদ এবং আবেক্ষণমূলক যোগ্যতাবলে প্রতিবাদ শোনে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বোচ্চ আদালত সম্পর্কিত আইনের আওতায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির কর্তব্য:

ক) সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডারের বিরুদ্ধে, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতসমূহের সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডারের বিরুদ্ধে এবং সৈন্যবাহিনীর, সামরিক মহল্লার, সৈন্যদলের, নৌবাহিনীর ও পৃথক বাহিনীগুলির ট্রাইবুনালের রায় ও রাইডারের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতের কাছে প্রতিবাদ; ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতিমণ্ডলী ও পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের কাছে প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ আদালতগুলির সিদ্ধান্ত, রায় ও বিনির্দেশের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ, যদি ওগুলি সর্ব-ইউনিয়ন বিধানের বিরোধী হয় বা অন্যান্য ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির স্বার্থহানি ঘটায়;

খ) সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের সভাপতিত্ব এবং প্রয়োজনবোধে যেকোন মামলার বিচারকালে সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির অধিবেশনে সভাপতিত্ব;

গ) সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির কর্মকাণ্ডে সাধারণ সাংগঠনিক নেতৃত্ব দান;

ঘ) সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের অধিবেশনে বিবেচ্য যাবতীয় প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু প্রস্তুতির নিশ্চয়তা বিধান;

ঙ) সর্বোচ্চ আদালতের প্রশাসনবিভাগের কার্যকলাপ পরিচালনা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির অনুপস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সহ-সভাপতি তাঁর সমস্ত অধিকার ও কর্তব্য পালন করেন।

সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির সভাপতিরা বিভাগীয় সদস্য ও উপদেষ্টাদের কার্যপরিচালনা করেন। তাঁর অধীনস্থ একজন বিভাগ-সদস্য (বিচারপতি) ও উপদেষ্টাগণ নাগরিকদের আপীল ও আবেদনগুলি পরীক্ষা করে দেখেন এবং বিচারগত আবেক্ষণের মাধ্যমে আদালতে আনীত মামলাগুলিও পরীক্ষা করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র কর্তৃক দিশারী নির্দেশের খসড়া তৈরি ও আইন-প্রণয়নের মাধ্যমে মীমাংসেয় প্রশ্নগুলি প্রস্তুতির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত আইনবিদ ও আইনসংস্থার প্রতিনিধিদের সাহায্য লাভের জন্য নানা ধরনের সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই ধরনের দলিলপত্রের খসড়াগুলি মূল্যায়নের জন্য যথানিয়মে উচ্চতর আইনশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইনবিদ্যা ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য গবেষণা সংস্থায় পাঠান হয়। এভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত নাবালকদের দুষ্ক্রিয়তা সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি আলোচনায় শরিক হওয়ার জন্য আইনবিদ ছাড়াও সোভিয়েত শিক্ষাবিজ্ঞান আকাদমির শিক্ষাবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও মনস্তত্ত্ব ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের এবং কপিরাইট সম্পর্কিত বিরোধে আদালতের শুনানির ব্যাপারে সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র কর্তৃক দিশারী নির্দেশগুলির খসড়া তৈরির জন্য সর্ব-ইউনিয়ন কপিরাইট সংস্থার, প্রকাশালয়, মুদ্রণ-শিল্প ও গ্রন্থবিক্রয় সংক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের রাষ্ট্রীয় কমিটির আইনবিদ ও প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানায়।

মামলার ন্যায়নির্ণয়নে বিধান প্রয়োগ সম্পর্কে সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের দিশারী নির্দেশগুলি নির্দিষ্ট মামলায় পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের সিদ্ধান্ত থেকে আইনগত প্রকৃতি ও আধেয়ে পৃথক হয়ে থাকে।

এই দলিলগুলিতে আইনগত প্রকৃতির পার্থক্য এই যে কোন নির্দিষ্ট মামলায় পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত কেবল সেই মামলার ক্ষেত্রেই, মামলার বিচারকারী কেবল ওই আদালতের পক্ষেই অবশ্যপালনীয়। ন্যায়বিচার বিধানে আদালতগুলি এইসব সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে, কিন্তু 'corpus delicti' বা দেওয়ানি সম্পর্কের সমান হলেও অন্যান্য মামলার শুনানির ক্ষেত্রে ওগুলি বাধ্যতামূলক নয়।

আইনবিধি প্রয়োগের ধরনের ব্যাখ্যা-সম্বলিত সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের প্রদত্ত নির্দেশগুলি সকল আদালতের পক্ষেই প্রাসঙ্গিক। কোন বিশেষ ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলার ন্যায়নির্ণয়নের জন্যই কেবল নয়, যথাযোগ্য আইনবিধি প্রয়োগের সর্বক্ষেত্রেই এই নির্দেশগুলি অবশ্যপালনীয়।

বিচারকার্যে বিধান প্রয়োগ সম্পর্কে আদালতকে যথাযোগ্য নির্দেশ দানের প্রয়োজনীয় প্রস্তাবগুলি সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের বিবেচনার জন্য সত্রের অধিবেশনে দাখিল করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রী।

নিম্নোক্ত অবস্থাগুলি এই ধরনের দাখিলের কারণ হতে পারে: আদালত কর্তৃক আইনরীতির ভুল প্রয়োগ পরীক্ষায়; বিধান সংশোধন, যেখানে বিচারকার্যে এই বিধান প্রয়োগ থেকে উদ্ভূত নতুন প্রশ্নাবলীর ব্যাখ্যার প্রয়োজন ঘটে; আইনবিধির বিবিধ ব্যাখ্যার ব্যাপারে বিচারপতিদের তদন্ত, ইত্যাদি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত আইন-প্রণয়নে উদ্যোগী হওয়ার অধিকারী। এই আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র বিধানিকভাবে মীমাংসেয় সমস্যাবলী সম্পর্কে, দেশের আইনগুলির ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলী সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে প্রস্তাব দাখিল করতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে তাদের সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত বা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী নতুন আইন জারি, প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে বা একটি চলতি আইন বাতিল বা সংশোধন সম্পর্কে দাখিলকৃত প্রস্তাব আলোচনায়, এই প্রস্তাবটি গ্রহণ বা বর্জনে দায়বদ্ধ।

খোদ সর্বোচ্চ আদালতের বিধান ও বিচারকার্য তার আইনরীতিবন্ধন বিভাগ দ্বারা রীতিবদ্ধ হয়। যেসব শাখায় সোভিয়েত আইন বিভক্ত, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আইন, প্রশাসনিক আইন, আন্তর্জাতিক আইন, বিচারপ্রণালী, ফৌজদারি আইন, ফৌজদারি মামলা, ইত্যাদি নামাঙ্কিত বিশেষ শ্রেণীবিভাজক পত্রসূচি অনুযায়ী বিধানগুলি রীতিবদ্ধ করা হয়।

মামলার ন্যায়নির্ণয়ন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিচারসংস্থাসমূহের কার্যকলাপ আবেক্ষণে সোভিয়েত

ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক এই উপকরণ ব্যবহৃত হওয়ার পরিমাণের নিরিখেই তা গ্রাহ্য ও রীতিবদ্ধ হয়ে থাকে।

পত্রসূচিতে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করে আইনরীতি রীতিবদ্ধ করা হয়: মামলার ন্যায়নির্ণয়নে বিধান প্রয়োগ সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের প্রদত্ত যাবতীয় দিশারী নির্দেশ; ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার ন্যায়নির্ণয়নে প্রজাতান্ত্রিক বিধান প্রয়োগে প্রজাতান্ত্রিক সর্বোচ্চ আদালতসমূহের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের প্রদত্ত দিশারী নির্দেশ; মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ মামলায় পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির গৃহীত রাইডার। পাঠ্যপুস্তক, মনোগ্রাফ ও অন্যান্য আইনগ্রন্থ, বিদেশী আইনসাহিত্য, বিচারকার্যে ব্যবহার্য বরাতবহি ও অন্যান্য সাহিত্যে সমৃদ্ধ একটি বিশেষ গ্রন্থাগার আইনরীতিবন্ধন বিভাগে থাকে।

সামরিক বিভাগ সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের একটি অংশ।

সামরিক বিভাগের তালিকাভুক্ত সামরিক বিচারপতিরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সদস্য ও আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের অধিবেশনে অন্যান্য বিচারপতির সঙ্গে অভিন্ন মর্যাদায় শরিকানার অধিকারী।

সামরিক বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে সভাপতি বিভাগকে সাধারণ নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির অধস্তন বিচারপতি। খোদ বিভাগটি সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের কাছে দায়ী ও তার সভাপতি পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের কাছে কিছুকাল পর পর নিজ কার্যকলাপের প্রতিবেদন পেশ করেন।

আইনের অধীনে ব্যতিক্রমী ধরনের মামলায় ও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদের মামলায় অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে সামরিক বিভাগের মৌলিক এখতিয়ার বর্তায়।

সর্বোচ্চ আদালতের সামরিক বিভাগ আপীলের আদালত হিসাবেও কাজ করে। অর্থাৎ, এই বিভাগ মধ্যম আদালত হিসাবেও সামরিক ট্রাইবুনালের প্রদত্ত রায়, সিদ্ধান্ত ও রাইডারের বিরুদ্ধে আপীল ও প্রতিবাদ শোনে।

সামরিক বিভাগের যাবতীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেক্ষণমূলক ক্ষমতা বলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের কাছে প্রতিবাদ জানাতে পারেন, যা এক্ষেত্রে সামরিক

বিভাগের পরীক্ষিত যেকোন মামলার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে সামরিক ট্রাইবুনালগুলি নিয়মিত আদালতে প্রযুক্ত অভিন্ন নীতির ভিত্তিতেই নিজেদের কার্যকলাপ পরিচালনা করে। ট্রাইবুনালগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধান, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের ফৌজদারি ও ফৌজদারি কার্যবিধিগত বিধানের মূলসূত্র, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের দায় সংক্রান্ত আইন ও অন্যান্য সর্ব-ইউনিয়ন বিধানিক আইন দ্বারা পরিচালিত হয়।

ফৌজদারি বিধানের মূলসূত্রের অধীনে সামরিক ট্রাইবুনালগুলি অনুষ্ঠিত অপরাধের অকুস্থলের ইউনিয়ন প্রজাতান্ত্রিক ফৌজদারি আইনকোষ এবং যেখানে মামলা অনুষ্ঠিত হয় সেখানকার ফৌজদারি কার্যবিধিগত আইনকোষ প্রয়োগ করে। কোন ফৌজদারি মামলার বিচারে দেওয়ানি নালিশের প্রতিবিধান প্রয়োজন হলে অনুষ্ঠিত অপরাধের অকুস্থলের ইউনিয়ন প্রজাতান্ত্রিক দেওয়ানি আইনকোষ দ্বারা সামরিক ট্রাইবুনাল চালিত হয়ে থাকে।

সামরিক ট্রাইবুনালগুলির সাংগঠনিক কর্তৃত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রকের উপর বর্তায় এবং ওখানে সেজন্য একটি বিশেষ বিভাগ রয়েছে।

১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের একটি সিদ্ধান্ত অনুসারে সেখানে আলোচনার জন্য প্রধানত বিচারকার্য থেকে সংগৃহীত উপকরণ প্রস্তুতির মানোন্নয়নের জন্য একটি বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা পর্ষদ গঠিত হয়। সিদ্ধান্তে বিচারসংস্থা ও আইন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক সংস্থাসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ উন্নয়নের জন্য পর্ষদের তৎপরতা জোরদার করার লক্ষ্যও বিবৃত হয়েছিল।

আজ এই পর্ষদে আছেন আইনের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত প্রসিদ্ধ আইনবিদরা।

বিবিধ আইনগত তত্ত্বীয় সমস্যাবলী আলোচনার জন্য নিয়মিত অধিবেশন আহূত হওয়া ছাড়াও পর্ষদ বৈজ্ঞানিক-প্রায়োগিক বিষয়ে কয়েকটি সম্মেলন আহ্বান করেছিল এবং তাতে যোগ দিয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু শহর থেকে বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞানকর্মী ও নানা প্রজাতন্ত্রের বিচারপতিরা। পর্ষদের সদস্যরা বিচাররীতি সামান্যীকরণের শরিক হন, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিচারকর্মীদের কাছে প্রতিবেদন পেশ করেন, জটিলতম তত্ত্বীয় সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা চালান।

পর্ষদের কার্যকলাপের মোটামুটি পরিসর বর্ণনায় অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে পর্ষদের যাবতীয় সুপারিশই পরামর্শমূলক, আইনের সাধারণ ঘটনাই ওগুলির আলোচ্য বিষয়বস্তু এবং কোন অবস্থাতেই ওগুলি ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত বা পূর্বনির্ধারিত করবে না।

পর্ষদের প্রায়োগিক কার্যকলাপ সম্পর্কে উল্লেখ্য যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের জারিকৃত প্রায় সবগুলি খসড়া নির্দেশ পূর্বাহ্নেই পর্ষদে আলোচিত হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত

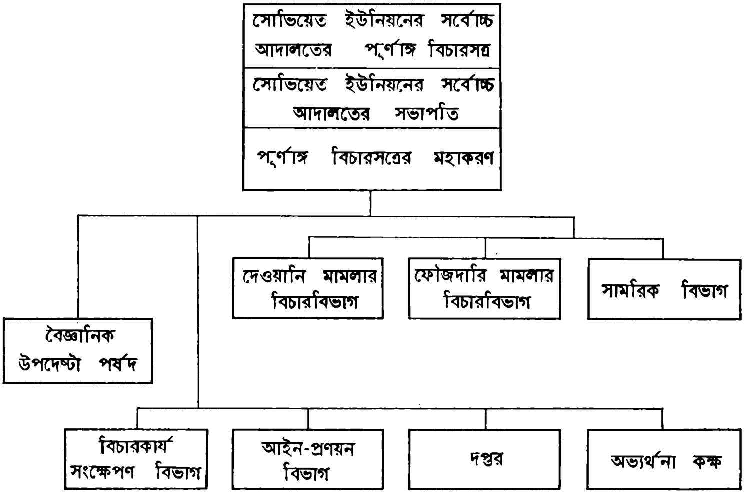

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিচার

১. একটি ফৌজদারি মামলা শুনানির প্রারম্ভিক অংশ

সোভিয়েত আদালতগুলিতে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলাগুলির শুনানির কার্যবিধি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির ফৌজদারি ও দেওয়ানি কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট আইনকোষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

প্রতিটি প্রজাতন্ত্রে এই কার্যবিধিতে তার স্বকীয় জাতীয় ও অন্যান্য অবস্থা সহ নিজস্ব নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য যুক্ত থাকে। কিন্তু প্রজাতান্ত্রিক আইনকোষ সর্ব-রাষ্ট্রীয় আইনভিত্তিক হওয়ার জন্য কার্যবিধিগত এই পার্থক্য ততটা মৌলিক নয় এবং সেজন্যই একটি বিচারের সাধারণ বর্ণনাদান সম্ভব।

প্রথমত, অগ্রাধিকারী হিসাবে দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় মামলার ন্যায়নির্ণয়ন একই গণ-আদালতে অভিন্ন বিচারপতিদের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। আপীল বা আবেক্ষণের আদালত হিসাবে কাজ করার সময় এই মামলাগুলি বিশেষ ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিভাগ দ্বারাই শুধু পরীক্ষিত হয়।

ফৌজদারি মামলাগুলি দেওয়ানি মামলা থেকে আলাদা কার্যবিধির অধীনে পরীক্ষিত হওয়ার প্রেক্ষিতে কার্যবিধিগুলি পৃথকভাবে বর্ণিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য স্মর্তব্য, ফৌজদারি ও দেওয়ানি কার্যবিধি অভিন্ন নীতি অনুসারেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

খোদ মামলার আগে আসামীকে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

এই পর্যায়ে বিচারপতি সেই প্রশ্নগুলি বিবেচনা করেন যেগুলি মীমাংসিত হলে সত্যাসত্যের নিরিখে মামলা পরীক্ষার সম্ভাব্য যাবতীয় বাধা দূর হবে এবং আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণের সম্পূর্ণ ও ন্যায্য পরীক্ষা নিশ্চিত হবে। বিচারপতির কাছে একটি ফৌজদারি মামলা উপস্থাপিত হলে তিনি তা সতর্কভাবে পরীক্ষা করেন এবং মামলাটি বিচারে এই আদালতের এখতিয়ার আছে কি না, আসামীর কাজে অপরাধের উপাদান আছে কি না, মামলা খারিজ বা স্থগিত রাখার মতো পরিস্থিতি আছে কি

না, অভিযোগপত্র কঠোর আইনমান্যতা সহকারে তৈরি হয়েছে কি না, অপরাধসৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে কি না — তা নির্ধারণ করেন।

মামলাটি পরীক্ষাশেষে বিচারপতি মামলার সংশ্লিষ্ট সকলকে তা জানান এবং শুনানির প্রস্তুতি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিচারপতি উক্ত মামলাটির ব্যাপারে বিভিন্ন নাগরিক ও সংগঠনের দেয়া প্রাসঙ্গিক দরখাস্ত বা আর্জি বিবেচনায় বাধ্য থাকেন। এই কার্যসম্পাদনে বিচারপতি যোগ্য দরখাস্তকারীদের তলব করতে পারেন। তিনি দ্রুত তাদের ওই আর্জি পরীক্ষার ফলাফল জানান। আর্জি বাতিল হলেও বিচার চলাকালে পুনরায় আর্জি পেশে ওই ব্যক্তিবর্গের অধিকার অটুট থাকে।

বিচারাধীন মামলায় যথেষ্ট সঙ্গত ভিত্তি থাকলে বিচারপতি আসামীর দোষ বা নির্দোষিতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ পক্ষপাতমুক্ত থেকে তাকে আদালতে সোপর্দ করার নির্দেশ দেন। তাঁর সিদ্ধান্তের অর্থ এই যে তাঁর মতে সত্যাসত্যের নিরিখে আদালতে মামলাটির শুনানিতে কোন আইনগত ও সাংগঠনিক বাধা নেই।

অনুসন্ধানকারীর তৈরি অভিযোগপত্রের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিচারপতি ভিন্নমত হলে কিংবা প্রাথমিক অনুসন্ধানকালে আসামীর ক্ষেত্রে গৃহীত নিবর্তক ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজন ঘটলে মামলাটি আদালতের একটি 'প্রশাসনিক বৈঠকে' পরীক্ষিত হয় এবং তাতে উপস্থিত থাকেন বিচারপতি, দু'জন গণনির্ধারক ও অভিশংসক। এখানে অভিশংসকের উপস্থিতি অপরিহার্য, কেননা তিনি অভিযোগপত্রটি অনুমোদন করেছিলেন, যার যাথার্থ্য প্রাথমিক আলোচনার বিষয়বস্তু।

আদালতের প্রশাসনিক বৈঠকে কোন মামলা পরীক্ষা শুরু হয় বিচারপতির প্রতিবেদন দিয়ে। তিনি তাতে অভিযোগপত্রের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিজের কোন সন্দেহ বা মতানৈক্য প্রকাশ করেন বা নিবর্তক ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে নিজের প্রস্তাব দাখিল করেন। অতঃপর বিচারপীঠ অভিশংসকের সওয়াল শোনে। প্রয়োজন দেখা দিলে আদালত এই মামলা পরীক্ষা সম্পর্কে নাগরিকদের পেশকৃত দরখাস্তগুলি বিবেচনা করতে পারে। আদালতের প্রশাসনিক বৈঠকে সাক্ষী বা পরীক্ষক আনা আইনত নিষিদ্ধ।

এই কার্যবিধি অনুসারে মামলা পরীক্ষার ফল হিসাবে আদালত এ সম্পর্কে আরও অনুসন্ধানের, তা নাকচের বা বিচারার্থ অন্য আদালতে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আদালত যদি সংগৃহীত

সাক্ষ্যপ্রমাণের বলে মামলাটির সত্যাসত্যের নিরিখে তা বিচারে নিজেকে সমর্থ মনে করে তাহলে প্রশাসনিক বৈঠকের বিচারপীঠ আসামীকে আদালতে সোপর্দ করার ব্যাপারে একটি বিনির্দেশ গ্রহণ করে।

আগেই বলা হয়েছে যে এই বিনির্দেশ কোনক্রমেই অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে বা হয় নি, আসামী দোষী বা নির্দোষ তা আগ থেকে নির্ধারণ করে না। কার্যবিধিগত ও সাংগঠনিক বিষয়গুলির সঙ্গেই মূলত তা সংশ্লিষ্ট। এই পর্যায়ে অবশ্য আদালত অভিযোগপত্র থেকে কোন কোন বিষয় নাকচ করতে ও কম মারাত্মক কোন অপরাধ বিষয়ক আইন প্রয়োগ করতে পারে।

এই সময়ই নিম্নোক্ত বিষয়গুলি নির্ধারিত হয়: শুনানিতে একজন অভিশংসক ও উকিলের শরিকানা, একজন স্বেচ্ছাসেবী অভিযোক্তা ও আসামীর উকিল নিয়োগ, আদালতে জেরার জন্য সাক্ষীদের তলব, মামলার স্থান ও তারিখ। আসামী, তার উকিল, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ, বাদী, প্রতিবাদী ও তাদের প্রতিনিধিদের মামলার যাবতীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দানে বিচারপতিরা বাধ্য থাকেন (উল্লেখ্য যে উকিল ও খোদ আসামী ইতিমধ্যেই প্রাথমিক অনুসন্ধানকালে মামলার যাবতীয় বিষয়বস্তু জানার সুযোগ পেয়েছে)।

বিচারের আগেই আদালত আসামীকে অভিযোগপত্রের একটি প্রতিলিপি দেয়। প্রশাসনিক বৈঠক বা বিচারপতি এই অভিযোগপত্রে কোন পরিবর্তন সংযোজন করলে বিচারপতির সিদ্ধান্ত বা প্রশাসনিক বৈঠকের বিনির্দেশের একটি প্রতিলিপিও এক্ষেত্রে আসামীকে দেয়া হয়। আসামীর কাছে দলিলপত্র পৌঁছনোর অন্যূন তিন দিন পরই কেবল মামলার শুনানি শুরু হতে পারে।

২. ফৌজদারি মামলায় আদালতের অধিবেশন

আসামীকে সোপর্দ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে আদালতে ফৌজদারি কার্যধারা শুরু করাই আইনের নিয়ম। নিয়মটি আদালতে তৎপর ও দ্রুত মামলা পরীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্যারাণ্টি।

নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রধান বিচারপতি (সভাপতি) আদালতের অধিবেশন উদ্বোধন করেন এবং প্রথমে কোন বিশেষ মামলার ন্যায়নির্ণয়ন শুরু হবে তা জানান। বিচারপতিরা আদালতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলকেই উঠে দাঁড়ায় আদালতের উদ্দেশ্যে কিছু বলা

বা বিচারের সময় উপস্থিত সকলের সামনে সাক্ষ্যদানের সময়ও বক্তা বা সাক্ষীকে তেমনি দাঁড়াতে হয়। আদালতে উপস্থিত সকলেই পুরোপুরি প্রধান বিচারপতির (সভাপতির) হুকুম মানতে বাধ্য থাকে। তলব ব্যতিরেকে আদালতে ১৬ বছরের কম বয়সী ব্যক্তির উপস্থিতি নিষিদ্ধ।

সাক্ষীদের উপস্থিতি সম্পর্কে আদালত নিশ্চিত হওয়ার পর আদালত ওই ব্যক্তিদের কাছে তাদের অধিকার ও কর্তব্যগুলি ব্যাখ্যা করে, এবং মিথ্যাসাক্ষ্য দানের দায় সম্পর্কে তাঁদের হুঁশিয়ার করে দেয়। জেরা শুরুর আগে উপস্থিত সাক্ষীদের আদালত থেকে একটি বিশেষ কক্ষে সরিয়ে নেওয়া হয় ও পর্যায়িকভাবে আনা হয়। সাক্ষীদের উপর সম্ভাব্য চাপপ্রয়োগ এড়ানোই ব্যবস্থাটির লক্ষ্য।

অতঃপর প্রধান বিচারপতি (সভাপতি) বিচারপীঠের সংস্থিতি ঘোষণা করেন এবং আদালতের সংস্থিতি, অভিশংসক, পরীক্ষক, অধিবেশনের দোভাষী ও সচিব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই মামলায় সংশ্লিষ্ট বিধায় বিচারের শরিকরা তাদের চ্যালেঞ্জ করবে কি না তা নির্ধারণ করেন। আদালত বিস্তারিতভাবে আসামী, বাদী, প্রতিবাদী ও পরীক্ষকদের অধিকার ও কর্তব্যগুলি ব্যাখ্যা করে।

অতঃপর বিচারপতি (সভাপতি) জানতে চান যে নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ ও দলিলপত্র পরীক্ষার জন্য নতুন সাক্ষী ও পরীক্ষক তলব সম্পর্কে বিচারের শরিকরা অনুরোধ জানাবেন কি না। বিচারের অন্যান্য শরিকদের এই ধরনের অনুরোধ ও মতামত শোনার পর আদালত ওই অনুরোধগুলি পূরণ বা প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি বিবেচনা করে ও কারণ দর্শায়। আদালত কর্তৃক এই ধরনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান বস্তুত বিচারের পরবর্তী পর্যায়গুলিতে মামলার শরিকদের আর্জি পেশের অধিকার হরণ করে না। স্মর্তব্য, আদালত নিজ উদ্যোগে যেকোন নতুন সাক্ষী তলব করতে, নতুন পরীক্ষক নিয়োগ করতে ও আরও দলিলপত্র, ইত্যাদি দাবী করতে পারে। এভাবেই আদালতের অধিবেশনের প্রথম পর্যায়টি শেষ হয় ও আদালত দ্বিতীয় পর্যায়ে, সত্যাসত্যের নিরিখে মামলার বিচারে প্রবেশ করে।

পর্যায়টি শুরু হয় অভিযোগপত্র পাঠ দিয়ে। তারপর আসামী, সাক্ষী, পরীক্ষকদের জেরা করার পর্যায় এবং অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ পরীক্ষার কার্যবিধি সম্পর্কে মামলার শরিকদের মতামত শোনা হয়। অতঃপর আদালত ক্রমান্বয়ে মামলার প্রতিটি সাক্ষ্যপ্রমাণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা আলোচনা শুরু করে। প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্যের পূর্ণাঙ্গ ও বিষয়গত পরীক্ষা ও সেগুলির যথাযথ

মূল্যায়ন নিশ্চয়ক নিয়মগুলির যোগ্য প্রতিপালন সহ পরীক্ষাটি নিষ্পন্ন হয়।

অধিবেশনকালে সোভিয়েত আদালত সাক্ষ্যপ্রমাণ পরীক্ষায় যেসব মূল অনুবিধি দ্বারা পরিচালিত হয়, আমরা কেবল সেগুলিই আলোচনা করব। প্রত্যেকটি ফৌজদারি মামলায় আসামী, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ, সাক্ষী ও অন্যান্য ব্যক্তিদের মৌখিক ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা শুনতে এবং অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ ঘনিষ্ঠভাবে পরিদর্শন ও পরীক্ষা করতে অগ্রাধিকারী আদালত আইনত বাধ্য। কেবল যেখানে সাক্ষীকে আদালতে তলব করা অসম্ভব সেখানে ও অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রে কার্যবিবরণী বা অনুসন্ধানকারী কর্মচারীর সংগৃহীত অথবা মামলার শরিকদের প্রদত্ত অন্যান্য দলিলপত্র পাঠে আদালত নিজেকে সীমিত রাখতে পারে।

প্রতিটি মামলার বিচার ব্যাহতি ব্যতিরেকে পরিচালিত হয়, অর্থাৎ একটি মামলার শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিচারপতিরা অন্য মামলা পরীক্ষা করতে পারেন না। ন্যায়বিচারের অন্যতম প্রধান শর্ত — প্রত্যক্ষ, মৌখিক ও অব্যাহত বিচারগত পরীক্ষা সম্পর্কিত শর্তটি পরিপূরণ তা নিশ্চিত করে। এই প্রেক্ষিতে লক্ষণীয় যে কেবল বিশেষ ক্ষেত্রেই আসামীর অনুপস্থিতিতে আইনের শর্তাধীনে বিচার নিষ্পন্ন হতে পারে, যদি-না তা আদালতের পক্ষে মামলার সত্যতা যাচাইয়ে বিঘ্ন ঘটায় (যেমন, আসামী সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকার বাইরে থাকে, আদালতে গরহাজির হয়, ইত্যাদি)। আসামী আদালতে হাজির হতে ব্যর্থ হলে আদালতের অধিবেশন অবশ্যই মুলতুবি থাকবে এবং তাকে বাধ্যতামূলকভাবে হাজির করার বা তার ক্ষেত্রে গৃহীত নিবর্তক ব্যবস্থা পরিবর্তনের ক্ষমতা বিচারপীঠের উপর বর্তাবে, যদি সে উপযুক্ত কারণ দর্শান ব্যতিরেকে আদালতে গরহাজির থাকে।

প্রতিটি মামলা সংশ্লিষ্ট আদালতের সকল সদস্যের শরিকানা সহকারে পরীক্ষিত হবে। কোন বিচারপতিকে বিচারপীঠ পরিত্যাগ করতে হলে বদলি হিসাবে আরেকজন বিচারপতি তাঁর স্থলবর্তী হন এবং বিচার পুনরাবৃত্ত হয়, ব্যতিক্রম ঘটে সেইসব মামলায় যেখানে একজন বিশেষ সংরক্ষিত বিচারপতি মামলায় শরিক হয়েছিলেন ও আদালতের পুরো অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান বিচারপতি (সভাপতি) অধিবেশন পরিচালনা করেন এবং তিনি আলোচ্য মামলার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ ও বিষয়গত অনুসন্ধান নিশ্চিত করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য রয়েছেন। তিনি অবশ্যই সত্য

নির্ধারণে, বিচারগত পরীক্ষা থেকে যাবতীয় অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা বর্জনে এবং মামলার শরিক ও আদালতে উপস্থিত সকলের উপর মামলার বৃহত্তর শিক্ষামূলক প্রভাব বিস্তারে সর্বতোভাবে অবদান যোজনে সচেষ্ট থাকেন।

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সোপর্দ করার জন্য মামলা উপস্থাপনের মাধ্যমে অভিশংসক আদালতের অধিবেশনে শরিক হন। তিনি সাক্ষ্যপ্রমাণ পরীক্ষায় অংশ নেন, মামলা চলাকালে উদ্ভূত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে মতামত দেন, আসামীর অপরাধ বা অন্য বিষয়ে তাঁর অভিমত আদালতকে জানান, এবং ফৌজদারি আইনের প্রয়োগ ও উপযুক্ত দণ্ডাজ্ঞা সম্পর্কে বিচারপতিদের উপদেশ দিয়ে থাকেন। মামলা চলাকালে অভিশংসক আসামীর নির্দোষিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হলে অভিযোগ প্রত্যাহার ও আদালতের কাছে নিজ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা তাঁর কর্তব্য হয়ে ওঠে। কিন্তু অভিযোগ সমর্থনে অভি-শংসকের অস্বীকৃতি মামলার বিচার অব্যাহত রাখা ও সাধারণ কারণে আসামীর দোষ বা নির্দোষিতার প্রশ্নটি মীমাংসার দায়িত্ব থেকে আদালতকে মুক্তি দেয় না। আদালতের কোন সিদ্ধান্তের সঙ্গে অভিশংসকের মতভেদ ঘটলে তিনি উচ্চতর আদালতে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারেন, জানাতে বাধ্য থাকেন।

বিচারে আসামী পক্ষের উকিল খুবই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি সাক্ষ্যপ্রমাণ পরীক্ষায় সক্রিয় হন, মামলা চলাকালে উদ্ভূত প্রশ্নাবলী সম্পর্কে আদালতকে নিজ মতামত জানান, আদালতে দরখাস্ত দেন, অভিযোগের সারবস্তু সম্পর্কে বক্তব্য পেশ, ইত্যাদি করেন। শুনানিতে আসামী পক্ষের উকিল অভিশংসক সহ অন্যান্য শরিকদের সমানাধিকারী।

কোন ফৌজদারি মামলায় আদালত বাদী ও বিবাদী পক্ষের স্বেচ্ছাসেবী উকিল গ্রহণ করলে তাঁরাও সাক্ষ্যপ্রমাণ পরীক্ষায় শরিক হওয়ার, অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে কি না সে সম্পর্কে মতামত দেয়ার, শাস্তির প্রয়োগ বা অপ্রয়োগের ব্যাপারে নিজেদের বিবেচনা জ্ঞাপনের অধিকারী হন।

এতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন যে মামলার যতটুকুতে আসামীরা বিজড়িত আদালত কেবল ততটুকু এবং যে-অভিযোগে তাদের সোপর্দ করা হয়েছে কেবল তদনুযায়ীই আদালত আসামীদের বিচার করে। অভিযোগ বদলের অনুমতি আদালত কেবল সেখানেই মঞ্জুর করে যেখানে সেগুলি আসামীর অবস্থান আরও খারাপ করে তোলে না ও তার প্রতিরক্ষার অধিকারহানি ঘটায় না। অভিযোগ বদলের ফলে আসামীর অবস্থানের

অবনতি ঘটলে আদালত মামলাটি নতুন প্রাথমিক অনুসন্ধানের জন্য ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকে।

আদালতের কার্যধারার পুরোটি অনুপুঙ্খভাবে তার কার্যবিবরণীতে নির্দিষ্ট থাকে। আদালতের অধিবেশনের সচিব কর্তৃক সঙ্কলিত এই কার্যবিবরণীটিতে স্বাক্ষর দেন প্রধান বিচারপতি (সভাপতি) ও সচিব।

মামলার শরিকরা এই কার্যবিবরণী ভালভাবে জানার ও ওগুলির ভুক্তি সম্পর্কে সমালোচনার অধিকারী।

সবগুলি সাক্ষ্যপ্রমাণ আদালতে পরীক্ষিত হওয়ার পর প্রধান বিচারপতি (সভাপতি) বিচারের সকল শরিককে জিজ্ঞেস করেন যে তাঁরা বিচারগত পরীক্ষা সম্পূরণ করতে চান কি না। তাদের দরখাস্তগুলি শোনার পরে আদালত প্রশ্নগুলি সত্যাসত্যের নিরিখে মীমাংসা করে। অতঃপর প্রধান বিচারপতি (সভাপতি) বিচারগত পরীক্ষার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এখন আদালতে মামলার শুনানি শুরু হয় — সরকারী অভিযোক্তার (অভিশংসক) বক্তৃতা এবং বাদী, প্রতিবাদী, তাদের প্রতিনিধি, আসামী পক্ষের উকিলের বক্তৃতা ও আসামী পক্ষের উকিল বিচারে শরিক না হলে আসামীর বক্তৃতায়। বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষের স্বেচ্ছাসেবী উকিল আদালতের কার্যধারায় শরিক হলে তাঁরা নিজেদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পান।

আদালত বক্তৃতার সময়সীমা সীমিত করতে পারে না, কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে সভাপতি বিতর্কের যেকোন শরিককে থামিয়ে দিতে পারেন।

সওয়াল-জবাবের শুনানি শেষ হলে আসামী শেষ উত্তরের সুযোগ পায়। আদালত তার বিবৃতির সময় সীমিত করতে পারে না ও এই শেষ উত্তরের সময় কেউ তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে না।

অতঃপর আদালত রায় বিবেচনার জন্য অবিলম্বে একটি অধিবেশন কক্ষে যায়।*

---

* সোভিয়েত ফৌজদারি কার্যধারায় অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন পরিভাষা অনুযায়ী কোন জুরি থাকে না এবং সেজন্য নির্ণয় পৃথক হয় না। আদালতের রায়ে থাকে তার নির্ণয় ও কারণগুলি। দণ্ড দেন একজন বিচারপতি ও দু'জন গণনির্ধারক। দেওয়ানি মামলায় আদালতের নির্ণয়কে সিদ্ধান্ত বলা হয়। — সম্পাঃ

বিচারপতিগণ ছাড়া এই কক্ষে মামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত অন্য কারও প্রবেশ নিষিদ্ধ। অধিবেশন কক্ষে আলোচনার ধরনটি বিচারপতিরা ফাঁস করতে পারেন না। এই আলোচনার গোপনীয়তা বিচারপতিদের স্বাধীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্যারাণ্টি।

আলোচ্য মামলায় দণ্ডদানে বিচারপতিরা নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি মীমাংসা করেন: আসামী যেজন্য অভিযুক্ত সেই কাজটি কি সংঘটিত হয়েছিল? তার কাজটি কি অপরাধযোগ্য? আসামী কি শাস্তিলাভের যোগ্য? তাহলে কী শাস্তি? দেওয়ানি মামলা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত? প্রদর্শসামগ্রীগুলি নিয়ে কী করা? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রতিটি প্রশ্ন এমনভাবে উত্থাপিত হওয়া প্রয়োজন যাতে উত্তর হবে হ্যাঁ বা না বোধক। প্রতিটি প্রশ্ন সাদাসিধা সংখ্যাধিক ভোটে নির্ধার্য। প্রধান বিচারপতি (সভাপতি) ভোট দেন সর্বশেষে। প্রধান বিচারপতি (সভাপতি) বা কোন গণনির্ধারক রায়ের কোন অংশের সঙ্গে একমত না হলে তিনি লিখিতভাবে তাঁর মতামত জানাতে পারেন এবং দলিলটি নথিতে থাকে। এই 'বিশেষ মতটি' আদালতে প্রকাশ করা হয় না, কিন্তু আপীল বা আবেক্ষণের কার্যধারায় উচ্চতর আদালতের অধিবেশনে তা পরীক্ষিত ও মূল্যায়িত হয়। সকল বিচারপতি স্বাক্ষরদানের পর আদালত আদালত কক্ষে আসে ও প্রধান বিচারপতি (সভাপতি) রায়টি ঘোষণা করেন।

নিরপরাধ ঘোষিত রায়টি তৎক্ষণাৎ বলবৎ করা হয়। আসামী প্রহরাধীন থাকলে আদালত কক্ষেই মুক্তিলাভ করে।

রায় ছাড়াও আদালত কোন নির্দিষ্ট কারণে রাইডার গ্রহণ করে। আদালত তাতে কারণ ও পরিস্থিতির প্রতি সরকারী কর্মকর্তা ও অন্যান্য নাগরিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যা আদালতের মতে সংশ্লিষ্ট অপরাধ অনুষ্ঠানে সহায়তা দিয়েছে। এক্ষেত্রে আদালত এই কারণগুলি দূরীকরণের জন্য প্রস্তাব পেশ করে। প্রাসঙ্গিক সংস্থার কাছে আদালত নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে যে যে-ব্যক্তিবর্গের আচরণ অপরাধটি সংঘটনের পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সহায়তা যুগিয়েছিল সংস্থাটি যেন তাদের দায়িত্বের প্রশ্নটি বিবেচনা করে দেখে।

৩. দেওয়ানি মামলায় আদালতের অধিবেশন

নিম্নোক্ত কারণে বিচারালয়ে দেওয়ানি মামলা রুজু হয়ে থাকে: ক) নিজ অধিকার বা আইনসিদ্ধ স্বার্থ রক্ষার জন্য দরখাস্তকারী কোন নাগরিকের ঘোষণার ভিত্তিতে; খ) রাষ্ট্র, উদ্যোগ, সংস্থা বা কোন নাগরিকের স্বার্থরক্ষক অভিশংসকের ঘোষণার ভিত্তিতে; গ) নিজেদের ও অন্যান্য ব্যক্তির অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য আদালতে দরখাস্তকারী রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রতিষ্ঠানসমূহ, ট্রেড ইউনিয়ন, উদ্যোগ, যৌথখামার ও গণসংগঠনের ঘোষণার ভিত্তিতে।

দেওয়ানি মামলার ন্যায়নির্ণয়নের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন বিশেষ আদালত নেই। তাই যেসব আদালতে ফৌজদারি মামলার বিচার চলে সেখানে এগুলিও পরীক্ষিত হয়ে থাকে।

ফৌজদারি মামলার মতো দেওয়ানি মামলাও অগ্রাধিকারী আদালতে একজন বিচারপতি ও দু'জন গণনির্ধারক নিয়ে গঠিত একটি বিচারকমণ্ডলী দ্বারা পরীক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গণনির্ধারকরা মামলার শুনানির সময় উদ্ভূত যাবতীয় প্রশ্ন মীমাংসায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান বিচারপতির (সভাপতি) সমানাধিকারী। পুনর্বিবেচনার জন্য আপীলের মামলাগুলি শোনে তিনজন আদালত-সদস্য নিয়ে গঠিত একটি বিচারপীঠ। মামলার বিচারকালে উদ্ভূত যাবতীয় প্রশ্ন বিচারপতিরা সাদাসিধা সংখ্যাধিক ভোটে মীমাংসা করেন।

কোন মামলায় বিচারপতি বা গণনির্ধারক মামলার সঙ্গে জড়িত কোন পক্ষের আত্মীয় হলে, মামলা পরীক্ষায় সাক্ষী হলে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ওই মামলার ফলাফলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলে মামলার বিচারে শরিক হতে পারেন না।

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে আদালতের দেওয়ানি এখতিয়ার বর্তায়: ক) সম্প্রদায়, পরিবার, শ্রম ও যৌথখামারের আইনসিদ্ধ সম্পর্কজাত বিরোধ, যেখানে বিরোধের অন্তত একটি পক্ষ একজন নাগরিক বা একটি যৌথখামার (কৃষকদের একটি সমবায়ী সংঘ); খ) খদ্দের ও পরিবহণ সংস্থার মধ্যে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহণে মাল পরিবহণ সংক্রান্ত চুক্তি থেকে উদ্ভূত বিরোধ; গ) প্রশাসনিক আইনসিদ্ধ সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত বিরোধ (প্রশাসনিক সংস্থার কার্যকলাপ সম্পর্কিত অভিযোগ, নির্বাচনী তালিকায় অশুদ্ধ ভুক্তি, করসংগ্রহ ও দায়িত্ব সংক্রান্ত অভিযোগ); ঘ) 'বিশেষ কার্যধারার' নিয়ম

সাপেক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ (কোন নাগরিককে নিখোঁজ ঘোষণা, সম্পত্তি মালিক-হীন ঘোষণা, লেখ্য-প্রমাণকের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ, হারান দলিলপত্রে লিখিত অধিকার পুনরুদ্ধার সম্পর্কে বিবৃতি দান, ইত্যাদি)।

কোন নাগরিক এবং বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অধিকারভোগী সংস্থা, উদ্যোগ, সংগঠনগুলিও দেওয়ানি কার্যধারায় পক্ষ হতে অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী হতে পারে এবং পক্ষগুলি অভিন্ন কার্যবিধিগত অধিকার ভোগ করে।

দেওয়ানি মামলার ন্যায়নির্ণয়নে অভিশংসকের শরিকানার গুরুত্ব সর্বাধিক, কারণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সামাজিক স্বার্থের খাতিরে বা ব্যক্তিস্বার্থের নিরাপত্তা বিধান প্রয়োজনীয় মনে করলে অভিশংসক আদালতে নালিশ করতে পারেন। কোন মামলার শরিক অভিশংসক মামলায় লিপিবদ্ধ যাবতীয় বিষয়বস্তু পরীক্ষার, সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের, দরখাস্ত পেশের, আদালতে মামলা চলাকালে উদ্ভূত প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও আইনসিদ্ধ অন্যান্য কার্যবিধিগত কার্যাদি সম্পাদনের অধিকারী।

প্রত্যেক পক্ষ নিজ প্রতিনিধিকে আদালতে সওয়াল-জবাবের অধিকার দিতে পারে। এই ধরনের প্রতিনিধিত্ব করেন বিশেষত একজন উকিল। এক্ষেত্রে স্থানীয় আইন-সাহায্য ব্যুরোর প্রদত্ত প্রতিনিধিনামা তাঁর ক্ষমতা নিশ্চিত করে। নাবালকদের, রোগ বা অন্যতর কারণে নিজ অধিকার রক্ষায় অক্ষম নাগরিকদের অধিকার ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব তাদের পিতা-মাতা বা অভিভাবক — যারা আইনসিদ্ধ প্রতিনিধি — তাদের উপর বর্তায়।

সংবিধিবদ্ধ নিয়মে আদালত বাদী ও প্রতিবাদীর উপর আদালতের খরচা (তাতে থাকে রাষ্ট্রীয় শুল্ক, কার্যধারায় দেয় ব্যয়) বহনের দায়িত্ব আরোপ করতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ফায়দায় বাদী খরচা বহন থেকে অব্যাহতি পায়: খোরপোশের মামলা, কপিরাইটের মামলা, মজুরি পুনরুদ্ধারের মামলা, ইত্যাদি। বিরোধে জড়িতে পক্ষগুলির আর্থির অবস্থা বিবেচনাক্রমে আদালত বা বিচারপতি তাদের দেয় আদালতের খরচা মুলতুবি বা কিশ্তিশোধের অনুমতি দিতে পারেন।

প্রাপ্ত অভিযোগ পরীক্ষার পর বিচারপতি নিজে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন এজন্য যে: বিষয়টি আদালতের বিচার্য নয়, একই পক্ষের মধ্যে একই মামলায় আরেকটি আদালতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, বাদীর পক্ষ

থেকে অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তি মামলায় ওকালতি করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়। আলোচ্য অভিযোগটি স্বীকারে বিচারপতি গররাজি হলে এই মর্মে তিনি একটি যুক্তিসঙ্গত বিনির্দেশ দেন। অভিযোগ সম্পর্কে এই অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপীল করা চলে।

শরিকদের অনুরোধ বা নিজের উদ্যোগে বিচারপতি প্রাপ্য আদায় নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন ও অবশ্যই করবেন, যদি তা আদালত অনুমোদন করে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে মামলার বিচারের আগে তিনি প্রতিবাদীর সম্পত্তি ক্রোক বা তার জিনিসপত্র বা অন্যান্য বিষয়-আশয় বিক্রয় বা হস্তান্তর বন্ধ রাখতে পারেন। এইসঙ্গে পাল্টা দাবী ও মূল দাবীর মধ্যে কোন সংযোগ থাকলে বিচারপতি পাল্টা দাবীটি বিবেচনা করতে পারেন।

মামলার দ্রুত ও উপযুক্ত ন্যায়নির্ণয়ন নিশ্চিতকরণে অভিযোগ গ্রহণকারী বিচারপতি বাদীকে তার দাবী সম্পর্কে জেরা করতে ও তাঁর কাছে অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিলের প্রস্তাব দিতে পারেন। প্রয়োজন সাপেক্ষে বিচারপতি প্রতিবাদীকে তলব করেন ও দেওয়ানি মামলায় তার কী আপত্তি রয়েছে এবং এই মর্মে তার কী সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে তা নির্ধারণ করেন। এই বিশেষ পর্যায়ে তিনি অভিশংসক, প্রতিবাদীর উকিল ও গণসংগঠনের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের আদালতের কার্যধারায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণের প্রশ্নটি মীমাংসা করেন। সেজন্য তিনি সাক্ষীদের তলব করার এবং জরুরি ক্ষেত্রে প্রদর্শসামগ্রী ও দলিলপত্র আদালতে পরীক্ষার হুকুম দেন।

মামলাটির যথাযথ প্রস্তুতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বিচারপতি আদালতে সেটির বিচার সম্পর্কে একটি বিনির্দেশ জারি করেন।

সত্যাসত্যের নিরিখে একটি মামলার বিচার বিচারপতির বা গণনির্ধারকের প্রতিবেদন দিয়ে শুরু হয় এবং এই প্রতিবেদনে তিনি মামলার সারমর্ম ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির দাখিলকৃত বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর বিচারপতি প্রতিবাদীকে জিজ্ঞেস করেন যে সে বাদীর দাবীর যাথার্থ্য স্বীকার করে কি না বা পক্ষগুলি আপস-রফায় রাজি কি না। পক্ষগুলি আপস-রফায় রাজি থাকলে আদালত এই মর্মে একটি বিনির্দেশ গ্রহণ করে ও তৎসঙ্গে কার্যধারা বাতিল করে দেয়। পক্ষগুলি আপস-রফায় ব্যর্থ হলে আদালত বাদী ও প্রতিবাদীর এবং মামলার অন্যান্য শরিকের সওয়াল-জবাবের শুনানি আরম্ভ করে।

প্রত্যেক সাক্ষীকে আলাদাভাবে জেরা করা হয়। যেসব সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নি তারা আদালত কক্ষে থাকতে পারে না, যাদের জেরা শেষ হয়েছে তারা বিচারকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত আদালত কক্ষে থাকে, যদি-না আদালত তাদের যথাসময়ের আগে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়। সাক্ষ্যদানের আগে সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানে অস্বীকৃতি ও সজ্ঞানে মিথ্যাসাক্ষ্য দানের দায় সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়। তাই, আলোচ্য মামলা সম্পর্কে কিছু জানলে সাক্ষী সোভিয়েত বিধানে সাক্ষ্যদানে বাধ্য থাকে।

সাক্ষ্যদানের সময় সাক্ষীরা তাদের নথিপত্র ও দলিল ব্যবহার করতে পারে। চিঠিপত্রের সকল লেখকের অনুমতি সাপেক্ষে আদালতে ব্যক্তিগত চিঠিপত্র প্রকাশ করা চলে। পক্ষান্তরে চিঠিপত্র খাসকামরায় শোনা ও পরীক্ষা করা হয়।

আদালতে সরাসর উপস্থাপনযোগ্য নয় এমন সব প্রদর্শসামগ্রী ও লিখিত দলিলপত্র পুরো বিচারপীঠ যথাস্থানে পরিদর্শন করে। আদালতের অধিবেশনে পরীক্ষকদের সিদ্ধান্তগুলি শোনা হয়। অধিকন্তু, মামলার শরিকরা পরীক্ষকদের জেরা করতে পারে।

প্রতিটি সাক্ষ্যপ্রমাণ পরীক্ষার পর প্রধান বিচারপতি (সভাপতি) বিচারের কোন শরিক মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্পূরণ করতে ইচ্ছুক কি না তা জানতে চান। এই ধরনের প্রস্তাবগুলি পরীক্ষার পর আদালত বিচারবিভাগীয় অনুসন্ধানের সমাপ্তি ঘোষণা করে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সওয়াল-জবাব ও অভিশংসকের সমাপনী বক্তৃতা শোনে।

এইসব সওয়াল-জবাবে থাকে বাদী, প্রতিবাদী ও তাদের প্রতিনিধিদের বিবৃতি, গণসংগঠন ও প্রশাসনিক সংস্থাগুলির যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদেরও বিবৃতি — যদি সেগুলি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য ব্যক্তির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। অতঃপর বিচারের শরিকরা তাদের বক্তব্য রাখে এবং মামলার সংশ্লিষ্ট অভিশংসক আলোচ্য মামলার সত্যাসত্য সম্পর্কে নিজ মতামত ব্যাখ্যা করেন।

অধিবেশন কক্ষে যথারীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রধান বিচারপতি (সভাপতি) আদালত কক্ষে রায় ঘোষণার সঙ্গে সিদ্ধান্তের সারমর্ম, কার্যবিধি ও আপীলের শর্তগুলি ব্যাখ্যা করেন। পুনর্বিবেচনার জন্য আপীলের মেয়াদ (১০ দিন) শেষ হলে আদালতের সিদ্ধান্ত আইনত বলবৎ হয়। পুনর্বি-বেচনার জন্য আপীল করা হলে বা অভিশংসক পুনর্বিবেচনার জন্য প্রতিবাদ

জানালে উচ্চতর আদালতে মামলাটি পরীক্ষিত হলে সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত হয়।

লক্ষণীয় যে সিদ্ধান্ত আইনত বলবৎ হওয়া মাত্র সিদ্ধান্তকারী আদালত উভয় পক্ষের বিপর্যস্ত অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হলে তার সিদ্ধান্ত বলবৎ করা মুলতুবি রাখতে, ক্ষতিশোধের অনুমতি দিতে এবং তা বলবৎ করার পদ্ধতি ও কার্যবিধি পরিবর্তন করতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

ফৌজদারি শাস্তি

১. শাস্তির উদ্দেশ্য, কর্মভার ও ধরন

অপরাধীর ফৌজদারি শাস্তি আসলে অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযানে রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতারই একটি ধরন। যেকোন ফৌজদারি শাস্তি সর্বদাই দণ্ডিত ব্যক্তিদের অধিকার ও স্বার্থ সীমিতকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। কারাদণ্ডে দণ্ডিতরা চলাফেরার স্বাধীনতা, অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগের স্বাধীনতা, ইত্যাদি বহুলাংশে হারায়। জরিমানা বা শোধনমূলক শ্রমদণ্ডের ক্ষেত্রে দণ্ডিতরা কিছুটা বৈষয়িক কষ্টভোগ করে। শাস্তির এই দিকটি কৃত অপরাধের প্রতিশোধ হিসাবেই বিবেচ্য।

কিন্তু সোভিয়েত ফৌজদারি আইনে শাস্তি কেবল প্রতিশোধ হতে পারে না। এই শাস্তির উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির সামাজিক পুনর্বাসন। শাস্তি এই উদ্দেশ্য পূরণ করে কেবল যখন তা অপরাধীর শোধনেও অবদান যোগায়, আইন সম্পর্কে তাকে পুনর্শিক্ষণ দেয়, শ্রমের প্রতি, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের নিয়মের প্রতি বিবেকী দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সাহায্য করে।

এই শর্তানুসারী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির ফৌজদারি বিধানের মূলসূত্রে বলা হয়েছে: 'শাস্তি কৃত অপরাধের জন্য কেবল দণ্ডদানই হবে না, তার আরও লক্ষ্য হবে শ্রমের প্রতি সৎ দৃষ্টিভঙ্গি, কঠোর আইনমান্যতা, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের নিয়মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদর্শে দণ্ডিতদের শোধন ও পুনর্শিক্ষণ এবং নতুন অপরাধ অনুষ্ঠান থেকে দণ্ডিত ও অন্যান্যদের বিরতকরণ। শাস্তির লক্ষ্য দৈহিক যন্ত্রণাভোগ বা মানবিক মর্যাদা অবনয়ন হবে না।' (২০ নং ধারা)।

সংজ্ঞার্থটি সোভিয়েত ফৌজদারি বিধানের আওতাধীন সব ধরনের শাস্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দণ্ড বলবৎকারী শোধনমূলক শ্রমসংস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং দণ্ডদাতা আদালত এই নীতি দ্বারা চালিত।

বলা বাহুল্য, অপরাধ দমন, সর্বোপরি অভিন্ন অপরাধ দমনে শাস্তির গুরুত্ব অপরিসীম এবং তা দণ্ডিত ও সমাজের অন্যান্য অস্থিরমনা ব্যক্তিদের

সংযত রাখার সহায়ক। এই প্রেক্ষিতে আমরা লেনিনের সঙ্গত মতবাদটি উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেছিলেন, 'শাস্তির প্রতিষেধক তাৎপর্য তার কঠোরতায় নিহিত নয়, আছে তার অনিবার্যতায়।'*

শাস্তি যত বেশি নির্ভুল ও ন্যায্য হবে আদালতের দণ্ডের শিক্ষামূলক মূল্য ততই বাড়বে। সর্বপ্রথম কৃত অপরাধের গুরুত্ব, অপরাধীর ব্যক্তিত্ব, অপরাধের ধরন ও আলোচ্য মামলার ঘটনার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবস্থা বিবেচনাক্রমেই শাস্তি দিতে হবে। কথান্তরে, আদালতে সোপর্দ করা প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্রভাবে বিবেচিত শাস্তিদানই বাঞ্ছনীয়।

যারা সজ্ঞানে বা অবহেলাজনিত কারণে সামাজিক দিক থেকে মারাত্মক কাজ করেছে অথবা আইনত অপরাধ হিসাবে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত ও স্বীকৃত কাজ করছে কেবল তাদেরই শাস্তি দেয়া হয়। কেবল বিচারালয়ের দণ্ডাদেশ দ্বারাই ফৌজদারি শাস্তি আরোপিত হতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির ফৌজদারি বিধানের মূলসূত্রে নিম্নোক্ত মূল শাস্তিগুলির ব্যবস্থা রয়েছে: কারাদণ্ড, নির্বাসন, অন্তরীণ, কারাবাসহীন শোধনমূলক শ্রম, নির্দিষ্ট পদ বা কাজে অযোগ্য ঘোষণা, জরিমানা, গণনিন্দা, অপরাধনিরোধক শিক্ষামূলক শ্রমকেন্দ্রে প্রেরণ। এইসব মূল শাস্তি ছাড়াও নিম্নোক্ত অতিরিক্ত শাস্তির বিধান রয়েছে: সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, সামরিক ও অন্যান্য বিশেষ পদ থেকে অব্যাহতি। সৈনিকদের ক্ষেত্রে শৃংখলাবাহিনীতে প্রেরণ প্রযোজ্য হতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ফৌজদারি বিধানের মূলসূত্রের দৌলতে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলি শাস্তির এই তালিকাটি বাড়াতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রুশ ফেডারেশনের ফৌজদারি আইনকোষে চাকুরি থেকে বরখাস্ত ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে পূর্বাবস্থায় আনয়ন আর ইউক্রেন, উজবেক, কাজাখ প্রজাতন্ত্রগুলির ফৌজদারি আইনকোষে পিতৃত্ব-মাতৃত্বের অধিকার হরণের ব্যবস্থা রয়েছে।

মূল শাস্তি বলতে কেবল মূল ও অনধীন দণ্ড হিসাবে প্রযোজ্য শাস্তিগুলিই বোঝায়। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, সামরিক ও অন্যান্য বিশেষ পদ থেকে অব্যাহতি, ইত্যাদি অতিরিক্ত শাস্তি একই অপরাধের জন্য মূল শাস্তির সঙ্গে কেবল বাড়তি শাস্তি হিসাবেই প্রযোজ্য হতে পারে।

নির্বাসন, অন্তরীণ, জরিমানা, চাকুরি থেকে বরখাস্ত, পূর্বাবস্থায় আনয়ন,

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 4, p. 398.

নির্দিষ্ট পদ বা কাজে অযোগ্য ঘোষণার মতো কয়েকটি শাস্তি মূল ও অতিরিক্ত শাস্তি হিসাবে প্রযোজ্য হতে পারে।

মৃত্যুদণ্ড — গুলি করে মারার শাস্তি — খুব ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা হিসাবেই দেয়া হয়ে থাকে, যতদিন না আইনত তা পুরোপুরি বিলোপ করা হচ্ছে। আইনে প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রেই কেবল — বিশেষ মারাত্মক অপরাধে তা প্রযোজ্য হতে পারে। এই ধরনের ঘটনার সংখ্যা খুবই কম ও সুস্পষ্টভাবে আইনে সংজ্ঞায়িত (রুশ ফেডারেশনের ফৌজদারি আইনকোষের ২৩ নং ধারা)। অপরাধ অনুষ্ঠানের সময় বা দণ্ডদানের সময় আসামীর বয়স ১৮ বছরের কম হলে, বা সে গর্ভবতী নারী হলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় না। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত নারী শাস্তি বলবৎ হওয়ার সময় গর্ভবতী থাকলেও এই দণ্ড কার্যকর করা হয় না।

কারাদণ্ডের মেয়াদ সাধারণত ৩ মাস থেকে ১০ বছর এবং অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ ও বিশেষ মারাত্মক অপরাধপ্রবণদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫ বছর হয়ে থাকে। শেষোক্ত অপরাধগুলির সংখ্যা খুবই কম ও তা অতি সুস্পষ্টভাবে আইনে বর্ণিত (রুশ ফেডারেশনের ফৌজদারি আইনকোষের ৬৪-৬৯ নং ধারা)।

অপরাধ অনুষ্ঠানের সময় আসামীর বয়স ১৮ বছরের কম হলে কারাদণ্ডে দণ্ডিতব্য ব্যক্তির কারাভোগের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১০ বছর হতে পারে।

সোভিয়েত ফৌজদারি আইনে কারাদণ্ড কঠোরতম শাস্তির একটি হিসাবে বিবেচ্য। সেজন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে কারাদণ্ডের মেয়াদ ফৌজদারি আইনকোষের প্রতিটি ধারায় বর্ণিত কঠোর চৌহদ্দির মধ্যে ও অপরাধ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

স্মর্তব্য, কোন ব্যক্তি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে আদালত হাজতবাসকে তার শাস্তির মেয়াদের অন্তর্ভুক্ত করে। শোধনমূলক শ্রমদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির হাজতবাসের একটি দিন শোধনমূলক শ্রমের তিনটি দিন হিসাবে গণ্য হয়।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির ফৌজদারি আইনকোষের প্রত্যেক ধারাতেই যথানিয়মে প্রতিটি অপরাধের জন্য কারাদণ্ডের সর্বোচ্চ মেয়াদ বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু কয়েকটি ধারাতে কারাদণ্ডের সর্বনিম্ন মেয়াদও উল্লিখিত আছে। প্রতি ধারার শর্তাধীন শাস্তিদান আদালত অতিক্রম না করলেও সংশ্লিষ্ট মামলার ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ও অপরাধীর ব্যক্তিত্ব বিবেচনা সাপেক্ষে কৃত অপরাধের জন্য আইনসম্মত সর্বনিম্ন শাস্তির চেয়েও কম শাস্তি বা আরেকটি নমনীয়তর

শাস্তি দেয়া যেতে পারে। আদালত শাস্তি কমাতে পারে, কিন্তু এজন্য কারণ দর্শান প্রয়োজন।

কারাদণ্ডের মেয়াদে কোন ব্যক্তিকে দণ্ডিত করার সময় আদালত সেইসঙ্গে কয়েদির মেয়াদ-খাটার জায়গাটিও নির্দিষ্ট করে দেয়। বিভিন্ন শাসনাধীন কয়েক ধরনের শোধনমূলক শ্রম-কলোনি রয়েছে। সেজন্য কারাদণ্ডের ন্যায্য মেয়াদ নির্ধারণ এবং এই কয়েদির পুনর্বাসনে অবদান যোগানোর পক্ষে সর্বোত্তম কলোনি নির্বাচন আদালতের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭০ সালের আইন মোতাবেক যে-আদালত অপরাধীকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেয় সেটিই প্রতিটি ক্ষেত্রে দণ্ডিতকে জেলখানায় পাঠান হবে কিংবা পুনর্বাসনের জন্য তার শাস্তি স্থগিত থাকবে, তা নির্ধারণ করে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সে কোন কারখানায় কাজ করতে পারে তা নির্ধারণ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সংশ্লিষ্ট সংস্থা।

১৯৮২ সালের আইনের আওতায় আদালত দণ্ডিতের চরিত্র ও সংশ্লিষ্ট ঘটনার পরিস্থিতি বিবেচনা সাপেক্ষে দণ্ডাদেশ বলবৎ করা স্থগিত রাখতে ও দণ্ডটি বস্তুত কার্যকর করা হবে কি না সেই বিষয়ে এক বা দু' বছরের মধ্যে পুনরায় আলোচনা শুরু করতে পারে।

নির্বাসন হল দণ্ডিত ব্যক্তিকে তার আবাসস্থল থেকে স্থানান্তর ও একটি নির্ধারিত এলাকায় তার বাধ্যতামূলক আবাসন।

অন্তরীণ হল কোন কোন স্থানে বসবাসের উপর নিষেধাজ্ঞা সহ দণ্ডিতকে তার আবাসস্থল থেকে স্থানান্তর। উভয় ধরনের শাস্তির মেয়াদ সর্বোচ্চ ৫ বছর হতে পারে। অপরাধ অনুষ্ঠানের সময় ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী ও আট বছরের কম বয়স্ক সন্তানের মায়ের ক্ষেত্রে নির্বাসন ও অন্তরীণ প্রযোজ্য নয়।

কারাবাসহীন শোধনমূলক শ্রমদণ্ড হল বিচারালয় কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রদত্ত দণ্ডসমূহের অন্তর্গত, যেখানে কারাদণ্ড ছাড়াই দণ্ডিতের সংশোধন ও পুনর্শিক্ষণ সম্ভব। শাস্তিটি এক মাস থেকে দু' বছর মেয়াদী হতে পারে এবং আদালতের রায় বা শোধনমূলক শ্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত যথাযোগ্য সংস্থার নির্দেশ মোতাবেক দণ্ডিত নিজ কর্মস্থলে বা তার বাসস্থানের অদূরস্থ কোন জায়গায় মেয়াদটি পুরো করে। স্থায়ী চাকুরি না থাকলে বা আদালত কর্তৃক শোধনমূলক শ্রমের শাস্তিমূলক প্রভাব বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে দণ্ডিতকে স্থানান্তর করা চলে। শোধনমূলক শ্রমদণ্ডে দণ্ডিতদের উপার্জন থেকে রাষ্ট্রীয় সুবিধার্থে ওই আয়ের শতকরা ৫-২০ ভাগ পর্যন্ত কাটা হয়ে থাকে।

অশক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আদালত শোধনমূলক শ্রমের বদলি হিসাবে জরিমানা করতে পারে। কাজের প্রতি সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃষ্টান্তমূলক আচরণ দেখালে গণসংগঠনের অনুরোধে আদালত শোধনমূলক শ্রমদণ্ডভোগ পুরো করার পর দণ্ডের ওই মেয়াদটি দণ্ডিতের চাকুরির সাধারণ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

দণ্ডিত ব্যক্তি নিজ কর্মস্থলে শোধনমূলক শ্রমদণ্ডের মেয়াদ এড়ালে আদালত বদলি হিসাবে তাকে এই দণ্ডভোগে অন্যত্র পাঠাতে পারে এবং এবার দণ্ড বলবৎ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার গৃহীত নির্দেশ অনুসারে। এখানেও দণ্ডিত শোধনমূলক শ্রম এড়ালে বাকী মেয়াদের জন্য বদলি হিসাবে আদালত তাকে কারাদণ্ড দিতে পারে।

নির্দিষ্ট পদ বা কাজে অযোগ্যতার মেয়াদটি সর্বোচ্চ ৫ বছর হতে পারে। কৃত অপরাধটি দণ্ডিত ব্যক্তির পেশা বা পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলে এই ধরনের শাস্তি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। কার্যত আদালত এই ধরনের শাস্তি, যেমন কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বাণিজ্যিক নিয়মকানুন ভঙ্গের বা ক্রেতাদের ঠকানোর দোষে দোষী সাব্যস্ত হলে, প্রয়োগ করে। এক্ষেত্রে আদালত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে তার চাকুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। কোন চিকিৎসক অবৈধ গর্ভপাত ঘটানোর জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে চিকিৎসকের পেশার অধিকার হারাতে হতে পারে।

জরিমানা হল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অর্থদণ্ড। জরিমানার পরিমাণ দোষী ব্যক্তির আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনাক্রমে তার অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে নির্ধারিত হয়। জরিমানার সর্বোচ্চ পরিমাণ আইনে নির্ধারিত থাকে।

চাকুরি থেকে বরখাস্তের শাস্তিটি আদালত সেইসব ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করে যেখানে ব্যক্তি নিজ পদাধিকারবলে কোন অপরাধ করে থাকে এবং আদালত তাকে এই পদে অব্যাহত রাখা অসম্ভব বা অযৌক্তিক বিবেচনা করে। চাকুরি থেকে বরখাস্ত করার শাস্তিটি আরেকটি শাস্তি — **নির্দিষ্ট পদে অযোগ্য ঘোষণা** — পৃথক করা প্রয়োজন। চাকুরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার ফলে দণ্ডিত ব্যক্তি অন্যতর কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে অভিন্ন পদাধিকারী হওয়ার অধিকার হারায় না, কিন্তু নির্দিষ্ট পদে অযোগ্য ঘোষণার ক্ষেত্রে তা সম্ভবপর হবে না।

পূর্বাবস্থায় আনয়ন (ক্ষতিপূরণ) সেক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয় যেখানে আদালত মনে করে যে অপরাধী নিজেই তার ভুল কাজের ফলাফল দূরীকরণে সমর্থ। এটি বিনষ্ট বিষয়সম্পদের ক্ষতিপূরণের বা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের কাছে

প্রকাশ্য ক্ষমাপ্রার্থনা, ইত্যাদি ধরনে মূর্ত হতে পারে। আদালতের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দণ্ডিত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণে তার কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হলে আদালত বদলি হিসাবে পূর্বোক্ত শাস্তির জন্য শোধনমূলক শ্রম, জরিমানা বা গণনিন্দা প্রয়োগ করতে পারে।

গণনিন্দা আরেকটি শাস্তি। শাস্তিটি আদালত দোষী ব্যক্তিকে দেয় এবং তা সংবাদপত্রের মাধ্যমে বা অন্যভাবে জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর করা হয়। গণসংগঠন কর্তৃক দোষী ব্যক্তির উপর প্রভাব প্রয়োগের অভিন্ন ব্যবস্থা থেকে পৃথক এটি হল রাষ্ট্রীয় সংস্থা অর্থাৎ বিচারালয়ের নামে প্রদত্ত বিশেষ শাস্তির প্রতিরূপ।

অপরাধনিরোধক শিক্ষামূলক শ্রমকেন্দ্রে কাজ দেয়া হয় সেইসব ব্যক্তিকে যারা ইতিপূর্বে পরাশ্রয়ী জীবিকার জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। দণ্ডিত ব্যক্তির চরিত্র বা মামলার পরিস্থিতি যথাযথ বিবেচনাক্রমে আদালত একটি নতুন শাস্তি দিতে পারে — একই মেয়াদের জন্য এই কেন্দ্রে নিয়োগ।

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল দণ্ডিত ব্যক্তিকে তার নিজস্ব সম্পত্তির একাংশ বা পুরোটি থেকে খেসারত ছাড়া বঞ্চিত করা ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে তা রূপান্তর। সম্পত্তির কোন অংশ বাজেয়াপ্ত হবে বা কোন কোন বাজেয়াপ্ত সামগ্রী রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তরিত হবে তা আদালতই নির্ধারণ করে। কিন্তু বেলিফ দণ্ডিত ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যদের অপরিহার্য সামগ্রীগুলি বাজেয়াপ্ত করতে পারেন না। যেসব জিনিসপত্র বাজেয়াপ্তযোগ্য নয় তার তালিকা অতিস্পষ্টভাবে আইনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সামরিক ও অন্যান্য বিশেষ পদ, সম্মানসূচক উপাধি এবং অর্ডার ও পদক অপনোদন আদালত কর্তৃক প্রযুক্ত হয় যেখানে তা মারাত্মক অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়, যাতে আইনে জরুরি অভিযোগ থাকে। যে-সংস্থা দণ্ডিতকে তার অর্ডার বা পদক বা তার সম্মানসূচক উপাধি দিয়েছিল আদালত প্রয়োজনবোধে সেই সংস্থাকে উক্ত ব্যক্তির অর্ডার, পদক বা সম্মানসূচক উপাধি প্রত্যাহার করতে বলতে পারে।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে কৃত অপরাধের জন্য দায়িত্ব নির্ধারক আইনের ধারায় প্রতিষ্ঠিত চৌহদ্দির মধ্যেই আদালত শাস্তি দিয়ে থাকে। দণ্ডদানে আদালত কৃত অপরাধের প্রকৃতি ও সমাজের পক্ষে তার মারাত্মক হওয়ার মাত্রা, অপরাধীর চরিত্র এবং দোষ হ্রাসকর বা বর্ধক অবস্থাবলী বিবেচনা করে।

ফৌজদারি দায় লঘুকারী হিসাবে নিম্নোক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি

আইনে স্বীকৃত: গুরুতর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পরিবেশে কৃত অপরাধ; হুমকি, বাধ্যবাধকতার প্রভাবে বা বৈষয়িক বা অন্যতর মুখাপেক্ষিতার জবরদস্তিতে কৃত অপরাধ; ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের বেআইনী কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট প্রবল মানসিক উত্তেজনার প্রভাবে কৃত অপরাধ; নাবালক বা গর্ভবতী নারীর কৃত অপরাধ; আত্মরক্ষার জন্য কৃত অপরাধ, তাতে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তৎপরতায় বাড়াবাড়ি ঘটলেও; আন্তরিক অনুশোচনা বা স্বেচ্ছায় প্রশাসনের কাছে আত্মসমর্পন; দণ্ডিত ব্যক্তির অসুস্থতা, বার্ধক্য, নির্ভরশীল নাবালক সন্তানাদি থাকা, ইত্যাদি।

অপরাধ বৃদ্ধিকারী হিসাবে নিম্নোক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি আইনে স্বীকৃত: অপরাধমূলক ইতিহাস রয়েছে এমন ব্যক্তির কৃত অপরাধ; সংগঠিত দলের কৃত অপরাধ; মারাত্মক ফলাফল সংশ্লিষ্ট অপরাধ; বাড়াবাড়ি নিষ্ঠুরতা; সাধারণভাবে মারাত্মক উপায় ব্যবহার; সামাজিক দুর্যোগের সুযোগ গ্রহণ; নিরপরাধ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কুৎসা রটনা।

স্থগিত শাস্তি। আদালত কারাদণ্ড বা শোধনমূলক শ্রমদণ্ড দানের পর মামলার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও দণ্ডিতের চরিত্র সম্পর্কে যথাযোগ্য বিবেচনার পর যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে অপরাধীর পক্ষে দণ্ডভোগ অবিবেচনাকর হবে তাহলে আদালত দণ্ড ও তার প্রয়োগ স্থগিত রাখতে পারে এই শর্তে যে পরীক্ষাকালে সে কোন নতুন অপরাধ করবে না, যে সে দৃষ্টান্তমূলক আচরণ ও সৎ শ্রমের মাধ্যমে আদালতের আস্থার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করবে। আদালতের প্রযোজ্য এই পরীক্ষাকালের মেয়াদ এক থেকে পাঁচ বছর হতে পারে। মামলার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আসামীর চরিত্র ও তার কর্মস্থলের গণসংগঠনগুলির অনুরোধে আদালত শর্তাধীনে দণ্ডিত ব্যক্তির পুনর্শিক্ষণ ও সংশোধনের জন্য ওই গণসংগঠনগুলির উপর আস্থা স্থাপন করতে পারে। দণ্ডদাতা আদালত শর্তাধীনে দণ্ডিত ব্যক্তির আচরণের উপর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে। পরীক্ষাকালে শর্তাধীনে দণ্ডিত কোন ব্যক্তি নতুন অপরাধ করলে আদালত প্রাক্তন না-খাটা শাস্তির পুরোটি বা একাংশ প্রদত্ত নতুন শাস্তির সঙ্গে যুক্ত করতে পারে।

সংশোধনের জন্য অপরাধীকে গণসংগঠনের হেপাজতে রাখা। কমরেডদের আদালত কর্তৃক মামলার যাবতীয় বিষয়বস্তু বিবেচনার জন্য দাখিলের প্রেক্ষিতে বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অপরাধী ব্যক্তিকে ফৌজদারি দায় থেকে মুক্তি দেয়া যায়। বিচারালয় সাধারণত এমন সিদ্ধান্ত তখনই নেয় যখন লোকটি প্রথম একটি নগণ্য অপরাধ করে এবং যদি তার ব্যক্তিত্ব থেকে

এমন সিদ্ধান্তে পেঁছিন যায় যে কোন ফৌজদারি শাস্তি ছাড়া ও সামাজিক প্রভাবের ব্যবস্থাধীনে তার সংশোধন সম্ভব।

অপরাধের প্রকৃতি ও চরিত্র বড় ধরনের কোন সামাজিক আশংকা সৃষ্টি না করলে এবং কাজটির সঙ্গে গুরুতর পরিণতি জড়িত না থাকলে ও অপরাধী আন্তরিক অনুশোচনা প্রকাশ করলে তাকে ফৌজদারি দায় ও দণ্ড থেকে মুক্তি দিয়ে গণসংগঠনের হেপাজতে রাখা যায়, যে-সংগঠনটি মুক্তির পর তার পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে আদালতে আর্জি পেশ করে। যেসব ব্যক্তি ইতিপূর্বে পূর্বপরিকল্পিত অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়েছে, যারা অপরাধ স্বীকার করে না ও আদালতে শুনানির জন্য জেদ ধরে তাদের জামিনে মুক্তিদান আইনত অসিদ্ধ।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এক বছর সময়ের মধ্যে গণসংগঠনের আস্থার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করতে না পারলে ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের নিয়মপালনে ব্যর্থ হলে গণসংগঠন তার জামিন প্রত্যাহার করতে পারে। জামিন প্রত্যাহার সম্পর্কে একটি প্রস্তাব আদালতের উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়, যাতে যে-অপরাধের ব্যাপারে অপরাধীকে জামিনে মুক্ত করা হয়েছিল সে সম্পর্কে অপরাধীর ফৌজদারি দায়ের প্রশ্নটি আদালত বিবেচনা করতে পারে।

চিকিৎসাগত ও শিক্ষাগত ধরনের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। অপরাধকারী ব্যক্তি মানসিক অপূর্ণতা বা অন্যতর কোন অস্বাভাবিক অবস্থার ফলে তাদের কাজের কৈফিয়ৎ দিতে বা সেগুলি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে আদালতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের উপর বাধ্যতামূলক চিকিৎসা প্রযুক্ত হতে পারে। মদ্যপ বা নেশাখোররা কৃত অপরাধের জন্য শাস্তি ও বাধ্যতামূলক চিকিৎসা গ্রহণ উভয়তই বাধ্য থাকে। এই ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে আদালত চিকিৎসার সমাপ্তি ঘটায়।

কৃত অপরাধের জন্য আঠার বছরের কম বয়সী কোন ব্যক্তিকে আদালত দণ্ডদান অযৌক্তিক বিবেচনা করলে নিম্নোক্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষাগত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে পারে: হুঁশিয়ারি, কঠোর ভর্ৎসনা, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের কাছে প্রকাশ্য ক্ষমাপ্রার্থনার হুকুম, পিতা-মাতা বা তাদের কর্মস্থলের শ্রমসঙ্ঘের কঠোর তত্ত্বাবধানে নাবালকটিকে রাখা, কিশোর ও তরুণদের বিশেষভাবে দেখাশোনার জন্য নির্দিষ্ট চিকিৎসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নাবালকটিকে রাখা, ইত্যাদি। এইসব শিক্ষামূলক ব্যবস্থা আপনা থেকে কোন ফৌজদারি শাস্তি হয়ে ওঠে না ও সেগুলি শাস্তির বদলি হিসাবেই

প্রযুক্ত হয়। এগুলির প্রয়োগ কোন অপরাধের বৃত্তান্ত তৈরি করে না কিংবা অন্যতর কোন আইনগত পরিণামের সঙ্গে যুক্ত থাকে না।

২. আদালত প্রদত্ত দণ্ডভোগের কার্যবিধি

আগেই বলা হয়েছে, শারীরিক যন্ত্রণা বা মানবিক মর্যাদাহানি শাস্তির লক্ষ্য নয়। সেজন্য আদালত প্রদত্ত দণ্ডভোগ কেবল শাস্তি হওয়াই নয়, অপরাধীর পুনর্বাসনের সহায়ক হওয়া, শ্রমের প্রতি সৎ দৃষ্টিভঙ্গি লালনে তার পক্ষে শিক্ষণীয় হওয়া ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের একজন আইনানুগত সদস্য হিসাবে তাকে গড়ে তোলাও উচিত।

ফৌজদারি দণ্ড বা শোধনমূলক শ্রমের প্রভাবমূলক ব্যবস্থাদি একটি বিচারালয়ের দণ্ড দ্বারাই কেবল প্রযুক্ত হতে পারে, যা আইনত বলবৎ হয়েছে। অন্যতর কোন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার অন্য কোন সিদ্ধান্তই শাস্তিদানের ভিত্তি হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে না।

আদালত প্রদত্ত কারাদণ্ড, নির্বাসন, অন্তরীণ ও শোধনমূলক শ্রম (কারাবাস ছাড়া) ইত্যাকার শাস্তিগুলি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শোধনমূলক শ্রমসংস্থাগুলি কার্যকর করে।

প্রথম বার কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিরা যথানিয়মে যেখানে তারা দণ্ডিত হয়েছে বা গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বসবাস করেছে সেই ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের এলাকায়ই মেয়াদ-খাটে। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে দণ্ডিতদের অধিকতর কার্যকর সংশোধন বা পুনর্শিক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য আরেকটি প্রজাতন্ত্রের অনুষঙ্গী শোধনমূলক শ্রমসংস্থার মেয়াদ-খাটার জন্য পাঠান যেতে পারে।

জেলখানায় দণ্ডিতদের পুনর্বাসনের মূল উপায়গুলি: ব্যক্তি স্বাধীনতা সীমিতকারী শাসন, কার্যকর সামাজিক শ্রম, শিক্ষামূলক কার্যকলাপ এবং সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা ও কৃৎকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

সমাজের প্রতি কৃত অপরাধের বিপদের প্রকৃতি ও মাত্রা, অপরাধীর ব্যক্তিত্ব এবং জেলখানায় তার আচরণ ও শ্রমের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি যথাযথভাবে বিবেচনাক্রমে আলাদা প্রতিটি ক্ষেত্রে উপায়গুলি প্রয়োগ করা হয়।

মেয়াদ-খাটার সময় কয়েদিদের অধিকারগুলি আইনের শর্তবন্দী চৌহদ্দিতে এবং প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে খোদ আদালতের দণ্ডাদেশের বিধিনিষেধের দরুনও সীমাবদ্ধ থাকে। সোভিয়েত আদালতে দণ্ডিত বিদেশী নাগরিক ও নাগরিকত্বহীন ব্যক্তির বৈধ মর্যাদাও চলতি বিধানে নিয়ন্ত্রিত

হয় এবং চলতি আইন-কাঠামোর কঠোর নিয়ন্ত্রণে তাদের অধিকারের উপর আদালত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

সোভিয়েত জনসাধারণ দণ্ডিত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন এবং শোধনমূলক শ্রমসংস্থার প্রশাসনের কার্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষায়ও শরিক হয়ে থাকে। এই শরিকানার ধরন ও কার্যবিধি প্রতিটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক ও তাঁর অধীনস্থ অভিশংসকরা কারাদণ্ড, নির্বাসন, অন্তরীণ, কারাবাসহীন শোধনমূলক শ্রম ও অন্যান্য দণ্ডাদেশ কার্যকরকরণে প্রযোজ্য কঠোর আইনমান্যতা তত্ত্বাবধান করেন। শোধনমূলক শ্রমসংস্থার প্রশাসনের পক্ষে কয়েদির দণ্ডভোগের নিয়মকানুন পালনের ব্যাপারে অভিশংসকের প্রস্তাবগুলি অবশ্যপালনীয়। দণ্ডিতদের অভিযোগ বা দরখাস্তগুলি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর কাছে পেঁছান বাধ্যতামূলক।

শোধনমূলক শ্রমসংস্থা, যেখানে কয়েদিরা কারাদণ্ড ভোগ করে, সেগুলির মধ্যে আছে: সাবালকদের জন্য বিবিধ ব্যবস্থাধীন শোধনমূলক শ্রম-কলোনি; ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত নাবালকদের জন্য শিক্ষামূলক শ্রম-কলোনি; অত্যন্ত বিপজ্জনক কয়েদিদের জেলখানা।

কয়েদি কোথায় মেয়াদ-খাটবে সেই সংস্থার ধরনটি রায়দাতা আদালতই নির্ধারণ করে।

দণ্ডিত ব্যক্তিদের শোধনমূলক শ্রমসংস্থায় রাখার নিয়মগুলি: পুরুষ ও নারী, সাবালক ও নাবালকদের পৃথক রাখা; প্রথম বার কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের ইতিপূর্বে দণ্ডিত কয়েদিদের থেকে পৃথক রাখা; সাধারণ ফৌজদারি অপরাধের জন্য প্রথম বার দণ্ডিতদের গুরুতর অপরাধে দণ্ডিতদের থেকে পৃথক রাখা; মারাত্মক অপরাধপ্রবণদের পৃথক রাখা। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিধানে অন্যান্য বর্গের কয়েদিদের পৃথক রাখার ব্যবস্থা থাকা সম্ভব।

প্রথম সাধারণ অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিরা সাধারণ শাসনাধীন শোধনমূলক শ্রম-কলোনিতে মেয়াদ-খাটে। প্রথম গুরুতর অপরাধে দণ্ডিতরা মেয়াদ খাটে কঠোর শাসনাধীন কলোনিতে আর একাধিকবার দণ্ডিতের জন্য আছে কঠোরতম শাসনাধীন কলোনি। অপরাধপ্রবণরা আদালতের বিবেচনায় বিশেষভাবে মারাত্মক বিধায় তাদের রাখা হয় বিশেষ শাসনাধীন কলোনিতে। সংশোধিত হচ্ছে এমন কয়েদি এবং সেজন্য যাদের অন্যান্য শোধনমূলক

শ্রম-কলোনি থেকে কোন উদার শাসনাধীন কলোনিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, তারা পুনর্বাসন কলোনিতে মেয়াদ-খেটে থাকে। কয়েদির সদাচরণ সম্পর্কে কলোনির প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট প্রহরা কমিশন কর্তৃক আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিলের প্রেক্ষিতে আদালতের গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই ধরনের স্থানান্তর কার্যকর হতে পারে। অবহেলাজনিত অপরাধে দণ্ডিতরাও পুনর্বাসন কলোনিগুলিতে মেয়াদ খাটে।

কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি যথানিয়মে শাস্তির পুরো মেয়াদ কোন একটি শোধনমূলক শ্রমসংস্থায় ভোগ করে। এই ধরনের ব্যক্তিকে একটি কলোনি থেকে অন্যটিতে বদলি প্রজাতান্ত্রিক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উচ্চতর কর্মকর্তাদের অনুমোদন ও অভিশংসক দপ্তরের সম্মতিতেই কেবল সম্ভবপর হতে পারে।

আদালতই কেবল কোন কয়েদিকে একটি কলোনি থেকে ভিন্নতর শাসনাধীন আরেকটি কলোনিতে কয়েকটি গ্যারাণ্টি পালন সাপেক্ষে বদলি করতে পারে।

এই বদলি কার্যকর হতে পারে: কয়েদির অত্যন্ত মারাত্মক অসদাচরণের জন্য (এ ক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সে কঠোরতর শাসনাধীন একটি কলোনিতে স্থানান্তরিত হয়) কিংবা কয়েদির অটল নিয়মকানুন মান্যতা ও শ্রমের প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য (এক্ষেত্রে তাকে উৎসাহদানের লক্ষ্যে আদালতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উদার শাসনাধীন একটি কলোনিতে পাঠান হয়)।

শোধনমূলক শ্রম বিধান কয়েদিদের রক্ষণাবেক্ষণের নিয়মগুলিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখে: কয়েদিরা নিজেদের অর্জিত অর্থ ব্যবহার সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন পালনে বাধ্য (প্রত্যেক ধরনের কলোনির জন্য প্রতিষ্ঠিত হারে তাদের পক্ষে বাড়তি খাদ্যবস্তু ও অন্যান্য অপরিহার্য সামগ্রী ক্রয় অনুমোদনীয়)। প্রতিটি ধরনের কলোনির জন্য নির্ধারিত নিয়ম ও হার অনুযায়ী তারা স্বল্পক্ষণ সাক্ষাতের, ডাকযোগে বা ব্যক্তির মারফত প্রেরিত পার্শেল গ্রহণের, অর্থ প্রেরণ ও গ্রহণের, চিঠিপত্র বিনিময়ের অধিকারী।

অন্যান্য ধরনের শোধনমূলক শ্রম-কলোনির শাসন থেকে পৃথক পুনর্বাসন কলোনিতে কয়েদিদের প্রহরীহীন অবস্থায় রাখা হয়। দিনের বেলা তারা কলোনির এলাকায় অবাধে চলাফেরা করে ও প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে কলোনি এলাকার বাইরেও যেতে পারে।

কয়েদিদের জন্য প্রতিষ্ঠিত শাসন নির্বিশেষে তারা কোন বিধিনিষেধ

ব্যতিরেকে মুদ্রিত বইপত্র গ্রহণ ও ক্রয় করতে পারে। তারা অবাধে সাময়িকী ক্রয়েরও অধিকারী।

কয়েদিদের সংশোধন ও পুনর্শিক্ষণের ক্ষেত্রে শ্রমপ্রক্রিয়ায় তাদের শরিকানা একটি প্রধান শর্ত। প্রত্যেক কয়েদি নিজ বন্দীশালায় অবশ্যই কাজ করবে, কেননা এই শর্ত ব্যতিরেকে তার পুনর্বাসন সম্ভবপর নয়। কলোনির প্রশাসন কয়েদিদের স্বাস্থ্যের অবস্থা, কাজের সামর্থ্য ও সম্ভবপর হলে নিজ পেশা বিবেচনাক্রমে তাদের কাজে নিয়োগ করতে বাধ্য থাকে।

নিয়মানুযায়ী শোধনমূলক শ্রমসংস্থার অধীনস্থ উদ্যোগ বা কর্মশালায় কয়েদিরা কাজ করে। এইসব উদ্যোগ বা কর্মশালায় কার্যাদি অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অভিন্ন নীতিভিত্তিক হলেও এখানকার পুরো উৎপাদনী ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আসলে কয়েদিদের পুনর্বাসন সাপেক্ষেই সংগঠিত।

শোধনমূলক শ্রমকলোনিতে মেয়াদ-খাটা কয়েদিদের জন্য আট-ঘণ্টার কর্মদিন নির্ধারিত। তারা সপ্তাহে এক দিন ও জাতীয় ছুটির দিনগুলিতে অবসর ভোগ করে। সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আইনত প্রযুক্ত শ্রমরক্ষা ও কারিগরি নিরাপত্তার নিয়মগুলি তাদের কর্মসংগঠনেও অনুসৃত হয়।

পরিমাণ ও গুণ অনুসারে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত হারে কয়েদিরা কাজের জন্য প্রাপ্য পেয়ে থাকে। কয়েদিরা এ থেকে তাদের ধারে দেয়া অন্ন-বস্ত্রের দাম পরিশোধ করে। এই খরচ বাদ দেয়ার পর বিচারালয় কর্তৃক নির্দেশিত রীট বলে আরও অর্থ বাদ দেয়া হয় (যেমন, সন্তানদের ভরণপোষণ, অপরাধজনিত ক্ষতিপূরণ)। বন্দিশালা তৈরির পরিকল্পনার এবং কয়েদিদের সাংস্কৃতিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কাজেই কেবল বিনা বেতনে তাদের নিয়োগ করা চলে।

কয়েদিদের পুনর্বাসনের এইসব শর্ত ও প্রণালীর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নে 'জবরদস্তি শ্রম' ব্যবহার সম্পর্কিত পশ্চিমা প্রচারের কোনই সম্পর্ক নেই। কয়েদি নিয়োগকারী উদ্যোগগুলি কোন মুনাফা অর্জন করে না, কেননা এগুলির মূল কর্তব্য — কয়েদিদের শিক্ষিতকরণ, কাজ যাতে বোঝা না হয়ে মানসিক তুষ্টির ব্যাপার হয়ে ওঠে তা দেখা, তাদের একটি পেশার সামর্থ্যদান ও এভাবে তাদের পুনর্বাসনে অবদান যোজন।

কয়েদিদের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষামূলক কাজ চালান হয়। তাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, শ্রমের প্রতি বিবেকী দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজতান্ত্রিক সম্পদের সযত্ন ব্যবহার, নিজেদের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন ও সৃজনশীল উদ্যোগের বিকাশ সাধনের ধারণা লালন এর লক্ষ্য।

সবগুলি শোধনমূলক শ্রমসংস্থায়ই তারা আট-বছরের সাধারণ স্কুল-শিক্ষা পায়। চল্লিশোর্ধ বয়সীদের অনুরোধ সাপেক্ষেই কেবল তাদের সাধারণ শিক্ষাক্রমে গ্রহণ করা হয়।

পেশাহীন কয়েদিদের জন্য বাধ্যতামূলক বৃত্তিশিক্ষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। নিয়মটি কয়েদিদের পুনর্শিক্ষণের জন্য শ্রমপ্রক্রিয়ার অধিকতর ফলপ্রসূ ব্যবহারের সুযোগ দেয় এবং জেল থেকে মুক্তিলাভের পর কর্মসংস্থানের অনুকূলতর পরিস্থিতিও সৃষ্টি করে।

যৌথপন্থায় উদ্দীপনা সৃষ্টি, ইতিবাচক উদ্যোগে উৎসাহদান এবং কয়েদিদের সংশোধন ও পুনর্শিক্ষণের শ্রমসঙ্ঘের প্রভাব ব্যবহারের জন্যও জেলখানায় ওইসব সংস্থার প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে কয়েদিদের স্বেচ্ছামূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সদাচরণ ও শ্রমের প্রতি বিবেকী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য উৎসাহদানে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি প্রযুক্ত: ধন্যবাদসূচক ভোট, সম্মানসূচক শংসাপত্র দান, বোনাস প্রদান, বাড়তি পার্শেল এবং আত্মীয় ও বন্ধুদের সঙ্গে অধিক সংখ্যক সাক্ষাতের সুযোগ, উদার শাসনাধীন শোধনমূলক শ্রম-কলোনিতে বদলি, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, মেয়াদ-খাটার নিয়মকানুন লঙ্ঘন ও অন্যান্য বেআইনী কার্যকলাপের জন্য কয়েদিদের নিম্নোক্ত দেয়া হয়: কঠোর ভর্ৎসনা, চত্বর পরিষ্কারের বাড়তি দায়িত্ব, নিয়মিত সাক্ষাতের অধিকার হরণ, কঠোরতম শাসনাধীন অন্যতর কলোনিতে বদলি, ইত্যাদি। কৃত ক্ষতির জন্য মেয়াদ-খাটার সময় কয়েদিদের উপর বৈষয়িক বাধ্যবাধকতা বর্তায়। ব্যবস্থাটি শিক্ষাপ্রদও।

জেলখানার প্রশাসন কয়েদিদের জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় বাসস্থান ও অন্যান্য সুবিধার, বিশেষত তাদের জন্য ঋতু অনুসারে বস্ত্র, অন্তর্বাস, জুতার ব্যবস্থা করবে, প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগাবে।

জেলখানায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকে ও নিখরচায় চিকিৎসা সাহায্য পাওয়া যায়।

কারাবাসহীন শোধনমূলক শ্রম শাস্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক স্থান দখল করেছে। এক্ষেত্রে দণ্ডিত অপরাধী নিজ কর্মস্থলেই মেয়াদ-খাটে। এই সময় তার উপার্জন থেকে প্রতি মাসে আদালতের দণ্ডাদেশ মোতাবেক নির্ধারিত হারে — সর্বাধিক ২০ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ রাষ্ট্রের সুবিধার্থে কেটে নেওয়া হয়। দণ্ডিত ব্যক্তির কোন নির্দিষ্ট চাকুরি না থাকলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেখানে কর্মখালি রয়েছে সেইসব উদ্যোগ বা সংস্থায়

তাদের পাঠায়। অনুমিত হয় যে কারাবাসহীন দন্ডভোগকারী ব্যক্তিরা তাদের কর্মস্থলের শ্রমসঙ্ঘের শিক্ষামূলক প্রভাবের আওতায়ই মূলত সংশোধিত ও পুনর্শিক্ষিত হয় এবং সেখানকার কর্মীরা তাদের আচরণ লক্ষ্য করে। এই ধরনের শাস্তির দন্ডমূলক একটি উপাদান হল দণ্ডিতের উপার্জন থেকে কিছুটা অর্থ কেটে নেওয়া। কিন্তু খোদ দণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটি থেকে সৃষ্ট আবেগগত অভিজ্ঞতাটি এই প্রক্রিয়ার একটি নৈতিক কারণের চেয়ে মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ, নয়। নিজ সদাচরণের জন্য, শ্রমের প্রতি বিবেকী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দণ্ডিত ব্যক্তি ধন্যবাদসূচক ভোট এবং দন্ডভোগের প্রতিষ্ঠিত কার্যবিধি ভঙ্গের জন্য হুঁশিয়ারি বা কঠোর ভর্ৎসনা পেতে পারে। দণ্ডিত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় শাস্তি এড়িয়ে চললে আদালত কারাবাসহীন শোধনমূলক শ্রমদণ্ডের অবশিষ্টাংশের বদলে তাকে নিম্নোক্ত হিসাব অনুযায়ী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে: শোধনমূলক শ্রমের একটি দিন হবে কারাবাসের একটি দিন।

মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে শর্তাধীনে মুক্তিদানের বা বদলি হিসাবে লঘুতর শাস্তিদানের আইনগত রেওয়াজ হল কারদণ্ডে, শোধনমূলক শ্রমদণ্ডে, নির্বাসন ও অন্তরীণ দণ্ডে দণ্ডিতদের পুনর্বাসনের পক্ষে একটি প্রধান প্রেরণা।

দৃষ্টান্তমূলক আচরণ ও শ্রমের প্রতি বিবেকী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিজেরা সংশোধিত হয়েছে তা প্রমাণ সাপেক্ষে মেয়াদ শেষের আগে শর্তাধীন মুক্তি বা দন্ডহ্রাস দণ্ডিত অপরাধীদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে জেলখানার প্রশাসন প্রহরা কমিশনের সঙ্গে একযোগে বিচারালয়ের কাছে প্রয়োজনীয় বিবৃতি পেশ করে। বিচারপতি প্রদত্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পরীক্ষার দিন ও ঘণ্টা নির্ধারণ করেন ও সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্পর্কে বিচারপীঠ অনুষঙ্গী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিচারপীঠ যদি মনে করে যে সাক্ষ্যপ্রমাণ ও খোদ অপরাধীর দেয়া ব্যাখ্যার, তার দৃষ্টান্তমূলক আচরণ ও শ্রমের প্রতি বিবেকী দৃষ্টিভঙ্গির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে তাহলে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তা তার দণ্ড খারিজ করতে বা মেয়াদের বাকী অংশটুকুর বদলি হিসাবে কোন লঘুতর শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে। এক্ষেত্রে অপরাধী নির্দিষ্ট কাজে অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার মতো অতিরিক্ত শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে।

মেয়াদ-খাটা থেকে শর্তাধীনে মুক্ত ব্যক্তি মেয়াদের বাকী অংশে কোন নতুন অপরাধ করলে আদালত বাকী মেয়াদের পুরোটা বা অংশ নতুন দণ্ডের সঙ্গে যোগ করতে পারে।

জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পায়: আবাস বা কর্মস্থলে পেঁছনোর নির্ব্যয় সুবিধা, এই ভ্রমণকালীন খাবার বা অর্থ এবং ঋতুর উপযোগী পোশাক ও জুতা কেনার জন্য আর্থিক অনুদান।

ঈপ্সিত বাসস্থানে পেঁছনোর দু'সপ্তাহের মধ্যে স্থানীয় প্রশাসন তাদের জন্য কর্মসংস্থানে ও প্রয়োজন হলে বাসস্থান সংগ্রহে সহায়তা দিতে বাধ্য থাকে।

সোভিয়েত আইনে নানা ধরনের অপরাধের জন্য ১৪ বছর বয়স থেকে নাবালকদের উপর ফৌজদারি দায় বর্তায়। ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী তরুণরা নাবালকদের শ্রম-কলোনি নামের বিশেষ সংস্থায় কয়েদ খাটে। এগুলি সাবালকদের শোধনমূলক শ্রম-কলোনি থেকে আলাদা। নাবালকদের শ্রম-কলোনির প্রশাসনের দায়িত্ব: শ্রমের প্রতি সৎ দৃষ্টিভঙ্গি, কঠোর আইনমান্যতা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের নিয়মের প্রতি সম্মান দেখানোর আদর্শে দণ্ডিতদের সংশোধন ও পুনর্শিক্ষণ।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত সাবালকদের মেয়াদ-খাটার সাধারণ শর্তগুলি নাবালকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু শেষোক্ত কার্যধারার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং শিক্ষামূলক উপাদানের প্রাধান্য সহ তা বহুলাংশে শিথিলতর।

নাবালকদের শ্রম-কলোনি দুই ধরনের: সাধারণ শাসনাধীন কলোনি ও কঠোর শাসনাধীন কলোনি। প্রথমটি প্রথম অপরাধে দণ্ডিত কিশোর-কিশোরীদের জন্য, দ্বিতীয়টি থাকে ইতিপূর্বে মেয়াদ-খাটা বা বিশেষ মারাত্মক অপরাধের জন্য প্রথম বার দণ্ডিত অপরাধীরা।

কোন ধরনের শ্রম-কলোনিতে একজন নাবালক অপরাধী মেয়াদ খাটবে তা রায়দানের সময়ই আদালত নির্ধারণ করে। নাবালক অপরাধীদের কলোনির প্রশাসনের আর্জির প্রেক্ষিতে আদালতের বিনির্দেশ সাপেক্ষে কোন কিশোর-অপরাধী ১৮ বছর বয়সে পেঁছলে তাকে সাবালকদের শোধনমূলক শ্রম-কলোনিতে বদলি করা যেতে পারে। আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে পেঁছয় যে সংশোধন ও পুনর্শিক্ষণের ফলগুলি সংহত করার জন্য এবং সাধারণ শিক্ষা বা বৃত্তিপ্রশিক্ষণ অটুট রাখার জন্য এই সাবালকদের শোধনমূলক শ্রম-কলোনিতে বদলি অসুবিধাজনক হবে তাহলে কিশোর অপরাধীকে সংশ্লিষ্ট নাবালক কমিশনের সম্মতি সাপেক্ষে আদালতের বা নাবালকদের কলোনির গভর্নরের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তার নিজের কলোনিতে আরও এক বছর রাখা চলে।

নাবালকদের শ্রম-কলোনিতে অবশ্যই থাকবে সুসজ্জিত কর্মশালা,

মাধ্যমিক স্কুল, ক্যাণ্টিন, ক্লাব, গ্রন্থাগার, খেলাধুলোর জায়গা, চিকিৎসা ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যনিবাস ও কলোনির স্বাভাবিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ঘরবাড়ি

জেলার জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিও এদের চিকিৎসা সাহায্য দিয়ে থাকে।

কলোনির সকল বাসিন্দাই পায় নিখরচায় নির্ধারিত পরিমাণ খাবার, পোশাক, জুতা, অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ও সেবা।

নাবালক অপরাধীদের আটকের উপর, তাদের পাওনা শিক্ষা ও বৃত্তিপ্রশিক্ষণের উপর, তাদের কার্যসংগঠন ও পুনর্বাসনের উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আইনত জনসাধারণের শরিকানার সুব্যবস্থা রয়েছে। কলোনির অবস্থানস্থলের জন-প্রতিনিধিদের জেলা-সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী পরিষদের অধীনে গঠিত নাবালক কমিশনের উপর এই দায়িত্বভার ন্যস্ত।

নাবালকদের শ্রম-কলোনির কর্মকাণ্ডের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শিক্ষামূলক কার্যকলাপ ও সামাজিকভাবে ফলপ্রসূ কাজের অভ্যাস সৃষ্টি। কলোনিবাসীরা সেখানকার স্কুলে প্রজাতন্ত্রের শিক্ষামন্ত্রকের তৈরি পাঠ্যসূচি অনুযায়ী সাধারণ শিক্ষা পায় ও অন্যান্য স্কুলের অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে। বই, খাতাপত্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম নিখরচায় সরবরাহ করা হয়। স্কুলের পাঠশেষে পড়ুয়ারা সমমানের শংসাপত্র পায়।

বৃত্তিহীন কয়েদিরা বৃত্তিশিক্ষার প্রশিক্ষণ পায় ও এভাবে ভাল যোগ্যতা অর্জন করে।

যাদের ইতিপূর্বে কোন বৃত্তি ছিল বা নাবালকদের শ্রম-কলোনিতে থাকার সময় কোন বৃত্তিশিক্ষা পেয়েছে তারা বৃত্তিপ্রশিক্ষণ কর্মশালায় কাজ করে এবং নির্মাণ, কৃষি ও অন্যান্য কাজে তাদের নিয়োগ করা হয়। বাসিন্দাদের কাজ শ্রম বিধান রচিত কিশোর শ্রমরক্ষা ও কারিগরি নিরাপত্তার নিয়মকানুন অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। জাতীয় অর্থনীতির সাধারণ কর্মকাণ্ডের হারে কৃত কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী তাদের পাওনা মিটান হয়।

কলোনিবাসীরা সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ ও খেলাধুলোয় অংশ গ্রহণ করে। তাদের জন্য আয়োজিত হয় বক্তৃতা ও আলোচনা। তারা সংবাদপত্র, সাময়িকী ও বইপত্র পড়ে, রেডিও ইত্যাদি শোনে। তাদের অপেশাদার নাট্যসংঘ, যন্ত্রসঙ্গীত ও অন্যান্য দলে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশল চক্রে শরিক হওয়ার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়। তারা নিখরচায় বাদ্যযন্ত্র ও খেলার সাজসরঞ্জাম পায়।

নাবালকদের শ্রম-কলোনিতে শিক্ষাকার্য পরিচালনা করেন একদল শিক্ষক-

শিক্ষিকা, যাঁরা প্রশাসনের সঙ্গে একযোগে ওই বাসিন্দাদের পুনর্বাসন ও সামাজিকভাবে ফলপ্রসূ কাজে তাদের প্রস্তুত করার জন্য দায়ী থাকেন।

প্রতিটি কলোনিতে টিউটর, শিক্ষক, বৃত্তিপ্রশিক্ষণের শিক্ষকমণ্ডলী ও ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের সমবায়ে গঠিত একটি শিক্ষাপরিষদ থাকে। পরিষদটি কলোনির গভর্নরের অধীনে উপদেষ্টা সংস্থা হিসাবে কাজ করে, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কার্যকলাপে এবং বাসিন্দাদের বৃত্তিপ্রশিক্ষণে উদ্ভূত সমস্যাবলী মীমাংসায় তাঁকে সাহায্য দেয়।

কলোনির শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে জনগণের শরিকানার উপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কারখানা, রাষ্ট্রীয় খামার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক নাবালকদের শ্রম-কলোনিগুলির উপর পৃষ্ঠপোষকতা দান সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ব্যাপক পরিসর লাভ করেছে। এই পৃষ্ঠপোষকতা সংগঠনে উদ্যোগ বা প্রতিষ্ঠানগুলি গণসংগঠনের প্রতিনিধিদের সমবায়ে সামাজিক পরিষদ গঠন করে। পরিষদের সদস্যরা নিয়মিত কলোনিগুলি পরিদর্শন করেন এবং বাসিন্দাদের পুনর্শিক্ষণে প্রশাসনকে সাহায়তা দিয়ে থাকেন।

সমাজ-জীবনে সক্রিয় শরিকানার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য কলোনিবাসীদের পরিষদ গঠিত হয় এবং এগুলির সহায়ক হিসাবে পড়াশোনা, খেলাধুলো ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিবিধ কমিশন কাজ করে। কলোনিবাসীদের পরিষদগুলি কলোনির প্রশাসনের অধীনে কার্যপরিচালনা করে থাকে। পরিষদ-সদস্যরা কলোনির শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের উন্নতি বিধানে প্রশাসনকে সাহায্য করে।

নাবালকদের কলোনি থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের যথানিয়মে তাদের পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কাছে পাঠান হয়। এইসব তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থান বা পড়াশোনা পুনরারম্ভে স্থানীয় নাবালক কমিশন সহায়তা যোগায়, তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে। এই লক্ষ্যার্জনে কলোনির প্রশাসন কারও প্রস্তাবিত মুক্তিলাভের অন্তত এক মাস আগে সে কোথায় থাকবে তা অবশ্যই লিখিতভাবে যথাযোগ্য নাবালক কমিশনকে জানাতে এবং তার পারিবারিক ব্যাপারগুলির মীমাংসা, কর্মসংস্থান, আরও পড়াশোনার ব্যবস্থা সম্পর্কে নাবালক কমিশনের সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য থাকে।

নাবালকদের শ্রম-কলোনির প্রশাসন অবশ্যই মুক্তিপ্রাপ্ত তরুণের অবাস-স্থলে প্রত্যাবর্তন, তার কর্মসংস্থান বা পড়াশোনা পুনরারম্ভ যাচাই করে দেখতে ও প্রয়োজনবোধে এইসব ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য দিতে বাধ্য থাকে।

উপসংহার

আমরা ইতিমধ্যে ১৯৮০-র মধ্যদশক পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈরি ন্যায়নির্ণয়নের মূলনীতি, কার্যবিধি ও নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করেছি। জানা আছে যে একটি রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা অপরিবর্তনীয় নয় এবং চিরন্তন ও বিমূর্ত মানের উপর তা নির্ভর করে না। বিচারব্যবস্থা একটি দেশের সামাজিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গেই বিকশিত হয়। এমতাবস্থায় আমরা একটি প্রাগ্রসর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচারব্যবস্থার আরও অগ্রগতির কিছু মূল প্রবণতা তুলে ধরব।

আমাদের বিশ্বাস কেবল পেশাদার আইনজীবীদেরই নয়, সাধারণ নাগরিকদেরও ব্যাপকতর পরিসরে ন্যায়বিচার বিধানের কর্মকাণ্ডে জড়িত করা হবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য আইনশাস্ত্র ও আইনপ্রয়োগ এক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিকের শরিকানার চলতি ধরনগুলি অবশ্যই উন্নত করবে ও নতুন ধরনগুলি বিশদ করবে। আমাদের মতে অন্যান্যের সঙ্গে আমরা দেখব সেরা কারখানা ও অফিসকর্মী, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে শ্রম-সমবায়গুলিতে গঠিত কমরেডদের আদালতের আরও বিকাশ, যেগুলি আইনভঙ্গের বৃহত্তর ঘটনা পরীক্ষা করবে। স্বভাবতই এই সংস্থা যথাযথভাবে কাজ করবে এই শর্তে যে যাদের মামলা কমরেডদের আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছে সেইসব ব্যক্তির অধিকার ও স্বার্থগুলি রক্ষার নিশ্চয়তা থাকবে। পরীক্ষিত মামলাগুলির সত্যাসত্য সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপনের অধিকার ভোগের মাধ্যমে ক্রমেই অধিক সংখ্যক জন-প্রতিনিধি আদালতের বিচারকার্যে শরিক হবে। স্থানীয় সোভিয়েতের প্রতিষ্ঠিত নাবালক কমিশনগুলির কার্যকলাপ সম্প্রসারিত হবে: আজকাল যেসব ব্যাপার আদালতের এখতিয়ারভুক্ত সেই নতুন বিষয়গুলি তারাই মীমাংসা করবে।

আদালতে বিচারের শিক্ষামূলক প্রভাবের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেয়া হবে। এই লক্ষ্যে ওইসব বিচার থেকে সংগৃহীত শিক্ষাগুলি ব্যাখ্যার জন্য

ব্যাপকতর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি ও অন্যান্য গণমাধ্যমগুলিকে অবশ্যই এজন্য পূর্ণতর ও আরও সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় কোন অবস্থাতেই আমরা ব্যাপক শিক্ষামূলক কাজের বদলি হিসাবে গুরুতর অপরাধের মুখরোচক খুঁটিনাটি, সেগুলি অনুষ্ঠানের পদ্ধতি ও ব্যক্তিগত জীবনের অন্তরঙ্গ দিকগুলি সম্পর্কিত সস্তা ও ক্ষতিকর তথ্যের জোয়ার সৃষ্টি করব না, যা আসলে উল্টো ফলই ফলায় — অপরাধ ও আইনলঙ্ঘন বৃদ্ধি করে।

সোভিয়েত সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ফলশ্রুতিতে কারাদণ্ড প্রয়োগের মাত্রা বহুলাংশে কমান সম্ভবপর হবে এবং ওগুলির বদলি হিসাবে কারাবাসহীন অন্যান্য ধরনের শাস্তি ও সংশোধনের ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যাবে।

মামলার শুনানির জন্য উপকরণাদি প্রস্তুতির উচ্চতর মান অবশ্যই আদালতে ন্যায়নির্ণয়নের সময় কমাবে ও কোন কোন ধরনের মামলার শুনানির কার্যবিধি উন্নত করবে। বর্তমান নিয়মে আদালত এক থেকে দু’ মাসের মধ্যে মামলা পরীক্ষা করে। কিন্তু আমরা আশা করছি কোন কোন ধরনের মামলার জন্য এই সময়সীমা কমিয়ে কয়েক দিন করা যাবে। অবশ্য আদালতের কার্যবিধির এই ত্বরণের দরুন কোনক্রমেই মামলার শুনানির গুণগত ঘাটতি ও মামলার শরিকদের গ্যারান্টিগুলি দুর্বল করা চলবে না।

শাস্তিদানের ব্যাপারটি যথাযথভাবে সংগঠিত হওয়ার শর্তেই কেবল কৃত অপরাধের জন্য শাস্তিপ্রয়োগ নিজ উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে। এক্ষেত্রে জেলখানার শিক্ষামূলক কার্যকলাপ উন্নয়ন অপরিহার্য। উপযোগী ও ফলপ্রসূ শ্রমকে, পেশা অর্জনকে, শ্রমের প্রতি সম্মানবোধ সৃষ্টিকে ও সাধারণ সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই লক্ষ্যে অনেক কিছুই করা হয়েছে। কিন্তু অভ্যাসগত অপরাধের অসংখ্য ঘটনা আদালতের কার্যকলাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের আরও উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করে।

অপরাধের মাত্রা কমানোর ক্ষেত্রে নতুন ও সহজলক্ষ্য ফললাভের জন্য আমাদের অবশ্যই অপরাধ নিরোধক কার্মকলাপ বাড়াতে হবে। সোভিয়েত রাষ্ট্র অপরাধীদের কেবল ন্যায্য শাস্তিদানেই নয়, অপরাধ নিরোধেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

অপরাধ নিরোধ নানা ধরনের হলেও তাতে বস্তুত যাবতীয় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অবশ্যই সংশ্লিষ্ট থাকবে। অভিন্ন দায়িত্ব পালন করবে

সোভিয়েত আদালত। রায়দান ছাড়াও আদালত বস্তুত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সরকারী, বেসরকারী ও অন্যান্য সংস্থার উদ্দেশ্যে রাইডার রাখবে, অপরাধের সহগ যাবতীয় হেতু ও পরিস্থিতি দূরীকরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নগুলি তাদের সামনে তুলে ধরবে।

অপরাধ ও অন্যান্য আইনলঙ্ঘনের সম্ভাবনারোধ রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার আরও উন্নতিবিধানের প্রবণতা এতেও নিহিত রয়েছে।

পরিশিষ্ট

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিধানের মূলসূত্র

প্রথম অনুচ্ছেদ

সাধারণ বিধানসমূহ

ধারা ১. **কেবল আদালতের মাধ্যমেই ন্যায়বিচার বিধান**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নে কেবল আদালতই ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে আছে: সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত; ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালত; স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রসমূহের সর্বোচ্চ আদালত; অঞ্চল, এলাকা, শহর আদালত; স্বায়ত্তশাসিত এলাকা-সমূহের আদালত; জেলা (শহর) গণ-আদালত; সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীর সামরিক ট্রাইবুনাল।

ধারা ২. **সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত বিধান**

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারপ্রণালী বর্ণিত হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সংবিধান, স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির সংবিধান দ্বারা, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধানের বর্তমান মূলসূত্র ও এগুলির সঙ্গে জারিকৃত বিধানিক আইন এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিচারপ্রণালী সংক্রান্ত আইন ও অন্যান্য বিধান দ্বারা।

ধারা ৩. **আদালতের কর্তব্য**

আদালত কর্তৃক বিচারবিধানের লক্ষ্য হবে সমাজতান্ত্রিক বৈধতা ও আইনশৃঙ্খলা সর্বতোভাবে মজবুত করা, অপরাধ ও অন্যান্য আইনভঙ্গ নিরোধ এবং তার কর্তব্য হবে যেকোন ধরনের ন্যায়লঙ্ঘন প্রতিরোধ:

সোভিয়েত সংবিধানে বিধিবদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে;

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান ও সোভিয়েত আইনে ঘোষিত ও নিশ্চয়কৃত নাগরিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বার্থের ক্ষেত্রে;

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, সংস্থা, সংগঠন, যৌথখামার, অন্যান্য সমবায় সংস্থা, সেগুলির সমিতি ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের অধিকার ও আইনসম্মত স্বার্থের ক্ষেত্রে।

যাবতীয় কার্যকলাপের মাধ্যমে আদালত নাগরিকদের শিক্ষা দেবে: স্বদেশপ্রেম ও কমিউনিজমের আদর্শ, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান ও সোভিয়েত আইনের কঠোর মান্যতা ও অটল অনুসরণের আদর্শ, সমাজতান্ত্রিক সম্পদের প্রতি সযত্ন দৃষ্টিভঙ্গি, শ্রমশৃংখলা পালন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্তব্যের আন্তরিক মনোভাব, নাগরিকদের অধিকার, সম্মান ও মর্যাদার, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা।

ফৌজদারি দণ্ডের ব্যবস্থা প্রয়োগের সময় আদালত অপরাধীকে কেবল শাস্তিই দেবে না, তার সংশোধন ও পুনর্শিক্ষণের লক্ষ্যও মনে রাখবে।

ধারা ৪. **আদালত দ্বারা দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলাগুলি পরীক্ষার মাধ্যমে ন্যায়বিচার বিধান**

সোভিয়েত ইউনিয়নে ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা হবে:

ক) নাগরিক, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, সংস্থা, সংগঠন, যৌথখামার, অন্যান্য সমবায় সংস্থা, সেগুলির সমিতি ও অন্যান্য গণসংগঠনের অধিকার ও স্বার্থের বিরোধ সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলার বিচারগত অধিবেশনে পরীক্ষা ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে;

খ) ফৌজদারি মামলার বিচারগত অধিবেশনে পরীক্ষা এবং কৃত অপরাধের জন্য দোষীর উপর আইন অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগ করে বা নির্দোষীর খালাসের মাধ্যমে।

ধারা ৫. **আইন ও আদালতের সামনে নাগরিকদের সমতা। আইনগত আশ্রয়লাভে নাগরিকদের অধিকার**

সোভিয়েত ইউনিয়নে জন্ম, সামাজিক ও সম্পত্তিগত মর্যাদা, জাতি বা জাতীয়তা, লিঙ্গ, শিক্ষা, ভাষা, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, পেশার ধরন ও বৈশিষ্ট্য,

অবস্থানস্থল ও অন্যান্য পরিস্থিতি নির্বিশেষে আইন ও আদালতের সামনে সকল নাগরিকের সমতার নীতির ভিত্তিতে ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

সকল সোভিয়েত নাগরিক তাদের সম্মান ও মর্যাদার উপর, প্রাণ ও স্বাস্থ্যের উপর, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সম্পত্তির উপর হামলার বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয়লাভের অধিকারী।

ধারা ৬. **কঠোর আইনমান্যতা সহকারে ন্যায়বিচার বিধান**

সোভিয়েত ইউনিয়নে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধানের এবং ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির বিধানের কঠোর মান্যতা সহকারে ন্যায়বিচার প্রযুক্ত হবে।

ধারা ৭. **নির্বাচনের নীতিতে সকল আদালত গঠন**

সোভিয়েত ইউনিয়নে সকল আদালত বিচারপতিবর্গ ও গণনির্ধারকদের নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত হবে।

ধারা ৮. **সকল আদালতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার দলগত শুনানি**

সকল আদালতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার দলগত শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

অগ্রাধিকারী আদালতগুলিতে একজন বিচারপতি ও দু'জন গণনির্ধারক সমবায়ে গঠিত একটি বিচারপীঠ যাবতীয় দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা শুনবে।

সংশ্লিষ্ট আদালতের বিভাগে আদালতের তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি বিচারপীঠ দ্বারা আপীলের ও আবেক্ষণের মাধ্যমে মামলাগুলি পরীক্ষিত হবে।

আদালতের সভাপতিমণ্ডলী ওই মণ্ডলীর সংখ্যাগুরু সদস্যের উপস্থিতিতে মামলাগুলি শুনবে।

আদালতের বিচারসত্র অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে মামলাগুলি পরীক্ষা করবে।

ধারা ৯. **ন্যায়বিচার বিধানে গণনির্ধারক ও বিচারপতিদের সমানাধিকার**

ন্যায়বিচার বিধানে গণনির্ধারকরা একজন বিচারপতির সমান অধিকার ভোগ করবে।

ধারা ১০. **বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও এককভাবে আইনের অধীনতা**

বিচারপতি ও গণনির্ধারক স্বাধীন ও কেবল আইনের অধীন থাকবে।

ধারা ১১. **বিচারগত কার্যবিধি পরিচালনার ভাষা**

বিচারগত কার্যবিধি পরিচালিত হবে ইউনিয়ন বা স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বা স্বায়ত্তশাসিত এলাকার ভাষায়, কিংবা কোন স্থানের সংখ্যাগুরু মানুষের ভাষায়। যে-ভাষায় বিচারগত কার্যবিধি পরিচালিত হচ্ছে সেই ভাষার উপর মামলার শরিকদের ভাল দখল না থাকলে একজন দোভাষীর সাহায্যে মামলার বিষয়বস্তু জানার ও কার্যধারায় শরিক হওয়ার জন্য পূর্ণ সুযোগ তাদের দিতে হবে ও আদালতে স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের অধিকারও তাদের থাকবে।

ধারা ১২. **সকল আদালতে মামলার প্রকাশ্য শুনানি**

সকল আদালতে মামলার প্রকাশ্য শুনানি অপরিহার্য। বিচারপতির খাসকামরায় শুনানি চলতে পারে আইনত প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রগুলিতে, বিচারগত কার্যবিধির যাবতীয় নিয়ম পালনের মাধ্যমে।

ধারা ১৩. **আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারের নিশ্চয়তা**

আসামীকে অবশ্যই আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

ধারা ১৪. **উকিলসভা কর্তৃক নাগরিক ও সংগঠনকে দেয় আইন-সাহায্য**

দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলায় বিচারগত কার্যবিধিতে উকিলসভা নাগরিক ও সংগঠনগুলিকে আইন-সাহায্য দেবে।

উকিল কর্তৃক আইন-সাহায্য দানের কার্যবিধি এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধিতে উকিলের অধিকার ও কর্তব্যগুলি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধান দ্বারা নির্ধারিত হবে।

ধারা ১৫. **আদালতের শুনানিকৃত মামলাগুলিতে আইনমান্যতার উপর অভিশংসকের তত্ত্বাবধান**

সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক ও তাঁর অধীনস্থ অভিশংসকরা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিধানে প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি

ও পদ্ধতি অনুযায়ী আদালতে শুনানিকৃত মামলাগুলির আইনমান্যতা তত্ত্বাবধান করবে।

বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও তাদের এককভাবে আইনের অধীনতার নীতির কঠোর প্রতিপালন নিশ্চিত করে অভিশংসক আদালতকে তার দায়িত্ব পালনে সাহায্যতা দেবে।

ধারা ১৬. **বিচারগত কার্যবিধিতে গণসংগঠন ও শ্রমসঙ্ঘের প্রতিনিধিদের শরিকানা**

গণসংগঠন ও শ্রমসঙ্ঘের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিধানে প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুযায়ী দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারগত কার্যবিধিতে শরিকানার অনুমতি দেয়া হবে।

ধারা ১৭. **আদালতের কর্মচারী (বেলিফ)**

আদালতের কর্মচারীরা (বেলিফরা) দেওয়ানি মামলার সিদ্ধান্ত, রাইডার ও বিনির্দেশ এবং সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে ফৌজদারি মামলার রায়, রাইডার ও বিনির্দেশ এবং আইনবর্ণিত ক্ষেত্রের অন্যান্য সিদ্ধান্ত ও বিনির্দেশ বলবৎ করবে।

আদালতের কর্মচারীরা (বেলিফরা) আদালতের সঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং অঞ্চল, এলাকা ও শহর জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী পরিষদের বিচারবিভাগের প্রধান দ্বারা, স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের বিচারমন্ত্রী দ্বারা বা আঞ্চলিক বিভাগহীন ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিচারমন্ত্রী দ্বারা নিযুক্ত হবে।

আদালতের সিদ্ধান্ত, রায়, রাইডার ও বিনির্দেশ এবং বলবৎ সাপেক্ষ অন্যান্য সিদ্ধান্ত ও আদেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে আদালত কর্মচারীদের (বেলিফদের) হুকুম সকল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, সংস্থা, সংগঠন, যৌথখামার ও অন্যান্য সমবায় সংগঠন, তাদের সমিতি, অন্যান্য গণসংগঠন, কর্মকর্তা ও সাধারণ নাগরিকের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র অবশ্যপালনীয়।

ধারা ১৮. **আদালতের সাংগঠনিক পরিচালনা**

সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির বিধানের এখতিয়ার ও পদ্ধতির শর্তাধীনে আদালতগুলির সাংগঠনিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে:

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রক — ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের আদালত ও সামরিক ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে;

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিচারমন্ত্রক — স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালত এবং অঞ্চল, এলাকা ও শহর আদালত, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও স্বায়ত্তশাসিত এলাকার আদালত, জেলা (শহর) গণ-আদালতের ক্ষেত্রে;

স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির বিচারমন্ত্রক, অঞ্চল, এলাকা ও শহর জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির কার্যনির্বাহী পরিষদের বিচারবিভাগ — জেলা (শহর) গণ-আদালতের ক্ষেত্রে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রক করবে:

১) আদালত সংগঠন, বিচারপতি ও গণনির্ধারক নির্বাচন সম্পর্কে খসড়া প্রস্তাব;

২) আদালতের কর্মচারীদের কার্যপরিচালনা;

৩) আদালতের কার্যকলাপ সংগঠন পরীক্ষা;

৪) বিচারকার্য পরীক্ষা ও সাধারণীকরণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সঙ্গে এইসব কার্যকলাপের সমন্বয় বিধান;

৫) বিচার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান রক্ষার ব্যবস্থা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের কাছে বিধান প্রয়োগে দিশারী নির্দেশ দানের ব্যাপারে বিবৃতি পেশের অধিকারী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রক, ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির বিচারমন্ত্রক এবং অঞ্চল, এলাকা ও শহর জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী পরিষদগুলির বিচারবিভাগ আদালতের কর্তব্যগুলি বাস্তবায়নে সর্বতোভাবে সাহায্যদানে এবং বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও আইনের কাছে তাদের একক অধীনতার নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

বিচারব্যবস্থা

ধারা ১৯. **সোভিয়েত ইউনিয়নের আদালত ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির আদালত**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত ও সামরিক ট্রাইবুনালগুলি হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের আদালত।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির আদালত হবে: ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত, স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালত, অঞ্চল, এলাকা ও শহর আদালত, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের আদালত, স্বায়ত্তশাসিত এলাকার আদালত ও জেলা (শহর) গণ-আদালত।

ধারা ২০. **জেলা (শহর) আদালতের নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যবিধি**

জেলা (শহর) গণ-আদালতের গণ-বিচারপতিরা নির্বাচিত হবে জেলা, শহর ও মহল্লার নাগরিকদের সর্বজনীন, সমান ও প্রত্যক্ষ, গোপন ভোটের ভিত্তিতে, পাঁচ বছর মেয়াদে।

জেলা (শহর) আদালতের গণনির্ধারকরা নির্বাচিত হবে নাগরিকদের কর্মস্থল বা বাসস্থলে অনুষ্ঠিত সভায়, সৈনিকদের সামরিক ইউনিটের সভায়, হাত-তোলা ভোটে ও আড়াই বছর মেয়াদে।

জেলা (শহর) গণ-আদালতের গণ-বিচারপতি ও গণনির্ধারকদের নির্বাচনের কার্যবিধি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির জেলা (শহর) গণ-আদালতের নির্বাচন সংক্রান্ত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

ধারা ২১. **জেলা (শহর) গণ-আদালতের সংস্থিতি**

জেলা (শহর) গণ-আদালত নির্বাচিত একজন গণ-বিচারপতি (বা গণ-বিচারপতিবর্গ) ও গণনির্ধারকদের সমবায়ে গঠিত হবে।

দুই বা ততোধিক সংখ্যক গণ-বিচারপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলা, শহর বা মহল্লা জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েত তার অধিবেশনে নির্বাচিত গণ-বিচারপতিদের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা (শহর) গণ-আদালতের একজন সভাপতি অনুমোদন করবে।

ধারা ২২. **অঞ্চল, এলাকা ও শহর আদালতের এবং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও স্বায়ত্তশাসিত এলাকার আদালতগুলির নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যবিধি**

অঞ্চল, এলাকা ও শহর আদালত, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও স্বায়ত্তশাসিত এলাকার আদালতগুলি পাঁচ বছর মেয়াদে সংশ্লিষ্ট জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েত দ্বারা নির্বাচিত হবে।

ধারা ২৩. **অঞ্চল, এলাকা ও শহর আদালত এবং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও স্বায়ত্তশাসিত এলাকার আদালতের সংস্থিতি**

অঞ্চল, এলাকা ও শহর আদালত, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও স্বায়ত্তশাসিত এলাকার আদালতে থাকবে একজন সভাপতি, সহ-সভাপতিরা, আদালতের সদস্যবৃন্দ ও গণনির্ধারকরা এবং তা কার্যপরিচালনা করবে নিম্নোক্ত সংস্থাগুলির মাধ্যমে:

১) আদালতের সভাপতিমণ্ডলী;

২) দেওয়ানি মামলার বিভাগ;

৩) ফৌজদারি মামলার বিভাগ।

ধারা ২৪. **স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের নির্বাচনের কার্যবিধি ও এখতিয়ার**

স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত হবে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ বিচারবিভাগীয় সংস্থা।

স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সকল আদালতের বিচারগত কার্যকলাপ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিধানে প্রতিষ্ঠিত কার্যবিধি অনুযায়ী তত্ত্বাবধান করবে।

স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত নির্বাচিত হবে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েত দ্বারা পাঁচ বছর মেয়াদে।

ধারা ২৫. **স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের সংস্থিতি**

স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতে থাকবে একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, সর্বোচ্চ আদালতের সদস্যবৃন্দ ও গণনির্ধারকগণ এবং তা নিম্নোক্ত সংস্থাগুলির মাধ্যমে কার্যপরিচালনা করবে·

১) সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতিমণ্ডলী;

২) দেওয়ানি মামলার বিভাগ;

৩) ফৌজদারি মামলার বিভাগ।

ধারা ২৬. **ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের নির্বাচনের কার্যবিধি ও এখতিয়ার**

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত হবে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ বিচারবিভাগীয় সংস্থা।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধানে প্রতিষ্ঠিত কার্যবিধি অনুসারে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সকল আদালতের কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান করবে।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত নির্বাচিত হবে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েত দ্বারা পাঁচ বছর মেয়াদে।

ধারা ২৭. **ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের সংস্থিতি**

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতে থাকবে একজন সভাপতি, সহ-সভাপতি, সর্বোচ্চ আদালতের সদস্যবৃন্দ ও গণনির্ধারকগণ এবং তা নিম্নোক্ত সংস্থাগুলির মাধ্যমে কার্যপরিচালনা করবে:

১) সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র;

২) দেওয়ানি মামলার বিভাগ;

৩) ফৌজদারি মামলার বিভাগ।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সভাপতিমণ্ডলী গঠন করতে পারে।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতিমণ্ডলী ও পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের যোগ্যতা ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে।

ধারা ২৮. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের নির্বাচনের কার্যবিধি ও এখতিয়ার**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত হবে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের সর্বোচ্চ বিচারবিভাগীয় সংস্থা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সম্পর্কে আইনে প্রতিষ্ঠিত এখতিয়ার অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের আদালত ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির আদালতসমূহের কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান করবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত নির্বাচিত হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত দ্বারা পাঁচ বছর মেয়াদে।

ধারা ২৯. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সংস্থিতি**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতে থাকবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত দ্বারা নির্বাচিত সভাপতি, সহ-সভাপতিবর্গ, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সদস্যবৃন্দ ও গণনির্ধারকরা এবং

পদাধিকারবলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সদস্য হিসাবে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতসমূহের সভাপতিরা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত নিম্নোক্ত সংস্থাগুলির মাধ্যমে কার্যপরিচালনা করবে:

১) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র;

২) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের দেওয়ানি মামলার বিভাগ;

৩) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের ফৌজদারি মামলার বিভাগ;

৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সামরিক বিভাগ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সংগঠন ও তার কার্যকলাপ সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সম্পর্কে আইনে নির্ধারিত হবে।

ধারা ৩০. **সামরিক ট্রাইবুনাল**

সামরিক ট্রাইবুনালের বিচারপতিরা পাঁচ বছর মেয়াদে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী দ্বারা এবং গণনির্ধারকরা আড়াই বছর মেয়াদে সৈন্যদের সভা দ্বারা নির্বাচিত হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীতে সামরিক ট্রাইবুনালগুলির সংগঠন ও এখতিয়ার নির্ধারিত হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন অনুমোদিত সামরিক ট্রাইবুনাল বিষয়ক সংবিধি দ্বারা।

ন্যায়বিচার বিধানে সামরিক ট্রাইবুনালগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান, বর্তমান মূলসূত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য বিধান এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিধানও মান্য করবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

বিচারপতি ও গণনির্ধারক

ধারা ৩১. **বিচারপতি ও গণনির্ধারক পদের প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা**

সোভিয়েত ইউনিয়নের যেকোন নাগরিক নির্বাচনের দিন ২৫ বছর বয়সী হলে বিচারপতি বা গণনির্ধারক নির্বাচিত হতে পারে।

যেকোন সোভিয়েত নাগরিক সক্রিয়ভাবে সামরিক বাহিনীতে কর্মরত থাকলে ও নির্বাচনের দিন ২৫ বছর বয়সী হলে সামরিক ট্রাইবুনালের

বিচারপতি নির্বাচিত হতে পারে এবং যেকোন সোভিয়েত নাগরিক সক্রিয়ভাবে সামরিক বাহিনীতে কর্মরত থাকলে সামরিক ট্রাইব্যুনালের গণনির্ধারক নির্বাচিত হতে পারে।

ধারা ৩২. **যে-মেয়াদে আদালতে নিজ কর্তব্য পালনের জন্য গণনির্ধারকদের বিচারপীঠভুক্ত করা হয়**

গণনির্ধারকরা বছরে সর্বোচ্চ দু'সপ্তাহের জন্য পর্যায়ক্রমে আদালতে নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য বিচারপীঠভুক্ত হবে, যদি-না তাদের উপস্থিতিতে শুরু-হওয়া কোন মামলার শুনানি শেষ করার জন্য তা বাড়ান প্রয়োজন হয়।

ধারা ৩৩. **আদালতে কর্তব্য পালনের সময় গণনির্ধারকদের মজুরি ও বেতনের অধিকার**

শিল্পশ্রমিক, যৌথখামারী, দপ্তরকর্মী ও পেশাজীবীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত গণনির্ধারকরা আদালতে কর্তব্য পালনের সময় নিজ স্থায়ী কর্মস্থলের গড়পড়তা মজুরি ও বেতন পাবে।

যেসব গণনির্ধারকরা শিল্পশ্রমিক, যৌথখামারী, দপ্তরকর্মী বা পেশাজীবী নয় আদালতে কর্তব্য পালনের জন্য তাদের আনুষঙ্গিক খরচা পরিশোধ করা হবে। খরচা পরিশোধের কার্যবিধি ও পরিশোধের পরিমাণ ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

ধারা ৩৪. **বিচারপতি ও গণনির্ধারকদের কৈফিয়ৎবাধ্যতা**

বিচারপতি ও গণনির্ধারকরা তাদের নির্বাচকবর্গ, নির্বাচক সংস্থার কাছে দায়ী ও তাদের কাছে প্রতিবেদন পেশ করবে।

ধারা ৩৫. **বিচারপতি ও গণনির্ধারক প্রত্যাহার বা মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তাদের পদচ্যুতি**

বিচারপতি ও গণনির্ধারকরা মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পদচ্যুত হতে পারে কেবল তাদের নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা প্রত্যাহৃত হলে বা তাদের উপর আদালতের রায় প্রদত্ত হলে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির আদালতের বিচারপতি ও গণনির্ধারকদের প্রত্যাহার বা মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাদের পদচ্যুতির কার্যবিধি যথাক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধান ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধান দ্বারা নির্ধারিত।

ধারা ৩৬. **বিচারপতি ও গণনির্ধারকদের বিমুক্তি**

আদালতে দায়িত্ব পালনের সময় বিচারপতি ও গণনির্ধারকদের কোন ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত বা গ্রেপ্তার করা কিংবা আদালতের প্রদত্ত প্রশাসনিক দন্ড তাদের উপর প্রযুক্ত হবে না:

১) গণ-আদালতের গণ-বিচারপতি ও গণনির্ধারক, সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং অঞ্চল, এলাকা ও শহর আদালতের, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও স্বায়ত্তশাসিত এলাকা ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতের সদস্য ও গণনির্ধারক — ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমন্ডলীর সম্মতি ব্যতিরেকে;

২) ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সদস্য এবং ওইসব আদালতের গণনির্ধারক — ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের এবং অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমন্ডলীর সম্মতি ব্যতিরেকে;

৩) সামরিক ট্রাইবুনালের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সদস্য ও গণনির্ধারক — সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমন্ডলীর সম্মতি ব্যতিরেকে;

৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সদস্য ও গণনির্ধারক — সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের ও অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমন্ডলীর সম্মতি ব্যতিরেকে।

ধারা ৩৭. **বিচারপতিদের শাস্তিমূলক দায়িত্ব**

সোভিয়েত ইউনিয়নের আদালতের বিচারপতিদের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধানে এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির আদালতের বিচারপতিদের জন্য ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধানে প্রতিষ্ঠিত কার্যবিধি অনুযায়ী বিচারপতিদের উপর শাস্তিমূলক দায়িত্ব বর্তাবে।

১৯৫৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর গৃহীত। পাঠ পরবর্তী সংশোধন ও সংযোজন রয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের গ্যাজেট, নং ১, ১৯৫৯, দফা ১২; নং ৩৩, ১৯৭১, দফা ৩৩২; নং ২৭, ১৯৮০, দফা ৫৪৫

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সম্পর্কে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের আইন (নভেম্বর ৩০, ১৯৭৯)

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ বিধানসমূহ

ধারা ১. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ বিচারবিভাগীয় সংস্থা**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতি সহকারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত হবে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের সর্বোচ্চ বিচারবিভাগীয় সংস্থা এবং তা সোভিয়েত ইউনিয়নের আদালত ও বর্তমান আইনে প্রতিষ্ঠিত চৌহদ্দির মধ্যে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের আদালতসমূহেরও তত্ত্বাবধায়ক।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সমাজতান্ত্রিক বৈধতার ভিত্তিতে কার্যপরিচালনা করবে, আইন ও শৃঙ্খলা দৃঢ়তর করবে, সমাজের স্বার্থরক্ষা এবং নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতার উন্নতি ঘটাবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত নিজের সমগ্র কর্মকাণ্ড এমনভাবে সংগঠিত করবে যাতে ন্যায়বিচার বিধানে আইনের শুদ্ধ ও সুষম প্রয়োগ নিশ্চিত হয় এবং নাগরিকদের স্বদেশের প্রতি আনুগত্য ও কমিউনিজমের আদর্শে, সোভিয়েত সংবিধান ও সোভিয়েত আইনের বিবেকী ও অটল মান্যতার আদর্শে, সমাজতান্ত্রিক সম্পদের প্রতি যত্ন, শ্রমশৃঙ্খলা পালন, রাষ্ট্রীয় ও সরকারী কর্তব্য পালনের প্রতি আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি, নাগরিকদের অধিকার, সম্মান, মর্যাদা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের নিয়মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে শিক্ষিত করে তোলা যায়।

ধারা ২. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক ন্যায়বিচার বিধান**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত নিজ ক্ষমতার চৌহদ্দির মধ্যে

অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে আপীলের কার্যধারায়, আবেক্ষণের মাধ্যমে ও নব-উদ্ভাবিত পরিস্থিতির কারণে মামলা পরীক্ষা করবে।

ন্যায়বিচার বিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান ও চলতি আইন, সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য বিধান এবং ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রসমূহের বিধানেও পরিচালিত হবে।

ধারা ৩. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের দিশারী নির্দেশাবলী**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত বিচারকার্য পরীক্ষা ও নির্ধারণ করবে, আদালতী পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করবে, এবং আইনগত প্রশ্ন মীমাংসায় উদ্ভূত বিধান-প্রয়োগের নানা দিক সম্পর্কে আদালতকে দিশারী নির্দেশ দেবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের দিশারী নির্দেশগুলি সকল আদালতের পক্ষে এবং যে-আইন সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেই আইনপ্রয়োগকারী অন্যান্য সংস্থা ও কর্মরত ব্যক্তির পক্ষে অবশ্যপালনীয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত তার পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের দিশারী নির্দেশগুলি আদালত কর্তৃক প্রতিপালনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করবে।

ধারা ৪. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিধানিক নেতৃত্ব**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতি সহকারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে বিধানে উদ্যোগী হওয়ার অধিকারী।

ধারা ৫. **সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকে উদ্ভূত বিষয়গুলি মীমাংসায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত নিজ ক্ষমতার চৌহদ্দির মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকে উদ্ভূত বিষয়গুলি মীমাংসা করবে।

ধারা ৬. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যবিধি**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত নির্বাচিত হবে সোভিয়েত

ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত দ্বারা ৫ বছর মেয়াদে এবং তা গঠিত হবে একজন সভাপতি, সহ-সভাপতিগণ, সদস্যবৃন্দ ও গণনির্ধারকদের সমবায়ে। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতিরা পদাধিকারবলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সদস্য হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সংখ্যাগত সংস্থিতি নির্ধারণ করবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিদায়ী বিচারপতিদের স্থলে নতুন বিচারপতি নির্বাচন নিষ্পন্ন হবে সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির উদ্যোগে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত দ্বারা এবং অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী দ্বারা, পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের নিয়মিত অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য এ সম্পর্কে জারিকৃত ডিক্রি দাখিল সাপেক্ষে।

ধারা ৭. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের প্রথম সহ-সভাপতি ও বিভাগগুলির সভাপতি অনুমোদনের কার্যবিধি**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির উদ্যোগে অনুমোদন করবে:

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সহ-সভাপতিদের মধ্য থেকে — সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের প্রথম সহ-সভাপতি;

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সদস্যদের মধ্য থেকে — সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির সভাপতিদের।

ধারা ৮. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিগণ ও গণনির্ধারকদের স্বাধীনতা**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি ও গণনির্ধারকরা স্বাধীন এবং কেবল আইনের অধীনস্থ থাকবে।

ধারা ৯. **মামলা পরীক্ষায় গণনির্ধারকদের শরিকানা ও যৌথত্ব**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত মামলা শুনবে একজন সভাপতি, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের অন্যতম বিচারপতি ও দু'জন গণনির্ধারক নিয়ে গঠিত অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে।

ন্যায়বিচার বিধানে গণনির্ধারকরা বিচারপতির সমান অধিকার ভোগ করবে।

আপীলের মামলা, ব্যক্তিগত অভিযোগ ও প্রতিবাদ, আবেক্ষণের মাধ্যমে এবং নব-উদ্ভাবিত পরিস্থিতি বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসকের সিদ্ধান্তের ভিত্তি সম্পর্কিত প্রতিবাদও শুনবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সংশ্লিষ্ট বিভাগ — তিনজন বিচারপতি নিয়ে গঠিত একটি বিচারপীঠ হিসাবে।

ধারা ১০. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের কৈফিয়ৎবাধ্যতা**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি ও গণনির্ধারকরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে দায়ী ও কৈফিয়ৎ দানে বাধ্য থাকবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত নিজ কার্যকালের মেয়াদে অন্তত একবার তার কার্যকলাপের একটি বিবরণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে এবং নিয়মিত প্রতিবেদন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে পেশ করবে।

ধারা ১১. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি ও গণনির্ধারকদের বিমুক্তি**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিদের এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের গণনির্ধারকদেরও ন্যায়বিচার বিধানের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সম্মতি ও অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সম্মতি ব্যতিরেকে ফৌজদারি কার্যধারায় সোপর্দ, গ্রেপ্তার বা প্রশাসনিক দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে না, যেগুলি বিচারগত কার্যবিধিতে প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

ধারা ১২. **কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি ও গণনির্ধারকদের প্রত্যাহার বা পদচ্যুতি**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, সহ-সভাপতিবর্গ, সদস্যবৃন্দ ও গণনির্ধারকদের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে প্রত্যাহার বা পদচ্যুত করতে পারে কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত এবং অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী, পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের নিয়মিত অধিবেশনের জন্য এ সম্পর্কে জারিকৃত ডিগ্রি দাখিল সাপেক্ষে।

ধারা ১৩. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সংস্থিতি।**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত নিম্নোক্ত সংস্থাগুলির মাধ্যমে কার্যপরিচালনা করবে:

১) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র;

২) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের দেওয়ানি মামলার বিভাগ;

৩) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের ফৌজদারি মামলার বিভাগ;

৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সামরিক বিভাগ।

ধারা ১৪. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের ইস্তাহার**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের একটি ইস্তাহার প্রকাশ করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র

ধারা ১৫. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের সংস্থিতি**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, সহ-সভাপতিগণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সদস্যবৃন্দ ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের

সর্বোচ্চ আদালতগুলির সভাপতিগণ সহ গঠিত একটি সংস্থা হিসাবে কাজ করবে।

কোন ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির অনুপস্থিতির প্রেক্ষিতে ওই ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের অস্থায়ী সভাপতি হিসাবে কর্মরত সহ-সভাপতি তার পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের অধিবেশনে শরিক হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রী পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রে অবশ্যই যোগ দেবে। পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের কার্যপরিচালনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসকের শরিকানা বাধ্যতামূলক।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির আমন্ত্রণে বিচারপতিবর্গ, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের অধীনস্থ বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্যবর্গ এবং মন্ত্রক, রাষ্ট্রীয় কমিটি, বিভাগ, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সরকারী, বেসরকারী সংগঠনের প্রতিনিধিরা মামলার বিচারকার্য সংশ্লিষ্ট নয় পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের এমন অধিবেশনে যোগ দিতে পারে।

ধারা ১৬. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র আহ্বানের কার্যবিধি**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র প্রতি চার মাসে অন্তত একবার আহূত হবে। পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের সদস্যবর্গ, সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রীকে পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের অধিবেশনের সময় ও আলোচ্য প্রশ্নাবলী অধিবেশনের অন্যূন ৩০ দিন আগে জানাতে হবে।

পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের খসড়া বিনির্দেশ, মামলার বিচারকার্য সংক্রান্ত প্রতিবাদ বা সিদ্ধান্তসমূহের নকল অধিবেশনের অন্যূন ১০ দিন আগে পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের সদস্যবর্গ, সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রীর কাছে পাঠাতে হবে।

ধারা ১৭. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের বিনির্দেশ গ্রহণের কার্যবিধি**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র সদস্যদের

অনূ্যন দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে আইনত যোগ্যতাসম্পন্ন বিবেচিত হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের বিনির্দেশগুলি পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রে উপস্থিত সংখ্যাগুরু সদস্যদের হাত-তোলা ভোটে গৃহীত হবে।

পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের বিনির্দেশে স্বাক্ষর দেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি ও পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের সচিব।

ধারা ১৮. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের ক্ষমতা**

সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের কর্তব্য:

১) আবেক্ষণের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডারের বিরুদ্ধে, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতগুলির সভাপতিমণ্ডলী ও পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের যেসব বিনির্দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধানের বিরোধী বা অন্যান্য ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের স্বার্থ লঙ্ঘন করে সেগুলির বিরুদ্ধে আনীত প্রতিবাদের মামলাগুলি শোনা;

২) কোন মামলায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির প্রদত্ত সিদ্ধান্ত, রায় বা রাইডারের ক্ষেত্রে, বা খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের প্রদত্ত বিনির্দেশের ক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতি উদ্ভাবিত হলে সে সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসকের সিদ্ধান্তগুলি শোনা;

৩) বিচারকার্য ও আদালতী পরিসংখ্যানের মোট বিষয়গুলি পরীক্ষা, সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রীর বিবৃতিগুলি বিবেচনা এবং বিধান প্রয়োগ সম্পর্কে আদালতগুলিকে দিশারী নির্দেশ প্রেরণ;

৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির প্রস্তাব অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সদস্যদের মধ্য থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির সংস্থিতি ও পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের সচিব অনুমোদন;

৫) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির প্রস্তাব

অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের অধীনস্থ বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা পর্ষদ অনুমোদন;

৬) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত বা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে বিধানে উদ্যোগ গ্রহণের পথে প্রস্তাব পেশ সংক্রান্ত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে প্রেরণের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৭) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির সভাপতিগণ কর্তৃক প্রদত্ত বিভাগগুলির কার্যকলাপের বিবরণী শোনা;

৮) সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধান প্রয়োগ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র প্রদত্ত দিশারী নির্দেশগুলি প্রতিপালন সম্পর্কেও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতিদের, সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীর, সামরিক মহল্লার, সৈন্যদল ও নৌবাহিনীর সামরিক ট্রাইবুনালের সভাপতিদের প্রতিবেদন শোনা;

৯) ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র প্রদত্ত দিশারী নির্দেশসমূহ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধান বা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের বিনির্দেশের মধ্যেকার কোন অসামঞ্জস্য সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির আবেদন বিবেচনা;

১০) ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রগুলির প্রদত্ত দিশারী নির্দেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধানের মধ্যেকার অসামঞ্জস্য সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসকের আবেদন বিবেচনা।

ধারা ১৯. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র কর্তৃক বিচারবিভাগীয় মামলা পরীক্ষার কার্যবিধি**

আবেক্ষণের মাধ্যমে মামলা পরীক্ষাকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র মামলার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতির প্রদত্ত একটি প্রতিবেদন ও প্রতিবাদের যুক্তিগুলি শোনবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক অতঃপর তার আনীত প্রতিবাদ সমর্থন করবে বা সোভিয়েত

ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির প্রতিবাদ মোতাবেক পরীক্ষাধীন মামলা সম্পর্কে নিজ সিদ্ধান্ত জানাবে।

নতুন আবিষ্কৃত পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসকের সিদ্ধান্ত বিষয়ক মামলাগুলি অভিন্ন কার্যবিধি অনুসারে পরীক্ষিত হবে।

প্রয়োজনবোধে বাদী, প্রতিবাদী ও তাদের প্রতিনিধি, দণ্ডিত ব্যক্তি, খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও তাদের উকিল, নাবালকদের আইনসিদ্ধ প্রতিনিধি, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ও তার প্রতিনিধিদের ব্যাখ্যা দানের উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রে হাজির হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান যেতে পারে। পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের বিজ্ঞপ্তি এবং প্রতিবাদ বা সিদ্ধান্তের নকল ওইসব ব্যক্তির কাছে অধিবেশনের অন্যূন দশ দিন আগে পৌঁছান অত্যাবশ্যকীয়।

কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের সদস্যরাই প্রতিবাদ বা নতুন আবিষ্কৃত পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত আলোচনায় যোগ দেবে।

ধারা ২০. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রে আনীত প্রতিবাদ প্রত্যাহার**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক মামলা পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে তা প্রত্যাহারের অধিকারী।

ধারা ২১. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র কর্তৃক বিচারগত মামলা পরীক্ষা সম্পর্কে বিনির্দেশ গ্রহণের কার্যবিধি**

প্রতিবাদ বা রায়ে যা বিবৃত তা থেকে আরেকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের সদস্যদের দ্বারা প্রতিবাদ, রায় ও প্রস্তাবগুলি আলোচনার পর তা ভোটে দিতে হবে। পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের সদস্যরা ভোটদানে বিরত থাকার অধিকারী নয়। অগ্রাধিকারী আদালতে, আপীলের কার্যধারায় বা আবেক্ষণের মাধ্যমে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতে বা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলিতে মামলা পরীক্ষার শরিক বিচারপতি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রে মামলাটি পরীক্ষায় শরিক নাও হতে পারে।

প্রতিবাদ বা সিদ্ধান্তে বিবৃত প্রস্তাব সহ প্রস্তাবের কোনটিই সংখ্যাধিক ভোট না পেলে প্রতিবাদ বা সিদ্ধান্ত বলবৎ হবে না।

গৃহীত বিনির্দেশের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের কোন সদস্য একমত না হলে সে লিখিতভাবে নিজ মতামত জানাতে পারে। পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের কার্যবিবরণীতে তা যুক্ত থাকবে।

ধারা ২২. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের রাইডার**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র প্রয়োজনবোধে মন্ত্রকসমূহ, রাষ্ট্রীয় কমিটি, বিভাগসমূহের প্রধান এবং উদ্যোগ, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলির ও ব্যক্তিবর্গের আইনভঙ্গের প্রতি, মামলায় প্রতিষ্ঠিত অপরাধটি অনুষ্ঠানের সহায়ক কারণ ও শর্তগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রাইডার গ্রহণ করবে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এক মাস মেয়াদের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতকে রাইডার সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থার কথা জানাতে বাধ্য থাকবে।

ধারা ২৩. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের বিনির্দেশগুলি বলবৎকরণ**

বিচারগত মামলায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিনির্দেশগুলি গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনত বলবৎ হবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারগত কার্যবিধি সংক্রান্ত বিধান নির্ধারিত পদ্ধতিতে কার্যকর হবে।

ধারা ২৪. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র কর্তৃক বিচারগত মামলার সিদ্ধান্ত বহির্ভূত বিষয়গুলি পরীক্ষা**

বিচারগত মামলার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন বিষয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক বা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রী কর্তৃক চলতি আইন অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের বিবেচনার জন্য আনলে বিষয়গুলি যথাক্রমে তাদের প্রতিবেদন বা তাদের দ্বারা যথাযথভাবে অনুমোদিত ব্যক্তিদের প্রতিবেদন সাপেক্ষে শুনানির জন্য গৃহীত হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক এক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি

বা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারমন্ত্রী কর্তৃক আনীত বিষয়গুলি পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র কর্তৃক পরীক্ষার ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত জানাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের অধিবেশনে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ এই বিষয়গুলি আলোচনায় শরিক হতে পারে।

দিশারী নির্দেশ সম্বলিত খসড়া বিনির্দেশগুলি প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র প্রয়োজনবোধে পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের সদস্যদের মধ্য থেকে একটি খসড়া প্রস্তুতকারী কমিটি গঠন করবে।

তৃতীয় অধ্যায়

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগসমূহ

ধারা ২৫. **বিভাগসমূহ গঠনের কার্যবিধি**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সদস্যদের মধ্য থেকে বিভাগসমূহ গঠন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র অনুমোদন করবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি প্রয়োজনবোধে একটি বিভাগের বিচারপতিদের অন্য বিভাগের মামলাগুলি পরীক্ষার জন্য তালিকাভুক্ত করার আদেশদানের অধিকারী।

ধারা ২৬. **দেওয়ানি বিভাগের ক্ষমতা**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের দেওয়ানি বিভাগের কর্তব্য:

১) অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ানি মামলাগুলি পরীক্ষা;

২) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক ও তাদের প্রতিনিধি কর্তৃক অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধানের বিরোধী বা অন্য ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের স্বার্থলংঘন সাপেক্ষে সেগুলির বিরুদ্ধে আনীত প্রতিবাদের মামলাগুলি আবেক্ষণের মাধ্যমে পরীক্ষা;

৩) মামলার বিচার অনুষ্ঠানের স্থান সম্পর্কে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের আদালতগুলির মধ্যেকার বিবাদ মীমাংসা;

৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী, কোন পদ্ধতিগত

কার্যসম্পাদনে বিদেশী আদালতের রোগাটরিপত্র সিদ্ধকরণের ব্যাপারে অন্য দেশের কার্যবিধিগত বিধান প্রয়োগে আদালতের সাধ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৫) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক ও তাদের প্রতিনিধি কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নের বাণিজ্য ও শিল্প সংঘের সামুদ্রিক সালিসী কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুজু করা প্রতিবাদের মামলাগুলি পরীক্ষা।

ধারা ২৭. **ফৌজদারি বিভাগের ক্ষমতা**

সোভিয়েত ইনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের ফৌজদারি বিভাগের কর্তব্য:

১) অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারি মামলাগুলি পরীক্ষা;

২) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক ও তাদের প্রতিনিধি কর্তৃক অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধানের বিরোধী বা অন্য ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের স্বার্থলঙ্ঘন সাপেক্ষে সেগুলির বিরুদ্ধে আনীত প্রতিবাদের মামলাগুলি আবেক্ষণের মাধ্যমে পরীক্ষা;

৩) মামলার বিচার অনুষ্ঠানের স্থান সম্পর্কে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের আদালতগুলির মধ্যেকার বিবাদ মীমাংসা;

৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকটি পদ্ধতিগত কার্যসম্পাদনে বিদেশী আদালতের রোগাটরিপত্র সিদ্ধকরণের ব্যাপারে অন্য দেশের কার্যবিধিগত বিধান প্রয়োগে আদালতের সাধ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ধারা ২৮. **সামরিক বিভাগের ক্ষমতা**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সামরিক বিভাগের কর্তব্য:

১) অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে সামরিক ট্রাইবুনালের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অতিগুরুত্বপূর্ণ মামলা এবং জেনারেল, কোন বাহিনীর অধিনায়ক, উচ্চতর ও সমান পদাধিকারীর কৃত অপরাধের মামলাগুলি পরীক্ষা;

২) সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীর সার্ভিসগুলির সামরিক মহল্লার, সৈন্যদল ও নৌবহরের ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডারের বিরুদ্ধে,

এইসব ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের বিনির্দেশের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি অভিযোগ ও প্রতিবাদ পরীক্ষা;

৩) আবেক্ষণের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক ও তাদের প্রতিনিধি, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সামরিক বিভাগের সভাপতি ও প্রধান সামরিক অভিশংসক কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীর সার্ভিসগুলির, সামরিক মহল্লার, সৈন্যদলের, নৌবহরের সামরিক ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডারের বিরুদ্ধে, ওইসব ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের বিনির্দেশের বিরুদ্ধে আনীত প্রতিবাদ পরীক্ষা;

৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীর সার্ভিসগুলির, সামরিক মহল্লা, সৈন্যদল ও নৌবহরের ট্রাইব্যুনাল যেসব মামলায় সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডার ঘোষণা করেছে সেইসব মামলার ব্যাপারে নতুন আবিষ্কৃত পারিপার্শ্বিক ঘটনা সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক বা প্রধান সামরিক অভিশংসকের সিদ্ধান্ত পরীক্ষা।

ধারা ২৯. **মামলার সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে বিভাগের অধিবেশনে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগ আবেক্ষণের মাধ্যমে মামলা পরীক্ষার সময় তার অধিবেশনে ও নতুন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আবিষ্কার হেতু সামরিক বিভাগের অধিবেশনেও প্রয়োজনবোধে বাদী, প্রতিবাদী, তাদের প্রতিনিধি, আসামী, খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও তাদের উকিল, নাবালকদের আইনসঙ্গত প্রতিনিধি, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ও তার প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানান যেতে পারে। বিভাগের অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি ও আলোচ্য মামলার প্রতিবাদ বা রায়ের প্রতিলিপি ওইসব ব্যক্তির কাছে অধিবেশনের অন্যূন দশ দিন আগে পাঠাতে হবে।

ধারা ৩০. **বিভাগগুলি কর্তৃক মামলার শুনানির কার্যধারা**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির অধিবেশনে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা পরীক্ষিত হবে সংশ্লিষ্ট প্রজাতন্ত্রের কার্যবিধিগত আইনে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম প্রতিপালন সহ দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধি সংক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধানের নির্ধারিত পদ্ধতিতে।

ধারা ৩১. বিভাগগুলির সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডার

অগ্রাধিকারী হিসাবে পরীক্ষিত মামলায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের নামে সিদ্ধান্ত ও রায়গুলি ঘোষণা করবে।

আপীলের, আবেক্ষণের মাধ্যমে এবং নতুন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আবিষ্কারের কারণেও মামলার শুনানিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলি রাইডার দেবে।

ধারা ৩২. বিচারপতি বা গণনির্ধারকদের মতভেদ

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের কোন বিচারপতি বা গণনির্ধারক বিভাগের কোন মামলার শুনানিতে ভিন্নমত পোষণ করলে তা লিখিতভাবে পেশ করবে। অধিবেশনে ভিন্নমত পঠিত হবে না, কিন্তু মামলার নথিভুক্ত থাকবে ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির কাছে উপস্থাপনীয় হবে।

ধারা ৩৩. বিভাগগুলি প্রদত্ত রাইডার

একটি মামলায় সিদ্ধান্ত, রায় ও বিনির্দেশ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলি প্রয়োজনবোধে মন্ত্রক, রাষ্ট্রীয় কমিটি, বিভাগসমূহের প্রধান এবং উদ্যোগ, সংগঠন ও সংস্থাসমূহের ও কর্মরত অন্যান্যদের আইনভঙ্গের প্রতি, মামলায় প্রতিষ্ঠিত অপরাধ অনুষ্ঠানের সহায়ক কারণ ও শর্তসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রাইডার প্রদান করবে।

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ এক মাসের মধ্যে রাইডার সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাগুলির কথা সর্বোচ্চ আদালতকে জানাতে বাধ্য থাকবে।

ধারা ৩৪. সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগসমূহের সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডার বলবৎকরণ

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডার গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনত বলবৎ হবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান সম্বলিত ধরনে কার্যকর করা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি, সহ-সভাপতিগণ, বিভাগসমূহের সভাপতি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের সচিব

ধারা ৩৫. সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির কর্তব্য:

১) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডারের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতে প্রতিবাদ দায়ের; অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডারের বিরুদ্ধে; ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক বিচারগত মামলায় প্রদত্ত বিনির্দেশের বিরুদ্ধে; সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনী সার্ভিসসমূহের, সামরিক মহল্লার, সৈন্যদলের ও নৌবহরের ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডারের বিরুদ্ধে; ওইসব সামরিক ট্রাইবুনালের বিচারপতিদের বিনির্দেশের বিরুদ্ধে; সোভিয়েত ইউনিয়নের বাণিজ্য ও শিল্প সংঘের সামুদ্রিক সালিসী কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দায়ের;

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতসমূহের সিদ্ধান্ত, রায়, রাইডার ও বিনির্দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধানের বিরোধী হওয়া বা অন্য ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের স্বার্থহানি ঘটান সাপেক্ষে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধানে বর্ণিত সভাপতিমণ্ডলী ও পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের ক্ষমতার সঙ্গতি অনুসারে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতসমূহের সভাপতিমণ্ডলী ও পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রে প্রতিবাদ দায়ের;

আর্মি, ফ্লোটিলা, ফর্মেসন, গ্যারিসনের সামরিক ট্রাইবুনালগুলির আইনত বলবৎ সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডারের বিরুদ্ধে, ওইসব ট্রাইবুনালের বিচারপতিদের বিনির্দেশের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীর সার্ভিসগুলির, সামরিক মহল্লার, সৈন্যদলের ও নৌবাহিনীর সামরিক ট্রাইবুনালগুলির কাছে প্রতিবাদ দায়ের;

২) সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির আদালতের সিদ্ধান্ত, রায়, রাইডার ও বিনির্দেশ বলবৎকরণ আইন সম্বলিত ধরনে

স্থগিত রাখা, যেগুলির বিরুদ্ধে চলতি আইনের সঙ্গতি সহকারে সে প্রতিবাদ দায়ের করতে পারে;

৩) বিচারকার্য পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা, আদালতী পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের দিশারী নির্দেশগুলি কার্যকর করার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের জন্যও কার্যাদি সংগঠন ও পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের বিবেচ্য বিষয়গুলি দায়ের;

৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র আহবান ও তার অধিবেশনে সভাপতিত্ব; যেকোন মামলার শুনানির সময় সোভিয়েত ইউয়িননের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগগুলির অধিবেশনেও সে সভাপতিত্ব করতে পারে;

৫) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের কার্যকলাপ সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে বিবরণী দাখিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে এই সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ;

৬) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সহ-সভাপতিগণ, সদস্যবর্গ ও গণনির্ধারকদের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তাদের প্রত্যাহার বা বরখাস্ত সম্পর্কিত আবেদন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে ও অধিবেশনগুলির অন্তর্বর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে দাখিল;

৭) সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনগুলি ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে আবেদন;

৮) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের দিশারী নির্দেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের চলতি বিধানের মধ্যে কোন অমিল থাকা সাপেক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের কাছে আবেদন পেশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র কর্তৃক আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার প্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে আবেদন দাখিল;

৯) ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের দিশারী নির্দেশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধানের মধ্যে কোন অমিল ঘটলে সে সম্পর্কে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রে আবেদন পেশ এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের

সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্র কর্তৃক আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে তা যথাক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রে বা ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে দাখিল;

১০) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সহ-সভাপতিদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন;

১১) বিভাগগুলির কার্যকলাপের সাংগঠনিক দিকনির্দেশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের প্রশাসনযন্ত্রের কার্যাদি পরিচালনা;

১২) চলতি আইনে তার উপর ন্যস্ত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ।

ধারা ৩৬. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সহ-সভাপতিগণ**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সহ-সভাপতিদের কর্তব্য:

১) অগ্রাধিকারী আদালত হিসাবে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডারের বিরুদ্ধে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বাণিজ্য ও শিল্প সংঘের সামুদ্রিক সালিসী কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগে প্রতিবাদ দাখিল;

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত, রায়, রাইডার ও বিনির্দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধানের বিরোধী হওয়া বা অন্য ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের স্বার্থহানি ঘটান সাপেক্ষে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধানে নির্ধারিত ধরনে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতিমণ্ডলী ও পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রগুলির সামর্থ্য অনুসারে ওই আদালতের সভাপতিমণ্ডলী ও পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রে প্রতিবাদ দাখিল;

সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীর সার্ভিসগুলির, সামরিক মহল্লার, সৈন্যদল ও নৌবহরের সামরিক ট্রাইবুনালের আইনত বলবৎ সিদ্ধান্ত, রায়, রাইডারের বিরুদ্ধে ও ওইসব ট্রাইবুনালের বিচারপতিদের বিনির্দেশের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সামরিক বিভাগে প্রতিবাদ দাখিল;

আর্মি, ফ্লোটিলা, ফর্মেসন ও গ্যারিসনের ট্রাইবুনালের আইনত বলবৎ সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডারের বিরুদ্ধে, ওইসব ট্রাইবুনালের বিচারপতিদের বিনির্দেশের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীর সার্ভিসগুলির, সামরিক মহল্লার, সৈন্যদল ও নৌবহরের সামরিক ট্রাইবুনালের কাছে প্রতিবাদ দাখিল;

মামলার শুনানিকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগসমূহের অধিবেশনে সভাপতিত্ব;

২) সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির আদালতসমূহের সিদ্ধান্ত, রায়, রাইডার ও বিনির্দেশ বলবৎকরণ আইনসঙ্গত ধরনে স্থগিত রাখা, যেগুলির বিরুদ্ধে চলতি আইনের সঙ্গতি সহকারে তারা প্রতিবাদ দায়ের করতে পারে;

৩) দায়িত্ব বণ্টন অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের প্রশাসনযন্ত্রের সাংগঠনিক বিভাগগুলির কার্যকলাপ পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির অনুপস্থিতিতে তার অধিকার ও কর্তব্যগুলি পালনের দায়িত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের প্রথম সহ-সভাপতির এবং প্রথম সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের একজন সহ-সভাপতির উপর বর্তাবে।

ধারা ৩৭. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগসমূহের সভাপতিগণ**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগসমূহের সভাপতিদের কর্তব্য:

১) সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যকলাপ পরিচালনায় নেতৃত্ব;

২) বিভাগসমূহের অধিবেশনে মামলা পরীক্ষার জন্য বিচারপীঠ গঠন;

৩) নিজেদের পরিচালনাধীন বিভাগের অধিবেশনে সভাপতিত্ব;

৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রে বিভাগসমূহের কার্যকলাপের বিবরণী পেশ;

৫) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের ক্ষমতার এখতিয়ার সাপেক্ষে আবেক্ষণের মাধ্যমে বিচারগত মামলা সত্যায়ন এবং বিচারকার্য পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা;

৬) একটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের আদালত থেকে আরেকটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের আদালতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীর একটি সার্ভিস, সামরিক মহল্লা, সৈন্যদল ও নৌবহরের ট্রাইবুনাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীর আরেকটি সার্ভিস, সামরিক মহল্লা, ফৌজ ও নৌবহরের ট্রাইবুনালে প্রয়োজনবোধে মামলা স্থানান্তর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সামরিক বিভাগের সভাপতির অতিরিক্ত কর্তব্য:

সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীর সার্ভিসগুলি, সামরিক মহল্লা, ফৌজ ও নৌবহরের সামরিক ট্রাইবুনালের বলবৎ হওয়া সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডারের বিরুদ্ধে, ওইসব ট্রাইবুনালের বিচারপতিদের বিনির্দেশের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সামরিক বিভাগে প্রতিবাদ দাখিল;

আর্মি, ফ্লোটিলা, ফর্মেসন ও গ্যারিসনের সামরিক ট্রাইবুনালের বলবৎ হওয়া সিদ্ধান্ত, রায় ও রাইডারের বিরুদ্ধে এবং ওইসব ট্রাইবুনালের বিচারপতিদের বিনির্দেশের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীর সার্ভিস, সামরিক মহল্লা, সৈন্যদল ও নৌবহরের সামরিক ট্রাইবুনালে প্রতিবাদ দাখিল;

২) আইন সম্বলিত ধরনে সামরিক ট্রাইবুনালগুলির সিদ্ধান্ত, রায়, রাইডার ও বিনির্দেশ বলবৎকরণ স্থগিত রাখা, যেগুলির বিরুদ্ধে চলতি আইন মোতাবেক সভাপতি প্রতিবাদ দাখিলের অধিকারী;

৩) বিচারকার্য পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা, আদালতী পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের কার্যাদি সংগঠন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের দিশারী নির্দেশগুলি প্রতিপালনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ;

৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষামন্ত্রী, সোভিয়েত সৈন্য ও নৌবাহিনীর মুখ্য রাজনৈতিক প্রশাসনের প্রধান, সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীর সার্ভিসগুলির সেনাপতি, সীমান্ত ও অভ্যন্তরের সৈন্যবাহিনীর পরিচালক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে সামরিক বিভাগের বিচারগত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিতকরণ;

৫) বৈধতা ও সামরিক শৃঙ্খলা মজবুতের ব্যাপারে আলোচনার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের কলেজিয়মের, সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীর আর্মস্ ও সার্ভিসগুলির সামরিক কাউন্সিলের অধিবেশনে যোগদান।

ধারা ৩৮. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের সচিব**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের সচিব সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের অন্যতম সদস্য হিসাবে নিজ

কর্তব্য পালনের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের অধিবেশনের প্রস্তুতির সাংগঠনিক কাজ, কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার নিশ্চয়তা বিধান, পূর্ণাঙ্গ বিচারসত্রের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বলবৎ করার প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করবে।

পঞ্চম অধ্যায়

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের প্রশাসনযন্ত্র

ধারা ৩৯. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের প্রশাসনযন্ত্রের কাঠামো ও কর্মিদল**

বিচারকার্য পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা, আদালতী পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ, সোভিয়েত বিধানের রীতিবন্ধন ও প্রচার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের কার্যকলাপ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকান্ড সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের প্রশাসনযন্ত্রের মধ্যে বিভাগ ও অন্যান্য কাঠামোগত উপবিভাগসমূহ গঠিত হবে। বিভাগসমূহ ও অন্যান্য কাঠামোগত উপবিভাগের প্রধানগণ ও তাদের প্রতিনিধিরা হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির সহকারী বা ঊর্ধ্বতন সহকারীরা। কার্যশাখার জন্যও সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির সহকারীরা থাকবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের বিভাগ ও উপবিভাগের জন্য থাকবে প্রধান ও ঊর্ধ্বতন উপদেষ্টাগণ, প্রধান ও ঊর্ধ্বতন পরিদর্শকগণ, অন্যান্য অফিসকর্মী, অধস্তন কর্মচারীরা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের প্রশাসনযন্ত্রের কর্মিদলের কাঠামো ও সংখ্যা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি কর্তৃক এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সামরিক বিভাগের ওই ব্যাপারগুলির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষামন্ত্রী কর্তৃক যৌথভাবে আবেদন পেশের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী তা অনুমোদন করবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সামরিক বিভাগের অফিসার ও জেনারেলগণ সমরবিভাগে কর্মরত অবস্থায় থাকবে এবং এই বিভাগের কর্মচারীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীর নিয়মিত সংগঠনের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের কর্মচারীদের তালিকা এবং বিভাগ ও অন্যান্য কাঠামোগত উপবিভাগের সংশ্লিষ্ট নিয়মকানুন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের থাকবে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়নের জাতীয় প্রতীকচিহ্নিত ও তার নাম-মুদ্রিত একটি সিলমোহর।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ
সোভিয়েতের গ্যাজেট, নং ৪৯,
১৯৭৯, দফা ৮৪২

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের ফৌজদারি বিচারগত কার্যবিধির মূলসূত্র

প্রথম অনুচ্ছেদ

সাধারণ বিধানসমূহ

ধারা ১. ফৌজদারি বিচারগত কার্যবিধি সংক্রান্ত বিধান

ফৌজদারি মামলাগুলির কার্যবিধি বর্তমান মূলসূত্র ও সেইসঙ্গে তদনুযায়ী জারিকৃত সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির ফৌজদারি কার্যবিধির আইনকোষ অনুসারে নির্ধারিত হবে।

ধারা ২. ফৌজদারি বিচারগত কার্যবিধির করণীয়

দ্রুত ও পরোপুরিভাবে অপরাধ সনাক্তি, দোষী ব্যক্তির প্রকাশ্যকরণ, আইনের শুদ্ধ প্রয়োগের নিশ্চয়তা বিধান, যাতে কৃত অপরাধের জন্য প্রত্যেক দোষী ব্যক্তি ন্যায্য শাস্তি পায় এবং কোন নির্দোষ ব্যক্তি ফৌজদারি দায়ে সোর্পদ ও দণ্ডিত না হয় — সোভিয়েত ফৌজদারি বিচারগত কার্যবিধি তা নিশ্চিত করবে।

ফৌজদারি বিচারগত কার্যবিধি সমাজতান্ত্রিক বৈধতা ও আইনশৃঙ্খলা মজবুতে সাহায্য যোগাবে, অপরাধ দমন ও উৎখাত করবে, সমাজের স্বার্থ ও নাগরিকদের অধিকার, স্বাধীনতা রক্ষা করবে, সোভিয়েত সংবিধান, সোভিয়েত আইন অটলভাবে মেনে চলা এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের নিয়মের প্রতি সম্মান দেখানোর আদর্শে নাগরিকদের শিক্ষা দেবে।

ধারা ৩. ফৌজদারি মামলা রুজুর ও অপরাধ সনাক্তির দায়িত্ব

আদালত, অভিশংসক, অনুসন্ধানকারী ও তদন্তসংস্থার দায়িত্ব হল বিচার্য বিষয়ের আওতায় অপরাধের চিহ্নবহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ফৌজদারি মামলা রুজু করা এবং আইনসঙ্গতি সহকারে অপরাধের ঘটনা ও তা অনুষ্ঠানের জন্য দোষী ব্যক্তিদের প্রমাণসিদ্ধ করা ও তাদের দণ্ডদান।

ধারা ৪. **আইনের প্রতিষ্ঠিত কারণ ও কার্যবিধি ব্যতিরেকে অন্যভাবে সোপর্দ করার অগ্রহণযোগ্যতা**

আইনে প্রতিষ্ঠিত কারণ ও কার্যবিধি ব্যতিরেকে অন্যতরভাবে কোন ব্যক্তিকে আসামী হিসাবে সোপর্দ করা যাবে না।

ধারা ৫. **ফৌজদারি কার্যধারা বাতিলকারী পরিস্থিতি**

যখন কোন ফৌজদারি মামলা রুজু করা যাবে না বা রুজু করা হলে বাতিল হবে:

১) অপরাধের ঘটনার অনুপস্থিতিতে;

২) কার্যত অভিযোগের অপরাধ ঘটনার অনুপস্থিতিতে;

৩) মেয়াদ শেষ হলে;

৪) মার্জনার ফলে, যেখানে কৃত অপরাধের জন্য প্রদত্ত শাস্তি বাতিল হয়ে যায়, এবং বিশেষ ব্যক্তিকে মার্জনার ক্ষেত্রে;

৫) মারাত্মক সামাজিক অপরাধ করার সময় কোন ব্যক্তি আইনত ফৌজদারি দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার বয়সে না পৌঁছলে;

৬) ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের আইন সাপেক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ও আসামীর মধ্যে আপসের ক্ষেত্রে;

৭) ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগের অনুপস্থিতিতে, যেখানে মামলা কেবল অভিযোগের পরই রুজু হতে পারে; অবশ্য সেইসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটবে যেখানে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধান ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগ ছাড়াও অভিশংসককে মামলা রুজু করার অধিকার দিয়েছে;

৮) মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে; কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটবে মৃত ব্যক্তির পুনর্বাসনের জন্য মামলার কার্যধারা প্রয়োজন হলে বা নতুন পারিপার্শ্বিক ঘটনা আবিষ্কারের ফলে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে মামলা পুনরায় রুজু করার ক্ষেত্রে;

৯) কোন ব্যক্তির ব্যাপারে আইনত বলবৎ হওয়া একটি রায়ের প্রেক্ষিতে অভিন্ন অভিযোগের ক্ষেত্রে বা একই কারণে কোন মামলা সমাপ্তির ব্যাপারে আদালতের রাইডার বা বিনির্দেশের ক্ষেত্রে;

১০) কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অভিন্ন অভিযোগপত্রে মামলার সমাপ্তি সম্পর্কে তদন্তসংস্থা, অনুসন্ধানকারী বা অভিশংসক কর্তৃক গৃহীত বিনির্দেশ বলবৎ থাকলে; ব্যতিক্রম ঘটবে আলোচ্য ফৌজদারি মামলা যে-আদালত পরীক্ষা করছে সেই আদালত কার্যধারা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলে।

বর্তমান ধারার ১, ২, ৩ ও ৪ নং ক্ষেত্রে উল্লিখিত পরিস্থিতি বিচারগত পরীক্ষার পর্যায়ে প্রকটিত হলে আদালত শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা অব্যাহত রাখবে এবং দন্ডিত ব্যক্তিকে খালাসের রায় বা শাস্তি থেকে অব্যাহতি সহ দোষী সাব্যস্ত করার রায়ের ডিক্রি দেবে।

আসামীর আপত্তি সাপেক্ষে বর্তমান ধারার ৩ ও ৪ নং ক্ষেত্রে উল্লিখিত কারণে একটি মামলা সমাপ্ত নাও হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে প্রচলিত ধরনে কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

ধারা ৫১. একটি ফৌজদারি মামলার সমাপ্তি এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রশাসনিক দায়িত্বে আনা বা মামলার উপকরণগুলি কমরেডদের আদালত, নাবালক কমিশনে হস্তান্তর বা ওই ব্যক্তিকে শর্তাধীনে মুক্তিদান

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধানের শর্তাধীন ক্ষেত্রে ও ধরনে ফৌজদারি কার্যধারার সমাপ্তি ঘটান যেতে পারে:

১) নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রশাসনিক দায়িত্বে আনা হলে;

২) কমরেডদের আদালতে মামলার উপকরণগুলি স্থানান্তরিত হলে;

৩) নাবালক কমিশনে মামলার উপকরণগুলি স্থানান্তরিত হলে;

৪) নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে শর্তাধীনে মুক্তি দিয়ে কোন গণসংগঠন বা শ্রমসংঘে স্থানান্তরিত করলে।

অপরাধের লক্ষণযুক্ত কার্যের হোতা ব্যক্তি আপত্তি জানালে এই ধারার উল্লিখিত কারণে ফৌজদারি মামলাটি সমাপ্ত নাও করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কার্যধারা যথানিয়মেই অব্যাহত থাকবে।

ধারা ৬. ব্যক্তির বিমুক্তি

আদালতের রায় বা অভিশংসকের অনুমতি ব্যতিরেকে কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না।

কোন ব্যক্তিকে বেআইনীভাবে আটক করা হলে, আইনসঙ্গত মেয়াদের বা আদালতের দন্ডাদেশের মেয়াদের বেশি সময় আটক রাখা হলে অভিশংসক তাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তিদানে বাধ্য থাকবে।

ধারা ৭. কেবল আদালতের মাধ্যমেই ন্যায়বিচার বিধান

ফৌজদারি মামলায় ন্যায়বিচার কেবল আদালতের মাধ্যমেই নিষ্পন্ন হবে।

আদালত কর্তৃক ও আইনসঙ্গতি সহ প্রদত্ত দন্ড ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে কৃত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত ও ফৌজদারি দন্ডে দন্ডিত করা যাবে না।

ধারা ৮. আইন ও আদালতের কাছে সকল নাগরিকের সমতার নীতির ভিত্তিতে ন্যায়বিচার বিধান

বংশ, সামাজিক ও আর্থিক পদমর্যাদা, জাতি ও জাতীয়তা, লিঙ্গ, শিক্ষা, ভাষা, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, পেশা, বাসস্থান ও অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে আইন ও আদালতের কাছে সকল নাগরিকের সমতার নীতির ভিত্তিতে ফৌজদারি মামলায় ন্যায়বিচার বিধান করতে হবে।

ধারা ৯. মামলার শুনানিতে গণনির্ধারকদের শরিকানা ও যৌথতা

সকল আদালতে ফৌজদারি মামলা আইন প্রতিষ্ঠিত কার্যবিধি অনুযায়ী নির্বাচিত বিচারপতি ও গণনির্ধারক দ্বারা পরীক্ষিত হবে।

সকল অগ্রাধিকারী আদালতে ফৌজদারি মামলা একজন বিচারপতি ও দুজন গণনির্ধারক নিয়ে গঠিত একটি বিচারপীঠে পরীক্ষিত হবে।

ন্যায়বিচার বিধানে গণনির্ধারকরা বিচারপতির সমানাধিকারী। মামলা পরীক্ষা থেকে উদ্ভূত যাবতীয় বিষয় মীমাংসা ও রায়ের ডিক্রিদানে গণনির্ধারকরা অধিবেশনে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির সমানাধিকার ভোগ করবে।

আপীলের মামলা পরীক্ষা করবে আদালতের তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি বিচারপীঠ এবং বিচারগত আবেক্ষণের মাধ্যমে মামলা পরীক্ষা করবে আদালতের অন্যূন তিন সদস্যের একটি বিচারপীঠ।

ধারা ১০. বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও কেবল আইনের কাছেই তাদের আনুগত্য

ফৌজদারি মামলার ন্যায়বিচার বিধানে বিচারপতি ও গণনির্ধারকরা স্বাধীন ও কেবল আইনেরই অনুগত থাকবে। বিচারপতি ও গণনির্ধারকরা সমাজতান্ত্রিক বৈধ চেতনা অনুসারে ও বিচারপতিদের উপর বাহ্যিক চাপের পরিস্থিতির অনুপস্থিতিতে আইনের বলে ফৌজদারি মামলার মীমাংসা করবে।

ধারা ১১. বিচার সংক্রান্ত কার্যধারা পরিচালনার ভাষা

বিচার সংক্রান্ত কার্যধারা পরিচালিত হবে ইউনিয়ন বা স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের, বা স্বায়ত্তশাসিত এলাকার বা কোন জায়গার সংখ্যাগুরু মানুষের ভাষায়।

যে-ভাষায় বিচার সংক্রান্ত কার্যধারা পরিচালিত হচ্ছে মামলার কোন শরিক সেই ভাষা না জানলে আইনে নির্ধারিত কার্যধারা অনুসারে তাদের

নিজ ভাষায় বিবৃতি ও সাক্ষ্য দানের, আর্জি পেশের, মামলার যাবতীয় উপকরণ জানার ও আদালতে নিজ ভাষা ব্যবহারের, দোভাষীর সাহায্য লাভের নিশ্চয়তা থাকবে।

আইনত নির্ধারিত কার্যবিধি অনুসারে অনুসন্ধান ও বিচার সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলপত্র আসামীর নিজ ভাষায় বা জানা অন্য ভাষায় অনুবাদক্রমে তার কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

ধারা ১২. **আদালতের শুনানি প্রচার**

সকল আদালতের শুনানি প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হবে, ব্যতিক্রম ঘটবে কেবল রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থলগ্ন ক্ষেত্রগুলিতে।

তদুপরি, আদালতের সদিচ্ছা প্রণোদিত রাইডার সাপেক্ষে খাসকামরায় শুনানি অনুষ্ঠিত হবে যেসব ক্ষেত্রে: ১৬ বছরের কম বয়সীর কৃত অপরাধের মামলায়, যৌন অপরাধের মামলায়, মামলার শরিকদের ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয় দিক সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রচাররোধের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য মামলা।

যাবতীয় কার্যবিধিগত নিয়মকানুন পালন সহ মামলার শুনানি খাসকামরায় অনুষ্ঠিত হবে।

মামলার রায় সর্বত্রই প্রকাশ্যে ঘোষিত হবে।

ধারা ১৩. **আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা**

আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা থাকবে। আদালত, অভিশংসক, অনুসন্ধানকারী ও তদন্তরত ব্যক্তি আসামীকে আইনত প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় পথ ও পদ্ধতিতে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তাদানের এবং তার নিজস্ব ও মালিকানার অধিকার নিশ্চিতকরণে বাধ্য থাকবে।

ধারা ১৪. **মামলার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ব্যাপক, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিষয়গত নিরীক্ষা**

আদালত, অভিশংসক অনুসন্ধানকারী ও তদন্তরত ব্যক্তি মামলার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ব্যাপক, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিষয়গত নিরীক্ষার জন্য আইনের শর্তাধীন যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণে এবং আসামীকে দণ্ডদান বা খালাস দেয়ার, অপরাধ হ্রাস বা বৃদ্ধির অবস্থাগুলি একইভাবে উদ্ঘাটনে বাধ্য থাকবে।

আদালত, অভিশংসক, অনুসন্ধানকারী ও তদন্তরত ব্যক্তি আসামীর উপর প্রমাণের দায়িত্ব ন্যস্ত করবে না।

বলপ্রয়োগ, হুমকি ও অন্যান্য বেআইনী পদ্ধতিতে আসামীর স্বীকারোক্তি আদায় নিষিদ্ধ।

ধারা ১৫. **ফৌজদারি মামলায় প্রমাণ সাপেক্ষ পারিপার্শ্বিক অবস্থা**

প্রাথমিক অনুসন্ধান পরিচালনায় ও আদালতে একটি ফৌজদারি মামলার শুনানিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রমাণ সাপেক্ষ:

১) অপরাধের ঘটনা (অপরাধ অনুষ্ঠানের সময়, স্থান, ধরন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবস্থা);

২) অপরাধ অনুষ্ঠানে আসামীর অপরাধিত্ব;

৩) আসামীর দায়িত্বের মাত্রা ও বৈশিষ্ট্য প্রভাবক পারিপার্শ্বিক অবস্থা;

৪) অপরাধের সৃষ্ট ক্ষতির প্রকৃতি ও পরিসর।

ধারা ১৬. **সাক্ষ্য**

ফৌজদারি মামলায় সাক্ষ্য হবে যেকোন তথ্য যার বলে তদন্তসংস্থা, অনুসন্ধানকারী ও আদালত আইনত প্রতিষ্ঠিত কার্যবিধি অনুসারে সামাজিক দিক থেকে বিপজ্জনক কোন ঘটনার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব, ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির অপরাধ ও মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অন্য যেকোন পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্ধারণ করবে।

এই তথ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হবে: সাক্ষীর সাক্ষ্য, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের সাক্ষ্য, সন্দেহভাজন ব্যক্তির সাক্ষ্য, আসামীর সাক্ষ্য, পরীক্ষকের তথ্য, প্রদর্শসামগ্রী, অনুসন্ধান ও বিচারকার্যের নথিপত্র ও অন্যান্য দলিল দ্বারা।

ধারা ১৭. **সাক্ষ্য নির্ধারণ**

আদালত, অভিশংসক, অনুসন্ধানকারী, তদন্তরত ব্যক্তি আইন ও সমাজতান্ত্রিক ন্যায়বিচারের প্রত্যয়ে পরিচালিত হয়ে মামলার পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলির মোটামুটি ব্যাপক, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিষয়গত পরীক্ষার ভিত্তিতে নিজের দৃঢ়বিশ্বাস অনুসারে সাক্ষ্য নির্ধারণ করবে।

আদালত, অভিশংসক, অনুসন্ধানকারী ও তদন্তরত ব্যক্তির কাছে কোন সাক্ষ্যেরই কোন পূর্বনির্ধারিত মূল্য থাকবে না।

ধারা ১৮. বিচারপতি, অভিশংসক ও মামলার অন্যান্য শরিকদের সম্পর্কে আপত্তি জ্ঞাপন

বিচারপতি, গণনির্ধারক, অভিশংসক, অনুসন্ধানকারী, তদন্তরত ব্যক্তি, বিচার সংক্রান্ত অধিবেশনের সচিব, পরীক্ষক, দোভাষী কোন মামলার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জড়িত থাকলে ফৌজদারি মামলার কার্যধারায় শরিক হতে পারে না ও তাদের সম্পর্কে আপত্তি জানান যাবে।

ধারা ১৯. সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত এবং ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতসমূহ কর্তৃক বিচারগত কার্যকলাপ আবেক্ষণ

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারসংস্থাসমূহের ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের আদালতসমূহের বিচারগত কার্যকলাপ আইনত প্রতিষ্ঠিত চৌহদ্দির মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত আবেক্ষণ করবে।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত নিজেদের সংশ্লিষ্ট প্রজাতন্ত্রের আদালতগুলির কার্যকলাপ আবেক্ষণ করবে।

ধারা ২০. ফৌজদারি কার্যবিধিতে অভিশংসকের আবেক্ষণ

ফৌজদারি কার্যবিধিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির আইনের অটল ও অভিন্ন প্রতিপালন আবেক্ষণ করবেন সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক ও তার অধীনস্থ অভিশংসকগণ।

ফৌজদারি কার্যবিধির প্রতিটি পর্যায়ে যথাসময়ে আইন সাপেক্ষ যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আইনভঙ্গ দূরীকরণ অভিশংসকের কর্তব্য, তা যে-ব্যক্তি ভঙ্গ করে থাক।

অভিশংসক একমাত্র আইনের অধীনস্থ থেকে ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসকের নির্দেশে পরিচালিত হয়ে ফৌজদারি কার্যবিধিতে স্বাধীনভাবে যেকোন প্রতিষ্ঠান বা কর্মকর্তাদের উপর নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

আইনসঙ্গতভাবে প্রদত্ত অভিশংসকের সিদ্ধান্ত সকল সংস্থা, উদ্যোগ, প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা ও প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অবশ্যপালনীয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

মামলার শরিকবর্গ, তাদের অধিকার ও কর্তব্য

ধারা ২১. **প্রতিবাদীর অধিকার**

প্রতিবাদীর অধিকার: তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ জানা ও সে সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দান; সাক্ষ্য উপস্থাপন, আর্জি পেশ; প্রাথমিক অনুসন্ধানশেষে মামলার বিষয়বস্তু জানা; আত্মরক্ষার জন্য উকিল নিয়োগ; অগ্রাধিকারী আদালতে বিচারের শুনানিতে শরিকানা; আপত্তি জানান; তদন্তরত ব্যক্তি, অনুসন্ধানকারী, অভিশংসক ও আদালতের কার্যকলাপ ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ।

আসামী সর্বশেষ উত্তর দেয়ারও অধিকারী।

ধারা ২২. **ফৌজদারি কার্যবিধিতে আসামী পক্ষের উকিলের শরিকানা**

প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ হয়েছে তা প্রতিবাদীকে জানান ও মামলার কার্যক্রমের একটি বিবরণী হস্তান্তর করার সঙ্গে সঙ্গে আসামীর উকিল মামলায় শরিক হওয়ার অনুমতি পায়। অভিশংসকের হুকুমে আসামী পক্ষের উকিল অভিযোগপত্র দাখিলের সঙ্গে সঙ্গে মামলায় যোগ দিতে পারে।

প্রাথমিক অনুসন্ধান ও আদালতের কার্যক্রমে, আসামী পক্ষের উকিলের শরিকানা যেখানে বাধ্যতামূলক: নাবালক, বোবা, কালা, অন্ধ ও অন্যান্য যারা শারীরিক বা মানসিক ত্রুটিহেতু আত্মপক্ষ সমর্থনে অক্ষম। এইসব মামলায় আসামী পক্ষের উকিল অভিযোগপত্র দাখিলের সঙ্গে সঙ্গে মামলায় শরিক হবে।

যেসব মামলার শরিকরা মামলার শুনানির ভাষা জানে না কিংবা যাদের কৃত অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের সম্ভাবনা রয়েছে সেইসব ক্ষেত্রে আসামীকে প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ হওয়ার সংবাদ দেয়ার ও পরিচিত হওয়ার জন্য মামলার বিষয়বস্তু তাকে দেয়া মাত্র আসামী পক্ষের উকিলের শরিকানা বাধ্যতামূলক হবে।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিধানে নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষেত্রেও মামলায় আসামী পক্ষের উকিলের শরিকানা বাধ্যতামূলক হতে পারে।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিধানে নির্ধারিত এই অধিকারবলে আইন-

জীবী, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য গণসংগঠনের প্রতিনিধি, অন্যান্য ব্যক্তি আসামীর উকিল হিসাবে কাজ করতে পারে।

প্রাথমিক অনুসন্ধান সংস্থা, অভিশংসক, ও শুনানির দায়িত্বপ্রাপ্ত আদালত এবং আইন-সাহায্য ব্যুরোর ম্যানেজার ও উকিল সমিতির সভাপতিমণ্ডলীও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধানের শর্তাধীন ধরনে আসামীকে আইনখরচা থেকে আংশিক বা পুরো রেহাই দেয়ার অধিকারী।

ধারা ২৩. **আসামী পক্ষের উকিলের কর্তব্য ও অধিকার**

আইনত প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় পথ ও পদ্ধতির সদ্ব্যবহারক্রমে আসামীকে মুক্তিদানের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর আলোকপাত বা তার দায়িত্ব লঘুকরণ এবং আসামীকে সম্ভাব্য সব ধরনের বৈধ সাহায্যদান আসামী পক্ষের উকিলের কর্তব্য।

আসামী পক্ষের উকিল মামলায় শরিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেসব অধিকার লাভ করে: আসামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ; মামলার বিষয়বস্তু জানা ও তা থেকে যেকোন প্রয়োজনীয় তথ্যসংকলন; সাক্ষ্য উপস্থাপন; আর্জি পেশ; বিচারের শুনানিতে শরিকানা; আপত্তি উত্থাপন; অনুসন্ধানকারী, অভিশংসক ও আদালতের কার্যকলাপ ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল। অধিকন্তু, অনুসন্ধানকারীর অনুমোদন সাপেক্ষে আসামী পক্ষের উকিল আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় এবং আসামী বা তার উকিলের আর্জির প্রেক্ষিতে অন্যান্য কার্যকলাপে উপস্থিত থাকতে পারে।

একবার গ্রহণ করলে উকিল অতঃপর আর আসামীর পক্ষত্যাগ করতে পারে না।

ধারা ২৪. **ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ**

মানসিক, দৈহিক বা বৈষয়িক ভাবে লোকসানভোগী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ হিসাবে গন্য।

কোন অপরাধের ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে গণ্য নাগরিক মামলায় প্রমাণ দাখিলের অধিকারী। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ও তার প্রতিনিধির অধিকার: সাক্ষ্য উপস্থাপন; আর্জি পেশ; প্রাথমিক অনুসন্ধানশেষে মামলার বিষয়বস্তু জানা; আদালতের শুনানিতে শরিকানা; আপত্তি জানান; তদন্তকারী ব্যক্তি, অনুসন্ধানকারী, অভিশংসক ও আদালতের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের এবং

আদালতের রায় ও রাইডারের, গণ-বিচারপতির বিনির্দেশের বিরুদ্ধেও অভিযোগ পেশ।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধান সম্বলিত ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ নিজে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে আদালতের শুনানিতে অভিযোগ সমর্থনের অধিকারী।

ধারা ২৫. **দেওয়ানি মামলার বাদী**

কোন অপরাধে বৈষয়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ফৌজদারি কার্যক্রম রুজুর সঙ্গে সঙ্গে আসামী বা আসামীর কার্যকলাপের জন্য সঠিক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি দেওয়ানি মামলা রুজু করাও অধিকারী এবং ফৌজদারি মামলার সঙ্গে আদালত সেটি পরীক্ষা করবে।

দেওয়ানি মামলার বাদী বা তার প্রতিনিধির অধিকার: সাক্ষ্য উপস্থাপন; আর্জি পেশ; মামলার শুনানিতে শরিকানা; তদন্তসংস্থা, অনুসন্ধানকারী ও আদালতকে তাদের লিখিত দাবী আদায়ের জন্য অনুরোধ; দেওয়ানি মামলা বহাল করা, প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ হওয়া মাত্র মামলার বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হওয়া; আপত্তি জানান; তদন্তকারী ব্যক্তি, অনুসন্ধানকারী, অভিশংসক ও আদালতের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল এবং দেওয়ানি মামলা সংশ্লিষ্ট আদালতের রায়ের বা রাইডারের অংশবিশেষের বিরুদ্ধেও অভিযোগ পেশ।

ধারা ২৬. **দেওয়ানি মামলার প্রতিবাদী**

প্রতিবাদীর অপরাধমূলক কার্যকলাপজনিত ক্ষতির জন্য আইনত দায়ী পিতা-মাতা, অভিভাবক ও অন্যান্য ব্যক্তি এবং সংস্থা, উদ্যোগ বা সংগঠনকেও দেওয়ানি মামলার প্রতিবাদী হিসাবে মামলায় সোপর্দ করা যায়।

দেওয়ানি মামলার প্রতিবাদী ও তার প্রতিনিধির অধিকার: আনীত মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ; আনীত মামলার সত্যাসত্য সম্পর্কে কৈফিয়ৎ; সাক্ষ্য উপস্থাপন; আর্জি পেশ; আইন নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে মামলার বিষয়বস্তু জানা; মামলার শুনানিতে শরিকানা; আপত্তি জানান; তদন্তরত ব্যক্তি, অনুসন্ধানকারী, অভিশংসক ও আদালতের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল এবং দেওয়ানি মামলা সংশ্লিষ্ট আদালতের রায়ের ও রাইডারের অংশবিশেষের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ।

ধারা ২৭. **মামলার শরিকদের অধিকারগুলি ব্যাখ্যা ও নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব**

মামলার শরিকদের কাজে তাদের অধিকারগুলি ব্যাখ্যা ও ওই অধিকারগুলি প্রয়োগের সম্ভাবনা নিশ্চিতকরণ হল আদালত, অভিশংসক, অনুসন্ধানকারী, তদন্তরত ব্যক্তির কর্তব্য।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

তদন্ত ও প্রাথমিক অনুসন্ধান

ধারা ২৮. **প্রাথমিক অনুসন্ধান সংস্থাসমূহ**

যেসব মামলার সংশ্লিষ্ট অপরাধগুলির তালিকা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে, সেইসব ফৌজদারি মামলাগুলিতে প্রাথমিক অনুসন্ধান চালাবে অভিশংসক দপ্তরের অনুসন্ধানকারীরা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সংস্থাগুলির অনুসন্ধানকারীরাও, এবং যেসব মামলার সংশ্লিষ্ট অপরাধে আইনের নিম্নোক্ত ধারাগুলি সাপেক্ষে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য ফৌজদারি দায় বর্তায় সেগুলির অনুসন্ধান চালায় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থার অনুসন্ধানকারীরা: ১ (দেশদ্রোহ), ২ (গুপ্তচরবৃত্তি), ৩ (সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ), ৪ (বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্য), ৫ (অন্তর্ঘাত), ৬ (ধ্বংস সাধন), ৭ (সোভিয়েতবিরোধী আন্দোলন ও প্রচার), ৯ (রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সবিশেষ মারাত্মক অপরাধ অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সাংগঠনিক কার্যকলাপ ও সোভিয়েতবিরোধী সংগঠনে শরিকানা), ১০ (আরেকটি মেহনতী মানুষের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সবিশেষ মারাত্মক রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ), ১২ (রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য প্রচার), ১৩ (রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্যসম্বলিত দলিলপত্র হারান), ১৫ (চোরাই চালান), ১৬ (ব্যাপক বিশৃঙ্খলা), ২০ (বেআইনীভাবে বিদেশ গমন ও বেআইনীভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবেশ), ২১ (আন্তর্জাতিক বিমান উড্ডয়নের নিয়মলঙ্ঘন), ২৫ (মুদ্রা ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়মভঙ্গ), ২৬ (১-৬ ও ৯ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ অজ্ঞাপন); ২৭ (১-৬, ৯, ১৫ ও ২৫ নং ধারা মোতাবেক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধকে লুকিয়ে রাখা)। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য ফৌজদারি দায় সংক্রান্ত আইন এবং সামরিক অপরাধের ফৌজদারি দায় সংক্রান্ত আইনের ২৩ নং ধারার 'ক', 'খ' ও 'গ' বিষয়গুলি (সামরিক গোপন তথ্য প্রচার বা সামরিক গোপন তথ্যসম্বলিত দলিলপত্র হারান)।

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ বা সামরিক অপরাধের ঘটনা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিধানে অন্যান্য যেসব অপরাধের তালিকা প্রতিষ্ঠিত হবে সেইসব ক্ষেত্রেও প্রাথমিক অনুসন্ধান বাধ্যতামূলক।

ধারা ২৯. **তদন্ত**

মিলিসিয়া, আইনত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য সংস্থা ও সংগঠন এবং সামরিক ইউনিট বা দলের নায়কগণ ও সামরিক সংস্থাগুলির প্রধানরা তদন্তকারী সংস্থা হয়ে থাকে।

তদন্তকারী সংস্থার দায়িত্ব: অপরাধের নিদর্শন ও কৃত অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সনাক্ত করার জন্য তল্লাসীর প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

অপরাধের নিদর্শন থাকলে যেখানে প্রাথমিক অনুসন্ধান বাধ্যতামূলক সেখানে তদন্তকারী সংস্থা একটি ফৌজদারি মামলা রুজু করবে এবং ফৌজদারি কার্যবিধিগত আইনে পরিচালিত হয়ে অপরাধের লক্ষণগুলি নির্ধারণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরি অনুসন্ধানের কাজ পরিচালনা করবে: পরিদর্শন, তল্লাসী, গ্রেপ্তার, সাক্ষ্যগ্রহণ, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আটক ও জিজ্ঞাসাবাদ, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ও সাক্ষীদের জেরা।

তদন্তকারী সংস্থা অপরাধ সনাক্তি ও তদন্ত শুরু সম্পর্কে অভিশংসককে তৎক্ষণাৎ জানাবে।

যেসব ঘটনায় প্রাথমিক অনুসন্ধান বাধ্যতামূলক নয় সেক্ষেত্রে তদন্তের তথ্যগুলিই আদালতে মামলার শুনানির ভিত্তি হবে। এসব ক্ষেত্রে তদন্তকারী সংস্থা তদন্তের তথ্যগুলি অভিশংসকের কাছে পেশ করবে এবং তার অনুমোদন সাপেক্ষে মামলা পরীক্ষার জন্য আদালতে পাঠান হবে।

ধারা ৩০. **অনুসন্ধানকারীর ক্ষমতা**

প্রাথমিক অনুসন্ধান পরিচালনায় অনুসন্ধানকারী স্বাধীনভাবে অনুসন্ধানের ধারা নির্ধারণ করবেন ও অনুসন্ধান চালাবেন, তবে ব্যতিক্রম ঘটবে সেইসব ক্ষেত্রে যখন আইনত অভিশংসকের অনুমোদন প্রয়োজন হয়, এবং তার উপর উপযুক্ত সময়ে সেগুলি আইনত নিষ্পন্ন হওয়ার পুরো দায়িত্ব বর্তাবে।

আসামী হিসাবে কোন ব্যক্তিকে সোপর্দ করা সম্পর্কে, অপরাধের সত্যাসত্য ও অভিযোগের পরিধি সম্পর্কে, আসামীকে আদালতে সোপর্দ

করার মামলা বিবেচনা বা মামলা খারিজ করা সম্পর্কে অভিশংসকের নির্দেশের সঙ্গে অনুসন্ধানকারীর মতানৈক্যের ক্ষেত্রে নিজ আপত্তির একটি লিখিত বিবৃতি সহ বিষয়টি ঊর্ধ্বতন অভিশংসকের কাছে উপস্থাপনের অধিকার অনুসন্ধানকারীর থাকবে। এক্ষেত্রে অভিশংসক অধস্তন অভিশংসকের নির্দেশগুলি বাতিল করবে বা মামলাটি অনুসন্ধানের জন্য আরেকজন অনুসন্ধানকারী নিযুক্ত করবে।

অনুসন্ধেয় মামলাগুলির ব্যাপারে অনুসন্ধানকারী তল্লাসী ও অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য তদন্তসংস্থাগুলিকে দায়িত্ব ও নির্দেশ দিতে পারে, প্রত্যেকটি অনুসন্ধানকার্য পরিচালনায় তদন্তসংস্থার সহযোগিতা দাবী করতে পারে। অনুসন্ধানকারীর এইসব দায়িত্ব ও নির্দেশ তদন্তসংস্থার পক্ষে অবশ্যপালনীয় হবে।

তদ্দ্বারা পরিচালিত ফৌজদারি মামলায় অনুসন্ধানকারী কর্তৃক আইনসঙ্গতভাবে প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলি যাবতীয় সংস্থা, উদ্যোগ, সংগঠন, কর্মকর্তা ও নাগরিকের পক্ষে অবশ্যপালনীয় হবে।

ধারা ৩১. **তদন্তকারী ও প্রাথমিক অনুসন্ধানকারী সংস্থাগুলি দ্বারা আইনমান্যতা আবেক্ষণ**

তদন্তকারী ও প্রাথমিক অনুসন্ধানকারী সংস্থাগুলি দ্বারা আইনমান্যতা আবেক্ষণ কার্যকর করবেন 'সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিশংসক দপ্তর বিষয়ক' সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন মোতাবেক স্বয়ং অভিশংসক।

অভিশংসকের নির্দেশগুলি লিখিতভাবে জারি করা হবে এবং সেগুলি অনুসন্ধানকারী ও তদন্তরত ব্যক্তির পক্ষে অবশ্যপালনীয় হবে।

ধারা ৩২. **অপরাধী হিসাবে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে হাজতে পাঠান**

যে-অপরাধের দণ্ড হিসাবে কারাবাস নিশ্চিত এমন কোন অপরাধের জন্য সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে তদন্তসংস্থা বা অনুসন্ধানকারী হাজতে পাঠাতে পারে কেবল নিম্নোক্ত যেকোন একটি কারণে:

১) যেখানে এই ব্যক্তি অপরাধ অনুষ্ঠানের সময় বা অব্যবহিত পরে ধরা পড়েছে;

২) যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ সহ প্রত্যক্ষদর্শী অপরাধকারীকে অকুস্থলে সনাক্ত করেছে;

৩) সন্দেহভাজন ব্যক্তির কাছে, তার পোশাকে, অধিকারে, বাসস্থানে অপরাধের সুস্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া গেলে।

কোন ব্যক্তিকে অপরাধী হিসাবে সন্দেহ করার মতো অন্যান্য তথ্যজনিত কারণ থাকলে তখনই কেবল তাকে আটক করা যেতে পারে যদি সে পালানোর চেষ্টা করে থাকে বা যদি তার স্থায়ী বাসস্থান না থাকে, কিংবা যদি সন্দেহভাজন ব্যক্তির পরিচয় সনাক্ত করা না যায়।

কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে হাজতে পাঠালে সে তদন্তরত ব্যক্তি, অনুসন্ধানকারী বা অভিশংসকের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন, কৈফিয়ৎ ও আর্জি পেশ করতে পারে।

তদন্তসংস্থা বা অনুসন্ধানকারী কোন ব্যক্তিকে অপরাধ সংঘটনের সন্দেহে হাজতে পাঠালে সেক্ষেত্রে তার কারণ ও অভিপ্রায় উল্লেখ সহ আনুষঙ্গিক প্রত্যেকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করবে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা অভিশংসককে জানাতে বাধ্য থাকবে। এক্ষেত্রে অভিশংসককে উক্ত ব্যক্তির আটক সংক্রান্ত নোটিশ পাওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাকে হাজতে রাখা বা মুক্তিদান সম্পর্কে তার অনুমোদন জানাতে হবে।

ধারা ৩৩. **নিবর্তনমূলক বাধানিষেধের ব্যবস্থা প্রয়োগ**

আসামী মুক্ত থাকলে যদি তার পক্ষে অনুসন্ধান ও আদালত এড়ান এবং ফৌজদারি মামলার আদালতে সত্যপ্রতিষ্ঠা নিরোধ বা অপরাধমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার মতো যথেষ্ট সম্ভাব্য কারণ থাকে, এবং দণ্ড কার্যকর করার নিশ্চয়তার জন্যও তদন্তকারী ব্যক্তি, অনুসন্ধানকারী, অভিশংসক ও আদালত আসামী সম্পর্কে নিম্নোক্ত যেকোন নিবর্তক নিষেধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে: স্থানত্যাগ না করার লিখিত মুচলেকা, নিজস্ব বা গণসংগঠনের জামিন, হাজতে আটক, ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধান নির্ধারিত নিবর্তক নিষেধমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা।

ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে অপরাধী হিসাবে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে যথারীতি অভিযুক্ত করার আগেই তার উপর নিবর্তক নিষেধমূলক ব্যবস্থা প্রযুক্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে নিবর্তক নিষেধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মুহূর্ত থেকে দশ দিনের মধ্যে আসামীকে অবশ্যই অভিযোগ জানাতে হবে। এই মেয়াদের মধ্যে অভিযোগ জানান না হলে নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা খারিজ হয়ে যাবে।

অভিযোগপত্র দেয়ার আগে কোন ব্যক্তিকে আটক করলে তার নিম্নোক্ত

অধিকার থাকবে: তদন্তকারী ব্যক্তি, অনুসন্ধানকারী বা অভিশংসকের কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ, ব্যাখ্যাদান ও আর্জি পেশ।

ধারা ৩৪. **হাজতে পুনঃপ্রেরণ**

নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা হিসাবে হাজতে পুনঃপ্রেরণ কেবল অপরাধমূলক সেইসব ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে আইনত এক বছরের বেশি মেয়াদের কারাবাসের বিধান রয়েছে। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে এই নিবর্তক নিষেধমূলক ব্যবস্থা অপরাধমূলক সেইসব ঘটনার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে যেখানে আইনত এক বছরের বেশি মেয়াদের কারাদণ্ড হয় না।

মারাত্মক অপরাধ সংঘটনের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অন্য কারণ ছাড়া কেবল অপরাধের বিপদের জন্য তাকে হাজতে আটক করা যেতে পারে, যেসব অপরাধের তালিকা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে।

মামলা চলাকালে সাধারণত দু'মাসের বেশি হাজতে আটক রাখা চলে না। মামলার বিশেষ জটিলতার নিরিখে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, অঞ্চল, এলাকা, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের অভিশংসক হাজতবাসের প্রথম দিন থেকে হিসাব করে তিন মাস এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের অভিশংসক ও প্রধান সামরিক অভিশংসক ছ'মাস পর্যন্ত মেয়াদটি বাড়াতে পারে। কেবল ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই হাজতে রাখার মেয়াদ আরও বাড়াতে পারে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক এবং তা অতিরিক্ত তিন মাসের বেশি নয়।

নতুন অনুসন্ধানের জন্য আদালত মামলা ফেরৎ দিলে ও ততদিনে আসামীর হাজতবাসের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে এবং মামলার পরিস্থিতির দরুন নিবর্তক নিষেধমূলক ব্যবস্থার ধরন হিসাবে হাজতে আটকে বদলান না গেলে অনুসন্ধান আবেক্ষণকারী অভিশংসক মামলাটি গ্রহণের তারিখ থেকে এক মাস পর্যন্ত হাজতবাসের মেয়াদ বাড়াতে পারে।

মামলাটি আদালতে পাঠানোর আগে আসামীর হাজতবাসের সময়ের হিসাব বিবেচনাক্রমে উক্ত ধারার তৃতীয় অংশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি ও সীমানার মধ্যে এই মেয়াদ আরও বাড়ান চলে।

ধারা ৩৫. **তল্লাসী পরিচালনা ও চিঠিপত্র আটকের কার্যক্রম**

তদন্তসংস্থা বা অনুসন্ধানকারীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক এবং কেবল অভিশংসকের অনুমতি সাপেক্ষেই তল্লাসী পরিচালিত হতে পারে।

যেসব ক্ষেত্রে বিলম্বের অবকাশ নেই তদন্তসংস্থা বা অনুসন্ধানকারী

সেখানে অভিশংসকের অনুমতি ব্যতিরেকেই তল্লাসী চালাতে পারে, কিন্তু অতঃপর তল্লাসীর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিষয়টি অভিশংসককে জানাতে হবে।

অভিশংসকের অনুমতি বা আদালতের ডিক্রি ছাড়া ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ অফিসে চিঠিপত্র আটক ও হস্তগত করা অবৈধ।

আনুষঙ্গিক কার্যকলাপের বৈধতা দেখার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে তল্লাসী ও আটক নিষ্পন্ন হবে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

অগ্রাধিকারী আদালতে মামলার ন্যায়নির্ণয়ন

ধারা ৩৬. **বিচারে সোপর্দ করা**

বিচারগত অধিবেশনে কোন মামলা পরীক্ষার পর্যাপ্ত কারণ থাকলে বিচারপতি অপরাধের প্রশ্নটি সম্পর্কে কোন প্রকার পূর্বস্থিরীকরণ ছাড়া আসামীকে বিচারে সোপর্দ করার জন্য একটি বিনির্দেশ জারি করবে।

নাবালকদের কৃত অপরাধ ও যেসব অপরাধে শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড প্রযোজ্য সেইসব ক্ষেত্রে এবং বিচারপতি অভিযোগপত্রের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করলে বা যেসব ক্ষেত্রে আসামীর উপর প্রযুক্ত নিবর্তক নিষেধমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন সেইসব ক্ষেত্রেও মামলাটি আদালতের প্রশাসনিক অধিবেশনে পরীক্ষা সাপেক্ষ হবে।

নিজ প্রশাসনিক অধিবেশনে আদালত আসামীকে বিচারে সোপর্দ করার জন্য একটি রাইডার পেশ করবে বা মামলাটি আরও অনুসন্ধানের জন্য ফেরৎ পাঠাবে কিংবা মামলার কার্যক্রম বাতিল করবে ও নিবর্তক নিষেধমূলক ব্যবস্থার প্রশ্ন সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত নেবে। আসামী বিচারে সোপর্দ হলে আদালত প্রশাসনিক অধিবেশনে অভিযোগপত্রের কোন কোন অংশ বাতিল করতে বা অভিযোগের বর্ণনাকে না বদলে অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর অপরাধের ফৌজদারি আইন প্রয়োগ করতে পারবে।

ধারা ৩৭. **আদালত শুনানির প্রত্যক্ষ, মৌখিক ও বিরতিহীন ধরন**

মামলার শুনানিরত অগ্রাধিকারী আদালতের কর্তব্য হবে মামলার সাক্ষ্যসাবুদের প্রত্যক্ষ নিরীক্ষা: আসামী, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ও সাক্ষীদের জেরা

করা, পরীক্ষকদের মতামত শোনা, এবং নথি ও অন্যান্য দলিলপত্র জনসমক্ষে পঠনের ব্যবস্থা।

প্রতিটি মামলায় বিচারগত অধিবেশন বিরতিহীনভাবে পরিচালিত হবে, ব্যতিক্রম ঘটবে শুধু বিশ্রামের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। শুরু হওয়া মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত একজন বিচারপতি আরেকটি মামলার শুনানি গ্রহণ করতে পারে না।

ধারা ৩৮. **আদালতের শুনানির শরিকদের অধিকারের সমতা**

অভিশংসক, আসামী, আসামীর উকিল, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ এবং দেওয়ানি বাদী, দেওয়ানি প্রতিবাদী, তাদের প্রতিনিধিরাও আদালতের শুনানিতে সাক্ষী উপস্থাপন, সাক্ষ্যনিরীক্ষায় শরিকানা ও আর্জি পেশে সমানাধিকার ভোগ করবে।

ধারা ৩৯. **আদালতের শুনানিতে আসামীর শরিকানা**

অগ্রাধিকারী আদালতের মামলার শুনানি চলবে আসামীর শরিকানা সহ এবং আদালতে তার উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হবে। আসামীর অনুপস্থিতিতে মামলার শুনানি কেবল ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে স্পষ্টত আইনের শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত হতে পারে।

ধারা ৪০. **আদালতের শুনানিতে অভিশংসকের শরিকানা**

অভিশংসক আদালতের সামনে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অভিযোগ সমর্থন করবে, সাক্ষ্য নিরীক্ষায় শরিক হবে, আদালতের শুনানির কালে উদ্ভূত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেবে এবং আসামীর ব্যাপারে ফৌজদারি আইনের প্রয়োগ ও শাস্তির পরিমাপ সম্পর্কে নিজ বিবেচনা আদালতে উপস্থাপন করবে।

অভিযোগ সমর্থনে অভিশংসক আইনের ও মামলার পারিপার্শ্বিক যাবতীয় অবস্থা পরীক্ষার ভিত্তিতে নিজের অন্তরতর প্রত্যয় দ্বারা পরিচালিত হবে।

আদালতের শুনানির ফল হিসাবে অভিশংসক যদি নিশ্চিত হয় যে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিচারগত পরীক্ষায় সত্যাখ্যাত হয় নি, তাহলে সে অভিযোগ প্রত্যাহার করবে এবং তা করার উদ্দেশ্য আদালতকে জানাতে বাধ্য থাকবে।

দেওয়ানি মামলা দায়েরের বা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের রুজু করা দেওয়ানি

মামলা সমর্থনের অধিকার অভিশংসকের থাকবে যেখানে রাষ্ট্রের বা সমাজের স্বার্থ বা নাগরিকদের অধিকার রক্ষার পক্ষে তা প্রয়োজনীয়।

ধারা ৪১. **আদালতের শুনানিতে গণসংগঠন ও শ্রমসঙ্ঘগুলির প্রতিনিধিদের শরিকানা**

গণসংগঠন ও শ্রমসঙ্ঘগুলির প্রতিনিধিরা ফৌজদারি মামলার কার্যধারায় শরিক হতে পারে।

গণসংগঠন ও শ্রমসঙ্ঘগুলির প্রতিনিধিরা আদালতের একটি রাইডার বলে বাদী বা প্রতিবাদীর পক্ষের স্বেচ্ছাসেবী উকিল হিসাবে ফৌজদারি মামলার শুনানিতে শরিক হতে পারে।

নাবালক সংশ্লিষ্ট মামলার আদালত যেখানে ওই নাবালক পড়াশোনা বা কাজ করেছে সেইসব উদ্যোগ, সংস্থা ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের এবং এইসঙ্গে নাবালক কমিশন ও পরিদর্শনের প্রতিনিধি তথা প্রয়োজনবোধে অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিদেরও আদালতে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

ধারা ৪২. **আদালতের শুনানির সীমানা**

আদালতে কোন মামলার শুনানি চলবে কেবল অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে এবং কেবল সেই অভিযোগের আওতায়, যাতে তাদের বিচারে সোপর্দ করা হয়েছে।

আদালতে অভিযোগ পরিবর্তনীয় যেখানে তাতে আসামীর অবস্থার অবনতি না ঘটে, তার আত্মরক্ষার অধিকার লঙ্ঘিত না হয়। অভিযোগের পরিবর্তনে আসামীর আত্মরক্ষার অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালত নতুনভাবে প্রাথমিক অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য বিষয়টি পেশ করবে।

ধারা ৪৩. **আদালতের রায়**

আদালতের রায় অবশ্যই হবে আইনসঙ্গত ও সিদ্ধ।

বিচারগত অধিবেশনে কেবল পরীক্ষিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই আদালত তার রায় প্রতিষ্ঠিত করবে।

আদালত শাস্তি বা খালাসের রায় দিতে পারে। শাস্তি বা খালাস সম্পর্কিত আদালতের রায় অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হবে।

দণ্ডদানের রায় অবশ্যই অনুমানভিত্তিক হবে না এবং কেবল সেখানেই প্রদত্ত হবে যেখানে আদালতের শুনানিতে অপরাধ সঙ্ঘটনের ক্ষেত্রে

আসামীর অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। আদালত কোন শাস্তি আরোপ ছাড়া দোষী সাব্যস্ত করার রায় দেবে যেখানে আদালতে মামলাটি শুনানির সময়ের মুহূর্তেই কাজটির সামাজিক বিপদের তাৎপর্য হারিয়ে গেছে বা যে-লোকটি অপরাধ করেছে সে আর সামাজিকভাবে বিপজ্জনক থাকে না।

খালাসের রায় দেয়া হবে সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে অপরাধের ঘটনা প্রতিষ্ঠিত হয় নি, যেখানে আসামীর কাজে অভিযোগের মূল ঘটনা বিবৃত নয়, যেখানে অপরাধ অনুষ্ঠানে আসামীর শরিকানা প্রমাণিত হয় নি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত ও সামরিক ট্রাইবুনাল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের নামে এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির আদালত ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের নামে রায় প্রদান করবে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

রদকরণ ও আবেক্ষণের ক্ষেত্রে মামলার ন্যায়নির্ণয়ন

ধারা ৪৪. **রায়ের বিরুদ্ধে রদকরণের আপীল ও প্রতিবাদের অধিকার**

আসামী, তার উকিল ও বৈধ প্রতিনিধি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ, তার প্রতিনিধিও রদকরণের উদ্দেশ্যে আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করার অধিকারী।

প্রতিটি অবৈধ বা অসিদ্ধ রায়ের বিরুদ্ধে রদকরণের উদ্দেশ্যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন অভিশংসকের কর্তব্য।

দেওয়ানি বাদী, দেওয়ানি প্রতিবাদী ও তাদের প্রতিনিধিরা রায়ের যে-অংশ দেওয়ানি মামলা সংশ্লিষ্ট সেই অংশের বিরুদ্ধে আপীল রুজুর অধিকারী

আদালত কর্তৃক খালাস প্রাপ্ত ব্যক্তি খালাসের রায়ে খালাসের কারণ ও হেতুর বিরুদ্ধে রদকরণের মাধ্যমে আপীলের অধিকারী।

রদকরণের উদ্দেশ্যে আপীল ও প্রতিবাদ দাখিলের সময়সীমা ও সেগুলি পরীক্ষার কার্যবিধি এবং আদালতের রাইডার ও বিনির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল আর প্রতিবাদের কার্যবিধিও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিধানে নির্ধারিত হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের

সর্বোচ্চ আদালতের রায়গুলির বিরুদ্ধে রদকরণের উদ্দেশ্যে আপীল বা প্রতিবাদ প্রযোজ্য নয়।

ধারা ৪৫. **রদকরণের আপীল ও প্রতিবাদ সম্পর্কিত শুনানি**

রদকরণের উদ্দেশ্যে মামলার শুনানির সময় আদালত মামলার তথ্যাদি ও উপস্থাপিত অতিরিক্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে রায়ের বৈধতা ও যাথার্থ্য পরীক্ষা করবে। আদালত রদকরণের আপীল বা প্রতিবাদের যুক্তির বাধ্যবাধকতার অধীন হবে না, সাজাপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তির সম্পর্কে পুরো মামলাটি পরীক্ষা করবে, তাতে থাকবে যারা আপীল করে নি, যাদের সম্পর্কে রদকরণের প্রতিবাদ রুজু করা হয় নি, তারাও।

রদকরণের উদ্দেশ্যে মামলার শুনানির ফল হিসাবে আদালতে নিম্নোক্ত একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে: রায় অটুট রাখা এবং আপীল বা প্রতিবাদ সন্তোষজনক নয়; রায় খারিজ করা এবং মামলাটি নতুন অনুসন্ধান বা নতুন শুনানির জন্য পেশ করা; রায় খারিজ ও মামলার সমাপ্তি ঘোষণা; রায় পরিবর্তন।

রদকরণের উদ্দেশ্যে মামলা পরীক্ষায় অভিশংসক রায়ের বৈধতা ও যাথার্থ্য সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত জানাবে।

রদকরণের উদ্দেশ্যে মামলার শুনানিরত আদালতের অধিবেশনে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির শরিকানার প্রশ্নটি ওই আদালতই মীমাংসা করবে। আদালতের অধিবেশনে যোগদানকারী সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সব ক্ষেত্রে নিজ কৈফিয়ৎ দানের সুযোগ পাবে।

আপীলের আদালতে আসামীর উকিল যোগ দিতে পারে।

ধারা ৪৬. **আপীলের মামলার সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাজাবৃদ্ধি বা তার উপর কঠোরতর অপরাধের আইন প্রয়োগের অগ্রহণযোগ্যতা**

রদকরণের উদ্দেশ্যে কোন মামলার শুনানিতে আদালত অগ্রাধিকারী আদালতের দেয়া শাস্তি কমাতে, লঘুতর অপরাধের কোন আইন প্রয়োগ করতে পারে, কিন্তু শাস্তি বাড়াতে বা গুরুতর অপরাধের কোন আইন প্রয়োগ করতে পারে না।

গুরুতর অপরাধের শাস্তিদানের আইন প্রয়োগের প্রয়োজনে বা শাস্তির স্বল্পতার কারণে রায় রদ করা সম্ভব কেবল সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে অভিশংসক প্রতিবাদ জানান বা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ এই কারণে আপীল রুজু করে।

ধারা ৪৭. খালাসের রায় খারিজ

অভিশংসকের প্রতিবাদ বা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের আপীল কিংবা আদালত কর্তৃক খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির আপীল ব্যতিরেকে অন্যতর কোনভাবে রদকরণের মাধ্যমে খালাসের রায় খারিজ করা যায় না।

ধারা ৪৮. আইনত বলবৎ হওয়া আদালতের রায়, রাইডার, বিনির্দেশ বিচারগত আবেক্ষণের মাধ্যমে পুনরীক্ষণ

আইনত বলবৎ হওয়া আদালতের রায়, রাইডার ও বিনির্দেশের বিচারগত পুনরীক্ষণ কেবল অভিশংসক, আদালতের সভাপতি ও তাদের সহকারীদের প্রতিবাদের ক্ষেত্রেই সম্ভব, যারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিধানের বলে এই ক্ষমতার অধিকারী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি ও তাদের সহকারীরা নিজ ক্ষমতাবলে সোভিয়েত ইউনিয়নের, ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের যেকোন আদালতের আপত্তিজ্ঞাপিত রায়, রাইডার ও বিনির্দেশ বলবৎকরণ রদের অধিকারী, যেখানে বিচারগত আবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মামলার সিদ্ধান্ত মুলতুবি রয়েছে। প্রধান সামরিক অভিশংসক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সামরিক বিভাগের সভাপতি যেকোন সামরিক ট্রাইব্যুনালের, উপপ্রধান সামরিক অভিশংসক ফৌজ, ফ্লোটিলা, ইউনিট ও গ্যারিসনের সামরিক ট্রাইব্যুনালের আপত্তিজ্ঞাপিত রায়, রাইডার বা বিনির্দেশ উপরোক্ত শর্তে বলবৎকরণ রদ করতে পারে। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের ও তার সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের যেকোন আদালতের আপত্তিজ্ঞাপিত রায়, রাইডার ও বিনির্দেশের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের অভিশংসক ও সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি ও তাদের সহকারীরাও অভিন্ন ক্ষমতাভোগী। আইনের প্রকাশ্য লঙ্ঘন সত্যাপনকারী তথ্যের প্রেক্ষিতে উক্ত ব্যক্তিবর্গ, চাহিদামাত্র ফৌজদারি মামলা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রায়, রাইডার, বিনির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের মেয়াদ হিসাবে তিন মাস পর্যন্ত ওগুলি বলবৎকরণ স্থগিত রাখতে পারে।

শাস্তির লঘুত্ব বা অন্যতর কারণে গুরুতর অপরাধের আইন প্রয়োগের প্রয়োজনে আদালত কর্তৃক দণ্ডদানের কোন রায়, রাইডার বা বিনির্দেশের বিচারগত আবেক্ষণ যাতে দণ্ডিত ব্যক্তির অবস্থার অবনতি ঘটে, এবং মামলা খারিজকারী আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের রায়, রাইডার ও বিনির্দেশের

ক্ষেত্রেও পুনরীক্ষণ প্রদত্ত দণ্ড বলবৎ হওয়ার কেবল এক বছরের মধ্যে অনুমোদিত হতে পারে।

আবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মামলার শুনানির ফল হিসাবে আদালত যা পারে: প্রতিবাদ অসন্তোষজনক বিধায় তা প্রত্যাখ্যান; রায় ও পরবর্তী যাবতীয় বিচারগত রাইডার ও বিনির্দেশ খারিজ এবং মামলার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা বা মামলাটি নতুন অনুসন্ধানের কিংবা নতুন শুনানির নির্দেশ; আপীলের রাইডার এবং পরবর্তী যাবতীয় বিচারগত রাইডার ও বিনির্দেশ খারিজ, যেখানে ওগুলি দেয়া হয়েছে, এবং মামলার নতুন আপীলের শুনানির নির্দেশ; আবেক্ষণের মাধ্যমে প্রদত্ত রাইডার ও বিনির্দেশ খারিজ, পরিবর্তন সহ বা পরিবর্তন ছাড়া আদালতের রায় বা আপীলের রাইডার বলবৎ রাখা; আদালতের রায়, রাইডার বা বিনির্দেশে পরিবর্তন সংযোজন।

বিচারগত আবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মামলার শুনানিতে আদালত দণ্ডিতের উপর প্রযুক্ত শাস্তি কমাতে বা লঘুতর অপরাধের কোন আইন প্রয়োগ করতে পারবে, কিন্তু শাস্তি বৃদ্ধি বা গুরুতর অপরাধের কোন আইন প্রয়োগ করতে পারবে না।

আবেক্ষণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ফৌজদারি মামলার শুনানিতে নিজ প্রতিবাদ সমর্থনের জন্য বা আদালতে সভাপতি বা সহ-সভাপতির প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত মামলার শুনানিতে নিজ সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য সেখানে অভিশংসকের উপস্থিতি অপরিহার্য।

দণ্ডিত ব্যক্তি, মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তাদের উকিল, নাবালকের বৈধ প্রতিনিধি, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ, তার প্রতিনিধি, দেওয়ানি বাদী, দেওয়ানি প্রতিবাদী ও তাদের প্রতিনিধিকে বিচারগত আবেক্ষণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত আদালতের অধিবেশনের শুনানিতে প্রয়োজনবোধে কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।

ধারা ৪৯. **আপীল বা বিচারগত আবেক্ষণে রায় পরিবর্তন বা খারিজের কারণ**

আপীল বা বিচারগত আবেক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি মামলার শুনানিতে রায় পরিবর্তন বা খারিজের কারণ: প্রাথমিক বা বিচারগত অনুসন্ধানের একদেশদর্শিতা বা অসম্পূর্ণতা; রায়ে প্রকটিত আদালতের তথ্য ও মামলার যথার্থ পরিস্থিতির মধ্যে অমিল; ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের মৌলিক লঙ্ঘন; ফৌজদারি আইনের অশুদ্ধ প্রয়োগ; আদালতের প্রদত্ত শাস্তির সঙ্গে অপরাধের গুরুত্ব বা দণ্ডিত ব্যক্তির চরিত্রের অমিল।

ধারা ৫০. নতুন আবিষ্কৃত পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে মামলার পুনর্বিচার

আইনত বলবৎ রায় নতুন আবিষ্কৃত পারিপার্শ্বিক ঘটনার কারণে খারিজ হতে পারে।

খালাসের রায় পুনরীক্ষণ অনুমোদনীয় হবে ফৌজদারি দায়ের জন্য আইনত প্রতিষ্ঠিত মেয়াদের মধ্যে, এবং নতুন পারিপার্শ্বিক ঘটনা আবিষ্কারের দিন থেকে একক বছরের বেশি দেরি না করে অভিযোগ আনলে।

ধারা ৫১. ঊর্ধ্বতন আদালতগুলির নির্দেশের আজ্ঞামূলক বৈশিষ্ট্য

আপীল বা বিচারগত আবেক্ষণে মামলা পরীক্ষারত আদালতের নির্দেশ অতিরিক্ত অনুসন্ধানে ও আদালত কর্তৃক মামলা পুনর্বিচারে অবশ্যপালনীয়।

আপীল বা বিচারগত আবেক্ষণে মামলা পরীক্ষারত আদালত আগের আদালতের রায়ে যেসব তথ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি বা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে সেগুলিকে প্রতিষ্ঠিত বা প্রমাণিত হিসাবে বিবেচনা করার অধিকারী নয়, অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে কি হয় নি সেই প্রশ্নটি, সাক্ষ্যের এই বা ওই অংশ প্রামাণ্য বা প্রামাণ্য নয়, অন্যান্য সাক্ষ্যের তুলনায় কোন বিশেষ সাক্ষ্য শ্রেষ্ঠতর, এবং অগ্রাধিকারী আদালত কর্তৃক এই বা ওই ফৌজদারি আইন ও শাস্তির ব্যবস্থা প্রযুক্ত হয়েছে তা আগ থেকেই স্থির করারও অধিকারী নয়।

একইভাবে বিচারগত আবেক্ষণে মামলা পরীক্ষারত আদালত আপীলের রাইডার খারিজকরণে মামলার পুনর্বিচারে আপীলের আদালতের তথ্যাদি আগ থেকে স্থির করার অধিকারী নয়।

ধারা ৫২. মূল রায় খারিজ হওয়ার পর অগ্রাধিকারী আদালতে মামলার শুনানি

মূল রায় খারিজ হওয়ার পর মামলাটি সাধারণ কার্যবিধি অনুসারে পরীক্ষা সাপেক্ষ হবে।

অগ্রাধিকারী আদালত কর্তৃক নতুন শুনানিতে শাস্তি বৃদ্ধি বা গুরুতর অপরাধের কোন আইন প্রয়োগ অনুমোদিত হবে কেবল যেখানে মূল রায় খারিজ হয়েছে শাস্তির লঘুত্বের জন্য কিংবা অভিশংসক কর্তৃক রদকরণের প্রতিবাদ, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের আপীল বা বিচারগত আবেক্ষণে গুরুতর অপরাধের আইন প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হওয়ার জন্য এবং সেখানেও যেখানে রায় খারিজ হওয়ার পর মামলার নতুন অনুসন্ধানে আসামী কর্তৃক গুরুতর অপরাধ অনুষ্ঠানের সাক্ষ্যবহ পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

রায় বলবৎকরণ

ধারা ৫৩. **রায় বলবৎ হওয়া ও কার্যকর করা**

রদকরণের আপীল বা প্রতিবাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে আপীল বা প্রতিবাদ করা না হলে রায় আইনত বলবৎ হবে। রদকরণের আপীল বা রদকরণের প্রতিবাদে রায় খারিজ না হলে ঊর্ধ্বতন আদালতে মামলার শুনানির পর আইনত বলবৎ হবে।

যে-রায় আপীল সাপেক্ষ নয় তা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বলবৎ হবে।

যে-রায় আইনত বলবৎ হয়েছে তা বলবৎ হওয়ার বা আপীলের আদালত কর্তৃক তা ফেরৎ দেয়ার তিন দিনের মধ্যে রায়দাতা আদালতকে সেই রায় কার্যকরকরণের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

শাস্তির রায় আইনত বলবৎ হওয়ার পর কার্যকর হবে।

খালাসের রায় ও কয়েদিকে শাস্তি থেকে মুক্তিদানের রায় অবশ্যই রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হবে। আসামী প্রহরাধীন থাকলে তাকে আদালত কক্ষে জিম্মা থেকে মুক্তি দিতে হবে।

রায় কার্যকর করার বৈধতার আবেক্ষণ প্রয়োগ করবে অভিশংসক।

ধারা ৫৪. **আদালতের রায়, রাইডার ও বিনির্দেশের আজ্ঞামূলক বৈশিষ্ট্য**

আদালতের রায়, রাইডার ও বিনির্দেশ যেগুলি আইনত বলবৎ হয়েছে সেগুলি সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, গণসংগঠন, উদ্যোগ ও সংগঠন, কর্মকর্তা ও প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে বাধ্যতামূলক হবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকার সর্বত্র প্রয়োগ সাপেক্ষ হবে।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

অপরাধরোধের ব্যবস্থাবলী

ধারা ৫৫. **অপরাধ সংঘটনের অনুকূল কারণ ও পরিস্থিতি নির্ধারণ**

তদন্ত ও প্রাথমিক অনুসন্ধানের সময় এবং ফৌজদারি মামলা আদালতে শুনানির সময় তদন্তসংস্থা, অনুসন্ধানকারী, অভিশংসক ও আদালতের উপর অপরাধ সংঘটনের অনুকূল কারণ ও পরিস্থিতি নির্ধারণের দায়িত্ব বর্তায়।

ধারা ৫৬. **ফৌজদারি মামলায় তদন্তসংস্থা, অনুসন্ধানকারী ও অভিশংসক কর্তৃক প্রদত্ত আবেদন**

কোন অপরাধ সংঘটনের অনুকূল কারণ ও পরিস্থিতি নির্ধারণের পর তদন্তসংস্থা, অনুসন্ধানকারী ও অভিশংসক উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, গণসংগঠন বা কর্মকর্তার কাছে উক্ত কারণ ও পরিস্থিতি দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন পেশ করবে।

উক্ত আবেদন দাখিলের এক মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ফলাফল জানাতে হবে।

ধারা ৫৭. **আদালতের রাইডার (বিনির্দেশ)**

অপরিহার্য কারণ সহ মামলায় প্রতিষ্ঠিত আইনভঙ্গ, অপরাধ সংঘটনের অনুকূল কারণ ও পরিস্থিতির প্রতি গণসংগঠন বা কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়ে আদালত একটি রাইডার (বিনির্দেশ) গ্রহণ করবে।

তদন্ত, প্রাথমিক অনুসন্ধান বা অধস্তন আদালতে মামলার শুনানির সময় নাগরিক অধিকার লংঘন ও অন্যান্য আইনভঙ্গের নজির আদালত লক্ষ্য করলে রাইডার (বিনির্দেশ) গৃহীত হতে পারে। শুনানির তথ্যের ভিত্তিতে আদালত অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োজনবোধে রাইডার (বিনির্দেশ) গ্রহণ করতে পারে।

এক মাসের মধ্যে রাইডার (বিনির্দেশ) সম্পর্কে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং রইাডার (বিনির্দেশ) গ্রহণকারী আদালতকে তা জানান বাধ্যতামূলক।

১৯৫৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর গৃহীত। পাঠে পরবর্তী সংশোধন ও সংযোজন রয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের
সর্বোচ্চ সোভিয়েতর
গ্যাজেট, নং ১, ১৯৫৯,
দফা ১৫; নং ১৮, ১৯৬০,
দফা ১৪৯; নং ২৬, ১৯৬১,
দফা ২৭০; নং ১৬, ১৯৬৩,
দফা ১৮১; নং ৩৬, ১৯৭০,
দফা ৩৬২; নং ৬, ১৯৭২,
দফা ৫১; নং ৭, ১৯৭৭,
দফা ১২০; নং ৩৩, ১৯৮১,
দফা ৯৬৬

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের দেওয়ানি বিচারগত কার্যবিধির মূলসূত্র

প্রথম অনুচ্ছেদ

সাধারণ বিধানসমূহ

ধারা ১. দেওয়ানি বিচারগত কার্যবিধি সংক্রান্ত বিধান

দেওয়ানি মামলার কার্যবিধি নিয়ন্ত্রিত হবে বর্তমান মূলসূত্র দ্বারা ও এগুলির সঙ্গতি সহকারে তৈরি সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য আইন দ্বারা এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের দেওয়ানি কার্যবিধির আইনকোষ দ্বারা।

সম্প্রদায়, পরিবার, শ্রম ও যৌথখামারের আইনগত সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত মামলা, প্রশাসনিক আইনগত সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত মামলা ও বিশেষ কার্যক্রমের নিয়ম সাপেক্ষ মামলার বিচার দেওয়ানি বিচারগত কার্যবিধি সংক্রান্ত বিধানে নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রশাসনিক আইনগত সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত মামলা এবং বিশেষ কার্যক্রমের আওতাধীন মামলা দেওয়ানি বিচারগত কার্যবিধির সাধারণ নিয়মে পরীক্ষিত হবে, অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের বিধানে প্রতিষ্ঠিত কোন কোন অব্যাহতি সাপেক্ষে।

ধারা ২. দেওয়ানি বিচারগত কার্যবিধির উদ্দেশ্য

সোভিয়েত দেওয়ানি বিচারগত কার্যবিধির উদ্দেশ্য হবে: সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক মালিকানার নিরাপত্তা বিধান, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান ও আইনে নিশ্চয়ীকৃত নাগরিকদের সামাজিক-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা, নাগরিকদের আইনসঙ্গত স্বার্থ এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, সংস্থা, সংগঠন, যৌথখামার, অন্যান্য সমবায় সংগঠন ও সেগুলির সমিতি ও অন্যান্য গণসংগঠনের অধিকার ও আইনসঙ্গত স্বার্থগুলিও রক্ষার উদ্দেশ্যে দেওয়ানি মামলার শুদ্ধ, ত্বরিত বিচার ও ন্যায়নির্ণয়ন।

দেওয়ানি বিচারগত কার্যবিধিকে অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক বৈধতা দৃঢ়করণের, আইনলঙ্ঘন রোধের, সোভিয়েত আইনমান্যতার প্রতি অটল আনুগত্য ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের নিয়মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদর্শে নাগরিকদের শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে হবে।

ধারা ৩. **দেওয়ানি মামলায় কার্যবিধি**

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের আদালতগুলিতে দেওয়ানি মামলার কার্যবিধি নিয়ন্ত্রিত হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ও যে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রে আদালতগুলি মামলাগুলি পরীক্ষা করে, কার্যবিধির নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন বা আদালতের রায় বলবৎ করে সেই ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের দেওয়ানি কার্যবিধির আইনগুলি দ্বারা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতে দেওয়ানি মামলার কার্যবিধি নিয়ন্ত্রিত হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের দেওয়ানি কার্যবিধির আইন দ্বারা ও সেই ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের দেওয়ানি আইন দ্বারা, যার আদালতগুলি আঞ্চলিক আদালতগ্রাহ্যতার নিয়মানুযায়ী মামলার শুনানি গ্রহণ করেছিল বা যাকে তা গ্রহণ করতে হত।

দেওয়ানি মামলায় কার্যবিধি নিয়ন্ত্রিত হবে মামলা চলাকালীন, কার্যবিধির পৃথক বিধিবদ্ধ আইন কার্যকর করার বা আদালতের রায় বলবৎ করার সময়কার দেওয়ানি মামলার কার্যবিধির চলতি আইনে।

ধারা ৪. **দেওয়ানি মামলার আদালতগ্রাহ্যতা**

সম্প্রদায়, পরিবার, শ্রম ও যৌথখামারের আইনগত সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত মামলা, যেখানে বিরোধের অন্তত একটি পক্ষ কোন নাগরিক, যৌথখামার, অন্তঃযৌথখামার সংগঠন, রাষ্ট্রীয়-যৌথখামারী উদ্যোগ, কোন সংগঠন বা সেগুলির সমিতি সেখানেই আদালতের এখতিয়ার বর্তাবে, ব্যতিক্রম ঘটবে যদি এই ধরনের বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রশাসনিক বা অন্য প্রতিষ্ঠানের উপর আইনত দায়িত্ব বর্তায়।

আইনের শর্তাধীন ক্ষেত্রগুলিতে দেওয়ানি মামলার শুনানি কমরেডদের আদালতে বা সালিসী বোর্ডে গৃহীত হতে পারে। কমরেডদের আদালত বা সালিসী বোর্ডের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রক কার্যবিধি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধানে প্রতিষ্ঠিত হবে।

যেসব মামলার ক্ষেত্রে আদালতের এখতিয়ার বর্তাবে: ভোটার তালিকায় অশুদ্ধ অন্তর্ভূতির বিরুদ্ধে নালিশ, জরিমানা আরোপ সংক্রান্ত প্রশাসনিক সংস্থার কাজ, এবং প্রশাসনিক আইনগত সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত অন্যান্য মামলা, যেগুলি আইনত আদালতের এখতিয়ারভুক্ত। আইনসম্মত মামলা-গুলিতে ও আইনের শর্তাধীন ধরনে আদালত আইনভঙ্গকারী কর্মকর্তাদের কার্যকলাপ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও নাগরিকদের অধিকার লংঘন সম্পর্কিত নালিশগুলি শুনবে।

বিশেষ কার্যবিধির নিয়মাধীন সাপেক্ষ মামলাগুলির উপর আদালতের গ্রাহ্যতা বর্তাবে: বিচারগত তাৎপর্যবহ তথ্যাদি প্রতিপাদন, যদি-না আইনত ওগুলি প্রতিপাদনের অন্য কার্যবিধি থাকে; কোন নাগরিককে নিরুদ্দেশ বা মৃত, মানসিকভাবে বিকৃত বা অস্থিরমতি ঘোষণা।

আদালতের গ্রাহ্যতা অন্যান্য মামলায়ও বর্তাবে যেগুলি আইনত তার এখতিয়ারভুক্ত।

বিদেশী নাগরিক, নাগরিকত্বহীন ব্যক্তি, বিদেশী উদ্যোগ বা সংগঠন সংশ্লিষ্ট মামলাও আদালত গ্রহণ করবে।

ধারা ৫. **আদালতের আশ্রয় প্রার্থনার অধিকার**

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যেকোন পক্ষ তার অধিকার লঙ্ঘিত বা তাতে আপত্তি উত্থাপিত হলে তা ও আইনসম্মত স্বার্থরক্ষার জন্য আইন প্রতিষ্ঠিত ধরনে আদালতের আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে।

আদালতে নালিশের দাবী-ত্যাগ অসিদ্ধ হবে।

ধারা ৬. **দেওয়ানি কার্যক্রম**

আদালত দেওয়ানি মামলার বিচার শুরু করবে:

১) নিজ অধিকার বা আইনসম্মত স্বার্থরক্ষার জন্য দরখাস্তকারী কোন ব্যক্তির প্রস্তাবের ভিত্তিতে;

২) অভিশংসকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে;

৩) রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, সংস্থা, সংগঠন, যৌথখামার, অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠান, ওগুলির সমিতি, অন্যান্য গণসংগঠন বা যেকোন নাগরিকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে, যেখানে অন্য ব্যক্তিবর্গের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য আদালতে তারা আইনত দরখাস্ত করতে পারে।

ধারা ৭. আইন ও আদালতের সামনে সকল নাগরিকের সমতার নীতির ভিত্তিতে একমাত্র আদালত কর্তৃক ন্যায়বিচার বিধান

একমাত্র আদালতই সকল দেওয়ানি মামলায় জন্ম, সামাজিক ও আর্থিক পদমর্যাদা, বর্ণ, জাতীয়তা, লিঙ্গ, শিক্ষা, ভাষা, ধর্মীয় বিশ্বাস, পেশা, আবাসস্থল ও অন্যান্য পরিস্থিতি নির্বিশেষে আইন ও আদালতের সামনে সকল নাগরিকের সমতার নীতির ভিত্তিতে ন্যায়বিচার বিধান করবে।

ধারা ৮. গণনির্ধারকদের শরিকানা ও মামলার দলগত পরীক্ষা

সকল আদালতে দেওয়ানি মামলা আইনত প্রতিষ্ঠিত ধরনে নির্বাচিত বিচারপতি ও গণনির্ধারকদের দ্বারা পরীক্ষিত হবে।

সকল অগ্রাধিকারী আদালতে দেওয়ানি মামলার শুনানি গ্রহণ করবেন একজন বিচারপতি ও দুজন গণনির্ধারক নিয়ে গঠিত এক বিচারকমণ্ডলী।

ন্যায়বিচার বিধানে গণনির্ধারকরা একজন বিচারপতির যাবতীয় অধিকারভোগী। মামলার শুনানির সময় ও রায় প্রদানে উদ্ভূত যাবতীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণনির্ধারকরা আদালতের অধিবেশনে সভাপতিত্বকারী বিচারপতির সমানাধিকারী।

রদকরণের আপীলের মামলাগুলির শুনানিতে থাকবে তিনজন বিচারপতি নিয়ে গঠিত এক বিচারকমণ্ডলী আর বিচারগত আবেক্ষণের উদ্দেশ্যে পুনরীক্ষণে থাকবে আদালতের অন্যূন তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত বিচারকমণ্ডলী।

ধারা ৯. বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও একমাত্র আইনের কাছে তাদের নির্বিশেষ আনুগত্য

দেওয়ানি মামলার ন্যায়বিচার বিধানে বিচারপতি ও গণনির্ধারকরা স্বাধীন ও একমাত্র আইনের অধীন থাকবে। বিচারপতি ও গণনির্ধারকরা দেওয়ানি মামলার ন্যায়নির্ণয়ন করবে আইনের ভিত্তিতে, সমাজতান্ত্রিক বৈধ চেতনা অনুসারে এবং বিচারপতিদের উপর কোন বাহ্যিক চাপের অনুপস্থিতির শর্তে।

ধারা ১০. বিচারগত কার্যবিধিতে ভাষা

বিচারগত কার্যবিধি পরিচালিত হবে ইউনিয়ন বা স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, স্বায়ত্তশাসিত এলাকার ভাষায় বা নির্দিষ্ট এলাকার সংখ্যাগুরু জনগণের ভাষায়।

যে-ভাষায় বিচারগত কার্যবিধি পরিচালিত হচ্ছে মামলার কোন শরিক তা না জানলে তারা নিজ ভাষায় প্রস্তাব পেশ করতে, কৈফিয়ৎ ও সাক্ষ্য দিতে, আদালতে জওয়াব দিতে ও দরখাস্ত পেশ করতে পারবে এবং আইনে প্রতিষ্ঠিত ধরনে দোভাষীর সাহায্য নেবে।

আইনত প্রতিষ্ঠিত ধরনে বিচার সংক্রান্ত দলিলপত্র মামলার শরিকদের নিজের ভাষায় বা তাদের জ্ঞাত অন্য ভাষায় অনুবাদক্রমে সেগুলি তাদের সরবরাহ করতে হবে।

ধারা ১১. **বিচারের প্রকাশ্য ধরন**

সকল আদালতেই মামলার প্রকাশ্য শুনানি হবে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থের পরিপন্থী হলেই শুধু ব্যতিক্রম ঘটবে।

তদুপরি, আদালতের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বিনির্দেশের বলে মামলার শরিকদের গোপন জীবন সম্পর্কিত ব্যাপারগুলির প্রচার এড়ান বা দত্তক গ্রহণের গোপনীয়তা নিশ্চিতকরণের জন্য শুনানি খাসকামরায় অনুষ্ঠিত হতে পারে।

চিঠিপত্র ও টেলিগ্রামের গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিকদের চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম উক্ত চিঠিপত্র ও টেলিগ্রামের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনুমতি সাপেক্ষেই কেবল প্রকাশ্য আদালতে পঠিত হতে পারে। অন্যথা, এইসব চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম খাসকামরায় পঠিত ও পরীক্ষিত হবে।

আদালতের বিচারগত কার্যবিধির যাবতীয় নিয়ম পালন সহ মামলা খাসকামরায় অনুষ্ঠিত হবে। আদালতের রায় সর্বদাই প্রকাশ্য হবে।

ধারা ১২. **চলতি বিধানের ভিত্তিতে মামলার ন্যায়নির্ণয়ন**

আদালত সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের আইনসমূহের, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর, ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীসমূহের ডিক্রিগুলির, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের উচ্চতর সংস্থাগুলির ডিক্রির ভিত্তিতে মামলার ন্যায়নির্ণয়নে বাধ্য থাকবে। আদালত রাষ্ট্রীয় প্রাধিকার ও প্রশাসনের অন্যান্য সংস্থার উপর ন্যস্ত এখতিয়ারের ভিত্তিতে জারিকৃত তাদের বিধিগুলিও প্রয়োগ করবে।

আদালত আইন অনুযায়ী বিদেশী আইনের নিয়মগুলি প্রয়োগ করবে।

বিতর্কিত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রক কোন আইনের অনুপস্থিতিতে আদালত সদৃশ সম্পর্ক নিয়ন্ত্রক কোন আইন প্রয়োগ করবে এবং এই ধরনেরও কোন আইন না থাকলে আদালত সোভিয়েত বিধানের সাধারণ নীতি ও মর্মবস্তু দ্বারা পরিচালিত হবে।

ধারা ১৩. **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত এবং ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতগুলির বিচারগত কার্যকলাপ আবেক্ষণ**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সোভিয়েত ইউনিয়নের আদালতগুলির উপর এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের আদালতগুলির উপরও আইনত প্রতিষ্ঠিত সীমানার মধ্যে আবেক্ষণ প্রয়োগ করবে।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত নিজ নিজ প্রজাতন্ত্রের আদালতসমূহের কার্যকলাপের উপর আবেক্ষণ প্রয়োগ করবে।

ধারা ১৪. **দেওয়ানি বিচারগত কার্যবিধিতে অভিশংসকের আবেক্ষণ**

দেওয়ানি বিচারগত কার্যবিধিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির আইনের বিশ্বস্ত ও সুষম প্রতিপালন আবেক্ষণের দায়িত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসক ও তার অধীনস্থ অভিশংসকদের উপর ন্যস্ত।

দেওয়ানি বিচারগত কার্যবিধির প্রতিটি পর্যায়ে আইনের যেকোন লঙ্ঘন দূরীকরণে — তা যে-ব্যক্তিই করুক — যথাসময়ে আইন সাপেক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ অভিশংসকেরই দায়িত্ব।

সংস্থা ও কর্মকর্তা নির্বিশেষে, কেবল আইন সাপেক্ষে ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা-অভিশংসকের নির্দেশে পরিচালিত হয়ে অভিশংসক দেওয়ানি বিচারগত কার্যবিধিতে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

ধারা ১৫. **আদালতের রায়, বিনির্দেশ ও নির্দেশের আজ্ঞামূলক ধরন**

আইনত বলবৎ আদালতের রায়, বিনির্দেশ ও নির্দেশ সকল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, যৌথখামার, অন্যান্য সমবায় সংস্থা, সেগুলির সমিতি, অন্যান্য গণপ্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা ও প্রত্যেক নাগরিকের উপর আজ্ঞামূলক হবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকার সর্বত্র কার্যকরণ সাপেক্ষ থাকবে।

রায়, বিনির্দেশ ও নির্দেশের আজ্ঞামূলক ধরন সংশ্লিষ্ট পক্ষকে তাদের অধিকার ও আইনসঙ্গত স্বার্থ — যেগুলি সম্পর্কে মামলা আদালতে পরীক্ষিত বা মীমাংসিত হয় নি — রক্ষার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করবে না।

ধারা ১৬. **আদালত কর্তৃক মামলার যথার্থ পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির অধিকার ও কর্তব্য ব্যাখ্যা**

আরজি-জবাব ও উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর মধ্যে নিজেকে সীমিত না করে আদালত অবশ্যই মামলার যথার্থ বিষয়গুলির ব্যাপক, অনুপুঙ্খ ও ন্যায্য ব্যাখ্যার জন্য আইনত বর্ণিত যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, পক্ষগুলির অধিকার ও দায়িত্ব ব্যাখ্যা করবে।

মামলাকারীদের কাছে তাদের অধিকার ও কর্তব্য ব্যাখ্যা, পদ্ধতিগত কার্যাদি ও বিচ্যুতি সম্পর্কে তাদের হুঁশিয়ার করা এবং নিজেদের অধিকার প্রয়োগ সম্পর্কে তাদের সাহায্যদান আদালতের কর্তব্য হবে।

ধারা ১৭. **সাক্ষ্য**

দেওয়ানি মামলায় সাক্ষ্য হবে যেকোন তথ্য, যার ভিত্তিতে আদালত আইনে প্রতিষ্ঠিত ধরনের সংশ্লিষ্ট পক্ষের দাবী ও প্রতিরক্ষা প্রমাণকারী পারিপার্শ্বিক অবস্থার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব এবং মামলার শুদ্ধ সিদ্ধান্তের প্রাসঙ্গিক অন্যান্য পরিস্থিতি নির্ধারণ করে।

এই তথ্যগুলি নিম্নোক্ত উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হবে: মামলাকারী ও তৃতীয় পক্ষের আরজি-জবাব, সাক্ষীর সাক্ষ্য, দলিলগত সাক্ষ্য, প্রদর্শসামগ্রী ও পরীক্ষকদের অভিমত।

মামলার পারিপার্শ্বিক অবস্থা আইনত যে-ধরনের সাক্ষ্যে প্রামাণ্য, তা অন্য কোন ধরনের সাক্ষ্যে প্রমাণসিদ্ধ হবে না।

ধারা ১৮. **সাক্ষ্যপ্রমাণ ও উপস্থাপনের দায়িত্ব**

প্রত্যেক পক্ষ নিজ দাবী ও প্রতিরক্ষার ভিত্তি হিসাবে যেসব তথ্যের উপর নির্ভরশীল সেগুলি অবশ্যই তাদের প্রমাণ করতে হবে।

মামলার পক্ষগুলি ও অন্যান্য শরিকরা সাক্ষ্য উপস্থাপন করবে। উপস্থাপিত সাক্ষ্য অপর্যাপ্ত বিবেচনায় আদালত মামলার পক্ষগুলি ও

অন্যান্য শরিকদের আরও সাক্ষ্য উপস্থিত করতে আদেশ দিতে বা নিজ উদ্যোগে তা সংগ্রহ করতে পারে।

ধারা ১৯. **সাক্ষ্য নির্ধারণ**

আদালত বিচারগত কার্যক্রমে আইন ও সমাজতান্ত্রিক বৈধ চেতনা দ্বারা পরিচালিত হয়ে সামগ্রিকভাবে মামলার সবগুলি তথ্যের ব্যাপক, অনুপুঙ্খ ও বিষয়গত পরীক্ষার ভিত্তিতে নিজ অন্তরতর প্রত্যয় অনুযায়ী সাক্ষ্য নির্ধারণ করবে।

আদলতের কাছে কোন সাক্ষ্যেরই পূর্বনির্ধারিত মূল্য থাকবে না।

ধারা ২০. **রোগাটরিপত্র**

মামলা শুনানিরত আদালত অন্য শহর বা জেলা থেকে সাক্ষ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে পদ্ধতিগত কোন কোন কার্যসম্পাদনের জন্য যথাযোগ্য আদালতের কাছে রোগাটরিপত্র দিতে পারে।

রোগাটরিপত্রের কার্যসম্পাদনে সংগৃহীত নথিপত্র ও উপকরণ মামলা শুনানিরত আদালতের কাছে অবিলম্বে প্রেরিত হবে।

ধারা ২১. **দেওয়ানি মামলা শুনানিরত আদালতের জন্য রায় পালনের বাধ্যবাধকতার ধরন**

ফৌজদারি মামলায় দণ্ডিত কোন ব্যক্তির কৃতকর্মের দেওয়ানি আইনগত ফলাফল পরীক্ষারত আদালতের পক্ষে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে প্রদত্ত ফৌজদারি মামলার চূড়ান্ত রায় অবশ্যপালনীয় হবে, কেবল যদি ওই ঘটনাটি ঘটে থাকে এবং ওই ব্যক্তিটি যদি তা করে থাকে।

ধারা ২২. **বিচারপতি, অভিশংসক ও মামলার অন্যান্য শরিকদের সম্পর্কে আপত্তি**

বিচারপতি, গণনির্ধারক, অভিশংসক, আদালতের অধিবেশনের সচিব, পরীক্ষক ও দোভাষী মামলায় শরিক হবে না বা কার্যক্রম থেকে অপসারিত হবে যেখানে মামলার ফলাফলে তাদের ব্যক্তিগত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থ জড়িত রয়েছে, বা যেখানে অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করে।

ধারা ২৩. **আইন সংশ্লিষ্ট খরচপত্র**

আইন সংশ্লিষ্ট খরচায় রয়েছে রাষ্ট্রীয় শুল্ক ও কার্যক্রমের খরচা।

রাষ্ট্রের প্রাপ্য আইন সংশ্লিষ্ট খরচা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে আদায়যোগ্য নয়:

১) যেসব বাদী কোন শিল্প, অফিস বা পেশার কর্মী এবং যারা বেতন ও মজুরি আদায়ের জন্য মামলা রুজু করে বা শ্রমের আইনগত সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত অন্য দাবী আদালতে দায়ের করে বা যেসব যৌথখামারী কৃত কাজের প্রাপ্য আদায়ের জন্য যৌথখামারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে;

২) কপিরাইট এবং আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও যুক্তিসঙ্গত পুনর্গঠনের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মামলার বাদী;

৩) খোরপোশের মামলার বাদী;

৪) অঙ্গচ্ছেদ বা স্বাস্থ্যের অন্যান্য ক্ষতির মামলার ও পরিবারের প্রতিপালকের মৃত্যু ঘটলে সেইসব মামলার বাদী।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধানের শর্তাধীনে অন্যান্য ক্ষেত্রেও পক্ষগুলি রাষ্ট্রের প্রাপ্য শুল্ক প্রদান থেকে রেহাই পেতে পারে।

নাগরিকের বিষয়-আশয়ের অবস্থার নিরিখে আদালত বা বিচারপতি রাষ্ট্রের প্রাপ্য আইন সংশ্লিষ্ট খরচা থেকে তাকে রেহাই দিতে পারে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

মামলার শরিকবর্গ; তাদের অধিকার ও কর্তব্য

ধারা ২৪. **পক্ষগুলি, তাদের অধিকার ও কর্তব্য**

নাগরিক এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, সংস্থা, সংগঠন, যৌথখামার, অন্যান্য সমবায় সংগঠন ও সেগুলির সমিতি ও বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অধিকারভোগী অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান দেওয়ানি কার্যক্রমের পক্ষ — বাদী বা প্রতিবাদী — হতে পারে।

পক্ষগুলি অভিন্ন কার্যবিধিগত সুবিধালাভের অধিকারী: মামলার বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হওয়া, আপত্তি উত্থাপন, সাক্ষ্য দাখিল, সাক্ষ্যপরীক্ষায় অংশগ্রহণ, আর্জি পেশ, মৌখিক বা লিখিত সওয়াল-জবাব, নিজেদের যুক্তি ও বিবেচনা উপস্থাপন এবং বিরোধী পক্ষের প্রস্তাব, আর্জি, যুক্তি ও বিবেচনার বিরুদ্ধে আপত্তি লিপিবদ্ধ করান, আদালতের রায় ও

বিনির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল, আদালতের রায় বাধ্যতামূলকভাবে বলবৎ করানোর দাবী, আদালতের কর্মচারী (বেলিফ) কর্তৃক রায় কার্যকর করার সময় উপস্থিত থাকা ও আইনসিদ্ধ অন্যান্য পদ্ধতিগত কার্যাদি সম্পাদন।

নিজেদের কার্যবিধি সংক্রান্ত অধিকারগুলি সততার সঙ্গে প্রয়োগ পক্ষগুলির কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

প্রশাসনিক আইনগত সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত মামলার এবং বিশেষ কার্যক্রমের নিয়ম সাপেক্ষ মামলার শরিক ব্যক্তিরা পক্ষগুলির মতো অধিকার ভোগ করবে ও দায়িত্ব গ্রহণ করবে, যদি আইনে প্রতিষ্ঠিত অব্যাহতির অবকাশ না থাকে।

বাদী নিজ দাবীর কারণ ও বিষয়গুলি পরিবর্তনের, দাবীর পরিমাণ বাড়ান বা কমানোর, দাবী পরিত্যাগের অধিকারী। প্রতিবাদী দাবী স্বীকার করতে পারে। পক্ষগুলি আপসে মামলা রফা করতে পারে।

আদালত বাদীর দাবী পরিত্যাগ বা প্রতিবাদী কর্তৃক দাবী স্বীকার গ্রহণ করবে না, পক্ষগুলির আপস-রফা মেনে নেবে না, যেখানে এই কাজগুলি আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বা সেগুলি অন্যের অধিকার ও বৈধ স্বার্থ লংঘন করে।

ধারা ২৫. **মামলায় বাদী বা প্রতিবাদীর একাধিকত্ব**

কয়েকজন বাদী একযোগে কয়েকজন প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে পারে। প্রতিপক্ষের সম্পর্কে বাদী বা প্রতিবাদীর প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে মামলায় হাজির হবে।

ধারা ২৬. **বেআইনী শরিকানায় বিকল্প**

আদালতের কার্যক্রমের মাধ্যমে যদি প্রতিষ্ঠিত হয় যে মামলা রুজু করেছে মামলা করার অধিকারী নয়, করেছে অন্য ব্যক্তি, বা এই দাবী সম্পর্কে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারীর বিরুদ্ধে নয় অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে, তখন আদালত বাদীর সম্মতি সহকারে ও মামলা খারিজ না করে মূল বাদী বা প্রতিবাদীর স্থলে যোগ্য বাদী বা প্রতিবাদীকে আনার অনুমতি দিতে পারে।

প্রতিবাদীর স্থলে আরেক ব্যক্তিকে প্রতিস্থাপনে বাদী অসম্মত হলে আদালত ওই ব্যক্তিকে দ্বিতীয় প্রতিবাদী হিসাবে মামলার শরিক হওয়ার আদেশ দিতে পারে।

ধারা ২৭. **তৃতীয় পক্ষ**

বিরোধের বিষয়ে পৃথক দাবীদার পক্ষগুলি আদালত কর্তৃক রায় ঘোষণার আগে মামলায় যোগ দিতে পারে। তারা বাদীর যাবতীয় অধিকার ভোগ করবে ও সকল দায়িত্ব পালন করবে।

বিরোধের বিষয়ে যে-পক্ষ পৃথক দাবী উত্থাপন করে না তারাও আদালত কর্তৃক রায় ঘোষণার পূর্বে বাদীর বা প্রতিবাদীর যেকোন পক্ষে মামলায় যোগ দিতে পারে, যেখানে মামলার সিদ্ধান্ত বাদী বা প্রতিবাদীর পক্ষে বা বিপক্ষে গেলে তাদের অধিকার বা দায়িত্ব প্রভাবিত হতে পারে। পক্ষগুলির বা অভিশংসকের প্রস্তাবে বা আদালতের খোদ প্রস্তাবে তাদের মামলায় যোগদানে তলব করাও চলে। পৃথক দাবী উত্থাপন করে নি এমন তৃতীয় পক্ষ কার্যবিধিগত অধিকারগুলি ভোগ করবে ও মামলাকারীর কার্যবিধিগত দায়িত্ব গ্রহণ করবে, কেবল পারবে না দাবীর কারণ ও বিষয়বস্তু বদলাতে, দাবীর পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে, দাবীর অধিকার ত্যাগ করতে, দাবীর সত্যতা স্বীকার করতে বা আপস করতে।

ধারা ২৮. **আদালতে প্রতিনিধিত্ব**

নাগরিকরা আদালতে নিজে বা তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে মামলার সওয়াল-জবাব চালাতে পারে। অযোগ্যদের মামলার সওয়াল-জবাব করবে তাদের বৈধ প্রতিনিধিরা।

বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মামলাগুলির সওয়াল-জবাব করবে তাদের এজেন্সি বা তাদের প্রতিনিধিরা।

ধারা ২৯. **মামলার কার্যক্রমে অভিশংসকের শরিকানা**

অভিশংসক অন্য ব্যক্তিদের অধিকার ও বৈধ স্বার্থগুলি রক্ষার জন্য আদালতে আপীল করতে কিংবা রাষ্ট্র বা সামাজিক স্বার্থ বা নাগরিকদের অধিকার ও বৈধ স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে কার্যক্রমের যেকোন পর্যায়ে মামলা রুজু করতে পারে।

দেওয়ানি মামলার বিচারে অভিশংসকের শরিকানা বাধ্যতামূলক, যেখানে তা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট বা যেখানে কোন মামলায় অভিশংসকের শরিকানা আদালত কর্তৃক স্বীকৃত।

মামলায় শরিক অভিশংসক মামলার বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হবে, আপত্তি জানাবে, সাক্ষ্য উপস্থিত করবে, সাক্ষ্য পরীক্ষায় যোগ দেবে, আর্জি

পেশ করবে, মামলাকালে উদ্ভূত ব্যাপারগুলি ও সামগ্রিকভাবে মামলার সত্যাসত্যতা সম্পর্কে নিজ অভিমত জানাবে ও আইনসিদ্ধ অন্যান্য কার্যবিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা ৩০. **অন্যদের অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন, সংস্থা, উদ্যোগ, সংগঠন ও নাগরিকের মামলায় শরিকানা**

মামলাগুলিতে আইনের শর্তাধীনে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, সংস্থা, সংগঠন, যৌথখামার, অন্যান্য সমবায় সংগঠন ও সেগুলির সমিতি, অন্যান্য গণসংগঠন বা নাগরিকগণ অন্যদের অধিকার ও বৈধ স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

মামলাগুলিতে আইনের শর্তাধীনে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সংস্থা আদালতের নির্দেশে বা নিজেদের প্রস্তাব মোতাবেক নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য, নাগরিকদের অধিকার বা রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্য মামলায় নিজ মতামত জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে মোকদ্দমায় শরিক হতে পারে।

বর্তমান ধারায় উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সংস্থা, উদ্যোগ, সংগঠন ও সংস্থা নিজেদের প্রতিনিধির মাধ্যমে এবং কোন নাগরিক মামলার বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হতে, আপত্তি জানাতে, সওয়াল-জবাব করতে, সাক্ষ্য দিতে, সাক্ষ্যপরীক্ষায় শরিক হতে, আর্জি পেশ করতে ও আইনের শর্তাধীন অন্যান্য পদ্ধতিগত কার্যসম্পাদন করতে পারে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

অগ্রাধিকারী আদালতের কার্যক্রম

ধারা ৩১. **দেওয়ানি মামলায় প্রস্তাবের আদালতগ্রাহ্যতা**

দেওয়ানি মামলায় কোন প্রস্তাব আদালতগ্রাহ্য হবে কি না স্বয়ং বিচারপতি সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বিচারপতি কোন্ কোন্ প্রস্তাবের আদালতগ্রাহ্যতা অস্বীকার করবে:

১) যেখানে মামলা আদালতের বিচার সাপেক্ষ নয়;

২) যেখানে মামলাকারী পক্ষ নির্দিষ্ট বর্গের মামলার জন্য আইনে প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়-বহির্ভূত মীমাংসার প্রাথমিক কার্যবিধি পালনে ব্যর্থ হয়েছে;

৩) যেখানে অভিন্ন পক্ষগুলির মধ্যেকার বিরোধে, অভিন্ন বিষয়ে, অভিন্ন কারণে আদালতে চূড়ান্ত রায় বা বিনির্দেশ রয়েছে, যাতে বিবৃত আছে বাদীর দাবী ত্যাগ বা পক্ষগুলির আপসের স্বীকৃতি;

৪) যেখানে অভিন্ন পক্ষগুলির মধ্যে, অভিন্ন বিষয়ে, অভিন্ন কারণে আদালতে মামলা অমীমাংসিত রয়েছে;

৫) যেখানে অভিন্ন পক্ষগুলির মধ্যে, অভিন্ন বিষয়ে, অভিন্ন কারণে কোন মামলায় কমরেডদের আদালত তার এখতিয়ারের মধ্যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে;

৬) যেখানে কোন বিরোধ সালিসী বোর্ডের কাছে দেয়ার জন্য পক্ষগুলি চুক্তিবদ্ধ হয়েছে;

৭) যেখানে মামলাটি উক্ত আদালতের এখতিয়ারভুক্ত নয়;

৮) যেখানে অভিযোগ অযোগ্য ব্যক্তি উত্থাপন করেছে;

৯) যেখানে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তি মামলা পরিচালনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়।

প্রস্তাব নাকচকালে বিচারপতি কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি উদ্দেশ্যমূলক বিনির্দেশ নথিভুক্ত করবে।

বর্তমান ধারার ২য়, ৭ম, ৮ম ও ৯ম ক্ষেত্রে উল্লিখিত কারণে বিচারপতি কর্তৃক কোন প্রস্তাব নাকচ একই মামলার জন্য পুনরায় আদালতে নতুন আর্জি পেশের ব্যাপারে কোন বাধা সৃষ্টি করবে না, যদি ত্রুটিগুলি সংশোধিত হয়।

ধারা ৩২. **দাবীর নিশ্চয়তা**

আদালত বা বিচারপতি মামলার শরিকদের প্রস্তাবে বা আদালতের প্রস্তাবে দাবী নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। কার্যক্রমের যেকোন পর্যায়ে দাবীর নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব, যেখানে এই ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতার দরুণ আদালতের রায় কার্যকরকরণ কঠিনতর বা অসম্ভব হতে পারে।

ধারা ৩৩. **বিচারের জন্য দেওয়ানি মামলার প্রস্তুতি**

প্রস্তাব সমর্থিত হওয়ার পর বিচারপতি মামলার দ্রুত ও শুদ্ধ ন্যায়নির্ণয়নের জন্য বিচারের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

ধারা ৩৪. **বিচারগত পরীক্ষা**

মামলার শরিকদের আনুষঙ্গিক যথাযোগ্য নোটিশ প্রদানের পর আদালতে দেওয়ানি মামলার বিচার অনুষ্ঠিত হবে।

আদালত মামলার পক্ষগুলি ও অন্যান্য শরিকদের সওয়াল-জবাব শুনবে, অন্যান্য সাক্ষ্যপরীক্ষা ও অন্যান্য কার্যবিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সওয়াল-জবাব ও অভিশংসকের মতামত শোনার পর আদালত রায় ঘোষণার জন্য অধিবেশন কক্ষে প্রত্যাবর্তন করবে।

ধারা ৩৫. **প্রত্যক্ষ, মৌখিক ও বিরতিহীন বিচার**

অগ্রাধিকারী আদালত কোন মামলার বিচারে মামলার নথিভুক্ত সাক্ষ্যগুলি অবশ্যই সরাসর পরীক্ষা করবে: মামলার শরিকদের সওয়াল-জবাব, সাক্ষীদের সাক্ষ্য, পরীক্ষকদের মতামত শুনবে, দলিলগত সাক্ষ্যাদি পরীক্ষা করবে ও প্রদর্শসামগ্রী দেখবে। বর্তমান নিয়মের অব্যাহতি অনুমোদিত হবে কেবল ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধানে প্রতিষ্ঠিত ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে।

মামলার বিচার হবে মৌখিক ও বিচারপীঠের পরিবর্তন ব্যতিরেকে। মামলা চলাকালে কোন বিচারপতি বদলি হলে মামলার শুনানি আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।

বিশ্রামের নির্ধারিত সময় ব্যতিরেকে মামলার বিচার চলবে বিরতিহীনভাবে। যে-মামলা শুরু হয়েছে তা সমাপ্ত বা মুলতুবি না হলে আদালতে অন্য মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হবে না।

ধারা ৩৬. **বিচারে জনসাধারণের শরিকানা**

গণসংগঠন ও শ্রমসঙ্ঘের প্রতিনিধিরা যারা মামলার সংশ্লিষ্টই পক্ষ নয়, তারা আদালতের বিনির্দেশ সাপেক্ষে, আদালতের সামনে আনীত মামলা সম্পর্কে নিজ সংগঠন ও সঙ্ঘের মতামত আদালতে উপস্থাপনের জন্য বিচারগত কার্যক্রমে শরিকানার অনুমতি লাভ করতে পারবে।

গণসংগঠন ও শ্রমসঙ্ঘের প্রতিনিধিদের অধিকার ও কর্তব্য ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধানে নির্ধারিত হবে।

ধারা ৩৭. **আদালতের রায়**

আদালতের রায় আইনত শুদ্ধ ও ন্যায়সঙ্গত হবে।

আদালত কেবল মামলায় পরীক্ষিত সাক্ষ্যের উপরই রায়ের ভিত্তি স্থাপন করবে। সর্বাবস্থায় রায়ে বিবৃত থাকবে: আদলত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পারিপার্শ্বিক অবস্থা; যে-সাক্ষ্যের উপর আদালতের রায়ের ভিত্তি নিহিত তা এবং কোন সাক্ষ্য খারিজ হলে তার কারণ; যে-আইনে আদালত

পরিচালিত হয়েছে; দাবী অংশত বা সম্পূর্ণত গ্রহণকারী বা খারিজকারী আদালত-সিদ্ধান্ত; রায়ের বিরুদ্ধে আপীল রুজুর সময়সীমা ও ধরন।

মামলায় প্রতিষ্ঠিত পরিপার্শ্বিক অবস্থার ভিত্তিতে আদালত ন্যায়নির্ণয়নে বাদীর দাবী অপেক্ষা অধিকতর দাবী অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যেখানে তা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, সংস্থা, সংগঠন, যৌথখামার, অন্যান্য সমবায় সংস্থা, সেগুলির সমিতি, অন্যতর গণসংগঠন ও নাগরিকদের অধিকার ও বৈধ স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজন।

আদালতের রায় সংখ্যাগুরু ভোটে, লিখিতভাবে, সকল বিচারপতি দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়ে গৃহীত হবে। যেকোন বিচারপতি নথিতে তার মতানৈক্য উল্লেখ করতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের নামে এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির আদালত স্ব স্ব ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের নামে রায় ঘোষণা করবে।

আদালত কোন মামলার রায় দানের পর তা বলবৎ করার ধরন নির্ধারণ করতে, তা বলবৎকরণ বাতিল করতে, কিশতিতে তা কার্যকর করার অনুমতি দিতে, আধেয় না বদলে তার রায় ব্যাখ্যা করতে, বিচারে পরীক্ষিত কিন্তু আদালত কর্তৃক মীমাংসিত নয় এমন একটি দাবী সম্পর্কে অনুপূরক সিদ্ধান্তও নথিভুক্ত করতে পারবে।

ধারা ৩৮. **আদালতের রাইডার**

আদালত দেওয়ানি মামলার বিচারে কোন কর্মকর্তা বা নাগরিক কর্তৃক আইন বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের নিয়মলঙ্ঘন, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, সংস্থা, সংগঠন, যৌথখামার, অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠান, সেগুলির সমিতি, বা অন্যতর গণসংগঠনের কাজে কোন মৌলিক ত্রুটি প্রত্যক্ষ করলে রায়ের সঙ্গে একটি রাইডার যোগ করবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, উদ্যোগ, সংস্থা, সংগঠন, কর্মকর্তা, বা শ্রমসঙ্ঘের কাছে পাঠাবে, যারা তাদের গৃহীত ব্যবস্থাগুলি অবশ্যই আদালতকে জানাবে।

দেওয়ানি মামলায় আদালত কোন দল বা কোন ব্যক্তির কাজে অপরাধের নিদর্শন আবিষ্কার করলে আদালত তা অভিশংসককে জানাবে বা ফৌজদারি কার্যক্রম রুজু করবে।

ধারা ৩৯. **আদালতের রায় আইনত বলবৎকরণ**

রদকরণের আপীল বা প্রতিবাদ দায়ের করার মেয়াদের মধ্যে রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপীল বা প্রতিবাদ রুজু না করলে আদালতের রায় আইনত বলবৎ হবে। যেখানে রদকরণের আপীল বা রদকরণের প্রতিবাদ দায়ের করা হয়েছে সেখানে রায় বাতিল না হলে উচ্চতর আদালতে পরীক্ষার পর তা আইনত বলবৎ হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের রায় ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনত বলবৎ হবে।

রায় আইনত বলবৎ হওয়ার পর মামলার পক্ষগুলি ও অন্যান্য শরিকরা বা তাদের বৈধ উত্তরাধিকারীরা অভিন্ন কারণে, অভিন্ন মামলা দায়ের করবে না বা আদালত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঘটনা ও বৈধ সম্পর্ক নিয়ে আরেকটি মামলা রুজু করবে না।

ধারা ৪০. **কার্যক্রম স্থগিত রাখা**

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে আদালত মামলার কার্যক্রম স্থগিত রাখতে পারে:

১) কোন নাগরিকের মৃত্যুতে, যেখানে বিবাদযুক্ত বৈধ সম্পর্কে উত্তরাধিকার স্বীকৃত, বা মামলার শরিক বিচার সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির বিলোপে;

২) এক পক্ষ সক্রিয় বৈধ ক্ষমতা হারালে;

৩) সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীর লড়াইরত ইউনিটে প্রতিবাদী কর্মরত থাকলে, বা সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনীর লড়াইরত কোন ইউনিটে কর্মরত বাদীর প্রস্তাবে;

৪) একটি মামলার বিচার আরেকটি মামলার ন্যায়নির্ণয়ন না হওয়া অবধি — যা কোন দেওয়ানি, ফৌজদারি বা প্রশাসনিক কার্যক্রমে পরীক্ষিত হচ্ছে — অসম্ভব হলে।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিধানে মামলায় অন্যান্য কারণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যার ভিত্তিতে আদালত শরিকদের প্রস্তাবে বা নিজের উদ্যোগে মামলার কার্যক্রম স্থগিত রাখতে পারে।

ধারা ৪১. **মামলা খারিজ**

আদালত মামলা খারিজ করতে পারে:

১) যেখানে মামলা আদালতের বিচার সাপেক্ষ নয়;

২) যেখানে আদালতে মামলাকারী ব্যক্তি নির্দিষ্ট বর্গের মামলার জন্য

বিচারালয়-বহির্ভূত মীমাংসার আইন প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক কার্যবিধি পালনে ব্যর্থ হয়েছে, এবং যেখানে এই ধরনের কার্যক্রমের আশ্রয় গ্রহণ আর সম্ভবপর নয়;

৩) যেখানে কোন বিরোধে অভিন্ন পক্ষগুলির মধ্যে, অভিন্ন বিষয়ে ও অভিন্ন কারণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, অর্থ বা বাদীর দাবী পরিত্যাগ বা আপসে স্বীকৃতি গ্রহণের কোন বিনির্দেশ রয়েছে;

৪) যেখানে বাদী নিজ দাবী পরিত্যাগ করেছে ও এই ত্যাগ আদালতের স্বীকৃতি পেয়েছে;

৫) যেখানে পক্ষগুলি আপসে রাজি হয়েছে ও তাতে আদালত অনুমোদন দিয়েছে;

৬) যেখানে অভিন্ন পক্ষগুলির মধ্যে, অভিন্ন বিষয়ে, অভিন্ন কারণে কোন বিরোধে কমরেডদের আদালত নিজ এখতিয়ারের আওতায় সিদ্ধান্ত দিয়েছে;

৭) যেখানে সালিসী বোর্ডে বিরোধটি পেশ করার জন্য পক্ষগুলি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে;

৮) যেখানে মামলার শরিক কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে বিরোধপূর্ণ বৈধ সম্পর্ক উত্তরাধিকার অনুমোদন করে না।

কোন মামলা বাতিল হলে অভিন্ন পক্ষগুলি, অভিন্ন বিষয়ে, অভিন্ন কারণে তা পুনরায় রুজু করতে পারে না।

ধারা ৪২. **মামলায় প্রবৃত্ত হতে অস্বীকৃতি**

আদালত মামলায় প্রবৃত্ত হতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে:

১) যেখানে মামলাকারী ব্যক্তি নির্দিষ্ট বর্গের মামলার জন্য বিচারালয়-বহির্ভূত মীমাংসার আইন প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক কার্যবিধি পালনে ব্যর্থ হয়েছে, এবং যেখানে এই ধরনের মামলার কার্যক্রমের আশ্রয় গ্রহণ তখনো সম্ভবপর থাকে;

২) যেখানে বাদী আইনত অযোগ্য ব্যক্তি;

৩) যেখানে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রস্তাব উত্থাপনকারী ব্যক্তি মামলার সওয়াল-জবাবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়;

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধান অন্যান্য কারণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে যেগুলির ভিত্তিতে আদালত মামলায় প্রবৃত্ত হতে অস্বীকার করতে পারে।

মামলায় প্রবৃত্ত হতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণগুলি দূর করা হলে

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সেই মামলাটি সাধারণ কার্যবিধি অনুসারে রুজু করতে পারবে।

ধারা ৪৩. **একটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের আদালত থেকে অন্য ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের আদালতে মামলা স্থানান্তর**

একটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের আদালত থেকে অন্য ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের আদালতে মামলা স্থানান্তর কার্যকর হবে আদালতের বিনির্দেশের বলে, এই বিনির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল বা প্রতিবাদ দাখিলের সময়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে, এবং আপীল বা প্রতিবাদ দাখিলের পর সেই আপীল বা প্রতিবাদ প্রত্যাখ্যানকারী বিনির্দেশ গৃহীত হলে।

মামলার স্থল সম্পর্কে বিভিন্ন ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের আদালতের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত মীমাংসা করবে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

রদকরণ ও আবেক্ষণ কার্যক্রম

ধারা ৪৪. **রায়ের বিরুদ্ধে রদকরণের আপীল ও প্রতিবাদের অধিকার**

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের রায়গুলি ছাড়া অন্য সকল আদালতের রায়ের ক্ষেত্রে মামলার পক্ষগুলি ও অন্যান্য শরিকরা ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধানে প্রতিষ্ঠিত সময়সীমার মধ্যে রদকরণের আপীল রুজু করতে পারে।

অভিশংসক কোন মামলায় তার শরিকানা নির্বিশেষে আইনত অশুদ্ধ ও অসিদ্ধ রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দাখিল করবে।

মামলায় দাখিল করা আপীল বা প্রতিবাদের নকল মামলার পক্ষগুলি ও অন্যান্য শরিকদের কাছে অবশ্যই প্রেরিত হবে। রদকরণের আদালতে মামলা পুনরীক্ষণের স্থান ও সময় সম্পর্কে মামলার পক্ষগুলি ও অন্যান্য শরিকদের অবশ্যই নোটিশ দিতে হবে।

আপীল ও প্রতিবাদের নকল পাঠানোর কার্যবিধি এবং রদকরণের আদালতে মামলা পুনরীক্ষণের স্থান ও সময় সম্পর্কে নোটিশ জারির কার্যবিধি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধানে নির্ধার্য।

ধারা ৪৫. **রদকরণ কার্যক্রমে মামলা পুনরীক্ষণ**

রদকরণ কার্যক্রমে একটি মামলার পুনরীক্ষণে আদালত মামলায় নথিভুক্ত উপকরণ এবং মামলার পক্ষগুলি ও অন্যান্য শরিকদের উপস্থাপিত অতিরিক্ত উপকরণের ভিত্তিতে অগ্রাধিকারী আদালতের রায় আইনত শুদ্ধ ও সিদ্ধ হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করবে, এবং তা রায়ের বিতর্কিত ও অবিতর্কিত অংশের ক্ষেত্রে ও যারা আপীল করে নি তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

গণসংগঠন ও শ্রমসঙ্ঘের প্রতিনিধিবর্গ, যারা মামলার শরিক নয়, তারাও রদকরণ কার্যক্রমে মামলার পুনরীক্ষণে উপস্থিত থাকতে পারে। অধিকন্তু, একবার অগ্রাধিকারী আদালতে যোগ দেয়ার পর এজন্য অতিরিক্ত অধিকার নিষ্প্রয়োজন।

রদকরণের আপীল বা প্রতিবাদে বর্ণিত কারণগুলি আদালতের পক্ষে অবশ্যপালনীয় নয়, পুরো মামলাটিই তার পক্ষে পরীক্ষণীয়।

কোন মামলা রদকরণ কার্যক্রমে পুনরীক্ষণের সময় অভিশংসক রায়টি আইনত শুদ্ধ ও সিদ্ধ কি না সে-সম্পর্কে নিজ মতামত দিবে।

ধারা ৪৬. **রদকরণ আদালতের ক্ষমতা**

কোন রদকরণ কার্যক্রমে একটি মামলা পুনরীক্ষণের পর আদালত একটি বিনির্দেশ দিতে পারে:

১) রায়টি অপরিবর্তিত রেখে এবং আপীল বা প্রতিবাদ অসন্তোষজনক বিধায় খারিজ করে;

২) রায়টি পুরোপুরি বা অংশত রদ করে এবং অগ্রাধিকারী আদালতে নতুনভাবে বিচারের জন্য মামলাটি ফেরত পাঠিয়ে;

৩) রায়টি পুরোপুরি বা অংশত রদ করে ও মামলাটি খারিজ করে বা মামলা চালাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে;

৪) নতুনভাবে বিচারের জন্য মামলা ফেরত না পাঠিয়ে রায় পরিবর্তন করে বা নতুন রায় দিয়ে যেখানে মামলার জন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ বা অতিরিক্তি পরীক্ষা নিষ্প্রয়োজন, এবং যেখানে অগ্রাধিকারী আদালত মামলার ঘটনা সম্পূর্ণত ও শুদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, কিন্তু পাকা আইনের নিয়ম প্রয়োগে ত্রুটি ঘটিয়েছে।

ধারা ৪৭. **রদকরণ কার্যক্রমে রায় বাতিলের কারণ**

নিম্নোক্ত কারণে রদকরণের কার্যক্রমে রায় বাতিল ঘোষণা করা ও অগ্রাধিকারী আদালতে মামলা নতুনভাবে বিচারেরর জন্য ফেরত পাঠান যাবে: মামলার ঘটনাগুলি যথেষ্ট স্পষ্ট নয়; আদালত মামলার যেসব কারণ প্রতিষ্ঠিত হিসাবে বিবেচনা করেছে সেগুলি প্রমাণিত হয় নি; রায়ে বর্ণিত আদালতের সিদ্ধান্তগুলি মামলার ঘটনার অনুষঙ্গী নয়; পাকা আইনের নিয়ম বা সংযোজিত আইনের নিয়ম অশুদ্ধভাবে প্রযুক্ত হয়েছে বা লঙ্ঘিত হয়েছে;

বর্তমান মূলসূত্রের ৪১ ও ৪২ নং ধারায় বর্ণিত কারণে আদালতের রায় রদকরণের মাধ্যমে বাতিল সাপেক্ষ হবে, যেখানে আদালত মামলা খারিজ করে বা মামলা চালাতে অস্বীকৃত হয়।

মূলগতভাবে শুদ্ধ কোন রায় শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক কারণে বাতিল করা যাবে না।

ধারা ৪৮. **অগ্রাধিকারী আদালতের বিনির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল ও প্রতিবাদ**

ঊর্ধ্বতন আদালতে অগ্রাধিকারী আদালতের বিনির্দেশের বিরুদ্ধে রায় থেকে আলাদাভাবে মামলার পক্ষগুলি ও অন্যান্য শরিকরা আপীল করতে এবং অভিশংসক প্রতিবাদ দাখিল করতে পারে আইন নির্ধারিত ক্ষেত্রে এবং যেখানে বিনির্দেশে মামলার আরও কার্যক্রম গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়েছে, তবে ব্যতিক্রম ঘটবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালতের বিনির্দেশের ক্ষেত্রে।

ধারা ৪৯. **বিচারগত আবেক্ষণের পথে চূড়ান্ত রায়, বিনির্দেশ ও নির্দেশ পুনরীক্ষণ**

অভিশংসক, আদালতের সভাপতি ও এই ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহ-সভাপতিদের প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে বিচারগত আবেক্ষণের মাধ্যমে আইনত বলবৎ হওয়া রায়, বিনির্দেশ ও নির্দেশগুলির পুনরীক্ষণ চলবে।

আবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবাদ দাখিলের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট রায়, বিনির্দেশ ও নির্দেশগুলি বলবৎকরণ মুলতুবি রাখতে পারে, যতক্ষণ-না আবেক্ষণের মাধ্যমে কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটছে।

আবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবাদ দাখিলকারী কর্মকর্তা মামলার শুনানির আগে তা প্রত্যাহারের অধিকারী। শুনানিকালে প্রতিবাদ প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করা যাবে না।

আবেক্ষণের পথে একটি মামলা পুনরীক্ষণের সময় আদালত মামলার

নথিভুক্ত সাক্ষ্য ও উপস্থাপিত অতিরিক্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায়, বিনির্দেশ ও নির্দেশ আইনত শুদ্ধ ও সিদ্ধ কি না পরীক্ষা করবে এবং তা রায়ের বিতর্কিত ও অবিতর্কিত অংশে, প্রতিবাদে অনুল্লিখিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

আদালত প্রতিবাদে উল্লিখিত কারণগুলি পালনে বাধ্য নয় এবং সে পুরো মামলাটি অবশ্যই পরীক্ষা করবে।

অভিশংসক আবেক্ষণ কার্যক্রমে শরিক হবে, নিজ প্রতিবাদ বা ঊর্ধ্বতন অভিশংসকের দাখিলকৃত প্রতিবাদ সমর্থন করবে কিংবা আদালতের সভাপতি বা সহ-সভাপতি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবাদ পুনরীক্ষণ সম্পর্কে নিজ মতামত দেবে।

মামলায় দাখিলকৃত প্রতিবাদের নকল মামলার পক্ষ ও অন্যান্য শরিকদের কাছে পাঠাতে হবে। আবেক্ষণ কার্যক্রমের সময় ও স্থান সম্পর্কে নোটিশ প্রয়োজনবোধে মামলার পক্ষ ও অন্যান্য শরিকদের জারি করতে হবে।

প্রতিবাদের নকল পাঠানোর কার্যবিধি এবং আবেক্ষণের মাধ্যমে পুনরীক্ষণের সময় ও স্থান সম্পর্কে নোটিশ জারির কার্যবিধি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধান মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত হবে।

ধারা ৫০. **আবেক্ষণের মাধ্যমে মামলা পুনরীক্ষণকারী আদালতের ক্ষমতা**

আবেক্ষণের মাধ্যমে মামলা পুনরীক্ষণের পর আদালত একটি বিনির্দেশ বা নির্দেশ দিতে পারে:

১) রায়টি অপরিবর্তিত রেখে এবং আপীল বা প্রতিবাদ সন্তোষজনক নয় বিধায় তা খারিজ করে;

২) রায় পুরোপুরি বা আংশিক বাতিল করে, এবং মামলাটি অগ্রাধিকারী আদালতে বা রদকরণের আদালতে নতুনভাবে বিচারের জন্য পাঠিয়ে;

৩) রায় পুরোপুরি বা আংশিক বাতিল করে এবং মামলা খারিজ করে বা মামলা চালাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে;

৪) মামলায় আগের একটি রায়, বিনির্দেশ বা নির্দেশ অটুট রেখে;

৫) নতুনভাবে বিচারের জন্য মামলাটি ফেরৎ না পাঠিয়ে রায়, বিনির্দেশ বা নির্দেশ পরিবর্তন করে বা নতুন রায় দিয়ে যেখানে মামলার জন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ বা অতিরিক্ত পরীক্ষা নিষ্প্রয়োজন, এবং যেখানে অগ্রাধিকারী আদালত মামলার ঘটনা সম্পূর্ণ ও শুদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, কিন্তু পাকা আইনের নিয়ম প্রয়োগে ত্রুটি ঘটিয়েছে।

ধারা ৫১. **আবেক্ষণের মাধ্যমে আদালতের রায়, বিনির্দেশ বা নির্দেশ রদের কারণ**

আদালতের রায় বিনির্দেশ বা নির্দেশের অসিদ্ধতা, কিংবা পাকা আইনের বা সংযোজিত আইনের নিয়মের মৌলিক লঙ্ঘন হবে আবেক্ষণের মাধ্যমে সেগুলি রদের কারণ।

বর্তমান মূলসূত্রের ৪১ ও ৪২ নং ধারায় বর্ণিত কারণে আদালতের রায়, বিনির্দেশ বা নির্দেশ আবেক্ষণের মাধ্যমে বাতিল সাপেক্ষ হবে, যেখানে আদালত মামলা খারিজ করে বা মামলা চালাতে অস্বীকৃত হয়।

ধারা ৫২. **উচ্চতর আদালতের নির্দেশগুলির আজ্ঞামূলক ধরন**

রদকরণে কার্যক্রমে বা বিচারগত আবেক্ষণের মাধ্যমে কোন মামলা পুনরীক্ষণরত আদালতের বিনির্দেশে বা নির্দেশে বর্ণিত আদেশ পুনর্বিচাররত আদালতের উপর আজ্ঞামূলক হবে।

রদকরণের কার্যক্রমে বা বিচারগত আবেক্ষণের মাধ্যমে মামলা পুনরীক্ষণরত আদালত কোন প্রমাণিত ঘটনা প্রতিষ্ঠা বা বিবেচনা করতে পারবে না, যা রায়ে প্রতিষ্ঠিত বা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, কিংবা কোন সাক্ষ্যের প্রামাণ্যতা বা অপ্রামাণ্যতা বা কোন সক্ষ্যের আপেক্ষিক মূল্য পূর্বনির্ধারণ করতে পারবে না, পাকা আইনের কোন নিয়ম প্রয়োগ করবে না বা মামলার নতুন শুনানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না।

আবেক্ষণের মাধ্যমে কোন মামলার পুনরীক্ষণে রদকরণের বিনির্দেশ বাতিলকরণে আদালত এমন কোন সিদ্ধান্ত আগ থেকে গ্রহণ করবে না যা রদকরণের আদালত নতুন শুনানিতে গ্রহণ করতে পারে।

ধারা ৫৩. **নতুন পারিপার্শ্বিক ঘটনা আবিষ্কারের কারণে চূড়ান্ত রায়, বিনির্দেশ ও নির্দেশ পুনরীক্ষণ**

নতুন পরিপার্শ্বিক ঘটনা আবিষ্কারের কারণে আইনত বলবৎ চূড়ান্ত রায়, বিনির্দেশ ও নির্দেশ পুনরীক্ষণ করা যাবে।

নতুন পারিপার্শ্বিক ঘটনা আবিষ্কারের প্রেক্ষিতে রায়, বিনির্দেশ ও নির্দেশ পুনরীক্ষণের কারণ হবে নিম্নরূপ:

১) মামলার বিষয়বস্তুর কোন ঘটনা অজ্ঞাত ছিল এবং বাদীর তা জানার উপায় ছিল না;

২) সাক্ষীর মিথ্যা সাক্ষ্য, পরীক্ষকের ভুল মতামত, তর্জমায় ইচ্ছাকৃত

ভুল, জাল-করা দলিলপত্র বা প্রদর্শসামগ্রী, যা আদালতের চূড়ান্ত রায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যেজন্য আইনে অশুদ্ধ ও অসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল;

৩) মামলার পক্ষগুলি ও অন্যান্য শরিক বা তাদের প্রতিনিধিদের অপরাধমূলক কার্যকলাপ, মামলার শুনানির সময় বিচারপতিদের কৃত অপরাধমূলক কাজ — আদালতের চূড়ান্ত রায়ে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল;

৪) আদালতের রায়, দন্ডাদেশ, বিনির্দেশ বা নির্দেশ কিংবা অন্য যেকোন প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত রদ হলে, যা প্রদত্ত রায়, বিনির্দেশ বা নির্দেশের ভিত্তি ছিল।

নতুন আবিষ্কৃত পারিপার্শ্বিক ঘটনার কারণে আইনত বলবৎ রায় সেই আদালতই পুনরীক্ষণ করবে, যে-আদালত রায়টি দিয়েছিল। রদকরণ ও আবেক্ষণের যেসব বিনির্দেশ ও নির্দেশ অগ্রাধিকারী আদালতের রায় রদ করে বা নতুন রায় দেয় সেগুলি নতুন আবিষ্কৃত পারিপার্শ্বিক ঘটনার কারণে সেই আদালতই পুনরীক্ষণ করবে যে রায় পরিবর্তন করেছিল বা নতুন রায় দিয়েছিল।

নতুন আবিষ্কৃত পারিপার্শ্বিক ঘটনার কারণে চূড়ান্ত রায়, বিনির্দেশ ও নির্দেশ পুনরীক্ষণের সময়সীমা ও কার্যবিধি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধান মোতাবেক নির্ধারিত হবে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

আইনত বলবৎ রায় কার্যকরকরণ

ধারা ৫৪. **আদালতের রায় আইনত বলবৎ হওয়ার পর কার্যকরকরণ**

আদালতের রায় আইনত বলবৎ হওয়ার পর কার্যকর করা হবে, ব্যতিক্রম ঘটবে কেবল ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধান প্রতিষ্ঠিত ধরনে আশু কার্যকর করার ক্ষেত্রে।

আদালতের রায় বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর করা হবে অধমর্ণ কর্তৃক স্বেচ্ছায় আদালতের রায় কার্যকর করার মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে দেওয়ার পর ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী।

কোন বিচারের রায়ে, যেখানে অন্তত একটি পক্ষ নাগরিক, সেক্ষেত্রে

চূড়ান্ত রায় হওয়ার তিন বছরের মধ্যে এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে এক বছরের মধ্যে তা কার্যকর করার জন্য উপস্থাপিত হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধান কোন কোন বর্গের মামলার ক্ষেত্রে আদালতের রায় কার্যকর করার জন্য অন্যতর মেয়াদ দিতে পারে।

ধারা ৫৫. **আদালতের রায় কার্যকর করার নির্দেশের আজ্ঞামূলক ধরন**

আদালতের রায় কার্যকর করার জন্য বেলিফ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকার সর্বত্র সকল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, সংস্থা, সংগঠন, যৌথখামার, অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠান, সেগুলির সমিতি, কর্মকর্তা ও সকল নাগরিকের পক্ষে অবশ্যপালনীয় হবে।

ধারা ৫৬. **আদালতের রায় শুদ্ধভাবে ও যথাসময়ে কার্যকরণের উপর নিয়ন্ত্রণ**

আদালতের রায় শুদ্ধভাবে ও যথাসময়ে কার্যকর করার উপর বিচারপতি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করবে।

মামলার পক্ষগুলি ও অন্যান্য শরিকরা আদালতের বেলিফের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারে। এই ধরনের আপীলের কার্যবিধি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধান মোতাবেক নিয়ন্ত্রিত হবে।

ধারা ৫৭. **নাগরিকবর্গ, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, সংস্থা, সংগঠন, যৌথখামার, অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠান, সেগুলির সমিতি ও অন্যান্য গণসংগঠনের সম্পত্তি পুনরুদ্ধার**

নাগরিকদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার বাস্তবায়িত হবে অধমর্ণের নিজস্ব সম্পত্তি, সাধারণ সম্পত্তিতে তার অংশভাগ, বৈবাহিক যৌথসম্পত্তি, যৌথখামারের জোতজমার মালিকানা বা নিজস্ব কৃষিভুঁই ক্রোকের মাধ্যমে।

অপরাধ অনুষ্ঠানের ফলে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতি পুনরুদ্ধার এভাবেও কার্যকর হতে পারে: বৈবাহিক যৌথসম্পত্তি বা যৌথখামারের জোতজমার মালিকানা কিংবা নিজস্ব কৃষিভুঁই ক্রোকের মাধ্যমে, যেখানে কোন ফৌজদারি মামলার রায় উক্ত সম্পত্তিটি অপরাধমূলক উপায়ে সংগৃহীত অর্থে অর্জিত বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শ্রমসঞ্চয়কারী রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে ও সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে নাগরিকদের জমা থেকে কোন ফৌজদারি মামলা থেকে উদ্ভূত দেওয়ানি

মামলায় আদালতের দণ্ড বা রায়ের কিংবা খোরপোশের মামলায় আদালতের রায়ের (পুনরুদ্ধারযোগ্য কোন উপার্জন বা অন্যতর কোন সম্পত্তি না থাকলে), বলে বা বৈবাহিক যৌথসম্পত্তি হিসাবে জমার বাটোয়ারা থেকে পাওনা আদায় করা যেতে পারে।

অধমর্ণের কোন সম্পত্তি না থাকলে বা এই সম্পত্তি পুরো দাবী আদায়ের জন্য যথেষ্ট না হলে তার মজুরি বা অন্যান্য উপার্জন, পেনসন বা বৃত্তি থেকে পাওনা আদায় করা যেতে পারে।

আদায়ের পরিমাণ মাসিক মজুরির বা অন্যান্য উপার্জন, পেনসন বা বৃত্তি, যা আইনত আদায়যোগ্য তার অংশের চেয়ে বেশি না হলে অধমর্ণের সম্পত্তি থেকে পাওনা আদায় করা যাবে না।

সাময়িক পঙ্গুত্বের জন্য পাওয়া সামাজিক বীমার সুবিধা ও যৌথখামারের পারস্পরিক সহায়তা তহবিল থেকে পাওয়া ভাতা থেকেও পাওনা আদায় করা যায়, তবে তা কেবল খোরপোশ, অঙ্গচ্ছেদ বা শরীরের উপর অন্যান্য আঘাত বা পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের জন্য প্রদত্ত আদালতের হুকুমে।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, সংস্থা, সংগঠন, যৌথখামার, অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠান, সেগুলির সমিতি, অন্যান্য গণসংগঠন থেকে পাওনা আদায় করা যাবে, সর্বোপরি অধমর্ণের ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানে রাখা নগদ জমা থেকে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধানে প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে।

নাগরিক, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, সংস্থা, সংগঠন, যৌথখামার, অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠান, সেগুলির সমিতি, ও অন্যান্য গণসংগঠনের যেসব সম্পত্তি এবং মজুরি ও অন্যান্য উপার্জন, পেনসন ও বৃত্তির পরিমাণ যা থেকে পাওনা আদায় করা চলে না তা এবং আদায়কৃত পাওনার পরিমাণ কম হওয়ার প্রেক্ষিতে দাবীপূরণের অগ্রাধিকারের ক্রম সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিধানে নিয়মেই নির্ণেয় হবে।

ধারা ৫৮. **সম্পত্তি পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত রায় অংশত কার্যকর করা, আদালতে আপস এবং অন্যান্য সিদ্ধান্ত**

সম্পত্তি পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত রায়, আদালতের বিনির্দেশ ও নির্দেশ, আদালতে আপস, কমরেডদের আদালত ও সালিসী বোর্ডের রোয়েদাদ, সামুদ্রিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য সালিসী কমিশনের রোয়েদাদ, শ্রমবিরোধ কমিশনের সিদ্ধান্ত, কারখানা ও অফিস ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির শ্রমবিরোধ

সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, লেখ্য-প্রমাণক দপ্তরের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ; আইনের শর্তাধীন বিচারে সালিসী সংস্থার সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত ও আদেশ, কার্যকর হবে আদালতের রায় কার্যকর করার ধরনে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

বিদেশী নাগরিক ও নাগরিকত্বহীন ব্যক্তিদের দেওয়ানি কার্যবিধিগত অধিকার।

বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা, বিদেশী আদালতের রোগাটারিপত্র ও রায়। আন্তর্জাতিক চুক্তি

ধারা ৫৯. **বিদেশী নাগরিক, বিদেশী উদ্যোগ ও সংগঠনের দেওয়ানি কার্যবিধিগত অধিকার**

বিদেশী নাগরিকরা সোভিয়েত ইউনিয়নের আদালতে দরখাস্ত করতে পারবে এবং সোভিয়েত নাগরিকদের মতোই দেওয়ানি কার্যবিধিগত অধিকার ভোগ করবে।

বিদেশী উদ্যোগ ও সংগঠন সোভিয়েত ইউনিয়নের আদালতে দরখাস্ত করতে পারবে এবং তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য কার্যবিধিগত অধিকার ভোগ করবে।

সোভিয়েত নাগরিক, উদ্যোগ ও সংগঠনের দেওয়ানি কার্যবিধিগত অধিকারের উপর বিশেষ নিয়ন্ত্রণ আরোপকারী দেশের নাগরিক, উদ্যোগ ও সংগঠনের উপর সোভিয়েত ইউনিয়নে মন্ত্রিপরিষদ সমুচিত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারবে।

ধারা ৬০. **নাগরিকত্বহীন ব্যক্তির দেওয়ানি কার্যবিধিগত অধিকার**

নাগরিকত্বহীন ব্যক্তিবর্গ আদালতে দরখাস্ত পেশের এবং সোভিয়েত নাগরিকদের মতোই অভিন্ন দেওয়ানি কার্যবিধিগত অধিকার ভোগের অধিকারী হবে।

ধারা ৬০.১. **সোভিয়েত আদালতে বিদেশী নাগরিক, নাগরিকত্বহীন ব্যক্তি, বিদেশী উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানের বিরোধের সঙ্গে জড়িত দেওয়ানি মামলার এবং যেসব বিরোধে অন্তত একটি পক্ষ বিদেশবাসী, সেইসব মামলার গ্রহণযোগ্যতা**

সোভিয়েত আদালতে বিদেশী নাগরিক, নাগরিকত্বহীন ব্যক্তি, বিদেশী উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানের বিরোধের সঙ্গে জড়িত দেওয়ানি মামলার এবং যেসব বিরোধে অন্তত একটি পক্ষ বিদেশবাসী, সেইসব মামলার গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধান, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের উক্ত বিধানের বহিস্থ মামলাগুলির ক্ষেত্রে তা নির্ধারণ করবে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধানে প্রতিষ্ঠিত আদালতগ্রাহ্যতার নিয়ম।

ধারা ৬১. **পররাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা। কূটনৈতিক বিমুক্তি**

কোন পররাষ্ট্রের কাছ থেকে দাবী আদায়ের জন্য সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা ও সোভিয়েত ইউনিয়নে অবস্থিত সেই রাষ্ট্রের সম্পত্তি দখল বস্তুত সংশ্লিষ্ট দেশের কেবল উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্মতি সাপেক্ষেই অনুমোদনীয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বর্ণিত সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুমোদিত বিদেশী কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের উপর দেওয়ানি মামলায় সোভিয়েত আদালতের এখতিয়ার কেবল ততটা বর্তাবে, যা আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ম বা সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক চুক্তি নির্ধারণ করে।

যেখানে কোন পররাষ্ট্র সোভিয়েত রাষ্ট্র, তার সম্পত্তি বা তার প্রতিনিধিকে অভিন্ন বিচারগত বিমুক্তি দেয় না, যা বর্তমান ধারা অনুসারে পররাষ্ট্রকে সোভিয়েত ইউনিয়নে তাদের সম্পত্তি বা প্রতিনিধিদের দেয়া হয়, সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সংস্থা ওই দেশ, তার সম্পত্তি বা প্রতিনিধিদের উপর সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ধারা ৬২. **বিদেশী আদালতের রোগাটারিপত্র কার্যকরকরণ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আদালত কর্তৃক বিদেশী আদালতে রোগাটারিপত্র প্রেরণ**

প্রতিষ্ঠিত ধরনে বিদেশী আদালত কর্তৃক কোন পদ্ধতিগত কার্যসম্পাদনের জন্য (সমন ও অন্যান্য নির্দেশ জারী, পক্ষ ও সাক্ষীদের জেরা, পরীক্ষকের রিপোর্ট সম্পাদন ও গৃহপরিদর্শন, ইত্যাদি) পাঠান রোগাটারিপত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের আদালত কার্যকর করবে, শুধু ব্যতিক্রম ঘটবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে যেখানে:

১) অনুরোধ পালন সোভিয়েত ইউনিয়নের সার্বভৌমত্বের বিরোধী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক;

২) অনুরোধ পালন আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত।

কয়েকটি পদ্ধতিগত কার্যসম্পাদনের জন্য প্রেরিত বিদেশী আদালতের রোগাটারিপত্র সোভিয়েত বিধানে কার্যকর করা হবে।

কোন পদ্ধতিগত কার্যসম্পাদনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের আদালত বিদেশী আদালতে রোগাটারিপত্র পাঠাতে পারে। সোভিয়েত ও বিদেশী আদালতগুলির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রক কার্যবিধি নির্ধারণ করবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিধান এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ।

ধারা ৬৩. **বিদেশী আদালত ও সালিসী বোর্ডের রায় সোভিয়েত ইউনিয়নে কার্যকরকরণ**

বিদেশী আদালত ও সালিসী বোর্ডের রায় সোভিয়েত ইউনিয়নে বলবৎকরণের কার্যবিধি নির্ধারণ করবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ। বিদেশী আদালত ও সালিসী বোর্ডের রায় সোভিয়েত ইউনিয়নে বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর করার জন্য উপস্থাপিত হতে পারে রায় বলবৎ হওয়ার তারিখের তিন বছরের মধ্যে।

ধারা ৬৪.**আন্তর্জাতিক চুক্তি**

যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে একটি পক্ষ বিধায় ওই চুক্তি দেওয়ানি কার্যবিধি সংক্রান্ত সোভিয়েত বিধানের অন্তর্গত নিয়মগুলি ছাড়াও অন্য নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করে সেখানে আন্তর্জাতিক চুক্তির নিয়মগুলি প্রযোজ্য হবে।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের দেওয়ানি কার্যবিধি সংক্রান্ত বিধানে একই শর্ত প্রযোজ্য হবে যেখানে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র কোন আন্তর্জাতিক চুক্তির শরিক বিধায় ওই চুক্তি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের দেওয়ানি কার্যবিধির অন্তর্গত নিয়ম ছাড়া ও অন্য নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করে।

১৯৬১ সালের ৮ ডিসেম্বর গৃহীত। পাঠে পরবর্তী সংশোধন ও সংযোজন রয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের গ্যাজেট, নং ৫০, ১৯৬১, দফা ৫২৬; নং ৩৩, ১৯৭২, দফা ২৮৯; নং ২১, ১৯৭৭, দফা ৩১৩; নং ৪২, ১৯৭৯, দফা ৬৯৭

ভ্লাদিমির তেরেবিলভ সোভিয়েত আইন ও আদালত

সোভিয়েত আইন ও আদালত

এই বইটি সোভিয়েত বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠকদের জন্য লিখিত। বইটির উল্লেখ্য বিষয়বস্তু: গণ-আদালতগুলির কাঠামো ও এখতিয়ার, সোভিয়েত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারসংস্থা হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত, অভিশংসক দপ্তর, প্রাথমিক অনুসন্ধানকারী সংস্থা ও পর্যালোচনা, এই আইন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামো ও কার্যকলাপের সারমর্ম। অধিকন্তু, অপরাধ ও আইনলঙ্ঘন নিয়ন্ত্রণে জনগণের শরিকানার (কমরেডদের আদালত, নাবালক কমিশন, ইত্যাদি) পরিসরও এখানে আলোচিত হয়েছে।

বইটি বিদেশী পাঠকদের সোভিয়েত আদালতে বিদেশী নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কিত মূল তথ্যাদিও যোগাবে।

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো